‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’সিরিজের-সকল-পর্বের লিংক-(ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে)

‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’ সিরিজের সকল পর্বের লিংক-

সহীহ-আকিদা(RIGP) 22 hrs ago ‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’ সিরিজের সকল পর্বের লিংক, read online articles,কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

 ‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’ সিরিজের সব পর্বের লিংক

‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’ একটি বৃহৎ কলেবরের নিবন্ধ, যার মধ্যে মুসলিম ব্রাদারহুড বা জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে সামসময়িক বিশ্বের গ্রেট স্কলারদের ফাতাওয়া সংকলন করা হয়েছে। আমাদের জানামতে, আলোচ্য নিবন্ধটি বাংলা ভাষায় উক্ত বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম লিখন। ইতঃপূর্বে কোনো বাঙালি বিশদভাবে ব্রাদারহুড বা জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে সালাফী ‘আলিমদের ফাতাওয়া সংকলন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আর আমাদের জানামতে ব্রাদারহুডের ব্যাপারে এত বড়ো ফাতাওয়া সংকলন বাংলা তো দূরের কথা, আরবি এবং ইংরেজিতেও নেই। আমাদের নিবন্ধে পুনরুল্লেখ ছাড়া ৩০ জন সালাফী ‘আলিম ও সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সর্বমোট ১১৭টি ফাতাওয়া এবং পুনরুল্লেখ-সহ ১১৯টি ফাতাওয়া সংকলন ও অনুবাদ করা হয়েছে। ফাতওয়াগুলো মোট ৩১টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। একেকজন ‘আলিমের জন্য স্বতন্ত্র একেকটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। আর প্রত্যেক অধ্যায়ের শুরুতে অধ্যায়-সংশ্লিষ্ট ‘আলিমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে আমরা ৩১টি অধ্যায় মোট ২০টি পর্বে পোস্ট করেছি। মুসলিম পাঠকবর্গ যেন সহজেই সবগুলো পর্ব একত্রে পড়তে পারেন এবং তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন, সেজন্য আমরা সবগুলো পর্বের লিংক জমা করেছি। পর্ব ও অধ্যায়ের নাম-সহ লিংকগুলো নিম্নে উল্লিখিত হলো। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক্ব।

পরিশেষে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এই ক্ষুদ্র দা‘ওয়াতী প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন এবং লৌকিকতার পঙ্কিলতা থেকে একে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আর যাঁরা এই সিরিজ লিখে, লেখককে উৎসাহ দিয়ে, সহযোগিতা করে এবং সিরিজের লেখাগুলো প্রচার করে সালাফী দা‘ওয়াতের একটি মহৎ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা

 পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

সংরক্ষণ এবং পিডি-এফ সম্পাদনায়ঃ- রাসিকুল ইসলাম, (Admin- rasikulindia)

https://rasikulindia.blogspot.com/ এইখানে শুধু-বিশুদ্ধ বইয়ের সমাহার

(PDF ^ অনালাইনে পড়তে পারবেন,& ডাউনলোড করতে পারবেন।) একমাত্র সহীহ-বইয়ের প্রাপ্তি-স্থান-ওয়েবসাইট।

‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’সিরিজের-সকল-পর্বের লিংক-(ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে)

 ১ম পর্ব | ১ম অধ্যায়: ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

১ম পর্ব | ১ম অধ্যায়: ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

- নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন https://rasikulindia.blogspot.com/ ইসলামিক বই

১ম পর্ব | ১ম অধ্যায়: ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

১ম অধ্যায়: ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

শাইখ পরিচিতি:

ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ ছিলেন। তিনি একাধারে ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ ছিলেন। তিনি স্বীয় যুগে আহলুস সুন্নাহ’র ইমাম এবং শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন ছিলেন। তিনি ১৩৩০ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারান। কিন্তু ‘ইলম অর্জনের অদম্য ইচ্ছা তাঁকে ‘ইলম অর্জন করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তিনি অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের নিকট থেকে ‘ইলম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ইমাম সা‘দ বিন হামাদ বিন ‘আতীক্ব, ইমাম হামাদ বিন ফারিস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

তিনি একাধারে সৌদি আরবের ‘ইলমী গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটির প্রধান, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের প্রধান, রাবেতায়ে ‘আলাম আল-ইসলামীর প্রাতিষ্ঠানিক বোর্ডের প্রধান, রাবেতার ফিক্বহ একাডেমির প্রধান এবং মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদ অলংকৃত করেছিলেন।

- *ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] বলেছেন, “নিশ্চয় আশ-শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) শ্রেষ্ঠ ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরা মহান আল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন জান্নাতকে তাঁর আবাসস্থল হিসেবে নির্ধারণ করেন।” [শাইখ ড. ‘আব্দুল ‘আযীয আস-সাদহান (হাফিযাহুল্লাহ), আল-ইমাম আল-আলবানী দুরূস ওয়া মাওয়াক্বিফ ওয়া ‘ইবার; পৃষ্ঠা: ২৬২; দারুত তাওহীদ, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]*
- প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং বিগত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ শাইখুল মাগরিব ইমাম মুহাম্মাদ তাক্বিউদ্দীন হিলালী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.] ইমাম ইবনু বাযকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতায় বলেছেন, “ ‘ইলম ও আখলাকে আমি এই যুগে তাঁর নজির দেখিনি, যে আখলাকের সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি ফতোয়া প্রদানে একজন মুহাক্বক্বিক্ব ইমামে পরিণত হয়েছেন, আর জটিল সমস্যাগুলো তাঁর কাছে পরিণত হয়েছে সহজ বিষয়ে।” [আর-রাসাইলুল মুতাবাদালাহ বাইনাশ শাইখ ইবনি বায ওয়াল ‘উলামা; পৃষ্ঠা: ৩২৯; গৃহীত: https://tinyurl.com/ycxf9q9k]

- ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.] কে ইমাম ইবনু বায এবং ইমাম আলবানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "নিশ্চয় তাঁরা দুজন—হাদীস, আল্লাহ'র দিকে আহ্বান এবং বিদ'আতীদের সাথে লড়াই করার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ দুজন 'আলিম।" [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=eYz7WEE8LEY (অডিয়ো ক্লিপ)]
- ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.] কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, বর্তমান যুগে ফিক্বহ ও হাদীসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি উত্তরে বলেন, "আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এই যুগে ফিক্বহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জ্ঞানী শাইখ ইবনু বায (হাফিযাহুল্লাহ)। অনুরূপভাবে এ যুগে হাদীসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জ্ঞানী শাইখ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (হাফিযাহুল্লাহ)।" [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), ইজাবাতুস সা'ইল 'আলা আহাম্মিল মাসাইল; পৃষ্ঠা: ৫৫৯-৫৬০; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]
- এমনকি ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.] "'আযাউল উম্মাহ বি ওয়াফাতি জাবালিস সুন্নাহ (সুন্নাহ'র পর্বতের মৃত্যুতে উম্মাহকে সান্ত্বনাদান)"– শীর্ষক অডিয়ো ক্লিপে বলেছেন, "শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাবি'ঈ 'আব্দুল্লাহ বিন মুবারাকের মতো!" [sahab.net]
- মাসজিদে হারাম ও মাসজিদে নববীর ধর্মীয় তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত সাধারণ পরিচালনা পর্ষদের সাবেক প্রধান এবং সর্বোচ্চ 'উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪৩৪ হি.] বলেছেন, "আজ মুসলিম উম্মাহ– উম্মাহ'র শ্রেষ্ঠ 'আলিমের মৃত্যুতে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। যিনি বর্তমান যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম, তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আল্লামাহ, তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, 'ইলম ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী আল্লাহ'র দিকে আহ্বানকারী দা'ঈ, হক ও হিদায়াতের পথে জিহাদকারী মুজাহিদ সামাহাতুল 'আল্লামাতিল জালীল আশ-শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন বায।" [আল-মাদীনাহ পত্রিকা, সংখ্যা: ১৩১৭৪; গৃহীত: নাসির আয-যাহরানী, ইমামুল 'আসর; পৃষ্ঠা: ২৬৩]
- সৌদি আরবের ফতোয়া প্রদানকারী স্থায়ী কমিটি এবং সর্বোচ্চ 'উলামা পরিষদের প্রবীণ সদস্য যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] বলেছেন, "আমাদের শীর্ষস্থানীয় 'আলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলেন সামাহাতুশ শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন বায (হাফিযাহুল্লাহ)। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাকে গভীর জ্ঞান, সৎকর্মপরায়নতা, আল্লাহ'র দিকে আহ্বান, ইখলাস, সততা এবং সকলের কাছে সুবিদিত কল্যাণকর বিষয়াদি দিয়ে তাঁর উপর মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ, তাঁর নিকট থেকে অসংখ্য কল্যাণকর বিষয় প্রকাশিত হয়েছে, যেমন: গ্রন্থাবলি, লিখনসমগ্র, অডিয়ো ক্লিপস, দারসসমগ্র প্রভৃতি।" [দ্র.:https://m.youtube.com/watch?v=Wbec9OgsEFY(অডিয়ো ক্লিপ)]

সৌদি আরবের বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতী আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ইমাম 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬২ হি./১৯৪৩ খ্রি.] বলেছেন, "আমরা সুন্নাহ'র পর্বতকে হারালাম। তাঁর মৃত্যুসংবাদ মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা বর্তমান যুগে মহান আল্লাহ'র পরে তিনিই ছিলেন একমাত্র আশ্রয়স্থল, যাঁর উপর মুসলিমরা সকল ক্ষেত্রে এবং ফাতওয়া প্রদান, দা'ওয়াত ও সঠিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে নির্ভর করত।" [নাসির আয-যাহরানী, ইমামুল 'আসর; পৃষ্ঠা: ১৫৯]

সৌদি আরবের ফাতাওয়া প্রদানকারী স্থায়ী কমিটি এবং সর্বোচ্চ 'উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ বাকার আবূ যাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.] বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন সুন্নাহ'র পর্বত এবং জামা'আতের নেতা। তিনি সালাফদের সম্মান রক্ষাকারী। তাঁর অবদান বিরাট। আল্লাহ আমাদের শাইখের উপর রহম করুন এবং তাঁর (আল্লাহ'র) প্রশস্ত জান্নাতে তাঁর আবাস নির্ধারণ করুন।" [আদ-দা'ওয়াহ ম্যাগাজিন, সংখ্যা: ৯৭২৫; গৃহীত: নাসির আয-যাহরানী, ইমামুল 'আসর; পৃষ্ঠা: ১৬২; ইবরাহীম মাহমূদ, রিসাউল আনাম লি ফাক্বীদিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ২৫]

সর্বোচ্চ 'উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান আল-বাসসাম (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২৩ হি.] বলেছেন, "আমাদের শাইখ সামাহাতুশ শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) ইসলাম এবং মুসলিমদের খেদমতে যে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন, সেজন্য তিনি বর্তমানে 'শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন' উপাধীর অধিকারী।" [শাইখ 'আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ (হাফিযাহুল্লাহ), আল-ইনজায ফী তারজামাতিল ইমাম 'আব্দিল 'আযীয ইবনি বায; পৃষ্ঠা: ২৯৭-২৯৮]

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী বিন ‘উমাইর আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] ইমাম ইবনু বাযের জীবনী লিখতে গিয়ে বলেছেন, “আমি এই অসাধারণ জ্ঞানী ইমামকে চিনেছি তাঁর ‘ইলম, আমল, আখলাক, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাঁর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে, আর সালাফী দা‘ওয়াত এবং প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যে সালাফীগণ ও তাঁদের দা‘ঈদের ব্যাপারে তাঁর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে।” [তাযকীরুন নাবিহীন, পৃষ্ঠা: ৩০১; শাইখের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত সফট কপি]

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী বিন ‘উমাইর আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, “তুমি কীভাবে এই মানহাজের অনুসারীদেরকে দ্বীনের অংশ নিয়ে দলাদলির, উম্মাহ’র বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীনতার এবং উম্মাহ’র জন্য চিন্তা না করার অপবাদ দাও? অথচ তাদের মধ্যে রয়েছেন আশ-শাইখ, আল-‘আল্লামাহ, আল-মুজাহিদ, দুনিয়ার সকল প্রান্তের মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ ব্যক্তিত্ব; এমনকি মনে করা হয়, মঙ্গলগ্রহেও যদি কোনো ইসলামী দল থাকত, তাহলে তিনি তাদেরও অনুগামী হতেন। জেনে রেখো, তিনি হলেন আশ-শাইখ ইবনু বায!” [ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ), আহলুল হাদীস হুমুত্ব ত্ব’ইফাতুল মানসূরাতুন নাজিয়াহ; পৃষ্ঠা: ৭৬; প্রকাশনার নামবিহীন; সন: ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি. (২য় প্রকাশ); শাইখের ওয়েবসাইট (rabee.net) থেকে সংগৃহীত সফট কপি]

- সৌদি আরবের সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম সালিহ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫০ হি.] ইমাম ইবনু বাযের বলেছেন, “তিনি ছিলেন প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি হাদীস, ‘উলূমুল হাদীস, রিজালশাস্ত্র, ফিক্বহ এবং তাফসীরের ব্যাপারে অনেক জানতেন। সুন্দর ভঙ্গিতে এবং অলংকারপূর্ণ ভাষায় কথা বলতেন। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তিনি এমনভাবে দলিল পেশ করতেন যেন দলিলগুলো তাঁর ঠোঁটের আগায় রয়েছে। তিনি ক্বুরআন-সুন্নাহ থেকে খুব দ্রুত দলিল গ্রহণ (ইস্তিদলাল) করতে পারতেন। তিনি কোনোরূপ চিন্তা ও দ্বিধা ছাড়াই একটি বিষয়ে অনেক দলিল পেশ করতেন। তিনি হলেন হাদীস ও ‘উলূমুল হাদীসের ইমাম, আর তাফসীর ও ফিক্বহের বিদ্বান (‘আলিম)।” [আদ-দা‘ওয়াহ ম্যাগাজিন, সংখ্যা: ৯৭২৫; গৃহীত: নাসির আয-যাহরানী, ইমামুল ‘আসর; পৃষ্ঠা: ১৫৯-১৬০; ইবরাহীম মাহমূদ, রিসাউল আনাম লি ফাক্বীদিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ২১-২৩]
  বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খ্রি.] ইমাম ইবনু বাযকে “মুহাক্বক্বিক্ব ‘আলিম” বলেছেন। [sahab.net]
- আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয আর-রাজিহী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬০ হি.] বলেছেন, “আমরা মনে করি, আমাদের সম্মানিত শাইখ এবং পিতা ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায আল্লাহওয়ালা ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের উপর আল্লাহ ‘ইলম দিয়ে ও আমল করার তাওফীক্ব দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, যাদের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিকে আল্লাহ সুউচ্চ করেছেন, পৃথিবীতে যাদের গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন, যাদের মাধ্যমে এবং যাদের ‘ইলম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের উপকৃত করেছেন। আমরা মনে করি, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের অবশিষ্টাংশ। তাঁর (রাহমাতুল্লাহি ‘আলাইহ) বৈশিষ্ট্য, কথাবার্তা, কাজকর্ম ও চেষ্টাপ্রচেষ্টায় ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের (রিদ্বওয়ানুল্লাহি ‘আলাইহিম) কথাই স্মরণ হয় এবং তাঁর কাজকর্মে শুধু তাই পাওয়া যায়, যা সম্মানিত কিতাব ও পবিত্র নাবাউয়ী সুন্নাহ’য় প্রমাণিত।” [sahab.net]
- সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ সালিহ বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬৯ হি./১৯৪৭ খ্রি.] বলেছেন, “গ্র্যান্ড মুফতী সামাহাতুশ শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বাযের মৃত্যুতে যে দুর্যোগ আপতিত হয়েছে, সেটাই বুঝিয়ে দেয় মুসলিম বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ তাঁকে কী পরিমাণ ভালোবাসে। নিঃসন্দেহে তাঁর (রাহিমাহুল্লাহ) মৃত্যু মুসলিম বিশ্বের জন্য ক্ষতি। গতকালও প্রয়োজন ছিল তাঁর মতো একজন সমঝদার বিদ্বান এবং মহান শাইখের, যিনি ছিলেন এই যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ইমাম।” [ইবরাহীম মাহমূদ, রিসাউল আনাম লি ফাক্বীদিল ইসলাম; পৃষ্ঠা: ৯৩]
- সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান আল-মানী‘ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৪৯ হি.] বলেছেন, “নিঃসন্দেহে আমাদের শাইখ এবং পিতা আশ-শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বর্তমান যুগের ইমাম এবং মুজাদ্দিদ। তিনি কোনো বিতর্ক ছাড়াই হাদীস এবং রিজালশাস্ত্রের ইমাম। তিনি ফিক্বহশাস্ত্রে এবং সূক্ষ্মদর্শিতায় একজন ইমাম। তিনি স্বীয় জবান, লিখনী এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ’র দিকে দা‘ওয়াত দানের ক্ষেত্রে একজন ইমাম। তিনি মহানুভবতা ও বদান্যতায় একজন ইমাম। তিনি দয়া, বিনয়, পরিতুষ্টি, পরহেজগারিতা ও সততার ক্ষেত্রে একজন ইমাম। নিশ্চয় আমাদের শাইখ আশ-শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীযের এত বিশ্বস্ততা, সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা, আস্থা, ভালোবাসা এবং নির্ভরযোগ্যতা আছে, যা আমরা বর্তমান যুগের কোন ‘আলিমের কাছে পাই না। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম,

বিদ্যাসাগর ও বিদ্বান। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাঁর কৃতিত্ব, জ্ঞান ও কর্মপন্থার মাধ্যমে মুসলিমদের উপকৃত করুন।” [শাইখ ‘আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ (হাফিযাহুল্লাহ), আল-ইনজায ফী তারজামাতিল ইমাম ‘আব্দিল ‘আযীয ইবনি বায (‘ভূমিকা’ দ্রষ্টব্য); পৃষ্ঠা: ২-৩]

- এই মহান ‘আলিমে দ্বীন ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন।
- ১ম বক্তব্য:

বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ ও মুজাদ্দিদ শাইখুল ইসলাম ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)’র ফাতওয়া—

السؤال: أحسن الله إليك النبي حديث في ﷺ افتراق الأمة، وقوله «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الاخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمر، وعدم السمع والطاعة؛ هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟

الجواب: تدخل في الثنتين والسبعين، ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في الثنتين والسبعين، والمراد بقوله ﷺ «أمتي» أي أمة الإجابة أي استجابوا لله وأظهروا اتباعهم له.

السائل: يعني هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين؟

الشيخ: نعم، من الثنتين والسبعين.

- প্রশ্ন: “আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। নাবী ﷺ এর হাদীস—‘আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, শুধুমাত্র একটি দল ব্যতীত সকল দল জাহান্নামে যাবে।’ তাবলীগ জামা‘আতের অনেক শির্কী ও বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড আছে। আবার মুসলিম ব্রাদারহুডের আছে দলবাজি এবং শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো কর্মকাণ্ড। তাহলে এই দুটি দল কি ধ্বংসপ্রাপ্ত দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে?”
- উত্তর: “এই দল দুটি (পথভ্রষ্ট) ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত। যারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদাহ পরিপন্থি কাজ করে, তারাই (পথভ্রষ্ট) ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত। নাবী ﷺ এর কথা “আমার উম্মত” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মাতুল ইজাবাহ। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ’র ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং তাঁর জন্য নিজেদের আনুগত্যকে প্রকাশ করেছে।
- প্রশ্নকর্তা: “তার মানে উল্লিখিত দল দুটি (পথভ্রষ্ট) ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত?”
- শাইখ: “হ্যাঁ, (তারা) ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত।” [এই কথাটি ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মৃত্যুর দুই বছর বা তারও কম সময় পূর্বে ১৪১৬ হিজরী সনে ত্বা’ইফে (তায়েফ) তাঁর “শারহুল মুনতাক্বা” এর একটি দারসে বলেছেন।

দ্র.: ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রণীত “আক্বওয়ালু ‘উলামা-ইস সুন্নাহ ফী জামা‘আতিত তাবলীগ”; পৃষ্ঠা: ৫; সংগৃহীত: rabee.net; মাজমূ‘উ রাবী‘; খণ্ড: ১১; পৃষ্ঠা: ৪৪৪; দারুল ইমাম আহমাদ, মিশর কর্তৃক প্রকাশিত (সনতারিখ বিহীন); ফাতওয়া’র অডিয়ো লিংক:http://ar.alnahj.net/audio/805.]

·২য় বক্তব্য:

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)’র আরেকটি ফাতওয়া—

السؤال: سماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة؟ وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟

الجواب: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم؛ لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله، وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة.

فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله، وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي، أو ما أشبه ذلك، يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا الله، التي هي أصل الدين، وأول ما دعا إليه النبي ﷺ في مكة دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله، فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي: عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله، والإخلاص له، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم، والنذر لهم والذبح لهم، الذي هو الشرك الأكبر، وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة: تتبع السنة، والعناية بالحديث الشريف، وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية، وهناك أشياء كثيرة أسمع كثيرا من الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، نسأل الله أن يوفقهم

أحوالهم وي صلح وي ع ينهم.

প্রশ্ন: "সম্মানিত শাইখ, অনেকদিন হয়ে গেল মুসলিম ব্রাদারহুড (ইখওয়ানুল মুসলিমীন) নামক সংগঠন সৌদি আরবে প্রবেশ করেছে। আর ত্বালিবুল 'ইলমদের মধ্যে এই সংগঠনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট উদ্যমতা দেখা যাচ্ছে। এই সংগঠনের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজের সাথে এই সংগঠনের সামঞ্জস্যতা কতটুকু?"

উত্তর: "শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণ মুসলিম ব্রাদারহুড নামক সংগঠনের সমালোচনা করেছেন। কেননা আল্লাহ'র তাওহীদের দিকে দা'ওয়াত এবং শির্ক ও বিদ'আতের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে তাদের কোনো তৎপরতা নেই। তাদের কিছু নিজস্ব পদ্ধতি আছে। কিন্তু যে বিষয়গুলো তাদের সংগঠনকে ত্রুটিপূর্ণ করে, তা হলো—আল্লাহ'র দিকে দা'ওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যমহীনতা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহর দিকে লোকদেরকে পরিচালিত না করা।

সুতরাং মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্য সালাফী দা'ওয়াত ও আল্লাহ'র তাওহীদের দিকে দা'ওয়াতের প্রতি সচেষ্ট হওয়া এবং কবরপূজা, মৃতদের সাথে সম্পৃক্ততা, কবরবাসীদের কাছে যেমন: হাসান, হুসাইন, বাদাউয়ী প্রমুখের কাছে ফরিয়াদ করার বিরোধী হওয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের নিকট সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলভিত্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক, যা দ্বীনের মূলভিত্তি। নাবী ﷺ মক্কায় সর্বপ্রথম আল্লাহ'র তাওহীদের দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থের দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। অসংখ্য 'আলিম এই বিষয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের সমালোচনা করেছেন। তথা আল্লাহ'র তাওহীদের দিকে দা'ওয়াত, আল্লাহ'র জন্য একনিষ্ঠতার দিকে দা'ওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতা নেই এবং মূর্খরা যেসব বিদ'আত উদ্ভাবন করেছে যেমন: মৃতদের সাথে সম্পৃক্ততা, তাদের কাছে ফরিয়াদ করা, তাদের উদ্দেশ্যে মানত ও যবেহ করা প্রভৃতি, যা মূলত বড়ো শির্ক, এগুলোর বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতা নেই।

অনুরূপভাবে 'আলিমগণ যে বিষয়ে তাদের সমালোচনা করেছেন তা হলো—সুন্নাহ অধ্যয়নের প্রতি, হাদীস শারীফের প্রতি এবং শার'ঈ বিধিবিধানের ক্ষেত্রে উম্মাহ'র সালাফগণ যে আদর্শের উপর ছিলেন, সে আদর্শের প্রতি তাদের আগ্রহ ও মনোযোগ নেই। এরকম আরও বেশকিছু বিষয় আছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক ভাই তাদের সমালোচনা করেছেন। আমি আল্লাহ'র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাদেরকে তাওফীক্ব দেন, তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের অবস্থাসমূহ সংশোধন করেন।" [ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ), মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতুম মুতানাওয়্যা'আহ; খণ্ড: ৮; পৃষ্ঠা: ৪০-৪১; দারুল ক্বাসিম, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২০ হিজরী (১ম প্রকাশ)]

·৩য় বক্তব্য:

- শাইখুল ইসলাম ইমাম 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)'র আরেকটি ফাতওয়া—

أهل من هؤلاء هل : وي قول الم سلم ين، الإخوان وجماعة ال ت بل يغ جماعة م ثل الإ سلام ية، ال جماعات ب عض عن ي سأل أخ :ال سؤال اعة؟وال جم ال سنة

ع لى ي سـ ت ق يموا وأن أن فسهم ي حا سـ بوا أن ي جب الـم سلـم ين، الإخوان وجماعة ال ت بل يغ جماعة ن قص، ع ندهم ك ـلهم :ال جواب الإخوان وع لى شريـ ع ته، وات باع ب ه والإي مان لـه، والإخ لاص الله ت وحـ يد ف ي وال سنة، ال ك تاب ع لـ يه دل ما ي ن فذوا وأن ال حق، ق و لا : الله دي ن ع لى ي سـ ت ق يموا وأن ب ينهم، ف ـ يما الله شـرع ي حـكموا وأن مأذ فـسه ي حا سـ بوا أن الله وف قهم الـم سلـم ين من أ سـلاف هم ي فعلـه كـان ما ي حذروا أن أي ضا ال ت بل يغ جماعة وع لى كـانـوا، أي نما أمره مخال فة ي حذروا وأن وع ق يدة، وعملا من ب ها والا سـ تغاث ة الـم نكرات، من هذا لـك ب هـا، والا سـ تغاث ة دعائها أو الـم ساجد ف ي جـعـلها أو ع لـ يها وال بناء ال ق بور، ت عظ يم عـ ند لـ كن ال ناس، ب ه الله ي ن فع منهم وك ثـ ير الله ، إلـى الـدعوة ف ي ن شاط لـهم ذلـك، ي حذروا أن ف ع لـ يهم الأكـ ـ بر، ال شرك ع لـى ي سـ ت ق يموا وأن الـرديـ ئة الـ ع ق يـدة يـ حـذروا وأن منها، يـ تطهروا أن الـ خلـف ع لـى فـ يجب صـالـحة، غـ ير ع ق يدة أ سلاف هم وبـ جهادهم ب هم الله ي ن فع حـ تـى الله ت وحـ يد.

- প্রশ্ন: "এক ভাই ইসলামী দলসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন। যেমন: তাবলীগ জামা'আত, মুসলিম ব্রাদারহুড প্রভৃতি। তিনি জিজ্ঞেস করছেন, তারা কি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত?"

- উত্তর: “তাদের প্রত্যেকেরই ত্রুটি আছে। অর্থাৎ, তাবলীগ জামা‘আত এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের। তাদের জন্য আত্মসমালোচনা করা, হকের উপর অটল থাকা এবং আল্লাহ’র তাওহীদ, তাঁর জন্য একনিষ্ঠতা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করার মাধ্যমে কিতাব ও সুন্নাহর দাবি বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। মুসলিম ব্রাদারহুডের –আল্লাহ তাদেরকে সৎকর্মের তাওফীক্ব দিন– উপর আবশ্যক হলো— আত্মসমালোচনা করা, নিজেদের মধ্যে আল্লাহ’র আইন বাস্তবায়ন করা, কথা, কাজ ও ‘আক্বীদাহর ক্ষেত্রে আল্লাহ’র দ্বীনের উপর অটল থাকা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ’র নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করা থেকে সতর্ক থাকা। তাবলীগ জামা‘আতের উপর আবশ্যক হলো—তাদের পূর্ববর্তীরা যেসব কাজ করত সেসব থেকে বেঁচে থাকা তথা কবরকে সম্মান করা, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা বা মাসজিদে কবর দেওয়া, কবরের কাছে প্রার্থনা করা এবং কবরের কাছেই ফরিয়াদ করা প্রভৃতি থেকে বেঁচে থাকা। কেননা এগুলো সবই মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত। কবরের কাছে ফরিয়াদ করা বড়ো শির্ক। এ থেকে বেঁচে থাকা তাদের উপর আবশ্যক। আল্লাহ’র দিকে দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের উদ্যমতা আছে। তাদের অনেকের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের উপকার করেন। কিন্তু তাদের পূর্ববর্তীদের [অর্থাৎ, তাবলীগের আকাবিরদের – অনুবাদক] এমন ‘আক্বীদাহ আছে, যা বিশুদ্ধ নয়। সুতরাং পরবর্তীদের জন্য এসব কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের নিষ্কলুষ রাখা, ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ’র তাওহীদের উপর অটল থাকা ওয়াজিব, যাতে করে আল্লাহ তাদের মাধ্যমে এবং তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের উপকার করতে পারেন।” [ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ), মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতুম মুতানাওয়্যা‘আহ; খণ্ড: ২৮; পৃষ্ঠা: ৫৭]
- ·৪র্থ বক্তব্য:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)’র আরেকটি ফাতওয়া—

الذي ن الـ شـ باب إلـ ى خا صة نـ صـ يحة تـ وجـ يه كم سماحت من نـ رجو كما الـ مـ بـ تدعة؟ من موقـ فهم حـ يال الـ دعاة تـ نـ صحون بـ ماذا :الـ سؤال
بـ الـ ديـ نـ ية؟ الـ مـ سماة الـ حزبـ ية بـ الانـ تماءات يـ تأثـ رون

الله أمر أحـ سن؟ هي بـ الـ تي والـ جدال الـ حـ سـ نة والـ موعظة بـ الـ حـ كمة سـ بحانـ ه الله إلـ ى بـ الـ دعوة جمـ يعا إخوانـ نا نـ وصـ ي :الـ جواب
فـ أي - غـ يرهم أو الـ شـ يعة من كـ انـ وا سواء عـ لـ يهم روايـ نك وأن ، بـ دعـ تهم أظهروا إذا الـ مـ بـ تدعة ومع الـ ناس جمـ يع مع بـ ذلـ ك سـ بحانـ ه
إلـ يه ونـ سـ بوه الـ ديـ ن فـ ي الـ ناس أحدثـ ه ما هي والـ بدعة .الـ شرعـ ية بـ الـ طرق الـ طاقـ ة حـ سب إنـ كارها عـ لـ يه وجب الـ مؤمن رآها بـ دعة
فـ هو مرنـ اأ عـ لـ يه لـ يس عملا عمل من» : ﷺ الـ نـ بي وقـ ول رد»، فـ هو مـ نه لـ يس ما هذا أمرنـ ا فـ ي أحدث من» :الـ نـ بي لـ قول مـ نه، ولـ يس
وبـ دعة بـ الـ موالـ د، الاحـ تـ فال وبـ دعه الـ خوارج، وبـ دعة الإرجاء، وبـ دعة الاعـ تزال، وبـ دعة الـ رفـ ض، بـ دعة ذلـ ك أمـ ثـ لة ومن رد»»،
أحدثـ وا ما وإنـ كار الـ خـ ير، إلـ ى وتـ وجـ يههم نـ صحهم فـ يجب الـ بدع، من ذلـ ك غـ ير إلـ ى عـ لـ يها الـ مـ ساجد واتـ خاذ الـ قـ بور عـ لـ ى الـ بـ ناء
.الـ حق يـ قـ بـ لون لـ عـ لهم الـ واضحة والأدلـ ة الـ حـ سن والأ سـ لوب بـ الـ رفـ ق الـ حق من جهـ لوا ما مهموتـ عـ لـ ي الـ شرعـ ية بـ الأدلـ ة الـ بدع من
فـ ي يـ تعاونـ وا وأن رسـ ولـ ه، وسـ نة الله كـ تاب إلـ ى الـ جمـ يع يـ نـ تمي وأن تـ ركها، فـ الـ واجب الـ محدثـ ة الأحزاب إلـ ى الانـ تماءات أما
هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ أَلَا﴿ الـ مجادلـ ة سورة آخر فـ ي سـ بحانـ ه فـ يه الله قـ ال الـ ذي الله حزب من يـ كونـ ون وبـ ذلـ ك وإخلاص، بـ صدق ذلـ ك
.الآيـ ة ﴾وَرَسُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوَادُّونَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا﴿ :تـ عالـ ى قـ ولـ ه فـ ي الـ عظـ يمة صـ فاتـ هم ذكـ ر بـ عدما ﴾الْمُفْلِحُونَ
آتَاهُمْ مَا آخِذِينَ وَعُيُونٍ جَنَّاتٍ فِي الْمُتَّقِينَ إِنَّ﴿ وجل عز الله قـ ول فـ ي الـ ذاريـ ات سورة فـ ي وجل عز الله ذكـ ره ما الـ عظـ يمة صـ فاتـ هم ومن
حزب اتـ صف فـ هذه ﴾وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَالِهِمْ أَمْ وَفِي يَسْتَغْفِرُونَ هُمْ وَبِالْأَسْحَارِ يَهْجَعُونَ مَا اللَّيْلِ مِنَ قَلِيلًا كَانُوا مُحْسِنِينَ ذَلِكَ قَبْلَ كَانُوا إِنَّهُمْ رَبُّهُمْ
عـ نهم الله رضـ ي الـ صحابـ ة من الأمة سـ لف مـ نهج عـ لـ ى والـ سـ ير إلـ يها والـ دعوة والـ سـ نة الله ، كـ تاب غـ ير إلـ ى يـ تحـ يزون لا الله
.بـ إحـ سان وأتـ باعهم

عـ لـ يهما فـ يه اخـ تـ لـ فوا ما وعرض ،والـ سـ نة بـ الـ كـ تاب الـ تمـ سك إلـ ى ويـ دعونـ هم الـ جمعـ يات وجمـ يع الأحزاب جمـ يع يـ نـ صحون فـ هم
أو الـ مـ سـ لمـ ين، الإخوان جماعة بـ ين ذلـ ك فـ ي فـ رق ولا .تـ ركـ ه وجب خالـ فهما وما الـ حق، وهو الـ مـ قـ بول فـ هو أحدهما أو وافـ قهما فـ ما
تـ جـ تمع وبـ ذلـ ك .لـ لإ سلام الـ مـ نـ تـ سـ بة والأحزاب الـ جمعـ يات من غـ يرهم أو الـ تـ بـ لـ يغ جماعة أو الـ شرعـ ية، والـ جمعـ ية الـ سـ نة أنـ صار
والـ دعاة ديـ نـ ه وأنـ صار الله حزب هم الـ ذيـ ن والـ جماعة الـ سـ نة أهل خطا يـ ترسـ م واحدا حزبـ ا الـ جمـ يع ويـ كون الـ هدف يـ تحدو الـ كـ لمة
.الـ مطهر الـ شرع يـ خالـ ف فـ يما حزب أي أو جمعـ ية لأي الـ تعـ صب يـ جوز ولا .إلـ يه

প্রশ্ন: “বিদ‘আতীদের ব্যাপারে দা‘ঈদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে আপনি তাঁদেরকে কী নসিহত করবেন? অনুরূপভাবে আমরা আপনার কাছে দ্বীনের নামে বিভিন্ন দলে যোগদান করার হিড়িকে প্রভাবিত যুবকদের প্রতি খাস নসিহত কামনা করছি।”

- উত্তর: “আমরা আমাদের সকল ভাইকে আল্লাহ’র দিকে দা‘ওয়াত দেওয়ার উপদেশ দিব; প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং উত্তম বিষয়ের দ্বারা বিতর্ক করার মাধ্যমে, যেমনটি (বিতর্ক) আল্লাহ সকল মানুষের সাথে এবং বিদ‘আতীরা যখন তাদের বিদ‘আত প্রকাশ করে তখন তাদের সাথে করার আদেশ দিয়েছেন। আর তারা (ভাইয়েরা) যেন তাদের বিরোধিতা করে, চাই তারা শী‘আ হোক বা অন্য বিদ‘আতী হোক। মু’মিন যখন কোনো বিদ‘আত দেখে, তখন তার উপর সামর্থ্য অনুযায়ী শার‘ঈ পদ্ধতিতে বিদ‘আতের বিরোধিতা করা ওয়াজিব। বিদ‘আত হলো—মানুষ যা দ্বীনের মধ্যে নতুনভাবে আবিষ্কার করে তা দ্বীনের দিকে সম্পৃক্ত করে, অথচ তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। নাবী ﷺ বলেছেন, “কেউ আমাদের এ শরিয়তে এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটাল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” (সাহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; সাহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮) নাবী ﷺ আরও বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের কোনো (শার‘ঈ) নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।” (সাহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; ‘বিচার-ফায়সালা’ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ- ৮)
- যেমন রাফিদ্বীদের বিদ‘আত, মু‘তাযিলীদের বিদ‘আত, মুরজিয়াদের বিদ‘আত, খারিজীদের বিদ‘আত, মীলাদ (নাবী ﷺ এর জন্মদিবস) উদ্যাপনের (উদ্'যাপনের) বিদ‘আত, কবরের উপর সৌধ ও মাসজিদ নির্মাণের বিদ‘আত প্রভৃতি। সুতরাং তাদেরকে নসিহত করা, কল্যাণের দিকে আসার নির্দেশনা প্রদান করা, শার‘ঈ দলিলসমূহের মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবিত বিদ‘আতের বিরোধিতা করা এবং কোমলতা, উত্তম পদ্ধতি ও সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে তাদের অজানা সত্য তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব; হয়তো তারা হক গ্রহণ করবে।
- পক্ষান্তরে বিভিন্ন বিদ‘আতী দলে যোগদান করার মতো কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। আর সবাই মিলে আল্লাহ’র কিতাব ও তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাহ’র দিকে সম্পর্কযুক্ত হওয়া এবং সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ওয়াজিব। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ’র দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে; যে দলের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সূরাহ মুজাদালাহ’র শেষে বলেছেন, “জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ’র দলই সফলকাম।” (সূরাহ মুজাদালাহ: ২২) তিনি কথাটি বলেছেন এই দলের মহান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করার পর। তিনি বলেছেন, “আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো জাতিকে তুমি পাবে না যে, তারা তার সাথে বন্ধুত্ব করছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে।” (সূরাহ মুজাদালাহ: ২২)
- মহান আল্লাহ তাদের কিছু মহান বৈশিষ্ট্য সূরাহ যারিয়াতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, “নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝরনাধারায়। তাদের রব তাদের যা দিবেন তা তারা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণকারী হবে। ইতঃপূর্বে এরাই ছিল সৎকর্মশীল। রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাত। আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমাপ্রার্থনায় রত থাকত। আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের হক।” (সূরাহ যারিয়াত: ১৫-১৯)
- এগুলো আল্লাহ’র দলের বৈশিষ্ট্য। তারা আল্লাহ’র কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর দলবদ্ধ হয় না। তারা সুন্নাহ’র দিকে দা‘ওয়াত দেয় এবং উম্মাহ’র সালাফগণের তথা সাহাবীবর্গ (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম) এবং উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণকারী অনুসারীবৃন্দের মানহাজের উপর পথ চলে। তারা সকল দল ও সংগঠনকে নসিহত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার দিকে আহ্বান করে। তারা যে ব্যাপারে মতবিরোধ করে, সে ব্যাপারটি তারা কিতাব ও সুন্নাহ’র উপর পেশ করে। যে মতটি কিতাব ও সুন্নাহ’র সাথে বা দুটির কোন একটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাই গ্রহণযোগ্য, আর তাই হক। আর যে মতটি কিতাব ও সুন্নাহ’র বিরোধী হয়, তা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব।
- এক্ষেত্রে মুসলিম ব্রাদারহুড, আনসারুস সুন্নাহ, জমঈয়তে শার‘ইয়্যাহ, তাবলীগ জামা‘আত এবং ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকারী অন্যান্য দলসমূহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর মাধ্যমে মুসলিম সংহতি অর্জিত হয়, মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সবাই এক দলে পরিণত হয়, যে দলটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আদর্শ অনুসরণ করে। তারাই আল্লাহ’র দল, তাঁর দ্বীনের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁর দ্বীনের দিকে আহ্বানকারী। পবিত্র শরিয়তের বিরোধিতায় কোনো দল বা জামা‘আতের প্রতি গোঁড়ামি রাখা নাজায়েয।” [ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ), মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতুম মুতানাওয়্যা‘আহ; খণ্ড: ৭; পৃষ্ঠা: ১৭৬-১৭৮; দারুল ক্বাসিম, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২০ হিজরী (১ম প্রকাশ)]
- ·৫ম বক্তব্য:

  শাইখুল ইসলাম ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)’র আরেকটি ফাতওয়া—

  ت ف يدوني أن منكم أريد :ر سالة ته ف ي ي قول ال سودان، من أم ين ال أحمد ب خ يت الأخ من ال برنامج إلى وردت ر سالة وهذه :ال سؤال

  الله ؟ أف ادكم أف يدونا ال سنة، أن صار جماعة ودعوة دعوتهم ب ين اخ تلاف هناك وهل المسلمين، الإخوان دعوة عن علمًا

  ف يما ال سنة صار أن ولكن الخير، لهما نرجو وكلاهما الله ، إلى الدعاة من كلاهما ال سنة وأن صار المسلمون الإخوان :الجواب

  مصر ف ي معروف ين ف كانوا الأمر، بهذا عناية منهم وأكثر ال شرك، حقيقة وب يان ال توحيد إي ضاح في منهم أن شط نعلم

الإخوان وأما .الـ قـ بور بـ أهل والا سـ تغاثـ ة بـ الأموات والـ تعلق الـ شرك من والـ تحذيـ ر الـ توحـ يد بـ بـ يان بـ الـ عـ نايـ ة الـ سودان وفـ ي
وهذا الإ سلام، إلـ ى عامة دعوتـ هم وإنـ ما والـ جماعة، الـ سنة أهل عـ قـ يدة وبـ يان الـ توحـ يد يـ انـب فـ ي واضـح نـ شاطـ لهم فـ لـ يس الـ مـ سـ لمون
بـ الـ عـ قـ يدة يـ عـ نوا وأن ،تفصيليًا نـ شاطهم يـ كون أن الـ دعاة من غـ يرهم وعـ لى الـ مـ سـ لمـ ين الإخوان عـ لى يـ جب بـ لـ يـ كـ في، لا
الإ سلام يـ دعي قـ د فـ إنـ ه الـ صحـ يحة، ةالـ عـ قـ يد إلـ ى الـ كـ فر عـ قـ يدة من الإ سلام مدعي يـ خرج حـ تى لـ لـ ناس يـ وضـحوها وأن الـ صحـ يحة،
أو الـ قادر عـ بد بـ الـ شـ يخ أو بـ ـالـ حـ سـ ين أو بـ ـالـ بدوي ويـ سـ تغـ يث الأموات يـ عـ بد ذلـ ك مع وهو الـ ناس مع ويـ صـ لـي بـ ه يـ تكـ لم وقـ د
طرق من طريـ قة عـ ندهم يـ كون وقـ د ذلـ ك، من بـ ا الله نـ عوذ أكـ بر كـ فر وهذا بـ قـ بورهم، مر إذا والـ غوث الـمدد ويـ سألـ ه وفـ لان، بـ فلان
والإيـ ضاح الـ بـ يان فـ الـ واجب بـ يـ ثة،خ الـ صوفـ ية.

الـ دعوة فـ ي نـ شاطهم عـ لى يـ مدحون الـ مـ سـ لمون والإخـ وان الأمر، هذا فـ ي وأقـ وى لـ لدعوة وأكمل أنـ شط الـ باب هذا فـ ي الـ سـ نة فـ أنـ صار
الـ عـ نايـ ة عدم عـ لـ يهم يـ ؤخذ أعـ لم وفـ يما بـ لـ غـ ني فـ يما عـ لـ يهم يـ ؤخذ لـ كن الـ توفـ يق، من الـ مزيـ د لـ هم ويـ رجى الـ عامة، الإ سلامـ ية
الـ ناس بـ عض يـ تعاطاها الـ تي بـ الـ بدع يـ تعلق وفـ يما بـ الـ عـ قـ يدة يـ تعلق فـ يما لبـ الـ تـ فصـ ي.

والإخـ لاص الله تـ وحـ يد إلـ ى يـ دعوا وأن الـ صحـ يحة، الـ عـ قـ يدة إيـ ضاح فـ ي يـ جـ تهدوا وأن سـ يرتـ هم، من يـ غـ يروا أن عـ لـ يهم فـ الـ واجب
الـ مـ نكرة الـ خـ بـ يـ ثة الـ صوفـ ية الـ طرق أيضًا يـ وضـحوا وأن وكـ فر، شرك وأنـها بـ هم والا سـ تغاثـ ة الأموات دعوة عـ لى ويـ نـ بهوا لـ ه،
الـ طرق يـ حذروا وأن سـ يرتـ ه، عـ لى ويـ سـ يروا ﷺ الـ نـ بي طريـ ق يـ تـ بعوا أن جميعًا الـ ناس عـ لى الـ واجب وأن بـ لادهم، فـ ي الـ تي
الـ عـ برة بـ الـ ناس، لا بـ الـ حق الـ عـ برة فـ إن الأكـ ابـ ر، من فـ عـ لها من فـ عـ لها وإن والـ سلام، الـ صلاة عـ لـ يه لـ سـ يرتـ ه الـمخالـ فة الـ موجهة
بـ من عـ برة و لا فـ قراء، كـ انـ وا وإن ضـ عـ فاء كـ انـ وا وإن الـ مرضـ يون، صـ حابـ تـ ه عـ لـ يه ودرج ﷺ الـ مـ صطـ فى بـ ه جاء الـ ذي بـ الـ حق
الـ عمل إلـ ى الـ نظر يـ نـ بغي بـ ل هذا، إلـ ى الـ نظر يـ نـ بغي لا لا ، والأغـ نـ ياء، والـ عظماء والـ رؤ ساء الأكـ ابـ ر من كـ انـ وا وإن الـ حق خالـ ف
عـ لـ يه، هم ما عـ لى الـ ثـ بات عـ لى ويـ نـ شطون يـ ق،بـ الـ توفـ لـ هم ويـ دعى الـ صحـ يحة الـ عـ قائـ د أهل فـ يـ شجـ ع والـ عـ قـ يدة والـ حـ قـ يـ قة
من فـ يـ ه هم ما لـ هم ويـ وضـ ح الـ حق، إلـ ى يـ دعون يـ داهنون، و لا منهم يـ سـ تحـ يا لا كـ بارًا كـ انـ وا وإن الـ مـ نحرفـ ة الـ عـ قائـ د أهل ويـ دعى
سـ لمـ ينالـ م الإخوان وعـ لى ، الـ سـ نة أنـ صار عـ لى الـ واجب هو هذا يـ ؤيـ دونـها، الـ تي الـ بدع فـ ي أو الأخـ لاق فـ ي أو الـ عـ قـ يدة فـ ي الـ خطأ
يـ بـ يـ نوا وأن الـ صحـ يحة، الـ عـ قـ يدة يـ وضـحوا وأن ولـ عـ باده، لله يـ نـ صحوا أن عـ لـ يهم الـ واجب وعـلا جل الله إلـ ى الـ دعاة جمـ يـ ع وعـ لى
مـ نه، وحذروا الـ رسـ ل أنـ كرتـ ه الـ ذي الـ شرك عـ لى يـ نـ بهوا وأن والـ سلام، الـ صلاة عـ لـ يهم الـ رسـ ل إلـ يـ ه دعت الـ ذي الـ توحـ يد حـ قـ يـ قة
تـ كون أن الـمهم قـ لـ يـ لـ ين، كـ انـ وا ولـ و الـ حـ قـ يـ قة وجود الـمهم لا ، الـ ناس، كـ ثرة همهم يـ كون لا وأن الأمر، هذا فـ ي الـ ناس يـ داهنوا لا وأن
الـ صدق مع فـ الـ قـ لـ يل قـ لـ يـ لـ ين، كـ انـ وا ولـ و عـ لـ يـ ه ثـ ابـ تـ ين الـ حق عـ لى مـ سـ تـ قـ يمـ ين أهلها يـ كون وأن نـ قـ يـ ة، صافـ يـ ة الـ دعوة
إلا قـ وة و لا حول و لا والإخـ لاص قالـ صدقـ لة أو الـ بـ صـ يرة وقـ لة والـ جهل الـ ضعف مع الـ كـ ثـ يريـ ن من بـ كـ ثـ ير أنـ فع والإخـ لاص
نـ عم .بـ ا الله.

- প্রশ্ন: “(নূরুন ‘আলাদ দার্বের ফাতাওয়া) প্রোগ্রামে সুদানের ভাই বুখাইত আহমাদ আল-আমীনের পক্ষ থেকে এই পত্র এসেছে। তিনি তাঁর পত্রে বলেছেন, আমরা আপনার কাছে এই প্রত্যাশ্যা করছি যে, আপনি আমাকে মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত প্রসঙ্গে জানাবেন। তাদের দা‘ওয়াতের মধ্যে এবং আনসারুস সুন্নাহ’র দা‘ওয়াতের মধ্যে কি মতভেদ রয়েছে? আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করুন।”
- উত্তর: “মুসলিম ব্রাদারহুড এবং আনসারুস সুন্নাহ উভয়েই আল্লাহ’র দিকে আহ্বানকারী দা‘ঈদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা উভয়ের ব্যাপারেই কল্যাণের আশা রাখি। কিন্তু আমাদের জানামতে তাওহীদকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এবং শির্কের হকিকত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আনসারুস সুন্নাহ তাদের চেয়ে বেশি উদ্যমী এবং এ ব্যাপারে তাদের চেয়ে বেশি মনোযোগী। মিশর এবং সুদানে তাওহীদ বর্ণনা করার ব্যাপারে এবং শির্ক, মৃতদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, আর কবরবাসীদের কাছে ফরিয়াদ করা থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে তাদের যত্ন ও মনোযোগ সুপরিচিত।

পক্ষান্তরে তাওহীদ বর্ণনা করা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদাহ বর্ণনা করার ব্যাপারে মুসলিম ব্রাদারহুডের কোন সুস্পষ্ট উদ্যমতা নেই। বরং তাদের দা‘ওয়াত হলো আমভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। আর এটা যথেষ্ট নয়। বরং মুসলিম ব্রাদারহুড এবং অন্যান্য দা‘ঈদের উদ্যমতা বিস্তারিত (তাফসীলী) হওয়া, বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ’র প্রতি তাদের গুরুত্ব দেওয়া এবং মানুষের কাছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ওয়াজিব; যাতে করে তারা মুসলিম দাবিদারদের কুফরী ‘আক্বীদাহ থেকে বের করে বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ’র দিকে নিয়ে আসতে পারে।

কখনো কখনো কেউ নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, ইসলামের কথা বলে, মানুষের সাথে সালাত আদায় করে। অথচ সে মৃত ব্যক্তিদের

ইবাদত করে, বাদাউয়ী, হুসাইন, শাইখ ‘আব্দুল ক্বাদির, বা অমুক-তমুক ব্যক্তির পূজা করে। তাদের কবরের নিকট দিয়ে গমন করার সময় তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এটা বড়ো কুফর। আমরা এ থেকে আল্লাহ’র কাছে পানাহ চাই। কখনো কখনো তাদের নিকট মন্দ সূফীবাদী তরিকাসমূহের কোনো তরিকা থাকে। সুতরাং ওয়াজিব হলো—এসব বিষয় বর্ণনা করা এবং সুস্পষ্ট করা।

- আনসারুস সুন্নাহ এই বিষয়ে দা‘ওয়াতদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্যমী ও পূর্ণাঙ্গ এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী। ব্যাপকভাবে ইসলামী দা‘ওয়াতের জন্য মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রশংসা করা হবে এবং তাদের জন্য বেশি বেশি তাওফীক্ব কামনা করা হবে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে এবং আমি তাদের ব্যাপারে যা জানি, সেজন্য তাদেরকে দোষারোপ করা হবে। ‘আক্বীদাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং মানুষ যেসব বিদ‘আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার প্রতি মনোযোগী না হওয়ার কারণে তাদেরকে দোষারোপ করা হবে। সুতরাং তাদের উপর ওয়াজিব হলো—তাদের এই পদ্ধতি পরিবর্তন করা, বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা, আল্লাহ’র তাওহীদ ও তাঁর প্রতি ইখলাসের দিকে আহ্বান করা, মৃত ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা করা এবং তাদের কাছে ফরিয়াদ করার ব্যাপারে এই মর্মে সতর্ক করা যে—এটা শির্ক ও কুফর, এবং তাদের দেশে যেসব মন্দ খবিসমার্কা সূফী তরিকা রয়েছে সেসবের ব্যাপারে বিশদভাবে বর্ণনা করা।
- সকল মানুষের উপর ওয়াজিব হলো—নাবী ﷺ এর পথের অনুসরণ করা এবং তাঁর আদর্শে পথচলা এবং তাঁর আদর্শ বিরোধী তরিকাসমূহ থেকে সতর্ক থাকা। যদিও (ব্রাদারহুডের) আকাবির তথা বড়ো বড়ো গুরুরা এসব কাজ করেছে, তবুও তারা তা থেকে বিরত থাকবে। কেননা সত্য নিরূপিত হবে হকের মাধ্যমে, মানুষের মাধ্যমে নয়। সত্য নিরূপিত হবে সেই হকের মাধ্যমে, যা নিয়ে এসেছেন মুসত্বাফা ﷺ এবং যা অনুসরণ করেছেন (আল্লাহ’র পক্ষ থেকে) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত সাহাবীগণ। যদি তারা দুর্বল ও দরিদ্র হয়, তবুও তারা হকের অনুসরণ করবে। কেননা যে হকের বিরোধিতা করে, তার মাধ্যমে সত্য নিরূপিত হবে না। যদিও বিরোধীরা বড়ো ব্যক্তি, বড়ো নেতা এবং সম্পদশালী হয়। না, এসবের দিকে নজর দেওয়া উচিত নয়। বরং নজর দেওয়া উচিত আমল, ‘আক্বীদাহ এবং বাস্তবতার দিকে।
- বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ পোষণকারীরা সাহসী হবে এবং তাদের জন্য (হিদায়াতের) তাওফীক্ব কামনা করবে। তারা যে হক আদর্শের উপর আছে, সে আদর্শের উপর অটল থাকতে উদ্যমী হবে। আর ভ্রষ্ট ‘আক্বীদাহ পোষণকারীদের দা‘ওয়াত দিবে, যদিও তারা বড়ো হয়। তারা বড়োদের ব্যাপারে কোনো লজ্জা করবে না এবং মোসাহেবিও করবে না। তারা হকের দিকে আহ্বান করবে। আর তারা ‘আক্বীদাহ ও আখলাক্বের ক্ষেত্রে, অথবা তারা যেসব বিদ‘আতকে শক্তিশালী করেছে সেসব ক্ষেত্রে ভুলের মধ্যে রয়েছে—এসব ভুল তারা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে। এটা আনসারুস সুন্নাহ, মুসলিম ব্রাদারহুড এবং আল্লাহ’র দিকে আহ্বানকারী সমস্ত দা‘ঈর উপর ওয়াজিব।
- তাদের উপর ওয়াজিব হলো—আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের জন্য নসিহত করা, বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ বর্ণনা করা, রাসূলগণ (‘আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) যে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন সে তাওহীদের হাকীকত বর্ণনা করা, রাসূলগণ যে শির্কের বিরোধিতা করেছেন এবং তা থেকে সতর্ক করেছেন সে শির্ক থেকে সতর্ক করা, এ ব্যাপারে মানুষের মোসাহেবি না করা, এবং মানুষের আধিক্যই তাদের মূল প্রত্যাশা না হওয়া। না, প্রকৃত বিষয় থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তারা সংখ্যায় কম হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—দা‘ওয়াত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হওয়া এবং দা‘ওয়াত দানকারীদের হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, যদিও তারা সংখ্যায় কম হয়। দুর্বলতা, অজ্ঞতা, জ্ঞানের স্বল্পতা, কিংবা সত্যবাদিতা ও ইখলাসের স্বল্পতা-সহ সংখ্যায় বেশি হওয়ার চেয়ে সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতা-সহ সংখ্যায় কম হওয়া অনেক বেশি উপকারী। আল্লাহ ব্যতীত কারো কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। না‘আম।” [দ্র.:https://tinyurl.com/y8gujy3e (শাইখের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের আর্টিকেল লিংক)]

·৬ষ্ঠ বক্তব্য:

- কিছু লোক একটি মিথ্যা দাবি করে যে, ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রশংসা করেছেন! অথচ তাদের এই দাবির পক্ষে কোনো দলিল নেই। ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ)’র শ্রেষ্ঠ ছাত্র যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] এই দাবি নাকচ করে দিয়েছেন।

ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়াটি নিম্নরূপ—

السؤال: ظهر بعض الدعاة يقول إن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد توفي وهو يثني وينصح بجماعة التبليغ والإخوان المسلمين، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: هذا الكلام غير صحيح، ونحن جالسناه أكثر من عشر سنوات ما سمعناه يثني إلا على أهل السنة والجماعة، الذي يدعو إلى السنة والجماعة وينصح لمن أخطئ من الجماعات الأخرى أن تراجع عن خطأه من التبليغيين وغيرهم، هذا الذي أعرفه عن

ذ عم الله ، رحمه ب از اب ن ال ش يخ ش يخي.

প্রশ্ন: "একজন দা'ঈর আবির্ভাব ঘটেছে, যে বলছে, সম্মানিত শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাবলীগ জামা'আত এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রশংসারত অবস্থায় মারা গেছেন। এই কথা কি সঠিক?"

- উত্তর: "এই কথা সঠিক নয়। আমরা তাঁর সাথে দশ বছর ওঠাবসা করেছি। আমরা কখনো শুনিনি যে, তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ব্যতীত অন্য কারও প্রশংসা করেছেন। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দিকে মানুষকে আহ্বান করতেন। অন্য দলের কেউ ভুল করলে তিনি তাকে সেই ভুল থেকে ফিরে আসার নসিহত করতেন; তাবলীগীদের এবং অন্যান্যদেরও (নসিহত করতেন)। আমার শাইখ আশ-শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ)'র ব্যাপারে আমি এটাই জানি। না'আম।" [দ্র.: www.alfawzan.af.org.sa/en/node/14255.]
- একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) প্রথমে মুসলিম ব্রাদারহুডের হকিকত সম্পর্কে জানতেন না। সেকারণে তাঁর নেতৃত্বে সৌদি ফাতাওয়া বোর্ডের ৬২৫০ নং ফাতওয়া'য় ব্রাদারহুডকে 'হকের নিকটবর্তী দল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। ইমাম মুক্ববিল (রাহিমাহুল্লাহ) এই ফাতওয়া'র গঠনমূলক জবাব দিয়েছেন, যা সামনের আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ। ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) ব্রাদারহুডের প্রকৃতত্ব সম্পর্কে না জানার কারণে তিনি তাদের ভুল বর্ণনা করা সত্ত্বেও কিছু ফাতওয়া'য় তাদের প্রতি নমনীয়তা দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁর কাছে ব্রাদারহুডের হকিকত স্পষ্ট ও উদ্ভাসিত হয়েছিল। যেকারণে তিনি তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে এক ফাতওয়া'য় সরাসরি ব্রাদারহুডকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ তথা বিদ'আতী দল বলে উল্লেখ করেছেন। যে ফাতওয়াটি আমরা অত্র অধ্যায়ের '১ম বক্তব্য' শীর্ষক শিরোনামের আওতায় উল্লেখ করেছি।

অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ মৃধা

- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari/(সালাফী: 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

২য় পর্ব | ২য় অধ্যায়: 'আল্লামাহ 'আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ৩য় অধ্যায়: 'আল্লামাহ 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রাহিমাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন https://rasikulindia.blogspot.com/

- ২য় পর্ব | ২য় অধ্যায়: 'আল্লামাহ 'আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ৩য় অধ্যায়: 'আল্লামাহ 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রাহিমাহুল্লাহ)
- **২য় অধ্যায়: 'আল্লামাহ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)**
- ·শাইখ পরিচিতি:
- 'আল্লামাহ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) একজন প্রখ্যাত সালাফী দা'ঈ ও বিদ্বান ছিলেন। তাঁর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার টুবগ্রামে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি পিতার নিকট ফারসি ও আরবির প্রারম্ভিক শিক্ষালাভ করেন। তারপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আব্দুল্লাহেল বাকীর কাছে পারিবারিক মাদরাসায় আরবি ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগ হতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট জেভিয়ারস কলেজে বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে উপমহাদেশ শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদী ধবল দস্যুদের প্রবর্তিত শিক্ষা বর্জন করে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাওলানা আকরাম খাঁর উর্দু দৈনিক 'যামানা'র সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন এবং খণ্ডকালীন সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেন।

- ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি “জাম‘ইয়াতু ‘উলামা-ই বাঙ্গালা” প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি নিজ সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ‘সত্যাগ্রহী’ প্রকাশ করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সহকারীরূপে তিনি ইনডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টির সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। একই সাথে তিনি সারা বাংলায় জালসা ও ধর্মসভাগুলোতে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ’র বাণী প্রচার এবং শির্ক ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান।

- ১৯৪৬ সালে রংপুরের হারাগাছ বন্দরে তিনি নিখিল বঙ্গ ও আসাম-আহলে হাদীস কনফারেন্সে গঠিত “নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস” এর সভাপতি নির্বাচিত হন। জমঈয়তের দফতর স্থাপিত হয় কলকাতার মিসরীগঞ্জে। ১৯৪৮ সালে দফতর পাবনা শহরে স্থানান্তরিত হলে সংগঠনের নাম হয় “পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস”। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালে “আল হাদীস প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউজ” নামে জমঈয়তের নিজস্ব একটি মুদ্রণালয় ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং একই সালে জমঈয়তের মুখপাত্ররূপে তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক ‘তর্জুমানুল হাদীস’ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে জমঈয়তের দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ‘আরাফাত’ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৮ সালে তাঁরই উদ্যোগে ঢাকাস্থ নাজিরাবাজারে ‘মাদরাসাতুল হাদীস’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ইসলামী বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচিত (প্রকাশিত-অপ্রকাশিত) অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর জীবনব্যাপী ইসলামী সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। তিনি ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন পরলোকগমন করেন। আল্লাহ এই নির্ভীক সিপাহসালারকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাঁকে সর্বোচ্চ জান্নাতে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ), ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি; পৃষ্ঠা: ৬; তৃতীয় সংস্করণ (জুন, ২০০৬ খ্রি.)।

- ·‘আল্লামাহ কুরাইশীর বক্তব্য:

- বাংলাদেশে আহলেহাদীস আন্দোলনের অগ্রবর্তী সেনানায়ক প্রথিতযশা সাহিত্যিক সাবেক পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আশ-শাইখ আল-‘আল্লামাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৯৬০ খ্রি.] প্রণীত একটি ঐতিহাসিক পুস্তিকার নাম—‘একটি পত্রের জওয়াব’। এই পুস্তিকায় ‘আল্লামাহ কুরাইশী পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম ব্রাদারহুডেরই নব্যরূপ জামায়াতে ইসলামীর মতাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

- ১৯৫৭ সালে গাইবান্ধার জনৈক আহলেহাদীস মৌলবি সাহেব ‘আল্লামাহ কুরায়শীকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের উপদেশ খয়রাত করে একটি পত্র লিখেছিলেন। যার জবাবস্বরূপ ‘আল্লামাহ কুরায়শী তাঁর সম্পাদিত মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

- তর্জুমানের ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭) ১৪৩-১৪৮ পৃষ্ঠায় এবং ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যার (শ্রাবণ, ১৩৬২) ৪১-৪৫ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ‘যুবসংঘ প্রকাশনী’ (রাণীবাজার, রাজশাহী) ১৯৯৩ সালের মার্চে প্রবন্ধ দুটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করে। আমি ‘যুবসংঘ প্রকাশনী’ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ অবিকৃতরূপে হুবহু পেশ করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

- আশ-শাইখ আল-‘আল্লামাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন—

- ১. পত্রলেখক বলিতে চাহিয়াছেন, এইরূপ অন্ধকার পরিবেশে তিনি অকস্মাৎ আলোকের সন্ধান পাইলেন। পাক পাঞ্জাবের সামরিক আদালত মওলানা মওদুদীকে ফাঁসীর হুকুম দেওয়ায় দেশব্যাপী যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের মুখপাত্র “তর্জুমানের পৃষ্ঠায় সম্পাদকের জোরাল মুক্তি দাবী” দর্শন করিয়া এবং তর্জুমান সম্পাদকের কাঁদ কাঁদ সুরে “মওদুদীকে বর্তমান যুগের মুজাদদিদ বলা চলে” শ্রবণ করিয়া এবং পাঞ্জাবের কারাগারে অন্যান্য বর্ষীয়ান উলামার লাঞ্ছনার বিবরণ অবগত হইয়া তিনি মওদুদী ছাহেবের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

- আমার বক্তব্য এই যে, কোন ব্যক্তি ফাঁসীর আসামী হইলে এবং তজ্জন্য দেশে তোলপাড় ঘটিলেই তাঁহার প্রবর্তিত দলে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিজের জামাআতকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ কথা আলেম দূরে থাক, সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন লোকও উচ্চারণ করিতে পারে না। (পৃ. ৭-৮)

- ২. মওলানা মওদুদীকে আমি মুজাদদিদ বলিয়াছি এরূপ কথা আমি স্মরণ করিতে অসমর্থ। আর কেহ মুজাদদিদ হইতে পারে; এরূপ সম্ভাবনা এমনকি নিশ্চয়তা প্রদান করিলেই যে তাঁহাকে ইমামতের একচ্ছত্র সিংহাসন প্রদান করিতে হইবে, ইহাও মূর্খতাব্যঞ্জক উক্তি। (পৃ. ৮)

- ৩. পত্রলেখকের উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, মুছলমানদের বা আহলেহাদীছের বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থায় কর্তব্য কী, (এ নিয়ে) তিনি তাঁহার দিশা হারাইয়াছিলেন, মওদুদী ছাহেবের পুস্তকগুলি তাঁহাকে চক্ষুদান করিয়াছে। উত্তম কথা! কিন্তু কোরআন হাদীছ যখন তাঁহাকে পথের সন্ধান দিতে পারে নাই, তখন মওদুদী ছাহেবের পুস্তক তাঁহাকে যে সঠিক পথেরই সন্ধান দিয়াছে, এ বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন কেমন করিয়া? বিশেষতঃ আহলেহাদীছদের কর্তব্য কী, তাহাই বা মওদুদী ছাহেব জানিলেন কিরূপে? তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে যদি সঠিক ও সত্য জানিতেন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং

আহলেহাদীছ দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের আন্দোলনকে জোরদার করিতে চেষ্টিত হইতেন না কি? এই আন্দোলনে তাঁহার আস্থা নাই বলিয়াই কি তিনি একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন শুরু করেন নাই? যে ব্যক্তি আহলেহাদীছ মতবাদকে বিশ্বাস করেন না, তাঁহার নেতৃত্ব কোন ঈমানদার ও হায়া সম্পন্ন আহলেহাদীছের পক্ষে স্বীকার করা ও তাঁহার আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি সম্ভবপর? (পৃ. ৯-১০)

•

৪. ‘দ্বীনের প্রতিষ্ঠা’ ও ‘বিভেদের পরিহার’, সম্পর্কে পত্র লেখক তাঁহার দলের ‘মটো’ স্বরূপ ছুরত আশ্ শূরার যে আয়াত [সূরাহ শূরা’র ১৩ নং আয়াত – সংকলক] উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমি মনে করি, হয় তিনি ইহার অর্থ অবগত নন, অথবা তাঁহার দলপরস্তীর নূতন দীক্ষা তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছে।

• يصمّو ي يعمى ال شيء حب بك

• কোন বস্তুর অতিরিক্ত অনুরাগ যে মানুষকে অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলে, ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমি মওলবী ছাহেবকে হুশিয়ার করিয়া দিতে চাই যে, দুনিয়ার পিঠে কেবল তিনি ও তাঁহার জামাত ইকামতে দ্বীনের ঠিকা গ্রহণ করিয়াছে, যতশীঘ্র সম্ভব, এই অলীক ধারণা তাঁহার স্বীয় মস্তক হইতে বিদূরিত করা উচিত, আর তাঁহার চিন্তা করা উচিত তিনি এবং তাঁহার জামাতই মুছলিম সংহতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে, না যাহারা স্ব স্ব সীমানার ভিতর থাকিয়া সাধ্যপক্ষে দ্বীনের সেবা করিয়া যাইতেছে, তাহারাই বিভেদ সৃষ্টিকারী? (পৃ. ১০-১১)

•

৫. তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত যে, শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে পাক-ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীছগণ যে জদ্দ ও জিহাদ চালাইয়া আসিয়াছেন, আর আজও তাঁহাদের আপামর জনসাধারণ কুফর ও শিরক হইতে যতটা দূরে সরিয়া আছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। তওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আহলেহাদীছগণ মওলানা মওদুদী ও তদীয় জামাতের আদৌ মুখাপেক্ষী নয়। প্রকাশ্যে শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে এই দলের আমীর আজ পর্যন্ত কী সংগ্রাম করিয়াছেন, পাক ভারতের আহলে হাদীছগণ তা অবগত নন। (পৃ. ১১)

•

৬. আমি মনে করি, এই দুষ্ট মনোভাবের জন্যই ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য প্রদেশের মওলানা আব্দুল মাজেদ দরইয়াবাদী প্রমুখ বিদ্বানগণ মওদুদী আন্দোলনকে ‘খারেজী আন্দোলন’ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। (প্রাগুক্ত)

•

৭. জামাতে ইছলামীতে সকল দলের মিলিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক। মওদুদী ছাহেব ইছলামের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহাতে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তাঁহাকে একচ্ছত্র নেতা স্বীকার না করা পর্যন্ত জামাতে ইছলামীর দ্বার সকল মুছলমানের জন্য রুদ্ধ। (পৃ. ১২)

•

৮. আহলেহাদীছগণ বুখারীর সমুদয় মর্ফূ ও মুছনদ হাদীছকে অকাট্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রমাণিত খবরে আহাদকে অবশ্য প্রতিপালনীয় মনে করেন। ফকীহদের আসন মোহাদ্দেছীন অপেক্ষা উন্নত মনে করেন না। কোন হাদীছ প্রমাণিত বলিয়া সাব্যস্ত হইলে কোন নির্দিষ্ট ইমাম উহা অনুসরণ করার অনুমতি না দিলেও উক্ত হাদীছের অনুসরণ ওয়াজিব জানেন। এই বিষয়গুলি মৌলিক না ফরূআত? জামাতে ইছলামীর নেতা উল্লিখিত বিষয়গুলির একটিও মানেন না। এমন কি জানিয়া শুনিয়া হাদীছ প্রত্যাখ্যানকারীকে অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিরপরাধ বলিয়াছেন। (প্রাগুক্ত)

•

৯. অন্ধভক্তির পরিবর্তে মওদুদী ছাহেবের মাসিক তর্জুমানুল কোরআন এবং ইমাম বুখারী সম্পর্কে লিখিত তাঁহার সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলি, যাহা তাঁহার নিজস্ব মাসিক ও দলীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক উর্দু কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠ করিতে পারিলে আমার উক্তির সত্যতা সহজেই হৃদয়ংগম হইবে। প্রয়োজন হইলে আমিও আমার উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে রাযী আছি।

• তাঁহার (মওদূদীর) প্রাথমিক লেখাগুলি পাঠ করিয়াই তীক্ষ্ণ ধ্বীশক্তি সম্পন্ন মরহুম আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী স্বীয় প্রতিভাবলে যাহা ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন, আহলেহাদীছগণ তাহাও পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। পাঞ্জাব গোজরানওয়ালার মাওলানা মোহাম্মদ ইছমায়ীল ছলফী, যিনি হারাগাছ আহলেহাদীছ কনফারেন্সেও উপস্থিত ছিলেন, “হাদীছ সম্পর্কে জামাতে ইছলামীর দৃষ্টিভঙ্গি (জামা‘আতে ইসলামী কা নাযরিয়াতে হাদীছ)” নামেও একটি মূল্যবান পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। (পৃ. ১২-১৩)

•

১০. ফলকথা মওলানা আবুল আলা মওদুদী আর যাহাই হউন, আহলেহাদীছ নন এবং আহলেহাদীছদের সাথে তাঁহার যে মতভেদ, তাহা খুঁটিনাটি নয়, অছুলেদ্বীনের মতভেদ। (পৃ. ১৩)

•

১১. যতদিন পর্যন্ত তাঁহার [মওদূদী সাহেবের – সংকলক] মস্তকে দলীয় পার্লামেন্টারী কার্যক্রমের অভিসন্ধি প্রবেশ করে নাই, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার সাহিত্য সাধারণভাবে মনোজ্ঞই ছিল, কিন্তু দলপরস্তি ও ফ্যাসিষ্টিক স্বৈরভাব সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে তাঁহার লেখনী তার পূর্বকার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। (পৃ. ১৩-১৪)

•

১২. পত্রলেখক আমাকে জামাতে ইছলামীতে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, তজ্জন্য অশেষ ধন্যবাদ! আমার পক্ষে এবং কোন

আহলেহাদীছের পক্ষে এ আমন্ত্রণ স্বীকার করার উপায় নাই কেন, তাহার জওয়াব দিতে গিয়া তর্জুমানের কয়েক পৃষ্ঠাই নিঃশেষিত হইল।... অতএব কোন আহলেহাদীছের পক্ষে ইহার [কোন আহলেহাদীছ সংগঠনের – সংকলক] ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আহলেহাদীছ জামাআত পরিত্যাগ করা এবং অন্য জামাতে ভর্তি হওয়া অবৈধ ও অন্যায়। (পৃ. ১৪)

•

১৩. ইছলামের মহাসাগর তীর্থেই সকল ভেদ ও বৈষম্যকে জলাঞ্জলী দিয়া মুছলমানগণ একাত্মা হইয়াছেন, আর এই জন্যই কোন দলই ইছলামে একচেটিয়া অধিকারী দাবী করার স্পর্ধা কোন কালেই প্রকাশ করে নাই। কিন্তু এই তথাকথিত ইছলামী জামাআতের স্পর্ধা যে, যে মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের এই ফির্কা গজাইয়া উঠিয়াছে, কেবল সেইটিই হইতেছে “ইছলামী জামাআত”। এরূপ অভিমানের নযীর ইছলামের ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। (পৃ. ১৯)

•

১৪. আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মওলানা ছৈয়েদ আবুল আলা মওদুদী নামক ব্যক্তি এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত কতিপয় বিদ্বান ও অবিদ্বানের অভিমত ও উক্তিগুলিই ইছলামী জামাআতের সিদ্ধান্ত নামে কথিত হইয়াছে। তাঁহাদের আমীরে আলার “তাজদীদে দ্বীন” শীর্ষক নিবন্ধে পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, ইছলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইছলামের উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাদানের আন্দোলন কোন ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, ওলী, সাধক, রাষ্ট্রপতি ও মুজাদ্দিদ কেহই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইছলামের তেরশত বৎসরের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে ইছলামকে বুঝিবার ও বুঝাইবার উপযোগী যোগ্যতা ও ত্যাগের মহিমা একমাত্র তথাকথিত ইছলামী জামাআতের নেতারাই অর্জন করিয়াছেন।

• এই ফির্কার ইমামে আযম তাঁহার দীর্ঘ কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া সম্প্রতি শেখুপুরায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সেই পুরাতন দাম্ভিকতার প্রতিধ্বনি সমানভাবেই বিঘোষিত হইয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, ধর্মের ও জাতির সেবার কার্য তাঁহার দলটি ব্যতীত অন্য কোন সংঘ, পার্টি বা সমাজ কিছুমাত্র সমাধা করেন নাই। (পৃ. ১৯-২০)

•

১৫. তাঁহার এই দাম্ভিকতার অনস্বীকার্য প্রমাণস্বরূপ তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, একমাত্র তাঁহারাই সরকারী কোপে পতিত হইয়াছেন। লাঞ্ছনা ও কারাবাসকে প্রোপাগান্ডার বিষয়বস্তুরূপে প্রয়োগ করা ইছলামী আদর্শের সহিত কতদূর সুসমঞ্জস এবং এই বিবৃতির সত্যতাই বা কতটুকু, তাহার আলোচনা না করিলেও কার্য ও কারণের মধ্যে যে গভীর যোগাযোগের সন্ধান মওলানা ছৈয়েদ আবুল আলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ন্যায় শাস্ত্রের ছাত্রগণ তাহা উপলব্ধি করিয়া যে চমৎকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। (পৃ. ২০)

•

১৬. ইছলামী জামাআতের লেখক এবং নেতৃবৃন্দের অহমিকতা এই খানেই সমাপ্ত হয় নাই। মওলানা ছৈয়েদ আবুল আলা মওদুদী বারংবার বিনা কারণে এই ধৃষ্ট উক্তিও ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন যে, ইছলাম জগতে কোরআনের পরবর্তী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও মাননীয় গ্রন্থ ছহীহ বুখারী প্রমাদবিহীন পুস্তক নয়। এযাবত তিনি বুখারীর কোন সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই, অথবা উক্ত গ্রন্থে তিনি যেসকল প্রমাদের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, উল্লেখ সহকারে সেগুলির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেও সক্ষম হন নাই।

• সর্বোপরি বর্তমান সময়ে যখন কোরআন ও ছুন্নতের প্রামাণিকতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে হাদীছ বৈরীগণ নানারূপ সন্দেহ ও দ্বিধার জাল বুনিতে চেষ্টা করিতেছে, ঠিক সেই অবাঞ্ছিত মুহূর্তে মওলানা মওদূদী ছাহেবের ছহীহ বুখারীর বিরুদ্ধে বিষোদগারের হেতুবাদ কী? (পৃ. ২০-২১)

•

১৭. ইছলামী জামাআতের হঠকারিতা, সংকীর্ণতা এবং হাদীছ বিরোধী মনোবৃত্তির ফলে পাঞ্জাবের অনেক আলিম, যাহারা উহার প্রতি সহানুভূতিশীল এমনকি উহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শুধু আহলেহাদীছ থাকার অপরাধেই উক্ত দল বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইছলামী জামাআতের নেতা এবং তাঁহার অন্ধ ভক্তের দল মুসলিম জনসাধারণ এবং তাঁহাদের নেতৃবর্গকে যেরূপ নির্মম, নিষ্ঠুর ও অভদ্রোচিত ভাবে অহরহই আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার ফলে বিদ্বানগণের অন্তঃকরণ উক্ত জামাআতের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। (পৃ. ২১-২২)

•

১৮. সম্প্রতি এই দলটি তাঁহাদের বহু বিশ্রুত নীতি নৈতিকতার মাথা খাইয়া বিগত বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে তাঁহাদের বিতরিত সাহায্যের বিনিময়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহাদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। (পৃ. ২২)

• .

• আমি (সংকলক) বলছি, কতিপয় লোক নিজেদেরকে জমঈয়তের দিকে সম্পৃক্ত করা সত্ত্বেও মুসলিম ব্রাদারহুড ও জামায়াতে ইসলামীর বিদ‘আতী মানহাজ সমর্থন করেন, অথবা তাদের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন, অথবা খোদ জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ধারণা করেন যে, একজন ব্যক্তি একই সাথে আহলেহাদীস এবং জামায়াতী তথা ইখওয়ানী দুটোই হতে পারে। অথচ এটি তাদের অলীক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। মহান আল্লাহ’র কাছে এ ধরনের কথিত আহলেহাদীসদের থেকে পানাহ চাই। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রতিষ্ঠাতা ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী’র উপরিউক্ত বক্তব্য কথিত আহলেহাদীস-জামায়াতী ব্যক্তিবর্গের ওপর বজ্রনিনাদস্বরূপ, যারা কি না আহলেহাদীসদের মানহাজ সম্পর্কে না জেনেই তার দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছে কিংবা জেনেশুনে হঠকারিতা করে চলেছে। শাইখ কুরাইশী

(রাহিমাহুল্লাহ)'র বক্তব্য সামনে রেখে বলতে চাই, যারা জেনেশুনে ব্রাদারহুড বা জামায়াতের মানহাজ সমর্থন করে, তারা আহলেহাদীস নয়। কারণ আহলেহাদীস এবং জামায়াতী কখনো এক হতে পারে না; যেহেতু উভয় দলের মানহাজের মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান রয়েছে।

- ৩য় অধ্যায়: 'আল্লামাহ 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রাহিমাহুল্লাহ)
- শাইখ পরিচিতি:
- 'আল্লামাহ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রাহিমাহুল্লাহ) বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত সালাফী দা'ঈ ও বিদ্বান ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর মুহাদ্দিস এবং রিজালবিদ। 'ইলমুর রিজাল তথা রাবীদের জীবনীশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে 'চলন্ত রিজাল ডিকশনারি' বলা অত্যুক্তি হবে না। তিনি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তর প্রদেশের জ্ঞানকেন্দ্র সাহারানপুরে এবং দিল্লির মাদরাসা রাহমানিয়ায় পড়েছেন। তিনি ১৯৬৪ সালে প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহীতে আগমন করেন। আর ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেলের আমন্ত্রণে তিনি ঢাকায় আগমন করেন এবং মাদরাসাতুল হাদীসে দারস দিতে শুরু করেন। তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশেরও বেশি।
- সৌদি আরবের 'আলিমদের কাছেও তিনি স্বীয় 'ইলম ও ফিক্বহের কারণে সুপরিচিত ছিলেন। এমনকি জারাহ ও তা'দীলের ঝাণ্ডাবাহী মুজাহিদ মাদীনাহ'র মুহাদ্দিস ইমাম রাবী' আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার ইজাযাহ (অনুমতি/সনদ) গ্রহণ করেছেন। [শাইখ খালিদ বিন দ্বাহউয়ী আয-যাফীরী (হাফিযাহুল্লাহ), আস-সানাউল বাদী' মিনাল 'উলামা-ই 'আলাশ শাইখ রাবী'; পৃষ্ঠা: ৫; ২য় প্রকাশ (ছাপা ও সন বিহীন)]
- এই মহান জ্ঞানসাধক ২০০১ সালের ১২ই জুন দিবাগত রাতে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করে তাঁকে সম্মানিত করুন। আমীন। সংগৃহীত: 'আল্লামাহ 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রাহিমাহুল্লাহ), ধর্ম ও রাজনীতি; পৃষ্ঠা: ৮৯-১০৪; সন: ডিসেম্বর, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ (৩য় সংস্করণ)।
- ১ম বক্তব্য:
- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সহ-সভাপতি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও রিজালবিদ আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ২০০১ খ্রি.] তাঁর লেখা 'ধর্ম ও রাজনীতি' গ্রন্থের 'আহলুস সুন্নাহ ও রাজনীতি' অধ্যায়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের উপমহাদেশীয় সংস্করণ জামায়াতে ইসলামীকে শী'আ ফিরক্বাহ'র একটি বিদ'আতী উপদল যাইদিয়াহ'র সাথে তুলনা করেছেন এবং তাদের ইসলামী রাজনীতির হকিকত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করা, কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবিক শাসন পদ্ধতি চালু করার কথা প্রকাশ করেন, তারাও সহীহায়েনের হাদীস মোতাবিক 'আমল করতে আগ্রহী নন এবং তাদের মাযহাবের বিপরীত সহীহায়েনের বহু হাদীসকে তারা মানসূখ বলে অথবা হাদীসগুলোর ভিন্নার্থ করে। এদের হাতে কোনদিন শাসন ক্ষমতা এলে, এরাও শীয়া যায়দিয়াদের ন্যায় সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস মুতাবিক 'আমল অর্থাৎ আহলুল হাদীস তরীকায় 'আমল করায় বাধা দিবে এ আশঙ্কা মুক্ত নই।" (যদ্দৃষ্ট – সংকলক) ['আল্লামাহ 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রাহিমাহুল্লাহ), ধর্ম ও রাজনীতি; পৃষ্ঠা: ২৫; লেখক (রাহিমাহুল্লাহ)'র ছেলে আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী, মেহেরপুর কর্তৃক পরিবেশিত; সন: ডিসেম্বর, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ (৩য় সংস্করণ)]
- ২য় বক্তব্য:
- শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিদ'আতী দল সম্পর্কে আরও বলেছেন, "এরা কিতাব ও সুন্নাহ বনাম ফিকাহর রাজ্য কায়িম করা তথা-ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়িম করতে তৎপর আর তাকেই তারা ইকামাতে দীন বলে জানে, যেমন খোমেনী তার শাসনকে ইসলামী শাসন বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এরা এক সময়ে খোমেনীকে মুজাদ্দিদে মিল্লাত, ইমামে যমান ইত্যাদি বলে তাঁর পত্রের ফটো ছেপে ঘটা করে দলের নেতাগণ জৌলুস প্রদর্শন করেছিলেন।" (যদ্দৃষ্ট – সংকলক) [প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৭-২৮]
- সংকলনে: মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari/(সালাফী: 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে--

ht

ান-ওয়েবসাইট।

৩য় পর্ব | ৪র্থ অধ্যায়: ইমাম আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন

- ৪র্থ অধ্যায়: ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ)
- ·শাইখ পরিচিতি:
- ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক্ব, মুফাসসির, ফাক্বীহ ও আদীব (সাহিত্যিক) ছিলেন। তাঁর পড়াশোনা আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি এখান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি ১৩০৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশরের শারী‘আহ কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং পরবর্তীতে সুপ্রিম শারী‘আহ কোর্টের সদস্য হয়েছিলেন। হাদীসশাস্ত্র, ফিক্বহশাস্ত্র, ‘আক্বীদাহশাস্ত্র এবং ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা রয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম হলো—মুসনাদে আহমাদের তাহক্বীক্ব; তিনি ৮০৯৯ টি হাদীসের তাহক্বীক্ব করতে পেরেছিলেন, যা মুসনাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ।
- যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] কে ইমাম আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ)’র ‘আক্বীদাহ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, “শাইখ আহমাদ শাকির একজন সম্মানিত ‘আলিম। তিনি ‘আক্বীদাহগতভাবে সালাফী ছিলেন।” [দ্র.:https://m.youtube.com/watch?v=Eo0hzFqiQCA(অডিয়ো ক্লিপ)]
- বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম রাবী‘ বিন হাদী বিন ‘উমাইর আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] বলেন, “আমি বলছি, আল-‘আক্বীদাতুত্ব ত্বাহাউয়িয়্যাহ গ্রন্থটি আমরা কেবল আহলুস সুন্নাহ’র ভাষ্যগ্রন্থের মাধ্যমে চিনি। যেমন: ইবনু আবিল ‘ইয প্রণীত ভাষ্য। এই ভাষ্যগ্রন্থটি দুইজন আহলুস সুন্নাহ’র ‘আলিম তাহক্বীক্ব করেছেন। প্রথমজন হলেন প্রখ্যাত সালাফী ‘আলিম আহমাদ শাকির এবং দ্বিতীয়জন হলেন শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।” [sahab.net]
- ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেন, “শাইখ আহমাদ শাকির হাদীসশাস্ত্রের কিবার ‘আলিমদের অন্যতম।” [ইমাম রাবী‘ (হাফিযাহুল্লাহ), আয-যারী‘আহ ইলা বায়ানি মাক্বাসিদি কিতাবিশ শারী‘আহ, খণ্ড: ৩; পৃষ্ঠা: ৪২০]
- তিনি ১৩৭৭ হিজরী ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। আল্লাহ এই ক্ষণজন্মা মনীষীকে তাঁর রহমত দ্বারা ঢেকে দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর আবাস নির্ধারণ করুন। আমীন। সংগৃহীত: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)।
- ·১ম বক্তব্য:
- বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ, মুহাক্কিক্ব ও সাহিত্যিক আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৩৭৭ হি./১৯৫৮ খ্রি.] বলেছেন,
- الإخوان المسلمون خوارج العصر.
- “মুসলিম ব্রাদারহুড আধুনিক যুগের খারিজী সম্প্রদায়।” [আল-ইসালাহ ম্যাগাজিন, ৪০শ সংখ্যা; পৃষ্ঠা: ১১; গৃহীত: আবুল হাসান ‘আলী বিন আহমাদ আর-রাযিহী, আর-রিসালাতুস সুগরা ইলা আখী আল-মুনতাযিম ফী জামা‘আতিল ইখওয়ানিল মুসলিমীন; পৃষ্ঠা: ৯০; দারু ‘উমার ইবনিল খাত্বত্বাব, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]
- ·২য় বক্তব্য:

•

ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুডের গুপ্তহত্যা কার্যক্রমের কঠিন সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। ১৯৪৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বরে মিশরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহমূদ পাশা আন-নুক্বরাশীকে ‘আব্দুল মাজীদ হাসান নামক ব্রাদারহুডের এক কর্মী পুলিশের ছদ্মবেশে গুলি করে হত্যা করে। ইমাম আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে ২রা জানুয়ারি ১৯৪৯ ইং তারিখে ‘আল-আসাস’ পত্রিকায় “আল-ঈমান ক্বাইদুল ফাতকি (ঈমান গুপ্তহত্যার প্রতিবন্ধক)” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটির আরবি টেক্সট অনুবাদ-সহ পেশ করা হলো—

•

غ فر- ال شهيد ال نقراشي ال كلمة بـ معنى الرجل الرجل، بـ اغ تيال غ يرها الأق طار من ك ثير بـ ل ال عربـ ي وال عالم الإ سلامي ال عالم روَّع
الآن أنا وما ك لم ته ف يه وقال لـ لـ قضاء، بـ عضها قدّم أحداث ذلك سـ بـ قت وقد ،-وال صالـ حين وال شهداء بـ ال صديـ قين وألـ حقه لـه، الله
وقد مسلمون؟ ف يه بـ لد في أنحن :وأتـ ساءل ال سـ ياسـ ية الجرائـ م ف ي ال كلام غ يري يـ قرأ كما أقرأ ك نت ولـ كني الأحـ كام، نـ قد بـ صدد
هؤلاء بـ عض يهدي الله ولعلّ لـ معـ تذر، عذر هناك يـ كون لا حـ تى ال صحـ يحة الإ سلامـ ية الوجهة من الأمر هذا أبـ ين أن عـ لي واجبًا أن رأيـ ت
ناسال هؤلاء قائـ مة فـ ي ال نقراشي بـ عد ذا من ندري وما الرجوع، إلـى سـ بـ يل يـ كون لا أن قـ بل ديـ نهم إلـى فـ يرجعوا المجرمـ ين الـ خوارج.

• خَالِدًا جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ مُّتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ وَمَن﴿ :كـ تابـ ه من آيـ ة غـ ير فـ ي الـ حرام الـ نـ فس قـ تل عـ لى الـ وعـ يد أشد تـ وعد سـ بحانـ ه الله إن
فـ ي هذا وإنما الـ عالـ م قـ بل الـ جاهل يـ عرفـ ها الـ تي الإ سلام بـ ديـ هيات من وهذا ،[٩٣ :الـ نساء] ﴾عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ وَأَعَدَّ وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ اللهُ وَغَضِبَ فِيهَا
كبيرًا وزرًا يـ رتـ كب أنـ ه يـ عـ لم وهو يـ قـ تل الـ قاتـ ل وغـ يرها والـ سرقـ ات الـ حوادث فـ ي الـ ناس بـ ين يـ كون الـ ذي الـ عمد الـ قـ تل.

• آخر شيء وذلـ ك أعظم شأنـ ه فـ ذاك حولـ ه طويلاً جدالاً قـ رأنـ ا الـ ذي الـ سـ ياسـ ي الـ قـ تل أما.

• أنـ ه مغالـ طات فـ يه بثَّ بـ ما يـ عـ تـ قد فـ إنه خيرًا يـ فعل أنـ ه يـ عـ تـ قد الـ قـ لب راضـ ي الـ نـ فس مـ ئنمط يـ قـ تل الـ سـ ياسـ ي الـ قاتـ ل
معامـ لة يـ عامل أن يـ جب الإ سلام، عن خارج مرتـ د فـ هذا غـ يره، فـ يه قصَّر إ سلامـ ي بـ واجب يـ قوم أنـ ه يـ عـ تـ قد لـ م إن جائزًا حلالاً عملاً يـ فعل
رسول أصـ حاب يـ قـ تلون كانـ وا الـ ذيـ ن الـ قدماء كالـ خوارج الـ خوارج هم الـ قانـ ون وفـ ي الـ شرائـ ع، فـ ي أحكامهم عـ لـ يه تـ طـ بق وأن المرتـ ديـ ن،
أن قـ بل بـ الـ وحـ ي الله رسول وصـ د فهم وقـ د منـ ه، خيرًا بـ ل الـ خوارج هؤلاء كظاهر ظاهرهم وكان بـ الـ كـ فر، نـ فسه عـ لى اعـ ترف من ويـ دعون الله
الإ سلام من يـ مرقـ ون تـ راقـ يهم، يـ جاوز لا نالـ قرآ يـ قرؤون صـ يامهم، مع وصـ يامه صلاتـ هم، مع صلاتـ ه أحدكم يـ حـ قر» :لأ صحابـ ه وقـ ال يـ راهم،
كما يـ مرق الـ سهم من الـ رمـ ية». [حديـ ث أبـ ي سـ عـ يد الـ خدري فـ ي صـ حـ يح مـ سـ لم :ج ١، ص: ٢٩٢-٢٩٣].

• وقـ ال أيضًا: «سـ يخرج فـ ي آخر الـ زمان قـ وم أحداث الأ سـ نان، سـ فهاء الأحـ لام يـ قولـ ون من قـ ول خـ ير الـ بريـ ة يـ قرؤون الـ قرآن لا
يـ جاوز حـ ناجرهم يَمرقون من الـ ديـ ن كما يـ مرق الـ سهم من الـ رمـ ية؛ فـ إذا لـ قـ يـ تموهم فـ اقـ تـ لوهم، فـ إن فـ ي قـ تـ لهم أجرًا لـ من قـ تـ لهم عـ نـ د الله يـ وم
الـ قـ يامة». [حديـ ث عـ لي بـ ن أبـ ي طالـ ب فـ ي صـ حـ يح مـ سـ لم، ج ١، ص: ٢٩٣].

• الأحـ اديـ ث فـ ي هذا المعـ نى كـ ثـ يرة مـ تواتـ رة، وبـ ديـ هيات الإ سلام أن تـ قطع الإ سلام يـ سـ تحل الدم الـ حرام فـ قد خلـ ع ربـ قة الإ سلام
من عـ نقه.

• وقـ د بـ فضـ له عـ نه الله يـ عـ فو قـ د والـ قاتـ ل الـ ناس، بـ ين يـ كون الـ ذي الـ عمد الـ قـ تل من أشد هو الـ سـ ياسـ ي الـ قـ تل حكم فـ هذا
يـ جعل الـ قـ صاص مـ نه فـ ارة كـ بـ ه لـ ذنـ بـ ه فـ ضـ له بـ ورحمـ ته، وأما الـ قاتـ ل الـ سـ ياسـ ي فـ هو مصرٌّ عـ لى ما فـ عل إلـى آخر لـ حظة من حـ ياتـ ه يـ فخر بـ ه
ويـ ظن أنـ ه فـ عل فـ عل الأبـ طال، وهناك حديـ ث آخر نصٌّ فـ ي الـ قـ تل الـ سـ ياسـ ي لا يـ حـ تمل تأويلاً فـ قد كان بـ ين الـ زبـ ير بـ ن الـ عوام وبـ ين
عـ لي بـ ن أبـ ي طالـ ب ما كان من الـ خصومة الـ سـ ياسـ ية الـ تي انـ تهت بـ وقـ عة الجمل، فـ جاء رجل إلـى الـ زبـ ير بـ ن الـ عوام فـ قال: أقـ تل لـ ك
عـ ليًّا؟ قـ ال: لا، وكـ يف تـ قـ تله ومعه الـ جنود؟ قـ ال: ألـ حق بـ ه فـ أفـ تك بـ ه، قـ ال: لا، إن رسول الله صـ لى الله عـ لـ يه وسـ لم قـ ال: «إن الإيـ مان
قـ يد الـ فـ تك، لا يـ فـ تك مؤمن!». [حديـ ث الـ زبـ ير بـ ن الـ عوام رقـ م ١٤٢٩ من مـ سـ ند الإمام أحمد بـ ن حـ نـ بل: تحـ قـ يقـ نا بـ].

• أي أن الإيـ مان يـ قـ يد الـ مؤمن عن أن يـ تردى فـ ي هوة الـ ردة، فـ إن فـ عل لـ م يـ كن مؤمنًا.

• أما الـ نـ قراشي قـ د أكرمه الله بـ الـ شهادة فـ ضـ لـ ه عـ ند الـ شهداء الله، وقـ د وكـ رامـ تهم، مـ يـ تة مات كان يـ تمناها كـ ثـ ير من أصـ حاب
رسول الله صـ لى الله عـ لـ يه وسـ لم، تمناها عمر بـ ن الـ خطاب حـ تى نالـ ها فـ كان لـ ه عـ ند الله المـ قام الـ عظـ يم والـ درجات الـ عـ لى، وإنما الإثـ م
والـ خزي عـ لى هؤلاء الـ خوارج الـ قَتَلَة مُستحلي الدماء، وعـ لى مَنْ يـ دافـ ع عـ نهم، ويـ ريـ د أن تـ تردى بـ لادنـ ا فـ ي الـ هوة الـ تي تـ ردت فـ يها أوربـ ا
بـ إبـ احة الـ قـ تل الـ سـ ياسـ ي أو الـ تـ خـ فـ يف عـ قوبـ ته؛ فـ إنهم لا يـ عـ لمون ما يـ فعلون ولا يـ ريـ دون أن يـ عرفـ ون بـ أنهم أتـ همهم ويـ ريـ دون، والـ هدى هدى
الله.

•

“মুসলিম বিশ্ব এবং আরব বিশ্ব, বরং আরও অসংখ্য দেশ একজন ব্যক্তির গুপ্তহত্যায় মারা যাওয়ার ঘটনায় ভীত ও শঙ্কিত হয়েছে। সেই ব্যক্তি হলেন আন-নুক্বরাশী আশ-শাহীদ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং সিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত করুন)।

•

ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কিছু তরুণের ঘটনা গত হয়ে গেছে, একজন তরুণকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সে বিচারের সময় তার জবানবন্দি পেশ করেছে, আমি এখন বিচারের রায়ের সমালোচনা করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমি রাজনৈতিক অপরাধের ব্যাপারে পড়েছি, যেমনভাবে অন্যরাও পড়েছে। আমি প্রশ্ন করছি, আমরা কি এমন দেশে রয়েছি, যে দেশে মুসলিমরা রয়েছে?

- আমি মনে করলাম, এই বিষয়টি বিশুদ্ধ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনা করা আমার উপর আবশ্যক, যাতে করে কোনো ওজর পেশকারীর ওজর অবশিষ্ট না থাকে। হয়তো আল্লাহ ওইসকল খারিজী ক্রিমিনালদের হিদায়াত দিবেন, ফলে তারা প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ হওয়ার আগেই নিজেদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আমরা জানিনা, ওই লোকগুলোর তালিকায় নুক্বরাশী’র পর আর কে রয়েছেন?

- মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে একাধিক আয়াতে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করার ব্যাপারে ভয়াবহ শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, “আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মু’মিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা‘নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন।” (সূরাহ নিসা: ৯৩)

- এটা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা ‘আলিম তো দূরের কথা জাহিল তথা অজ্ঞ ব্যক্তিও জানে। নিশ্চয় এটা ইচ্ছাকৃত হত্যার আওতাভুক্ত, যে হত্যা বিভিন্ন দুর্ঘটনা, অপহরণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, হত্যাকারী যখন হত্যা করে, তখন সে জানে যে, সে বড়ো গুনাহয় লিপ্ত হচ্ছে।

- পক্ষান্তরে রাজনৈতিক হত্যা, যে ব্যাপারে আমরা দীর্ঘ বিতর্ক অধ্যয়ন করেছি, এর ব্যাপারটি আরও ভয়াবহ। এটা অন্য বিষয়।

- রাজনৈতিক হত্যাকারী সন্তুষ্ট হৃদয়ে প্রশান্তচিত্তে হত্যা করে, আর এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে ভালো কাজ করছে। সে ইসলামের আবশ্যকীয় কর্ম সম্পাদন করছে এই বিশ্বাস যদি নাও রাখে, তবুও সে বিভ্রান্তির কারণে মনে করে যে, সে বৈধ কাজ করছে। তাহলে এই ব্যক্তি একজন ইসলাম থেকে খারিজ মুরতাদ। তার সাথে মুরতাদদের ন্যায় আচরণ করা এবং তার উপর শরিয়তে বিদ্যমান মুরতাদদের বিধিবিধান প্রয়োগ করা ওয়াজিব। আইন অনুযায়ী তারা পূর্ববর্তী খারিজীদের ন্যায় খারিজী, যেই (পূর্ববর্তী) খারিজীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীদের হত্যা করেছিল এবং যারা নিজেদের কাফির বলে স্বীকৃতি দেয়—তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের বাহ্যিক অবস্থা এই খারিজীদের বাহ্যিক অবস্থার মতোই, বরং এর চেয়েও উত্তম।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখার পূর্বেই ওয়াহী’র মাধ্যমে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেছেন, “তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাতকে এবং তাদের সিয়ামের তুলনায় নিজের সিয়ামকে নগণ্য বলে মনে করবে। এরা ক্বুরআন পাঠ করবে, কিন্তু ক্বুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করে না। তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনভাবে তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।” (সাহীহ বুখারী, হা/৩৬১০; সাহীহ মুসলিম, হা/১০৬৪)

- তিনি আরও বলেছেন, “শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ক্ষুদ্র দাঁতবিশিষ্ট (অল্প বয়স্ক) ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হবে। তারা সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে ভালো কথা বলবে। তারা ক্বুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলার নীচে যাবে না। তির যেভাবে শিকার থেকে বেরিয়ে যায়, তারাও অনুরূপভাবে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। অতএব তোমরা তাদের সাক্ষাৎ পেলে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। কেননা তাদেরকে যারা হত্যা করবে, তারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ’র কাছে সাওয়াব পাবে।” (সাহীহ মুসলিম, হা/১০৬৬; ‘যাকাত’ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ- ৪৮)

- এই অর্থে অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীস আছে। আর ইসলামের মৌলিক জ্ঞানই জানিয়ে দেয়, যে ব্যক্তি হারাম রক্তকে হালাল গণ্য করে, সে তাঁর গলা থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলে।

- এটা হলো রাজনৈতিক হত্যার বিধান। এটা মানুষের মধ্যে সংঘটিত ইচ্ছাকৃত হত্যার চেয়েও ভয়াবহ অপরাধ। সাধারণ হত্যাকারীকে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন এবং তার পাপের প্রায়শ্চিতস্বরূপ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তার পক্ষ থেকে ক্বিসাস গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক হত্যাকারী তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের কর্মের উপর অটল থাকে, সে এ নিয়ে গর্ব করে এবং ধারণা করে যে, সে বীরের কাজ করেছে।

- রাজনৈতিক হত্যার ব্যাপারে আরেকটি হাদীস আছে, যা কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। যুবাইর ইবনুল ‘আওয়্যাম এবং ‘আলী ইবনু আবী ত্বালিবের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ ছিল, জঙ্গে জামালের মাধ্যমে যার সমাপ্তি ঘটে। এক ব্যক্তি যুবাইর ইবনুল ‘আওয়্যামের কাছে এসে বলে, “আমি কি আপনার জন্য ‘আলীকে হত্যা করব?” তখন তিনি বলেন, “না। আর কীভাবেই বা তুমি তাঁকে হত্যা করবে, যাঁর সাথে সেনাবাহিনী রয়েছে?” ব্যক্তিটি বলে, “আমি তার সাথে মিলিত হব এবং তাকে গোপনে হত্যা করব।” তখন যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, “না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় ঈমান গুপ্তহত্যার প্রতিবন্ধক। কোনো মু’মিন গুপ্তহত্যা করতে পারে না”।” [মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪২৯; আমাদের (শাইখ আহমাদ শাকির প্রমুখ) তাহক্বীক্বকৃত; যুবাইর ইবনুল আওয়্যামের হাদীস]

অর্থাৎ, নিশ্চয় ঈমান মু’মিনকে ধর্মত্যাগের গর্তে পতিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সে যদি তা (গুপ্তহত্যা) করে, তাহলে সে আর মু’মিন থাকে না।*

[(*) ইমাম আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ)’র এই কথাটি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুসারে এই হাদীসটির দ্বারা মূল ঈমানকে নাকচ করা হয়নি। যেমন এই হাদীসগুলোতে মূল ঈমানকে নাকচ করা হয়নি:

- ক. নাবী ﷺ বলেছেন, “যার আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই।” (আলবানী, সাহীহুল জামি‘, হা/৭১৭৯)
- খ. নাবী ﷺ বলেছেন, “ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ্যপ যখন মদ পান করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না।” (সাহীহ বুখারী, হা/২৪৭৫)
- এই অর্থের আরও অনেক হাদীস রয়েছে। – অনুবাদক।]

পক্ষান্তরে আন-নুক্বরাশী, আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করুন। আল্লাহ’র কাছে শহীদদের মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। তিনি এমন মৃত্যুতে মারা গেছেন, যে মৃত্যু কামনা করতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অসংখ্য সাহাবী। ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) এই মৃত্যু কামনা করতেন, তিনি এই মৃত্যু পেয়েছিলেন। আল্লাহ’র কাছে তাঁর মহান মর্যাদা এবং সুউচ্চ সম্মাননা রয়েছে।

নিশ্চয় পাপ এবং লাঞ্ছনা ওইসব রক্ত হালালকারী ঘাতক খারিজীদের উপর, যারা তাদেরকে ডিফেন্ড করে তাদের উপর এবং যারা চায় যে এই দেশ সেই ধ্বংসের গর্তে পতিত হোক যেই ধ্বংসে পতিত হয়েছে ইউরোপ তাদের উপর। আর সেই ধ্বংস হলো—রাজনৈতিক হত্যার বৈধতা প্রদান বা এই অপরাধের শাস্তি লঘুকরণ। নিশ্চয় তারা যা করছে, সে সম্পর্কে তারা অবগত নয়। আমি তাদেরকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করছি না যে, তারা জেনেশুনে এরকমটা চাচ্ছে। আর প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহ’র হিদায়াত।” [জামহারাতু মাক্বালাতিল ‘আল্লামাহ আশ-শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির; পৃষ্ঠা: ৪৭২-৪৭৫; দারুর রিয়াদ্ব, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

- ·৩য় বক্তব্য:
- ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) গুপ্তহত্যার ব্যাপারটি সংঘটিত হওয়ার পর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন,
- عـ لـيها يـ ـنـ فق مة،ها إجرام ية دعوة إلـ ى الا سلام ية الـ دعوة قـ ـلـ بوا الـ ذيـ ـن الـ مـ سـ لـ مـ ين واخوانـه الـ ـبـ نا حـ سن الـ شـ يخ حركة الـ ـيـ قـ ين عـ لم ذلـ ك نـ عـ لم كما والـ ـيهود الـ شـ يوعـ يون.
- “শাইখ হাসান আল-বান্না’র দল এবং তাঁর মুসলিম ব্রাদারহুড ইসলামী দা‘ওয়াতকে অপরাধমূলক বিধ্বংসী দা‘ওয়াতে পরিবর্তন করেছে। তাদের দলে কমিউনিস্ট এবং ইহুদিরা ডোনেট করে, যা আমরা দৃঢ়ভাবে জানি।” [ইমাম আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ), শুঊনুত তা‘লীমি ওয়াল ক্বাদ্বা; পৃষ্ঠা: ৪৮; সংগৃহীত: sahab.net]

সম্মানিত পাঠক, চিন্তা করুন! এই কমিউনিস্টপোষ্য ও ইহুদিপোষ্য দলের অনুসারীরা আমাদের মুখলিস (একনিষ্ঠ) ও যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) ‘উলামাদের ব্যাপারে বলে, ‘এরা হলো—দরবারি, আহলে রিয়াল, আহলে ডলার’ ইত্যাদি। তাদের এ অপবাদ কতইনা জঘন্য, কতইনা নিকৃষ্ট!

- এখানে একটি কথা বলা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করছি। যারা মানুষের কাছে ব্রাদারহুডের বিরোধিতা ও সমালোচনাকে শাইখ রাবী‘ আল-মাদখালীর ব্যক্তিগত মানহাজ হিসেবে দেখায় এবং সকল ব্রাদারহুড-বিরোধীকে ব্যাপকভাবে ‘মাদখালী’ বলে আখ্যা দেয়, তাদের কাছে নিজেদের এই খবিসমার্কা কর্মকে ডিফেন্ড করার জন্য আর কী অবশিষ্ট রইল? ‘মাদখালী’ ট্যাগদাতা সালাফী বিদ্বেষী ভণ্ডদের উদ্দেশে বলতে চাই, ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালীর জন্ম ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে, আর ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে ইমাম আহমাদ শাকিরের লেখা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারিতে। অর্থাৎ, ইমাম আহমাদ শাকির যখন প্রবন্ধটি লিখেছেন, তখন ইমাম রাবী‘ ১৬ বা ১৭ বছরের কিশোর। তাহলে কি ওই স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন খারিজী সম্প্রদায় ইমাম আহমাদ শাকিরের মতো যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসকেও ‘মাদখালী’ ট্যাগ দিয়ে নিজেদের মূর্খতা-প্রদর্শনকে আরও বিস্তৃত ও প্রলম্বিত করবে?
- ·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে/ কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’ সিরিজের সকল পর্বের লিংক

৪র্থ পর্ব | ৫ম অধ্যায়: ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

- **৪র্থ পর্ব | ৫ম অধ্যায়: ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ)**
- ▌৫ম অধ্যায়: ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ)
- ·শাইখ পরিচিতি:
- ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) মিশরের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং ফাক্বীহ। তিনি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের মনুফিয়া গভর্নোরেটে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিন এবং সার্জারির উপর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি আল-আযহার থেকেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আওতাধীন ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এরপর তিনি আল-আযহার থেকে হাদীসের উপর মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তিনি অসংখ্য মৌলিক কিতাবের দারস দিয়েছেন। তিনি একাধারে তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ, ‘আক্বীদাহ, মানহাজ, ফারাইদ্ব, সীরাত প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য কিতাবের দারস দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।
-

‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯২৫ খ্রি.] বলেছেন, “মিশরে যারা সালাফী দা‘ওয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁরা হলেন—সম্মানিত শাইখ ‘আলী হাশীশ, সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ সা‘ঈদ রাসলান…।” [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]

-

কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের শারী‘আহ অনুষদের অধ্যাপক শাইখ ড. ফালাহ বিন ইসমা‘ঈল আল-মুনদাকার (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯৫০ খ্রি.] শাইখ মুহাম্মাদ রাসলানের ব্যাপারে বলেছেন, “আমি শাইখের সান্নিধ্যে থাকার, তাঁর দারস শ্রবণ করার এবং তাঁর থেকে ফায়দা গ্রহণ করার নসিহত করছি। আল্লাহ’র কসম! আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি সুন্নাহ, সালাফিয়্যাহ, শার‘ঈ শিষ্টাচারের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি একজন দুনিয়াবিমুখ পরহেজগার মানুষ। আমরা আল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ও তাঁকে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখেন এবং আমাদেরকে ও তাঁকে (সৎকর্মের) তাওফীক্ব দান করেন।” [sahab.net]

-

শাইখ ড. ফালাহ বিন ইসমা‘ঈল আল-মুনদাকার (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, “তোমাদের জন্য আকাবির তথা বড়োদের আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। আল্লাহ’র রহমতে মিশরে তোমাদের কাছে আছেন আশ-শাইখ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না এবং আশ-শাইখ মুহাম্মাদ সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুমাল্লাহু তা‘আলা)। তোমাদের জন্য এই বড়োদের আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। তাঁদের কাছে ভাইদের একত্রিত করো এবং তোমাদের সমস্যাগুলো এই বড়োদের কাছে উপস্থাপন করো। বড়োদের দিকে ফিরে যাওয়ার মধ্যে বিরাট কল্যাণ এবং মহান উপকারিতা রয়েছে।” [প্রাগুক্ত]

•

‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) কে মিশরের কোন শাইখের দারসে উপস্থিত হওয়া যাবে—মর্মে প্রশ্ন করা হলে তিনি শাইখ রাসলানকে সাজেস্ট করেন এবং বলেন, “আমি শাইখ রাসলানকে চিনি তাঁর বক্তব্য শোনার মাধ্যমে। তিনি স্বীয় ‘আক্বীদাহ ও মানহাজে শক্তিশালী ব্যক্তি।” [দ্র.:https://m.youtube.com/watch?v=_6F744sSM-M(অডিয়ো ক্লিপ)]

•

এতদ্ব্যতীত ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী-সহ আরও অনেক ‘আলিম ও শাইখ ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ রাসলানের এবং তাঁর দা‘ওয়াতী কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: rslan.com ওsahab.net ।--

•

১ম বক্তব্য:

•

আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯৫৫ খ্রি.] বলেছেন,

•

حديث في -وسلم عليه الله صلى- الرسول ذكرها التي فرقة والسبعين الثنتين من وفرقةٌ بدعية، جماعةٌ المسلمون الإخوان والأشعرية، المعتزلية، عهمم !ودَبَّ وهَبَّ !ودَرَجَ طار مَن كلَّ يجمعون فهم !اعتقاديّ منهجٌ عندهم ليس المسلمون الإخوانُ .الافتراق !اعتقاديٍّ منهجٍ من عندهم فما !النصارى ومعهم بل ذلك، دون ومعهم ،!حُلوليًا اتحاديًا كان ولو والصوفية

• لا وهم- الله شريعة عليكم نُطبِّق :لهم تقول لا الدين إلى الناس تدعو عندما وأنتَ بالعقيدة، إلا يبدأ لا الإصلاحَ أنّ ومعلومٌ !-يجهلونه وهم- الله رسولَ اتَّبِعُوا :لهم تقول ولا !-يعرفونه

• عقيدتها على مؤسسة الشريعةُ إذ أولاً؛ العقيدة بيان من فلابد.

• كما الليل من ويأخذون لغتنا، بكلامنا وينطقون بلساننا، يتكلمون جلدتنا من قومٌ لها يُروِّجُ التي الكبرى الخُدعة فهذه !مفضوحة واضحةٌ !مكشوفة زائفةٌ أولئك لها يُرَوِّج لتيا الكبرى الخُدعة هذه .تأخذون

• مَن؟ !العالمين؟ رب توحيد إلى الدعوة بغير قومَه بدأ والمرسلِين الأنبياء مِن مَن !العقيدة؟ بغير الدعوةَ بدأ الأنبياء مِن مَن إلى يلتفتون ولا وحده، العالمين رب الله توحيد إلى الله ، العبادة إخلاص إلى أقوامهم يدعون محمدٍ إلى نوحٍ من المرسلِين كلُّ !كلُّهم واضحًا الأمرُ كان وإنما الملة، معالم تُغيَّر ولم الشريعة، تُبَدَّل ولم العقيدة، تُزَيَّف لم !أحدٌ معه وليس القيامة يومَ النبيُّ ويأتي النتائج، مكشوفًا.

•

“মুসলিম ব্রাদারহুড একটি বিদ‘আতী দল। এটি (পথভ্রষ্ট) ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত, যে দলগুলোর ব্যাপারে রাসূল ﷺ হাদীসুল ইফতিরাক্বে [যে হাদীসে রাসূল ﷺ স্বীয় উম্মাহ’র ৭৩ দলে বিভক্ত হওয়ার কথা বলেছেন, সে হাদীসকে ‘হাদীসুল ইফতিরাক্ব’ বা ‘উম্মাহ বিভক্তির হাদীস’ বলা হয়। – সংকলক] আলোচনা করেছেন। মুসলিম ব্রাদারহুডের ‘আক্বীদাহগত আদর্শ নেই। তারা সবাইকে তাদের দলে জমা করে। তাদের সাথে মু‘তাযিলীরা আছে, আশ‘আরীরা আছে, এমনকি সূফীরাও আছে, যদিও সে সর্বেশ্বরবাদী সূফী হয়! তাদের সাথে আরও অনেকে রয়েছে। এমনকি তাদের সাথে খ্রিষ্টানরাও আছে। তাদের কোনো ‘আক্বীদাহগত আদর্শ নেই। আর একথা সুবিদিত যে, সংস্কার (ইসলাহ) স্রেফ ‘আক্বীদাহর মাধ্যমেই শুরু করতে হয়। তুমি যখন মানুষকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করবে, তখন তুমি তাদেরকে বলো না যে, আমরা তোমাদের উপর আল্লাহ’র আইন বাস্তবায়ন করব, অথচ তারা তা জানেই না। তুমি তাদেরকে বলো না যে, তোমরা আল্লাহ’র রাসূলের আনুগত্য করো, অথচ তারা রাসূলকেই চিনে না।

•

অবশ্যই প্রথমে ‘আক্বীদাহ বর্ণনা করতে হবে। যেহেতু শরিয়ত ‘আক্বীদাহর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই মহাপ্রতারণা প্রচলিত করেছে এমন সম্প্রদায়, যারা আমাদের মতো ত্বকেরই মানুষ, আমাদের মতো জবান দিয়েই কথা বলে, আমাদের ভাষাতেই কথা বলে। তারা রাত থেকে তাই লাভ করে, যা তোমরা করে থাক। ওদের চালুকৃত এই মহাধোঁকা সুস্পষ্ট প্রতারণা এবং স্পষ্ট কুৎসা।

•

নাবীদের মধ্যে কে ‘আক্বীদাহ ব্যতীত অন্য বিষয়ের মাধ্যমে দা‘ওয়াত শুরু করেছেন? নাবী ও রাসূলগণের মধ্যে কে স্বীয় সম্প্রদায়কে বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ’র তাওহীদের দিকে দা‘ওয়াত দেওয়া বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ের দা‘ওয়াত দিয়ে শুরু করেছেন? কে? বরং তাঁরা সবাই, নূহ থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত সকল রাসূল তাঁদের সম্প্রদায়কে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ’র ইবাদত করার দিকে তথা এক আল্লাহ’র তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁরা পরিণতির দিকে তাকাননি। কেননা কেয়ামতের দিন এমন নাবীও আসবেন, যার সাথে তাঁর অনুসারী থাকবে না। ‘আক্বীদাহ জাল করা হয়নি, শরিয়ত পরিবর্তিত হয়নি, উম্মাহ’র রূপরেখাও পরিবর্তিত হয়নি। সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট ও উদ্ভাসিত।” [“মাযা লাও হাকামাল ইখওয়ানু মিসর”– শীর্ষক

খুত্ববাহ; খুত্ববাহ'র তারিখ: ৪ই রজব, ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ২৫শে মে, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ; খুত্ববাহ'র অনুলিপির লিংক: www.ajurry(এখানে একটি ডট বসিয়ে লিংকটি ব্যবহার করুন)com/vb/showthread.php?t=28027.]

•

২য় বক্তব্য:

•

আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা'ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,

•

الـ كـعـ بة، حرمة من أعظم وعلا جلّ الله عـ نـد الـمـ سـلـم وحرمة الـ كـعـ بة، حرمة من أعظم الله عـ نـد الـمـ سـلـم وحرمة ،جدًا كـ بـ يرة الـمـ سـلـمـ ين حـ قوق
حجرًا تـ هدمها أن أجل من الـ كـعـ بة تـ صعد ثـ م مِعولا تـ أخذ أن من ذنبًا وأكـ بر الله عـ نـد إثمًا أعظم لـ كان الـمـ سـلـم بـ نـ يان هدمت لـ و تـ نـ تظر؟ فـ ماذا
قتلًا الـمـ سـلـمـ ين، قـ تل أقـ وام ا سـ تحل فـ قد ذلك ومع !حق بـ غـ ير مسلمًا تـ قـ تل الـمـ سـلـم، قـ تل من الله عـ نـد إثمًا أقلّ الـ كـعـ بة فـ هدم ،حجرًا
أن يـ جوز إنه :يـ قولـون الـ تكـ فيريـ ون فـ كان حولها، وما الـ سـ بـعـ يـنـ يات مـنـ تـصف فـ ي قديمًا نـ جادلهم وكـ نا تـ فرقـة، غـ ير من أ شوائـ يا
فـ كـ نا مجـ تمعـ ين، فـ يه الـ ناس يـ كون الـذي الـموطن الـ ناس، يـ سـ تـ قـله الـذي الـ قطار الـ ناس، تـ حمل الـ تي المركبةَ امفجرً منهم الـواحد يـ قـ تل
طريـ قـ تكم عـلـى معكم هو من مـ ثـلكم، هو من معهم يـ كون قـد بـ كـ فرهم، حكـمـ تم الـذيـ ن الـمـ قـ تولـ ين هؤلاء مع يـ كون قـد :نـ قول نـ تعجب،
معضلة لـ كل عـ ندهم تـ أويـ ل مسألة لـ كل عـ ندهم نـ ياتـ هم، عـلـى ويـ بعـ ثون ذلك عـلـى يـ موتـ ون :يـ قولـون فـ كانـوا الـ فاسد، واعـ تـ قادكم الـ باطلة
علمَ لا الـ خوارج لأن ،أصلًا الـ عـلم أهل من لـ يـ سوا وهم بـ الـ نـ صوص يـ لـعـ بون الأ سواق، فـ ي كـالـ خراط يـ ن بـ الـ نـ صوص، لـ عب عـ ندهم تـ خريـ ج،
عن روايـ ة فـ ي كما حـ ناجرهم يـ جاوز لا أي تـ راقـ يهم، يـ جاوز لا الله كـ تاب يـ تـلون :ﷺ الله رسـول قـال كما الله ، لـ كـ تاب فـهمَ ولا عـ ندهم
الآيـ ات هذه تـ نزل ولا الـمـ قاصد، فـ ي يـ تدبـ رون ولا الـمعانـي يـ فهمون ولا الله كـ تاب يـ تـلون الله ، أيـ ات يـ رتـ لون فـ هؤلاء ﷺ، الـ نـ بي
نـ عـلمهم ونـحن ،هالـ رسول قـال كما شأنهم هذا الـ خوارج يـ عون، ولا يـ فـقهون لا لأذهم ،وذكرًا ذكرًا فـ يها فـ تحدث قـ لوبـ هم، إلـى الـ شريـ فات
كـل الـمـ سلمون، الإخوان الإ سلامـ ية، الـ جماعة الـ قاعدة، : شـ تـى أ سماء تـ حت الـمـ نـ تـشرون وهم الـ خوارج، أولـ ئك مـ ثـل رأيـ نا ما أكـ ثـر ما ،يقينٍ عـلم
لـمـ قـ بلا الـ جمعة يـ وم يـ تعودون كم وهم الـ نار، كـلاب هم الـ نار، كـلاب هم :ﷺ الله رسـول فـ يهم قـال الـذيـ ن الـ خوارج، من هؤلاء
من ثـ م من؟ مع الـمـ شـكـلة هذه من؟ ومع الـمـ شـكـلة؟ هي ما يـ خرب؟ ما ذنـ ب ما يـ حرق؟ ما ذنـ ب ما مـصر، حرق جمعة مـصر، خراب جمعة بـ الـ خراب،
كـانـ ت الـ شريـ عة؟ من طـ بـ قـ تموه الـذي فـ ما ،عامًا الـ حكـم فـ ي كـ نـ تم قـ د الـ شريـ عة، وتـ طـ بـ يق الـديـ ن لإقـ امة :لك سـ يـ قول يـ فـ تعلها؟ الـذي
كـانـ ت أعوام، ثـ لاثـ ة كـل جـعـلوها الإخوان عهد وفـ ي ،عامَين كـل إلا الـ رخـصة عـلـى تـ حصلوا لا وغـ يره، حرمال شارع فـ ي الـ كـ باريـ هات
يـ كونـوا لـم الـ خمور من أنـواعًا الـ ناس فـ عـلم بـ الأ سماء الـ قائـمة فـ نزلـ ت أ سمائـها، الـ ناس يـ عـلم ولا الـ ضرائـ ب، عـلـيها تـ فرض الـ خمور
الـرابـ عة أو والـ ثانـ ية الـ حاديـ ة الصفحةِ فـ ي إلـ يه وارجع- لـ ثانـويـةا الـ ثانـ يـة لـ لـسنة الـ قومـ ية» الـ تربـ ية» كـ تاب فـ ي يـ عـلمونها،
بـ دل من :يـ قول كـ تب كـ تب؟ ماذا الـ عام، ذلك فـ ي والـ تعـلـيم الـ تربـ ية وزارة بـ معرفـة كـ تب، كـ تاب فـ ي هكذا، الـ حديـ ث تـ جد -والـ سـ تـ ين
إرجع- وتـ حـ تها فـ احـ ترموه، هديـ ن بـ دل من :الإخوان عهد فـ ي يـ كـ تـ بون وهم فـ اقـ تـلوه، ديـ نه بـ دل من :يـ قول والرسول فـ احـ ترموه، ديـ نه
-والـ سـ تـ ين الـرابـ عة أو والـ ثانـ ية الـ حاديـ ة الصفحةِ فـ ي إلـ يه وارجع- الـ ثانـويـ ة الـ ثانـ يـة لـ لـسنة الـ قومـ ية» الـ تربـ ية» كـ تاب فـ ي -إلـ يه
فـ احـ ترموه، ديـ نه بـ دل من :قـولـه تـ حت وكـ تب الـ كـ تاب، ذلك فـ ي مبثوثًا ذلك فـ جعـلوا والإنـ جـ يل، الـ توراة من الـ نـ صوص من ذلك غـ ير إلـى
فـ ي الإخوانـي الـرئـ يس قـال كما الـ حدود، !الـديـ ن؟ هو هذا كـ فر، هذا الله ، شاء ما يـ شاء، ما الـديـ ن من يـ خـ تار أن فـ ي الـ حق إنـ سان لـ كل نـ لأ
من ديـ نامـ يكـ ية، عمـلـ يات هذه الـ شريـ عة، فـ ي وجود لـها لـ يس الـ حدود :يـ قول الإنـ تخابـ ات، وقـ بل الـرئـ ا سة لأمور الـ تمهـ يديـ ة الـ فـ ترة أثـ ناء
يـ وم يـ صدنعوا أن يـ ريـ دون الـذي ما !الـمـ ساكـ ين؟ الـو سطاء بـ بـ شائـ ر تـ تاجرون !بـ الـديـ ن؟ تـ لـعـ بون هذا؟ شيء أي كـ فر، الـ حدود أنـ كر
يـ نـ فصلوا أن ،فجورًا ويـ ريـ دون مـصر، فـ ي وهنالك هنا الـ فجر، صلاة بـ عد سـ يخرجون مـصر، سـ نحرق مـصر، سـ نخرب :قـالـوا الـ جمعة؟
إنـ فصال أجل من ،نهارًا جهارًا تـ وزع وكـانـ ت موجودة والإ سـ تمارات ،معلوم الأمر وهذا الإنـ فصال، مـصروع الـ عـلـ يا، مـصر جمهوريـ ة :بـ الـ صعـ يد
الـ قطريـ ن مـ فرق مرسـى ومحمد الـ قطريـ ن، موحد مـ يـ نا نـ عم، مـصر، من الـ صعـ يد.

•

"মুসলিমদের সুবিশাল অধিকার রয়েছে। একজন মুসলিমের মর্যাদা আল্লাহ'র কাছে কা'বাহগৃহের মর্যাদার চেয়েও বেশি। একজন মুসলিমের মর্যাদা মহামহিমান্বিত আল্লাহ'র কাছে কা'বাহগৃহের মর্যাদার চেয়েও বেশি। সুতরাং তুমি কী প্রত্যাশা করছ? তুমি যদি একজন মুসলিমের বাড়ি ধ্বংস করো, তবে তা আল্লাহ'র কাছে অধিক পাপের এবং অধিক গুনাহর কাজ হবে এই কাজের চেয়ে যে, তুমি একটি কুঠার নিয়ে কা'বাহগৃহের উপর আরোহন করবে, তা পাথরের মতো টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলার জন্য! কা'বাহ ধ্বংস করা আল্লাহ'র কাছে একজন মুসলিম হত্যার চেয়ে অধিকতর কম পাপের কাজ। অথচ তুমি অন্যায়ভাবে মুসলিমকে হত্যা করছ?! এতৎসত্ত্বেও একদল লোক মুসলিমদের হত্যা করা বৈধ করে নিয়েছে। কোনো বাছবিচার ছাড়াই যথেচ্ছভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা বৈধ মনে করছে।

•

আমরা এদের সাথে বহুপূর্বেই ৭০ দশকের মাঝের দিকে বিতর্ক করেছি। তখন তাকফীরীরা বলত, 'তাদের যে কারও জন্য মানুষ বহনকারী গাড়িতে, মানুষ আরোহন করে এমন ট্রেনে এবং মানুষ জমায়েত হয়েছে এমন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ করে মানুষ হত্যা করা জায়েয।' আমরা অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'যেই নিহত ব্যক্তিদেরকে তোমরা কাফির ফাতওয়া দিয়েছ, তাদের সাথে তো তোমাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাও থাকতে পারে। তাদের

সাথে তোমাদের বাত্বিল পন্থা ও নষ্ট ‘আক্বীদাহর উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গও থাকতে পারে।’ তখন তারা বলেছিল, ‘তারা এই অবস্থায় মারা যাবে, আর তাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত হবে।’ তাদের কাছে প্রত্যেকটি মাসআলাহ’র তা’উয়ীল (অপব্যাখ্যা) রয়েছে, প্রত্যেকটি সমস্যার একটি সমাধানপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। তারা ক্বুরআন-সুন্নাহ’র নস (টেক্সট) নিয়ে খেলা করে। যেমনভাবে বাজারগুলোতে কেঁচো নিয়ে খেলা করা হয়। তারা ক্বুরআন-সুন্নাহ’র নস (টেক্সট) নিয়ে খেলা করে।

•

প্রকৃতপক্ষে তারা ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা খারিজীদের ‘ইলম নেই, আল্লাহ’র কিতাবের সমঝ নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এরা ক্বুরআন পাঠ করে, কিন্তু ক্বুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না।” (সাহীহ বুখারী, হা/৩৬১০; সাহীহ মুসলিম, হা/১০৬৪) তারা আল্লাহ’র আয়াতসমূহ পাঠ করে। তারা আল্লাহ’র কিতাব তেলাওয়াত করে। কিন্তু তারা অর্থ বোঝে না, তারা এর উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না। আর এই মহান আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। ফলে তাদের অন্তরে এগুলো উপদেশ তৈরি করেনি। কেননা তারা এগুলো বুঝেও না, আর উপলব্ধিও করে না। খারিজীদের এই অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। আর আমরাও তাদের ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে জানি। আমরা তাদের মধ্যে কত খারিজীই না দেখেছি!

•

তারা বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন: আল-কায়েদা, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম ব্রাদারহুড; এরা সবাই খারিজী। যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তারা জাহান্নামের কুকুর, তারা জাহান্নামের কুকুর, তারা জাহান্নামের কুকুর।” (ইবনু মাজাহ, হা/১৭৩; সনদ: সাহীহ)

•

তারা (ব্রাদারহুড) আগামী শুক্রবার (মিশরে) ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের হুমকি দিয়েছে। মিশর ধ্বংসের শুক্রবার, মিশরকে জ্বালিয়ে দেওয়ার শুক্রবার। যা জ্বালিয়ে দেওয়া হবে তার অপরাধ কী? যা ধ্বংস করা হবে তার অপরাধ কী? কী সমস্যা? আর কাদের সাথে? এই সমস্যা কাদের সাথে? আর এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে কে বা কারা? তারা তোমাকে বলবে, এগুলো দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও শরিয়ত বাস্তবায়নের জন্য করা হচ্ছে। তোমরা এক বছর শাসনক্ষমতায় ছিলে। কিন্তু তোমরা শরিয়তের কী বাস্তবায়ন করেছ? আল-হারাম স্ট্রিট ও অন্যান্য জায়গায় ক্যাবারেটস [রেস্তোরাঁ, নাইটক্লাব প্রভৃতিতে পানাহাররত অতিথিদের সামনে আয়োজিত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান – সংকলক] ছিল। প্রত্যেক দুবছরের মেয়াদ ছাড়া তোমরা এর অনুমতি লাভ করতে পারতে না। আর ব্রাদারহুডের শাসনামলে তারা প্রত্যেক তিন বছরের মেয়াদে অনুমতি নেওয়ার নিয়ম চালু করে।

•

মদের উপর ট্যাক্স নির্ধারিত ছিল। মানুষ বিভিন্ন ধরনের মদের নাম জানত না। অথচ বিভিন্ন ধরনের মদের নাম-সহ লিস্ট বের করা হলো, ফলে মানুষ এগুলোর নাম জানতে পারল, যা তারা আগে জানত না। উচ্চ মাধ্যমিক ২য় বর্ষের “আত-তারবিয়াতুল ক্বাওমিয়্যাহ” বইয়ে –আপনি ৬১, ৬২ বা ৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন– আপনি এরকম কথা পাবেন। সে বছর (মিশরে ব্রাদারহুডের শাসনামলে) শিক্ষা ও শিক্ষাদান বিভাগ সম্পর্কে জানার জন্য যেই বইটি লেখা হয়েছিল, সেই বইয়ে এমন কথা আছে। কী লিখেছে? বইয়ের লেখক লিখেছে, “যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা সম্মান করো।” অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা হত্যা করো।” (সাহীহ বুখারী, হা/৩০১৭)

•

তারা ব্রাদারহুডের শাসনামলে লিখেছে, “যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা সম্মান করো।” উচ্চ মাধ্যমিক ২য় বর্ষের “আত-তারবিয়াতুল ক্বাওমিয়্যাহ” বইয়ে –আপনি ৬১, ৬২ বা ৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন– এই কথার নিচে তাওরাত ও ইনজীল থেকে বেশ কিছু নস (টেক্সট) নিয়ে আসা হয়েছে। তারা এগুলো ওই বইয়ে প্রচার করছে। ওই বইয়ের লেখক তার এই কথা—“যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা সম্মান করো”– এর নিচে লিখেছে, “কেননা প্রত্যেক মানুষের স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের জন্য যে কোনো ধর্ম পছন্দ করার অধিকার রয়েছে।” মাশাআল্লাহ। এটা কুফর! এটা কি দ্বীন?!

•

শরিয়তের দণ্ডবিধির ব্যাপারে ইখওয়ানী প্রেসিডেন্ট (মুরসী) নেতৃত্বের বিষয়াদি প্রস্তুত করার সময় এবং নির্বাচনের পূর্বে বলেছেন, “শরিয়তে হুদূদ তথা দণ্ডবিধির কোনো অস্তিত্ব নেই। এগুলো প্রগতিশীল কর্মাবলি।” অথচ যে ব্যক্তি দণ্ডবিধি অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে এসব কী? তোমরা দ্বীন নিয়ে খেলা করছ?! তোমরা সাধারণ দরিদ্র মানবতার ইমোশন নিয়ে বাণিজ্য করছ?! তারা শুক্রবারে কী করতে চায়? তারা বলে, আমরা মিশর ধ্বংস করব, আমরা মিশর জ্বালিয়ে দিব। তারা ফজরের নামাযের পর মিশরের এখানে-ওখানে বের হবে। তারা অন্যায় কর্ম সম্পাদন করতে চায়। তারা নিজেদের ভূমি ‘দ্য সুপ্রিম রিপাবলিক অফ ইজিপ্ট’– কে আলাদা করতে চায়। ভূমি আলাদা করার প্রজেক্ট।

•

এটি সুবিদিত বিষয়। বিবরণপত্র মজুত রয়েছে, যা প্রকাশ্য দিবালোকে বিলি করা হয়েছে, মিশরের জমিনকে আলাদা করার জন্য। মেনেস [প্রাচীন মিশরের রাজা, যিনি ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বে মিশরের রাজা হয়েছিলেন – সংকলক] হলেন মিশরের দুই অংশকে একত্রিতকারী। আর মুহাম্মাদ মুরসী হলেন দুই অংশকে আলাদাকারী।” [দ্র.:https://m.youtube.com/watch?v=8EIAwSNESkU(ভিডিয়ো ক্লিপ)]

- ·৩য় বক্তব্য:
- আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- ت ك فيرية والمنتهى الـ بدأ ب ين وما ذلك إلى ت نتهي وهي كذلك ب دأت و صداء، لحمة ت ك فيرية الإخوان جماعة أن معلوم
مرور ب منا سبة الإخوان جماعة عن ك ت به الذي ك تابه في –الـ سوري ين الإخواد ين المنظرين أك بر هو– حوى سعيد إن صلـ ية،
من والـ تي كافرًا كان عنها شذّ من الـ تي المسلمين جماعة و صد فات مواصد فات ابالـ كت ذلك في ي عدد راح ت أسيسها، على عامًا خمسين
ثم المسلمين، جماعة عنها ي قال أن أجل من ما، جماعة في ت توفر أن ي نبغي الـ تي الـ صد فات ي عدد ف راح ،مسلمًا ي كن لم إطارها عن خرج
الإخوان جماعة في إلا توفرتْ الـ شروط ت لك نجد لم ومالي الإ سلام إلى الـ عاملة الـ جماعات في نظرنا وإذا :قال ذلك من فرغ أن ب عد
ومن قادتهم من منهم المعلن الـ خطاب إن :قائل ي قول قد المسلمين، من جماعة ولـ يست المسلمين، جماعة هي الإخوان جماعة إذًا المسلمين،
وَاهِمٍ وَهْمُ وهذا المسلمين، رونيـ كف لا وإنهم المسلمين، من جماعة سوى لـ يسوا أنهم المعلن الـ خطاب إن أتـ باعهم من المخدوعين.
-

“এটি সুবিদিত যে, ব্রাদারহুড অকারণে তাকফীরকারী সম্প্রদায়। এভাবেই এদের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং এদিকেই তা শেষ হচ্ছে। শুরু ও শেষের মধ্যে যা রয়েছে, তা হলো—এই দলটি কঠিন তাকফীরকারী। সা‘ঈদ হাওয়া –ইখওয়ানী মতবাদের সবচেয়ে বড়ো সিরিয়াবাসী প্রবর্তক– ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রাদারহুড সম্পর্কে একটি বই লিখেছে। সে ওই বইয়ের মধ্যে জামা‘আতুল মুসলিমীনের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারিত বিবরণ গণনা করেছে। যেই জামা‘আত থেকে কেউ বের হয়ে গেলে কাফির হয়ে যায়, যেই জামা‘আতের আওতা থেকে খারিজ হয়ে গেলে ব্যক্তি মুসলিম থাকে না। সে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো গণনা করেছে, যা সেই জামা‘আতের মধ্যে পূর্ণরূপে থাকা জরুরি। অতঃপর এই কাজ শেষ করার পর সে বলেছে, আমরা যদি ইসলামের কাজ করছে এমন দলগুলোর দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই যে, এই শর্তগুলো স্রেফ মুসলিম ব্রাদারহুডের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।

-

সুতরাং কেবল ব্রাদারহুডই হলো জামা‘আতুল মুসলিমীন, জামা‘আতুল মুসলিমীনের অন্তর্ভুক্ত একটি দল নয়। কেউ বলতে পারে, ব্রাদারহুডের নেতৃবর্গ এবং তাদের ধোঁকাগ্রস্ত অনুসারীদের পক্ষ থেকে যে কথা ঘোষিত হয়েছে, তার অর্থ এই যে, তারা মুসলিমদেরই একটি জামা‘আত ভিন্ন আর কিছুই নয়। তারা মুসলিমদেরকে তাকফীর করেনি। (আমি বলি,) এটি অনুমানকারীর একটি অনুমান মাত্র।” [“আল-ইরতিবাতুল বান্না বাইনাল ইখওয়ান ওয়াল আমরীকান”–শীর্ষক খুত্বাহ থেকে সংগৃহীত ভিডিয়ো ক্লিপ; খুত্বাহ’র তারিখ: ২০শে জুমাদাল উলা, ১৪৩৫ হিজরী মোতাবেক ২১শে মার্চ, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ; ভিডিয়ো ক্লিপের লিংক: https://m.youtube.com/watch?v=r_nduOAXYgo.]

- ·
- ৪র্থ বক্তব্য:
- আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
-

من ي فعلون الـ تي ب أف عالهم هؤلاء ي ريده الذي ما م؟وغ يره الـ تك فيري ين من وأتـ باعهم وأشياعهم المسلمون الإخوان ي ريده الذي ما
ي ريدونه ما هذا فا شلة، دولة مصر ت صير أن ي ريدون الدولة، إسقاط ي ريدون الدولة، هم ي ريدون :واحدة جملة في الـ جواب خاصةً؟ مصر.

-

“মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাদের তাকফীরী অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ কী চায়? ওরা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কী চায়, বিশেষত তারা মিশরে যা করছে তার মাধ্যমে? এক বাক্যে এর জবাব হলো—তারা রাষ্ট্রের বিনাশ চায়, রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চায়। তারা চায় যে, মিশর একটি অকেজো রাষ্ট্রে পরিণত হোক। তারা এটাই চায়।” [দ্র.:https://m.youtube.com/watch?v=YPEHpzgj5iY.]

- ·৫ম বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
-

ي سب من يُبدع آلذي الـ قول، من و الله هذا وعجب الـ ت بديع في ي غلو فلانا إن ي دعون أنهم كما ي حملون، ما وثـ قل ي زرون، ما ساء ألا
الـ ت بديع في غالـ يا ي كون الانـ بياء عرض في وي قع الأ صحاب!

- إذاً؟ الـ ت بديع هو فما الـ ت بديع؟ في غالـ يا ي كون الروافض يُبدع الذي !والمنهاج الـ صراط عن حادت الـ تي الـ جماعات عيُبد الذي
ومن هم؟ المبتدعة
- مبتدعة ي كونوا لم إن بـ ينها، بأسها وجعلوا الأمة مزقوا وممن شاك لـ تهم على ومن والروافض والإخوان الـ قطبيون ي كن لم إن
الـ ت بديع؟ في غلا قد ي كون الـ بدعة أهل من هؤلاء : الـ علم أهل من الرجل لـقا وإذا إذاً؟ المبتدعة فمن
- بـ لفظها الـ بدعة دارات فإذا الاعـ تقادية، الـ بدعة على نُركز إنما نحن الـ ت بديع؟ في الـ غلو هو وما إذاً الـ ت بديع هو فما
الـ جماعات بدعة أو المرجئة، بدعة أو الـ خوارج، بدعة انـ تحال من الاعـ تقادية، الـ بدعة من ت حذير إنما فهو كلامنا في ومشـ تقاتها

https://rasikulindia.blogspot.com/ এইখানে শুধু-বিশুদ্ধ বইয়ের সমাহার
(PDF ^ অনালাইনে পড়তে পারবেন,& ডাউনলোড করতে পারবেন।) একমাত্র সহীহ-বইয়ের প্রাপ্তি-স্থান-ওয়েবসাইট।

ومـ ثال نـموذج فـ هذا الـمـسـ تـقـ يم، الله صراط عـلـى ويُدل عـنها، ويُرَغّبُ مـنها، يُحَذّر الاعـ تـقاديـة بـ الـ بدعـ تـ لحق بـ دعـ هذه فـ كل الـمعاصرة، الـمـسـ تعان و الله هؤلاء لـ فعل.

•

“তাদের পাপ কতইনা নিকৃষ্ট, তাদের পাপ কতইনা বড়ো! তারা দাবি করছে যে, অমুক ব্যক্তি বিদ‘আতী বলার ব্যাপারে গুলু (চরমপন্থা) করেছে। আল্লাহ’র কসম, এটা বড়োই আশ্চর্যের কথা! এক ব্যক্তি সাহাবীদের গালি দেয়, নাবীগণের সম্ভ্রম নষ্ট করে, এমন ব্যক্তিকে যে বিদ‘আতী বলে, সে বিদ‘আতী বলার ব্যাপারে চরমপন্থি?!

•

যেসব দল সঠিক পথ ও মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, সেসব দলকে যে বিদ‘আতী বলে, রাফিদ্বী শী‘আদেরকে যে বিদ‘আতী বলে, সে বিদ‘আতী বলার ব্যাপারে চরমপন্থি?! তাহলে তাবদী‘ (বিদ‘আতী হুকুম লাগানো) কী? আর বিদ‘আতীই বা কারা?

•

• কুত্বুবী, ইখওয়ানী, রাফিদ্বী শী‘আ এবং তাদের মতো দল, যারা উম্মাহকে বিভক্ত করেছে এবং উম্মাহ’র ক্ষতিসাধন করেছে, তারা যদি বিদ‘আতী না হয়, তাহলে বিদ‘আতী কারা? ‘আলিমগণের কেউ যদি বলেন, তারা বিদ‘আতী, তাহলে কি তিনি তাবদী‘র ক্ষেত্রে গুলু করলেন?

•

তাহলে তাবদী‘ কী? আর তাবদী‘র ক্ষেত্রে গুলু তথা চরমপন্থাই বা কী? আমরা ‘আক্বীদাহগত বিদ‘আতের ব্যাপারে জোর দিই। বিদ‘আত যখন শব্দগতভাবে আমাদের কথায় আবর্তিত হয়, তখন তা ‘আক্বীদাহগত বিদ‘আত থেকে সতর্ক করা উদ্দিষ্ট হয়। যেমন: খারিজীদের বিদ‘আত, বা মুরজিয়াদের বিদ‘আত, বা আধুনিক দলসমূহের বিদ‘আত। এসব বিদ‘আত ‘আক্বীদাহগত বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে সতর্ক করতে হবে, এগুলো বর্জন করতে বলা হবে এবং আল্লাহ’র সঠিক পন্থার দিকে পথনির্দেশ করা হবে। এগুলো তাদের কর্মের নমুনা ও দৃষ্টান্ত মাত্র। আল্লাহ সহায় হোন।”
[দ্র.: www.ajurry(এখানে একটি ডট বসিয়ে লিংকটি ব্যবহার করুন)com/vb/showthread.php?t=40998 (শাইখের কথার অনুলিপি)]

- ·৬ষ্ঠ বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) অন্যত্র বলেছেন,
- يـ قولـون هكذا .. الله خـلـق عـلـى الله أرض فـ ي الله مـنهج لإقـامة الـحـكم؛ إلـى يـ سعون إنهم :يـ قولـون الـمـسـلمون والإخوان.
- (الـ بـنا) الـ شـيخ قـال الـمـسـلـمـين، الإخوان مـ بادئ وهو الـمـسـلـمـين، نالإخوا منهج هو عـندهم الله منهج !عـندهم؟ الله مـنهج حـقـيـقة فـما إلا خـير لا أنـه أثـ بـ تت قـد والـحاضر الـماضي فـ ي الـ تجارب أن عـلـى» :الإخوان مخاطبًا الـمائـة بـ عـد الـ ثمانـ ين الـ صـ فحة فـ ي ر سائـ له، فـ ي تـ عمـلـون» فـ يما إلا صواب ولا خطـ تكم، فـ ي إلا إنـ تاج ولا طريـ قكم فـ ي.
- الـخطإ، من مخطئًا يـ كون .الـ عام الـ تـقديـر عـلـى وخاطئًا تـ قديـر أحـسن عـلـى مخطئًا يـ كون خالـ فهم مَن كـلـف !الـ صواب يـ حـ تكرون فـ هم كـل وأنّ قـائـدها فـ هم عـلـى الإخوان دعـوة تـ تـضمـنه الـذي الـ كمال هو الإ سلامـ ية الـدعـوة كمال أن يـ عـ تـقـد كان ولـ قد .الـخطـ يـئة من خاطئًا ويـ كون الإ سلاما من نـ قص الـحـقـيـقة فـ ي هو الإخوان عـ قـيدة فـ ي نـ قص.
- الـمائـ تـين بـ عـد والـخمـسـين الـرابـ عة الـ صـ فحة فـ ي مذكراتـ ه فـ ي كما قـال ثـ م الـمنهج لـهذا رمزًا الإخوان عـ قـيدة كـ بار راعـى وقـد: الـ صحـ يحة» الإ سلامـ ية الـ فكرة من نـ قص منه نـ قص كل وأن الإ سلام، من كـ له الـمنهج هذا أن يـ عـ تـقـد أن مـسـلم كل وعـلـى».
- فـ ي فـ أوجب .هو فـ همه كما الإ سلام يـ فهموا أن الـ شـ باب عـلـى الـ ثلاث مائـة بـ عـد الـ تـسعـين الـ صـ فحة فـ ي الـر سائـ ل فـ ي أوجب بـ ل بـ يعـ ته أركان أحد هو الـذي الـ فهم ركن تـ فـسـير فـ ي فـ قال هو؛ فـ همه كما الإ سلام يـ فهموا أن الـ شـ باب عـلـى الـموضع ذلـك فـ ي الـر سائـ ل: كلّ الـموجزة الـ عـشريـ ن الأ صول هذه حدود فـ ي هـ ذف كما الإ سلام تفهمَ وأن صحـ يحة إ سلامـ ية فـ كرتـ نا بـ أن تُوقن أن بـ الـ فهم أُريد إنما» الإيـ جاز».
- هم لأنـهم وَسَلَّمَ؛ آلِهِ وَعَلَى عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى الـر سول أ صحاب فـ همه كما الإ سلام نـ فهم وإنـما مرفـ وض، وهذا !إنـ فهمه كما الإ سلام تفهمَ وأن فـ ي الـر سول مع كانـوا الـذيـ ن وهم الـورود، أ سـ باب عاصروا يـ نالـ ذ وهم الـ تـنزيـ ل، وقـائـ ع عاصروا الـذيـ ن وهم الـوحي، نـزول عاصروا الـذيـ ن عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى ر سولـه عـلـى الله أنـزلـه كما الإ سلام فـ عرفـ وا والـمكره؛ والـمنـشط والـ سلـم، الـحرب فـ ي الـر سول مع وكانـوا والـ ترحال، الحَلِّ وَسَلَّمَ آلِهِ وَعَلَى.
- الـدنـ يا فـ ي بـ الاتـ باع الـ عالـمـين رب الله أ سعدهم الـذيـ ن الـ نار من الـ ناجـ ين بـ يان فـ ي مَوَسَلَّ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى الـر سول فـ قال وأ صحابـ ي» الـ يوم عـلـيه أنـا ما مـ ثل عـلـى كان مَن» :الآخرة فـ ي وبـ الـجـنة.
- جيدًا واذكروا» :الـ ثلاث مائـة بـ عـد والـ عـشريـ ن الـ سادسة الـ صـ فحة فـ ي الـر سائـ ل فـ ي فـ قال بـ الـ كمال؛ الـ فهم هذا (الـ بـنا) و صـف وقـد الأمم» بـ حاجات ويـ فـي الـ عـصور يـ سايـ ر وافـيًا كافـيًا شامـلاً صافـيًا نـقـيًا فهمًا الإ سلام فـ فهم تم عـلـيكم، مَنَّ قـد الله أن الإخوان أيـها.
- الـ صـ فحة فـ ي الإخوان» قـافـ لة» فـ ي كما (الهُضَيْبِيّ حَسَن) فـ قال قـالـه، ما الـ قـاديـ ون وكذلـك (الـ بـنا) بـ عـد من الـمر شدون وردد الـ ثامـنة والـ تـسعـين بـ عـد تـ يـنا لـمائـ: دعـوة» الإخوان هي لا غيرُها الملاذُ قاذ والإنـ خلاص، والـ عـلـى وعـلـى الإخوان أ لا يُشركوا بـ ها شيئًا!».

- شيئًا بـ ها يُشركوا ألا الإخوان وعلى!

- الألـ فـ ين بـ عد الـ سادسة الـ سنة من الـ رابـ ع الـ شهر من والـ عشريـ ن الـ ثانـ ي فـ ي الإخوان» موقـ ع» فـ ي كما (عَاكِف مَهْدِي محمد) وقـ ال:
«الـ مـ سـ لمون الإخوانُ إلا - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى - محمد قـ لب عـ لى أُنزل كما الحقَّ يـ قول أن من أحقُّ هناك ولـ يس!».

- أن من أحق هناك ولـ يس ،بإسلامٍ فـ لـ يس الإخوان يـ عرفـ ه لا وما الإخوان، يـ عرفـ ه ما الإسلامُ و صار الإخوان، يـ عـ تـ قده ما الدينُ صار
فـ ي الـ روحـ ية» تـ ربـ يـ تـ نا» فـ ي (حَوَّى سعـ يد) وقـ ال !الـ مـ سـ لمون الإخوانُ إلا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى محمد لـ بـ ق عـ لى أُنزلَ كما الـ حق يـ قول
بـ نظريـ اتـ ه وإلا (الـ بـ نا) الأ سـ تاذ بـ فكر إلا لـ لمـ سـ لمـ ين كـ املة جماعةَ لا أنه ونـ عـ تـ قد» :الـ مائـ ة بـ عد والأربـ عـ ين الـ خامـ سة الـ صـ فحة
وتـ وجـ يهاتـ ه».

- الإخوان بـ مـ بادئ الـ مـ لـ تزم الـ بـ يت هـ و الـ كامل الـ مـ سـ لم والبيتُ» :والـ ثلاثـ يـ ن الـ ثالـ ثة الـ صـ فحة يـ ف الـ تعالـ يم» آفـ اق» فـ ي وقـ ال
بـ مـ بادئ الـ مـ لـ تزم الـ بـ يت هـ و الـ كامل الـ مـ سـ لم الـ بـ يت وإنما كامل، مـ سـ لم بـ بـ يت لـ يس !والـ سـ نة؟ بـ الـ كـ تاب الـ مـ لـ تزم والبيتُ .الـ مـ سـ لمون»
معرفـ ة هـ و ما !الـ مـ سـ لمـ ين؟ الإخوان اتـ باع هـ و وما !الـ مـ سـ لمـ ين؟ الإخوان دةعـ قـ ي هـ ي وما !الـ مـ سـ لمـ ين؟ الإخوان مـ بادئ هـ ي ما !الـ مـ سـ لمـ ين الإخوان
الـ مـ سـ لم حق فـ من وعـ لـ يه .الـ نحو هذا عـ لى الـ حجر هذا يـ تمـ حـ تى الأمـ ين؛ الـ نـ بي عـ لى الله أنزلـ ه الـ ذي الـ ديـ ن بـ حـ قـ يـ قة الـ مـ سـ لمـ ين الإخوان
فـ يما ذلـ ك فـ كل الـ صراح، الـ ديـ ن هـ و وما الـ حق، بـ اعالات هـ و وما الـ صـ حـ يحة، الـ عـ قـ يدة هـ ي ما الـ مـ سـ لمـ ين الإخوان بـ حـ كم حُكم إذا يـ عرف أن
خرجت فـ قد خالـ فت فإنْ يـ قولونـ ه!

- تـ ربـ يـ تـ نا» فـ ي قـ ال وجل؛ عز- الله أولـ ياء من ولـ ي اجـ تهاد (الـ بـ نا) اجـ تهاد بـ أن لاعـ تـ قاده الـ كمال؛ هذا يـ عـ تـ قد (حَوَّى سعـ يد)
اجـ تهاد من الانـ طلاق نـ قطة وهـ ي الـ صـ حـ يحة، بـ دايـ ةال الله بـ فضل نـ مـ لك إنـ نا» :الـ مائـ ة بـ عد والأربـ عـ ين الـ خامـ سة الـ صـ فحة فـ ي الـ روحـ ية»
(الـ بـ نا حـ سن) الأ سـ تاذ وهـ و -وجل عز- الله أولـ ياء من وليٌّ أنـ ه عارف وهـ و يـ شك لا إنسانٍ».

- اللهُ صَلَّى الأنـ بـ ياء خـ يـ ر عـ لى الـ مـ نزل الـ وحي من هـ ي الانـ طلاق نقطةَ لأن مطـ لـ قة؛ صحةً الـ صـ حـ يحة الـ بدايـ ة نـ مـ لك الـ سـ نة أهلَّ ونـ حن
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يـ ستـ ولـ نقطةُ الانـ طلاق من اجـ تهاد إنـ سان لا يـ شك وهـ و عارف أنـ ه وليٌّ من أولـ ياء الله -عز وجل- وهـ و الأ سـ تاذ (الـ بـ نا حـ سن).

- فـ ي الـ فـ تاوى» مجموع» فـ ي كما - الله رحمه- الإ سلام شـ يخ كـ لام بـ إزاء هؤلاء كـ لام وضعوا إذا -الـ حق أهـ ل- الـ سـ نة أهـ ل يـ صـ نع ماذا
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولُ إلَّا مَتْبُوعُهُمْ يَكُونُ لَا وَالسُّنَّةِ الحَقِّ فَأَهْلُ» :قـ ال الـ ثلاثـ مائـ ة، بـ عد والأربـ عـ ين الـ خامـ سة صـ فحةال فـ ي الـ ثالـ ث الـ مجـ لد
كُلُّ لَبُدَ ،الأَئِمَّةِ مِنْ لِغَيْرِهِ المَنْزِلَةُ هَذِهِ وَلَيْسَتْ ،أَمَرَ مَا كُلِّ فِي وَطَاعَتُهُ ،أَخْبَرَ مَا كُلِّ فِي تَصْدِيقُهُ يَجِبُ الَّذِي فَهَذَا يُوحَى؛ وَحْيٌ إلَّا هُوَ إنْ الهَوَى عَنْ يَنْطِقُ لَا الَّذِي
اللهِ رَسُولَ إلَّا وَيُتْرَكُ قَوْلِهِ مِنْ يُؤْخَذُ النَّاسِ.

- ذلـ ك خالـ ف :أي) خَالَفَهُ وَمَنْ ،وَالجَمَاعَةِ السُّنَّةِ أَهْلِ مِنْ كَانَ وَوَافَقَهُ أَحَبَّهُ مَنْ ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولِ غَيْرَ الأَشْخَاصِ مِنْ شَخْصًا جَعَلَ فَمَنْ
وَغَيْرِ الدِّينِ فِي الكَلَامِ فِي أَئِمَّةٍ اتِّبَاعِ مِنْ لطَّوَائِفِا فِي ذَلِكَ يُوجَدُ كَمَا - وَالفُرْقَةِ البِدْعَةِ أَهْلِ مِنْ كَانَ (وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى الـ رسول سوى هـ و الـ ذي الـ شخص
ذَلِكَ - كَانَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالتَّفَرُّقِ».

- والأهواء لالـ والـ ض الـ بدع أهـ ل من فـ هو ،وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى الـ نـ بي سوى ويُعادى كـ لامه عـ لى يُوالى شخصًا لـ لأمة نـ صب مَن
ذلـ ك ولـ يس ،- وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى - ويُعادى عـ لـ يه ويُوالى ،ويُعادى كـ لامه عـ لى يُوالى وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى الـ نـ بي سوى لـ يس .والـ تـ فرق
لأحد من الـ خـ لق سواه .

-

“মুসলিম ব্রাদারহুড বলে, তারা আল্লাহ’র জমিনে আল্লাহ’র সৃষ্টির উপর আল্লাহ’র মানহাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য শাসনক্ষমতা পাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা এভাবেই বলে। কিন্তু তাদের কাছে আল্লাহ’র মানহাজের প্রকৃতত্ব কী? তাদের কাছে আল্লাহ’র মানহাজ মানে হলো মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ। আর তা হলো মুসলিম ব্রাদারহুডের মূলনীতি। শাইখ আল-বান্না তাঁর “রাসাইল” গ্রন্থের ১৮০ পৃষ্ঠায় ব্রাদারহুডকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রমাণিত হয়েছে যে, তোমাদের পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথে কল্যাণ নেই। তোমাদের প্রকল্প ছাড়া অন্য কোনো প্রকল্পে উৎপাদন নেই। তোমাদের কর্ম ব্যতীত অন্য কারও কর্মে সঠিকতা নেই।”

-

তারা সঠিকতাকে একচেটিয়া করে নিচ্ছে! সুতরাং যে ব্যক্তিই তাদের বিরোধিতা করবে, সে-ই বিশেষ হিসাব অনুযায়ী ভুলকারী এবং ব্যাপক হিসাব অনুযায়ী পাপী বলে গণ্য হবে। ভুল করার কারণে হবে ভুলকারী, আর পাপ করার কারণে হবে পাপাচারী। সে মনে করছে, ইসলামী দা‘ওয়াতের পূর্ণতা কেবল সেটাই, যে পূর্ণতা ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত তার প্রধান নেতার বুঝ অনুযায়ী ধারণ করে। আর ব্রাদারহুডের ‘আক্বীদাহর অপূর্ণতা মূলত ইসলামেরই অপূর্ণতা! ইখওয়ানী ‘আক্বীদাহর শীর্ষনেতারা এই মানহাজের প্রতীককে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। আল-বান্না তাঁর “মুযাক্কিরাত” গ্রন্থের ২৫৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “প্রত্যেক মুসলিমের এই বিশ্বাস পোষণ করা উচিত যে, এই মানহাজের সবই ইসলাম থেকে গৃহীত। আর এই মানহাজের যাবতীয় ত্রুটি মূলত বিশুদ্ধ ইসলামী মতাদর্শের ত্রুটি।”

-

এমনকি তিনি “রাসাইল” গ্রন্থের ৩৯০ পৃষ্ঠায় যুবকদের উপর সেভাবে ইসলাম বুঝা আবশ্যক করেছেন, যেভাবে তিনি নিজে ইসলাম বুঝেছেন। তিনি “রাসাইল” গ্রন্থের ওই জায়গায় যুবকদের ওপর সেভাবে ইসলাম বুঝা আবশ্যক করেছেন, যেভাবে তিনি নিজে ইসলাম বুঝেছেন। ‘আল-ফাহম’ তথা বুঝ

তাঁর কাছে বাই‘আত নেওয়ার একটি রুকন (খুঁটি, স্তম্ভ), যে রুকনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “আমি আল-ফাহম (বুঝ) দ্বারা এই উদ্দেশ্য করেছি যে, তুমি দৃঢ়ভাবে জানবে যে, আমাদের আদর্শ বিশুদ্ধ ইসলামী আদর্শ, আর তুমি ইসলামকে সেভাবে বুঝবে, যেভাবে আমরা সংক্ষিপ্ত বিশটি মূলনীতির আওতায় থেকে ইসলামকে বুঝি।”

•

তুমি ইসলামকে সেভাবে বুঝবে, যেভাবে আমরা ইসলাম বুঝি! এটা বাত্বিল কথা। আমরা ইসলামকে সেভাবে বুঝব, যেভাবে রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণ ইসলাম বুঝেছেন। কেননা তাঁরা ওয়াহী নাযিলের যুগের মানুষ ছিলেন। তাঁরা ওয়াহী অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানতেন। তাঁরা ওয়াহী অবতীর্ণের কারণ জানতেন। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং সফর ও ভ্রমণে তাঁরা রাসূল ﷺ এর সাথে ছিলেন। যুদ্ধ ও শান্তিতে এবং সুখে-দুঃখে তাঁরা রাসূলের সাথে ছিলেন। তাঁরা ইসলামকে সেভাবে জেনেছিলেন, যেভাবে তা আল্লাহ তাঁর রাসূলের ﷺ উপর অবতীর্ণ করেছিলেন।

•

জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল, যাদেরকে বিশ্বজগতের প্রভু মহান আল্লাহ দুনিয়ায় (তাঁর) অনুসরণের অনুগ্রহ দিয়ে এবং পরকালে তাঁদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রেখে সৌভাগ্যবান করেছেন, তাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন, “আজকের দিনে আমি ও আমার সাহাবীরা যে মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে মতাদর্শের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে (তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।” (তিরমিযী, হা/২৬৪১; সনদ: সাহীহ)

•

আল-বান্না তাঁর এই বুঝকে পরিপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি “রাসাইল” গ্রন্থের ৩২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “হে ইখওয়ান, তোমরা উত্তমরূপে স্মরণ করো যে, আল্লাহ তোমাদের উপর দয়া করেছেন। তোমরা ইসলামকে এমন স্বচ্ছ, সঠিক, পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝেছ, যা যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উম্মাহ’র প্রয়োজন পূর্ণকারী।”

•

মুসলিম ব্রাদারহুডে আল-বান্না’র পরবর্তী প্রধানরা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বান্না’র কথাই পুনরাবৃত্তি করেছে। হাসান আল-হুদ্বাইবী বলেছেন, যেমনটি “ক্বাফিলাতুল ইখওয়ান” গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, “স্রেফ ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াতেই রয়েছে মুক্তি, পরিত্রাণ ও নিষ্কৃতি। সুতরাং ভ্রাতৃমণ্ডলীর উচিত, এই দা‘ওয়াতের সাথে কাউকে শরিক না করা।”

•

সুতরাং ভ্রাতৃমণ্ডলীর উচিত, এই দা‘ওয়াতের সাথে কাউকে শরিক না করা! মুহাম্মাদ মাহদী ‘আকিফ বলেছেন, যেমনটি ব্রাদারহুডের ওয়েবসাইটে ২০০৬ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে বলা হয়েছে, “মুহাম্মাদ ﷺ এর অন্তরে যেভাবে সত্য দ্বীন অবতীর্ণ হয়েছে, তা বলার ব্যাপারে মুসলিম ব্রাদারহুডের চেয়ে বড়ো হকদার আর কেউ নেই।”

•

সুতরাং দ্বীন ওই বিষয়েই পরিণত হয়েছে, যা স্রেফ ব্রাদারহুড বিশ্বাস করে। ইসলাম ওই বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা স্রেফ ব্রাদারহুডই জানে। আর যা ব্রাদারহুড জানে না, তা ইসলামই নয়। আর তাই মুহাম্মাদ ﷺ এর অন্তরে যেভাবে সত্য দ্বীন অবতীর্ণ হয়েছে, তা বলার ব্যাপারে মুসলিম ব্রাদারহুডের চেয়ে বড়ো হকদার আর কেউ নেই!

•

সা‘ঈদ হাওয়া “তারবিয়াতুনার রূহিয়্যাহ” গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “আমরা বিশ্বাস করি যে, উস্তায বান্না’র আদর্শ, মতবাদ ও দিকনির্দেশনা ব্যতীত মুসলিমদের কোনো জামা‘আত পরিপূর্ণ হতে পারে না।” তিনি “আফাক্বুত তা‘আলীম” গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “আর পূর্ণাঙ্গ মুসলিম গৃহ হলো মুসলিম ব্রাদারহুডের মূলনীতি পালনকারী গৃহ।”

•

তাহলে কিতাব ও সুন্নাহ পালনকারী গৃহ কী?! তা পূর্ণাঙ্গ মুসলিম গৃহ নয়। বরং পূর্ণাঙ্গ মুসলিম গৃহ হলো মুসলিম ব্রাদারহুডের মূলনীতি পালনকারী গৃহ! মুসলিম ব্রাদারহুডের মূলনীতি কী? মুসলিম ব্রাদারহুডের ‘আক্বীদাহ কী? মুসলিম ব্রাদারহুডের ইত্তিবা‘ (অনুসরণ) কী? বিশ্বস্ত নাবী’র উপর আল্লাহ যে দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন, তার হকিকত অনুযায়ী মুসলিম ব্রাদারহুডের পরিচয় কী, যাতে করে এই গৃহ এভাবে পূর্ণতা পায়?

•

যখন মুসলিম ব্রাদারহুডের হুকুম অনুযায়ী কোন মুসলিমকে হুকুম দেওয়া হবে, তখন তার এটা জানার অধিকার রয়েছে যে, বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ কী, প্রকৃত ইত্তিবা‘ (অনুসরণ) কী, সুস্পষ্ট দ্বীন কী প্রভৃতি। তারা যা বলছে, তার বিরোধিতা করলে তুমি দলত্যাগী। সা‘ঈদ হাওয়া এই পূর্ণতায় বিশ্বাস করেন। যেহেতু তিনি মনে করেন যে, আল-বান্না’র ইজতিহাদ হলো মহান আল্লাহ’র একজন ওয়ালী’র ইজতিহাদ। তিনি “তারবিয়াতুনার রূহিয়্যাহ” গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “আমরা আল্লাহ’র অনুগ্রহে বিশুদ্ধ মূলনীতি লাভ করেছি। এটা হলো একজন মানুষের ইজতিহাদ থেকে গৃহীত যাত্রার কেন্দ্রবিন্দু। যে মানুষকে যারা চেনে, তারা নিঃসন্দেহে মনে করে, তিনি একজন আল্লাহ’র ওয়ালী। আর তিনি হলেন উস্তায হাসান আল-বান্না।”

-

আমরা আহলুস সুন্নাহ’র লোকেরা নিঃশর্তভাবে বিশুদ্ধ মূলনীতি লাভ করেছি। কেননা এর যাত্রার কেন্দ্রবিন্দু গৃহীত হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী ﷺ এর উপর নাযিলকৃত প্রত্যাদেশ থেকে। এর যাত্রার কেন্দ্রবিন্দু কোনো মানুষের ইজতিহাদ থেকে গৃহীত হয়নি। যেই মানুষকে যারা চেনে, তারা নিঃসন্দেহে মনে করে, তিনি একজন আল্লাহ’র ওয়ালী। আর তিনি হলেন অধ্যাপক হাসান আল-বান্না!

-

আহলুস সুন্নাহ –যারা হলো আহলুল হাক্ব– কী করবে, যখন ওই ব্যক্তিদের কথা শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ)’র কথার সামনে পেশ করা হবে? শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) “মাজমূ‘উল ফাতাওয়া”-র ৩য় খণ্ডের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “যারা হকপন্থি আহলুস সুন্নাহ, তাদের অনুসৃত ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহ’র রাসূল ﷺ। যিনি স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি কেবল তাই বলেন, যা তাঁর কাছে ওয়াহী করা হয়। তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করা এবং তিনি যা আদেশ করেছেন, তা মান্য করা ওয়াজিব। তিনি ছাড়া কোনো ইমামেরই এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নেই। বরং প্রত্যেক মানুষের কথাই গৃহীত ও প্রত্যাখ্যাত হবে, কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে এইভাবে নির্ধারণ করে যে, যে ব্যক্তি ওই নির্ধারিত ব্যক্তিকে ভালোবাসবে এবং তার সাথে একমত হবে সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত, আর যে ব্যক্তি ওই নির্ধারিত ব্যক্তির বিরোধিতা করবে সে বিদ‘আতীদের অন্তর্ভুক্ত –যেমনভাবে দ্বীন ও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে কতিপয় দল কর্তৃক ইমামগণের আনুগত্য করতে দেখা যায়– তবে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট বিভেদ সৃষ্টিকারী বিদ‘আতীদের অন্তর্ভুক্ত।”

-

সুতরাং যে ব্যক্তি নাবী ﷺ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে উম্মাহ’র জন্য এই মর্মে স্থাপন করে যে, ওই ব্যক্তির কথার উপর মিত্রতা ও বৈরিতা পোষণ করা হবে, তাহলে সে পথভ্রষ্ট বিভেদ সৃষ্টিকারী বিদ‘আতীদের অন্তর্ভুক্ত। নাবী ﷺ ব্যতীত অন্য কারও কথার উপর মিত্রতা ও বৈরিতা পোষণ করা হবে না। স্রেফ নাবী ﷺ এর কথার উপর মিত্রতা ও বৈরিতা পোষণ করা হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এটা করা হবে না।” [“জামা‘আতুল ইখওয়ানিল মুসলিমীন”– শীর্ষক খুত্বাহ; খুত্বাহ’র তারিখ: ১৮ই রজব, ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ৮ই জুন, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ; খুত্বাহ’র অনুলিপির লিংক: www.ajurry(এখানে একটি ডট বসিয়ে লিংকটি ব্যবহার করুন)com/vb/showthread.php?t=28323.]

- ·৭ম বক্তব্য:
- আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
-

- يدًا تـ نزعوا و لا لـ لمسلمـ ين، عُوَارَها وبيِّنوا الـمـسلمـ ين، عـنـد وزيـ فوهـا الـمـسلمـ ين الإخوان عقيدةَ فـ حاربـ وا حاكمًا إخوانـي جاءكـم فـ إذا واسعةً رحمةً الله رحمه أحمد كالإمام الـ سابـ قـ ين من أئـمـ تكم فـ عل كما طاعة من.
- ليآمِرُوه الـ فقهاء وجاءه خـاصـة، الـواثـ ق ومن والـواثـ ق، والـمعـ تـصم لـمأمونا من عـصـره فـ ي الـ عـلماء من ولـ غـ يره لـه وقـ ع ما وقـ ع فـ إنه و لا ،الحاكمِ معتقَد يـ حاربـ ون وتـ لامـ يذه ولـده يـ فعل وكذا الـ جـهمـ ية»، عـ لـى الردُّ» :عـ يـنه الـ وقـ ت فـ ي يـ كـ تب وهـو فـ نهاهم عـ لـ يه، الـ خروج عـ لـى طاعة من يدًا يـ نزعون.
- ويوضِّح الـ حق، يـ بـ ين ولـ كـنه ،أُنْمُلَةٍ قِيدَ عـنه يـحـ يد لا الـ سلف، مـنـهج عـ لـى لأنـ ه ؛طاعة من يدًا ينزِعوا وأن عـ لـ يه، الـ خروج عن فـ نهاهم بـ سـ يـاسـاتـ ه يُشهِّر و لا الـ مجامع، فـ ي و لا بـ الـ نـقـد، الـمـنـابـ ر عـ لـى لـ لحاكـم يـ تعرض و لا الـ صـحـ يح، الـمعـ تـقـد.
- بـ ن وأحمد حـ نـ بل، بـ ن أحمد :الأئـ مة فـ عل كما خروجًا هذا يُعَد و لا يـ حـكمهم، ممن امـ تحـ نـها مَن امـ تحـ نـها وإن الـ عـ قـ يدة عن يـ تكلم وإنما الـ صـحـ يحة، الـ عـ قـ يدة بـ يـنوا ولـ كن طاعة، من يدًا يـ نزعوا لـ م :فِعْلَهم فَعَلَ الأئـ مة من وغيرُهم والبُوَيْطِيّ نـوح، بـ ن ومحمد حماد، بـ ن وـنـ عـ يم نـ صـر، والزَّيْف الـ باطل مـ تابـ عة عن ويـ نهون لـ لحق، بـ الاتـ بـاع يـ أمرون الـ فـاسدة، الـ طالـحة الـ عـ قـ يدة وبـ يـ نوا.
-

“তোমাদের কাছে যখন ইখওয়ানী শাসক আসবে, তখন তোমরা মুসলিম ব্রাদারহুডের ‘আক্বীদাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলিমদের কাছে তাদের ‘আক্বীদাহকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করবে। মুসলিমদের কাছে তাদের ‘আক্বীদাহর ত্রুটি বর্ণনা করবে। কিন্তু তোমরা আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিবে না। যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ করেছেন। যেমন: ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহু রাহমাতাও ওয়াসি‘আহ)। কেননা তাঁর যুগে তিনি এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য ‘আলিমদের উপর মা’মূন, মু‘তাসিম ও ওয়াসিক্বের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে ওয়াসিক্বের পক্ষ থেকে দুর্যোগ আপতিত হয়েছিল। তখন তাঁর কাছে সে যুগের ফাক্বীহগণ এসেছিলেন, ওয়াসিক্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরামর্শ দিতে। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে (বিদ্রোহ করা থেকে) নিষেধ করেছিলেন। তিনি সেসময় লেখালেখি করেছিলেন, যার মূল বিষয় ছিল—জাহমীদের রদ (রিফিউটেশন)। তাঁর ছেলে এবং ছাত্রবৃন্দও অনুরূপ কাজ করেছেন। তাঁরা শাসকের (ভ্রান্ত) ‘আক্বীদাহর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কিন্তু (শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেননি।

-

তিনি সেই ফাক্বীহগণকে বিদ্রোহ করা থেকে এবং আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নেয়া থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা তিনি সালাফদের মানহাজের উপর

ছিলেন। তিনি সালাফদের মানহাজ থেকে এক আঙুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। কিন্তু তিনি হক বর্ণনা করেছেন, বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ ব্যাখ্যা করেছেন। তবে মিম্বারের উপর, লোকসমাবেশে শাসকের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হননি, শাসকের রাজনীতির নিন্দা করেননি।

•

‘আক্বীদাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যদিও শাসকবর্গের কেউ ‘আক্বীদাহর ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলেন তারপরও। আর এটা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হবে না। যেমনটি ইমামগণ করেছেন—আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন নাসর, নু‘আইম বিন হাম্মাদ, মুহাম্মাদ বিন নূহ, আল-বুওয়াইত্বী প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের কাজ করেছেন, তাঁরা আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নেননি। কিন্তু তাঁরা বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ বর্ণনা করেছেন, ভ্রষ্ট ও মন্দ ‘আক্বীদাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁরা হকের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বাতিল ও ভ্রান্তির অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।” [“বাল হিয়া ফিতনাহ”– শীর্ষক খুত্বাহ থেকে সংগৃহীত; খুত্বাহ’র তারিখ: ২রা শা‘বান, ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ২২শে জুন, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ; খুত্বাহ’র অনুলিপির লিংক:www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=130438.]

• ৮ম বক্তব্য:

•

আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,

•

مرجئة أنت م الطاغوت، عبيد من أنت الطواغيت، عباد من أنت الحكام، تقدس أنت قالوا الحكام على والخروج الفتن من هؤلاء نهيتَ إذا السلف منهج تخالف وتقعيدات تأصيلات ويسحدثون يضعون هو ،جماعتِهم الجماعةِ لمصلحة من؟ لمصلحة الكلام وهذا الحكام، فتنة تقع لئلا السكوت الحكمة إن أو والسيئات، الحسنات بين الموازنة كمهج ورموزها، الجماعة لحماية.

• دودر ولعلماء الحق، يكتمون ما فإنهم عليهم، وكذبوا والبدع الأهواء أهل على يردون كانوا ما علمائنا كبار أن وأوهموا بالرد أنفسهم يشغلوا لم العلماء أن يدّعون والإخوانيين القطبيين من الخوارج هؤلاء ولكن بأعيانهم، وأشخاص جماعات على كثيرة على رد باز إبن الشيخ العلامة السعودية الديار السابق المفتي وهذا افتراء، محض هو إنما وهذا البدع، وأهل المخالفين على العابدين، زين سرور نايف ومحمد والقرضاوي والفقيه، لادن وابن ،المَسعري ومنهم قطب سيد ومنهم بنا،ال حسن منهم كثيرين، والإخوانيين القطبيين من الخوارج هؤلاء فكلام غيرهم، وعلى جميعًا هؤلاء على رد الله رحمه الإمام فهذا والحوالي، العودة وكذلك على يردوا لم أنهم يدّعون الأئمة، على يكذبون هؤلاء الصالح، السلف ومنهج النبوة منهاج وأهل العلم أهل على به يحتجون فيما المخالفين.

•

“তুমি যখন তাদেরকে ফিতনাহ থেকে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে নিষেধ করবে, তখন তারা বলবে, তুমি শাসকদের ভালো বলে ঘোষণা করছ, তুমি ত্বাগূতদের দাস, তুমি ত্বাগূত-পূজারীদের অন্তর্ভুক্ত, তোমরা মুরজিয়া। এই কথাগুলো (তারা) কার কল্যাণের জন্য (বলে)? তাদের দলের কল্যাণের জন্য। তারা নিজেদের দল ও তার নেতৃবর্গকে রক্ষা করার জন্য এমন মূলনীতি ও ক্বা‘ইদাহ উদ্ভাবন করে, যা সালাফদের মানহাজ পরিপন্থি। যেমন: ‘ভালো ও খারাপের মধ্যে তুলনা করার মানহাজ (মানহাজুল মুওয়াযানাত)’, অথবা ‘নীরবতা পালন করাই প্রকৃত হিকমাহ (প্রজ্ঞা), যাতে করে ফিতনাহ সংঘটিত না হয়’।

•

তারা এই ধরনের সংশয় তৈরি করেছে যে, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ‘আলিমগণ বিদ‘আতীদের রদ তথা খণ্ডন করেননি। তারা ‘আলিমগণের উপর মিথ্যাচার করেছে। তাঁরা হক গোপণ করতেন না। বিভিন্ন দল এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ‘আলিমগণের অসংখ্য রদ আছে। কিন্তু ওই ক্বুত্ববী ও ইখওয়ানী খারিজীরা দাবি করে যে, ‘আলিমগণ বিদ‘আতী ও বিরুদ্ধবাদীদের রদ করেননি। অথচ এটা ডাহা মিথ্যা কথা।

•

সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী আল-‘আল্লামাহ আশ-শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) অসংখ্য ব্যক্তিকে রদ করেছেন। তাদের মধ্যে আছে—হাসান আল-বান্না, সাইয়্যিদ ক্বুত্বব, আল-মাস‘আরী, বিন লাদেন, আল-ফাক্বীহ, আল-ক্বারদ্বাউয়ী, মুহাম্মাদ নায়িফ সুরূর যাইনুল ‘আবিদীন, অনুরূপভাবে আল-‘আওদাহ, আল-হাওয়ালী প্রমুখ। এই ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ) তাদের সবাইকে এবং তারা ছাড়াও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের রদ করেছেন।

•

সুতরাং ওই ক্বুত্ববী ও ইখওয়ানী খারিজীরা এসব কথা বলে নাবাউয়ী মানহাজ ও সালাফদের মানহাজের অনুসারীদের বিরুদ্ধে এবং ‘আলিমদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করে। তারা ইমামগণের উপর মিথ্যাচার করে, আর দাবি করে যে, তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের রদ করেননি।” [“আল-ক্বিসসাতুল কামিলাহ লি খাওয়ারিজি ‘আসরিনা”– শীর্ষক লেকচার সিরিজের ২০শ পর্ব; ২০শ পর্বের নাম: সিফাতু মানহাজিল ইখওয়ান ফী বিলাদিল হারামাইন ওয়া যিকরু বা‘দ্বি ফাতাওয়াল ‘উলামা আর-রাব্বানিয়্যিঈন ফিল ইখওয়ান ওয়াল ক্বুত্ববিয়্যিঈন ফিল জাযীরাহ ওয়াল খালীজিল ‘আরাবী; লেকচারের তারিখ: ২৫শে শাওয়্যাল, ১৪৩৬ হিজরী মোতাবেক ১০ই আগস্ট, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ; বক্তব্যের অনূদিত অংশ: ৩৫ মিনিট ১৮ সেকেন্ড থেকে ৩৭ মিনিট ২৬ সেকেন্ড পর্যন্ত; লেকচার লিংক:www.rslan.com/vad/items_details.php?id=5165.]

‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’সিরিজের-সকল-পর্বের লিংক-(ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে)

মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ)’র আলোচনার সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। তাঁর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র ওয়েবপেজ আছে, যেখানে ব্রাদারহুড সম্পর্কে তাঁর ত্রিশটি খুত্বাহ ও লেকচার রয়েছে। ওয়েবপেজের লিংক:www.rslan.com/vad/categories_browse.php?categories_id=58। এই পেজে উল্লিখিত লেকচারগুলো ছাড়াও তিনি বিভিন্ন আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের বিভ্রান্তির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

- অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

৫ম পর্ব | ৬ষ্ঠ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সালিহ বিন ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ),

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

- ৫ম পর্ব | ৬ষ্ঠ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সালিহ বিন ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ), ৭ম অধ্যায়: ‘আল্লামাহ ‘আলী আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ), ৮ম অধ্যায়: ‘আল্লামাহ ‘আব্দুস সালাম বিন বারজিস (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ৯ম অধ্যায়: গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ)▌৬ষ্ঠ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সালিহ বিন ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ)
- শাইখ পরিচিতি:

‘আল্লামাহ সালিহ বিন ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ‘আলিমে দ্বীন। তিনি ১৩৭৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন—ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আক্বীল, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়্যান, ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী, ইমাম ইসমা‘ঈল আল-আনসারী প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তিনি সৌদি আরবের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত মন্ত্রী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর লিখন পড়লে তাঁর ‘ইলমের প্রাচুর্যতা এবং ফিক্বহের গভীরতা উত্তমরূপে উপলব্ধি করা যায়।

❖

‘আল্লামাহ সালিহ আলুশ শাইখ ইমাম আলবানী’র লেখা ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে যেসব হাদীসের তাখরীজ ছাড়া পড়েছে, সেগুলো জমা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম আলবানীকে ‘আল্লামাহ সালিহের বইটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁর প্রশংসা করেন। এছাড়াও শাইখ সালিহ আলুশ শাইখের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার সরকারকে কাফির ফাতওয়া প্রদানের অভিযোগ উত্থাপন করা হলে ‘আল্লামাহ যাইদ আল-মাদখালী (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখ সালিহকে ডিফেন্ড করেন, ওই বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং শাইখের প্রশংসা করেন। [sahab.net] এছাড়াও ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখ সালিহ আলুশ শাইখের প্রশংসা করেছেন। [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]
উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্য (faculty member) অধ্যাপক ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বাযমূল (হাফিযাহুল্লাহ) শাইখ সালিহ আলুশ শাইখের ব্যাপারে বলেছেন, “তিনি হলেন আল-ওয়াযীর (মন্ত্রী), আল-‘আলিম, আল-মুফাসসির, আল-মুহাদ্দিস, আল-ফাক্বীহ, আল-উসূলী।”
[দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=6udOz4rubGI (অডিয়ো ক্লিপ)]

আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: saleh.af.org.sa।
‘আল্লামাহ সালিহ আলুশ শাইখের বক্তব্য:

সৌদি আরবের সম্মানিত ধর্মমন্ত্রী আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ সালিহ বিন ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৭৮ হি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—

السؤال: ما هي الأصول التي تنبني عليها جماعة الإخوان المسلمين؟

الجواب: إن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه ينفعهم، وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم نوع من أنواع الباطنية، ومنهم من خالط بعض العلماء والمشايخ زمانًا طويلًا وهو لا يعرف حقيقتها.
ومن مظاهر الجماعة وأصولها أنهم يغلقون عقول أتباعهم عن سماع القول الذي خلاف منهجهم، ولهم في هذا الإغلاق طرق شتى متنوعة؛ منها إشغال وقت الشاب جميعه من صبحه إلى ليله حتى لا يسمع قولًا آخر، ومنها أنهم يحذرون ممن ينقدهم، فإذا رأوا واحدًا من الناس يعرف منهجهم وطريقتهم وبدأ في نقدهم وفي تحذير الشباب من الانخراط في الحزبية البغيضة أخذوا يحذرون منه بطرق شتى؛ تارة باتهامه وتارة بالكذب عليه، وتارة بقذفه في أمور هو منها براء، وهم يعلمون أن ذلك كذب، وتارة يقفون منه على غلط فيشنعون به عليه ويضخمون ذلك حتى يصدوا الناس عن اتباع الحق والهدى.
وهم في ذلك شبيهون بالمشركين في خصلة من خصالهم؛ حيث كانوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع بأن هذا صابئ وأن فيه كذا وفيه كذا؛ حتى يصدوا الناس عن اتباعه.
أيضًا مما يميز الإخوان عن غيرهم أنهم لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها، وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك، لكنهم في حقيقة الأمر لا يحبون السنة ولا يدعون لأهلها، وقد جربنا ذلك في بعض من كان منتميًا لهم أو يخالط بعضهم، فتجد أنه لما بدأ يقرأ كتب السنة مثل صحيح البخاري أو الحضور عند بعض المشايخ في قراءة بعض الكتب حذروه وقالوا: هذا لا ينفعك. يعني أنهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة ولا محبة أهلها.
من مظاهرهم أيضًا أنهم يرومون الوصول إلى السلطة؛ وذلك بأنهم يتخذون من رءوسهم أدوات يجعلونها تصل، وتارة تكون تلك الرءوس ثقافية، وتارة تكون تلك الرءوس تنظيمية، يعني أنهم يبذلون أنفسهم ويعينون بعضًا حتى يصلوا بطريقة أو بأخرى إلى السلطة؛ يعني إلى سلطة جزئية؛ حتى ينفذوا من خلالها إلى التأثير. وهذا يتبعه أن يكون هناك تحزُّب؛ يعني يقربون مَن هم في الجماعة، ويبعدون من لم يكونوا في الجماعة، فيقال مثلا: فلان ينبغي إبعاده، ولا يمكَّن من التدريس، لماذا؟ لأن عليه ملاحظات، ما هي هذه الملاحظات؟ ليس من الإخوان.
يعني صار عندهم حب وبغض في الحزب أو في الجماعة، وهذا كما جاء في حديث الحارث الأشعري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ». قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: «وإنْ صامَ وإنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ، بِمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». حديث صحيح.
ولهذا ينبغي للشباب أن يُنبهوا على هذا الأمر بالطريقة الحسنى المثلى حتى يكون هناك اهتداء إلى طريق أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح، كما أمر الله -عز وجل- بقوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]
من مظاهرهم أيضًا، بل مما يميزهم عن غيرهم أن الغاية عندهم من الدعوة هي الوصول إلى الدولة، وهذا أمر ظاهر بيّن في منهج الإخوان، بل في دعوتهم، الغاية من دعوتهم هي الوصول إلى الدولة، أما كيف ينجو الناس من عذاب الله -جل وعلا- وأن تبعث لهم الرحمة في هدايتهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وما يدخلهم الجنة وما يقربهم إليها؛ فليس ذلك عندهم كبير أمر ولا كبير شأن ولا يهتمون بذلك؛ لأن الغاية عندهم هي الدولة.
ولهذا يقولون: الكلام في الحكام يجمع الناس، والكلام في أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس، فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب، وهذا لا شك أنه خطأ تأصيلي ونية فاسدة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أن مسائل القبر ثلاثة؛ يُسأل العبد عن ربه، يعني عن معبوده، وعن دينه، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن صحب أولئك زمنًا طويلًا؛ عشر سنين أو عشرين سنة أو أكثر أو أقل، وهو لم يُعلَّم ما ينجيه إذا أُدخل في القبر فهل نُصِحَ له وهل أُحب له الخير؟ فلو أحبوا المسلمين حق المحبة لبذلوا النصيحة فيما ينجيهم من عذاب القبر وفيما ينجيهم من عذاب الله، ولعلموهم التوحيد، وهو أول مسئول عنه من ربك، أي من معبودك.

প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুড কোন মূলনীতিগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত?”

উত্তর: “তাদের দা‘ওয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট দিক হলো—গোপনীয়তা, অস্থিতিশীলতা, যে তাদের উপকারে আসবে বলে তারা মনে করে তার নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের প্রকৃত বিষয়কে প্রকাশ না করা। অর্থাৎ, তারা বাত্বিনীদের একটি প্রকার। তাদের কেউ কেউ ‘উলামা ও মাশাইখদের কারও সাথে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে, এতৎসত্ত্বেও তিনি তাদের দা‘ওয়াতের হকিকত সম্পর্কে জানতে পারেন না।

এই দলের অন্যতম মূলনীতি হলো, তারা তাদের অনুসারীদের মস্তিষ্ককে তাদের মানহাজের বিরোধিতা করে এমন কারও কথা শোনা থেকে বিরত রাখে। তাদের এই বিরত রাখার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো—তারা যুবকের সমস্ত সময়কে, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ততাপূর্ণ

করে রাখে, যাতে করে সে অন্য কোনো কথা শুনতে না পায়। আরেকটি পদ্ধতি হলো—যে ব্যক্তিই তাদের সমালোচনা করে, তার থেকে তারা সতর্ক করে। তারা যদি একজন মানুষকেও দেখে, যে মানুষটি তাদের মানহাজ ও আদর্শ সম্পর্কে জানে এবং তাদের সমালোচনা করতে শুরু করে, আর যুবকদেরকে ঘৃণ্য দলবাজিতে যোগ দেওয়া থেকে সতর্ক করতে শুরু করে, সেই মানুষ থেকে তারা বিভিন্নভাবে সতর্ক করতে আরম্ভ করে।

কখনো তারা মানুষটিকে দোষারোপ করে, কখনো তার উপর মিথ্যাচার করে, আবার কখনো তার ব্যাপারে এমন অপবাদ দেয়, যা থেকে সে মানুষটি মুক্ত। আর তারা জানেও যে, এটা মিথ্যা। কখনো তারা ওই ব্যক্তির কোনো ভুল সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তখন তারা সেই ভুলের কারণে তার নিন্দা করে এবং ভুলটিকে বড়ো করে দেখায়, যাতে করে মানুষ হকের অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।
তারা এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তারা লোকদের সমাবেশে রাসূল ﷺ কে ‘সাবেয়ী’ তথা ‘ধর্মত্যাগী’ বলে ডাকত এবং বলত যে, তার এই এই দোষ রয়েছে। যাতে করে তারা লোকদেরকে তাঁর অনুসরণ করা থেকে বিচ্যুত করতে পারে।

ব্রাদারহুডের আরও যেসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হলো—তারা সুন্নাহকে সম্মান করে না এবং আহলুস সুন্নাহকে ভালোবাসে না। যদিও তারা সার্বিকভাবে বিষয়টি প্রকাশ করে না। কিন্তু বাস্তবে তারা সুন্নাহকে ভালোবাসে না এবং আহলুস সুন্নাহ’র জন্য মানুষকে আহ্বানও করে না। যারা তাদের দলে যোগ দিয়েছে, বা তাদের সাথে মিশেছে, তাদের কাছ থেকে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তুমি এরকম পাবে যে, যখন (তাদের) কেউ সুন্নাহ’র গ্রন্থসমূহ যেমন: সাহীহ বুখারী পড়া শুরু করে, বা কোনো শাইখের নিকট কোনো কিতাব পড়ার জন্য উপস্থিত হতে শুরু করে, তখন তারা তাকে সতর্ক করে। তারা বলে, এটা তোমার জন্য ফলপ্রসূ নয়। অর্থাৎ, তারা তাদের মধ্যে সুন্নাহ’র তাদরীস (টিচিং) এবং আহলুস সুন্নাহ’র প্রতি ভালোবাসা সমর্থন করে না।

তাদের একটি অন্যতম বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হলো, তারা ক্ষমতায় পৌঁছতে চায়। তারা তাদের নেতাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, যে মাধ্যম ব্যবহার করে তারা ক্ষমতায় পৌঁছবে। কখনো সেই নেতারা সাংস্কৃতিক হয়, আবার কখনো সাংগঠনিক হয়। অর্থাৎ, তারা নিজেরা চেষ্টা করে এবং কাউকে সাহায্য করে, যাতে করে তারা কোনো উপায়ে শাসনক্ষমতায় তথা আংশিক ক্ষমতায় পৌঁছতে পারে। যাতে করে তারা এর মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর এর অনুগামী হয় তাদের দলবাজি। অর্থাৎ, যারা তাদের দলে রয়েছে, তাদেরকে তারা নিকটবর্তী করে, আর যারা তাদের দলে নেই, তাকে তারা বিতাড়ন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, অমুককে বিতাড়ন করা উচিত। তাকে শেখানো সম্ভব নয়। কেন? কারণ তার কিছু সমস্যা আছে। সমস্যা কী? সে ব্রাদারহুডের লোক নয়!

অর্থাৎ, তাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা দলকেন্দ্রিক। এ বিষয়ে হারিস আল-আশ‘আরী বর্ণিত হাদীস রয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন, “যে লোক জাহিলী যুগের রীতিনীতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।” জনৈক ব্যক্তি বলল, “হে আল্লাহ’র রাসূল! সে সালাত আদায় করলেও এবং সিয়াম পালন করলেও?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, সে সালাত আদায় ও সিয়াম পালন করলেও। সুতরাং তোমরা সেই মহান আল্লাহ’র ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু’মিন ও আল্লাহ’র বান্দা নাম রেখেছেন।” (তিরমিযী, হা/২৮৬৩; সনদ: সাহীহ)

সুতরাং, যুবকদের জন্য উত্তম পন্থায় এ থেকে সতর্ক করা বাঞ্ছনীয়। যাতে করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আদর্শ এবং ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের মানহাজের দিকে পরিচালিত হওয়া যায়। যেমনভাবে মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন, “তুমি তোমরা রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো।” (সূরাহ নাহল: ১২৫)

তাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য, বরং তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো—তাদের দা‘ওয়াতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছানো। ব্রাদারহুডের মানহাজে, বরং তাদের দা‘ওয়াতে এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয়। পক্ষান্তরে কীভাবে মানুষ মহান আল্লাহ’র ‘আযাব থেকে রক্ষা পাবে, আর কীভাবে মানুষের উপর হিদায়াতের রহমত আসবে, যা তাদেরকে কবরের ‘আযাব ও জাহান্নামের ‘আযাব থেকে রক্ষা করার দিকে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো ও জান্নাতের নিকটবর্তীকরণের দিকে পথপ্রদর্শন করবে—তা তাদের নিকট বড়ো বিষয় নয়! তারা এর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। কেননা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রক্ষমতা।

একারণে তারা বলে, শাসকের ব্যাপারে কথা বললে, তা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। আর মানুষের ভুলত্রুটি ও পাপাচারিতা নিয়ে কথা বললে, তা মানুষকে বিভক্ত করে। সুতরাং তোমরা তাই করো, যার উপর তোমাদের অন্তরসমূহ একত্রিত হয়। আর নিঃসন্দেহে এটি ভুল মূলনীতি এবং বিকৃত অভিলাষ। কেননা নাবী ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, কবরের প্রশ্ন হবে তিনটি বিষয়ে। বান্দাকে তার রব (প্রভু) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, অর্থাৎ তার উপাস্য

সম্পর্কে, তার দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং তার নাবী ﷺ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

একজন ব্যক্তি তাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকেছে, দশ বছর বা বিশ বছর, অথবা এরচেয়ে কম বা বেশি, অথচ তাকে শেখানো হয়নি, যখন তাকে কবরে ঢুকানো হবে তখন কী তাকে রক্ষা করবে! তাকে কি সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে, আর তার জন্য কি কল্যাণ চাওয়া হয়েছে? তারা যদি মুসলিমদেরকে সত্যিকারার্থেই ভালোবাসত, তবে অবশ্যই তারা তাদেরকে এই বিষয়ে নসিহত করত যে, কী তাদেরকে কবরের 'আযাব ও আল্লাহ'র 'আযাব থেকে রক্ষা করবে। তারা যদি মুসলিমদেরকে সত্যিকারার্থেই ভালোবাসত, তবে অবশ্যই তারা তাদেরকে তাওহীদ শেখাত। যে তাওহীদ সম্পর্কে মানুষকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে—'তোমার রব কে, তথা তোমার উপাস্য কে'।"
[দ্র.:http://salehalshaikh.com/wp2/?p=673 (শাইখের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের আর্টিকেল লিংক)]

.

▌৭ম অধ্যায়: 'আল্লামাহ 'আলী আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ)

.

শাইখ পরিচিতি:

'আল্লামাহ 'আলী বিন 'আব্দুর রহমান আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ) সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত 'আলিমে দ্বীন। তিনি ১৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিভাগের 'আরদ্বিয়্যাহ জেলার 'ক্বারনে মুস্তাক্বীম' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারী'আহ অনুষদ থেকে অনার্স করেছেন এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর অন্যতম একজন শিক্ষক হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি ১৩৯৭ হিজরী থেকে মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। তিনি সেখানে শারী'আহ অনুষদে তাওহীদ ও ফিক্বহ পড়িয়েছেন। এছাড়াও তিনি ক্বুরআন অনুষদ, হাদীস অনুষদ এবং 'দা'ওয়াহ ও উসূলে দ্বীন' অনুষদে পড়িয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে মাসজিদে ক্বুবায় ইমাম ও খত্বীব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৪০১ হিজরী সনে মক্কার মাসজিদুল হারামে ইমাম ও খত্বীব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৪০২ হিজরী থেকে এখন অবধি তিনি মাসজিদে নাবাউয়ীর ইমাম ও খত্বীব হিসেবে কর্মরত আছেন।

ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল ওয়াহহাব আল-ওয়াসাবী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.] কে 'আল্লামাহ হুযাইফীর 'আল-উসূলুস সালাফিয়্যাহ' নামক পুস্তিকা ইংরেজিতে ভাষান্তর করা এবং পুস্তিকাটি লোকদের মধ্যে প্রচার করার ব্যাপারে তাঁর অভিমত কী– তা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "কোনো সমস্যা নেই। আমাদের ভাই শাইখ 'আলী আল-হুযাইফী (আল্লাহ তাঁকে সৎকর্মের তাওফীক্ব দিন) কল্যাণের উপর রয়েছেন। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কথা বেশ ভালো এবং হকের দিশারী। তাঁর কথায় 'ইলম আছে। সুতরাং তাঁর পুস্তিকাটি প্রচার করায় কোনো সমস্যা নেই, ইনশাআল্লাহ।" [bayenahsalaf.com]

ইমাম রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] 'আল্লামাহ 'আলী আশ-শারফী আল-হুযাইফীর জবাবমূলক লিখন পড়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, "শাইখ 'আলী আশ-শারফী কতইনা ভালো ও সম্মানীয়!" [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]

কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের শারী'আহ অনুষদের অধ্যাপক শাইখ ড. ফালাহ বিন ইসমা'ঈল আল-মুনদাকার (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯৫০ খ্রি.] বর্তমান যুগের বেশ কয়েকজন 'আলিমের নাম বলেছেন, যাঁদের নিকট থেকে শার'ঈ 'ইলম নেওয়া যায়। তিনি মাদীনাহ'র বেশ কয়েকজন 'আলিমের নাম নিয়েছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন সম্মানিত শাইখ 'আলী বিন 'আব্দুর রহমান আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ)। [sahab.net]

আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত:sahab.net।

.

'আল্লামাহ হুযাইফীর বক্তব্য:

মাসজিদে নাবাউয়ীর সম্মানিত ইমাম আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ আবূ 'আম্মার 'আলী আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬৬ হি./১৯৪৭ খ্রি.] মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে "মুসলিম ব্রাদারহুড: অন্য দৃষ্টিকোণ (আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন আল-ওয়াজহুল আখার)" শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, যা দুই পর্বে সাহাব ডট নেটে পোস্ট করা হয়েছে। ইসলামের নাম দিয়ে মুসলিম ব্রাদারহুড যে অনিসলাম প্রচার করছে, এই প্রবন্ধে তিনি সে বিষয়টি বেশ কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখা এই বিশাল কলেবরের প্রবন্ধটি খোদ একটি গ্রন্থ হওয়ার দাবি রাখে। তাই আমি

সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি অনুবাদ করতে যাচ্ছি না। আমি স্রেফ মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে তাঁর সুচিন্তিত ও গবেষণালব্ধ মন্তব্য উল্লেখ করছি।
‘আল্লামাহ আবূ ‘আম্মার ‘আলী আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রবন্ধটির ভূমিকায় বলেছেন,

فرقة الإخوان المسلمين، صنع لها كبارها صيتاً كبيراً يغطي على حقائقها وفضائحها، وروجوا لها على أنها هي الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، جاهلين أو متجاهلين أن منهجها مخالف تماماً ومصادم كل المصادمة بل يسير بالاتجاه المعاكس للطائفة الناجية والفرقة المنصورة، ومع هذا فـ"الإخوان المسلمون" يصنعون لأنفسهم زخماً إعلامياً كبيراً، وهالة عجيبة وكأنهم هم الذين في الساحة وحدهم وهم الذين حفظ الله بهم دينه، وشريعته، وقد دفعتني هذه التغطية الإعلامية لهذه الفرقة إلى الكتابة كشيء مختصر عن حقيقتها وفضائحها كما فعل من العلماء قبلي.

“মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতারা ব্রাদারহুডের অনেক সুনাম করে, যে সুনাম ব্রাদারহুডের হকিকত এবং দোষত্রুটি পর্দাচ্ছাদিত করে রাখে। আর তারা এই কথা প্রচার করেছে যে, ব্রাদারহুড হলো ফিরক্বাহ নাজিয়াহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) এবং ত্বাইফাহ মানসূরাহ (সাহায্যপ্রাপ্ত দল)। তারা এ ব্যাপারে হয় অজ্ঞ অথবা অজ্ঞতার ভানকারী যে, ব্রাদারহুডের মানহাজ সম্পূর্ণরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বিরোধী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সাথে সাংঘর্ষিক, বরং মুক্তিপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দলের বিরোধী মনোভাবাপন্ন। এতৎসত্ত্বেও তারা নিজেদের জন্য দুর্গন্ধময় প্রচারণা চালাচ্ছে এবং এক আশ্চর্য বলয় তৈরি করেছে। যেন পৃথিবীতে কেবল তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ স্বীয় দ্বীন ও শরিয়তকে হেফাজত করেছেন। এই দলের প্রচারণামূলক আবরণই (ক্যামোফ্লাজ) আমাকে এই দলের প্রকৃতত্ব ও ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু লিখতে বাধ্য করেছে। যেমনটি আমার পূর্বে ‘আলিমগণ করেছেন।” [‘আল্লামাহ ‘আলী আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ), “আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন আল-ওয়াজহুল আখার”– শীর্ষক প্রবন্ধ (১ম পর্ব); প্রবন্ধের লিংক:www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=106941.]

.

৮ম অধ্যায়: ‘আল্লামাহ ‘আব্দুস সালাম বিন বারজিস (রাহিমাহুল্লাহ)

.

শাইখ পরিচিতি:

‘আল্লামাহ ‘আব্দুস সালাম বিন বারজিস আলে ‘আব্দুল কারীম (রাহিমাহুল্লাহ) সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত দা‘ঈ ও ‘আলিমে দ্বীন। তিনি ১৩৮৭ হিজরীতে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শরী‘আহ কলেজ থেকে অনার্স করেছেন এবং রিয়াদস্থ হায়ার জুডিশিয়াল ইন্সটিটিউট থেকে ফিক্বহের উপর মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের নিকট থেকে ‘ইলম অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন, ইমাম আহমাদ আন-নাজমী, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ গুদাইয়্যান, ‘আল্লামাহ সালিহ আল-আত্বরাম, ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল্লাহ আদ-দুওয়াইশ প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তিনি কর্মজীবনে হায়ার জুডিশিয়াল ইন্সটিটিউটের প্রভাষক ছিলেন। আর পিএইচডি কমপ্লিট করার পর তিনি হায়ার জুডিশিয়াল ইন্সটিটিউটের সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় চল্লিশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

‘আল্লামাহ ইবনু বারজিসের ব্যাপারে ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] বলেছেন, “আমি সম্মানিত শাইখ ‘আব্দুস সালাম বিন বারজিস বিন নাসির আলে ‘আব্দুল কারীমের “ঈক্বাফুন নাবীল ‘আলা হুকমিত তামসীল (অভিনয়ের বিধান সম্পর্কিত বই)” শিরোনামে লিখিত মূল্যবান পুস্তিকাটি পড়লাম। এই কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তিনি যেসব দলিল উপস্থাপন করেছেন এবং যারা এই কাজকে বৈধ বলে, তাদের সংশয়সমূহ যা লিখে অপনোদন করেছেন তা আমি পড়েছি। আল-হামদুলিল্লাহ, আমি এটাকে একটি মূল্যবান পুস্তিকা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে পেয়েছি। তিনি একটি চলতি সমস্যার চিকিৎসা করেছেন, যে সমস্যা অধিকাংশ ‘আলিম ও বিদ্বানের মনোযোগ তার দিকে ব্যস্ত রেখেছে।” [ঈক্বাফুন নাবীল ‘আলা হুকমিত তামসীল; পৃষ্ঠা: ৪; দারুল ফাতহ, শারজা (UAE) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] বলেছেন, “আমি একটি মূল্যবান ‘ইলমী গবেষণাপত্র পড়লাম, যা রচনা করেছেন সম্মানযোগ্য তরুণ, স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে প্রবল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন আশ-শাইখ ‘আব্দুস সালাম বিন বারজিস বিন নাসির আলে ‘আব্দুল কারীম। তিনি বইটির নাম দিয়েছেন—ঈক্বাফুন নাবীল ‘আলা হুকমিত তামসীল। তাঁর চমৎকার উপস্থাপন, দলিল গ্রহণের পদ্ধতি, ভাষার স্বচ্ছতা এবং হককে প্রতিষ্ঠিত ও বাত্বিলকে অপনোদিত করার ক্ষেত্রে তাঁর দালিলিক সক্ষমতায় আমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত।” [প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৬]

তিনি ১৪২৫ হিজরী মোতাবেক ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা যান। আল্লাহ তাঁকে তাঁর সুপ্রশস্ত রহমত দিয়ে ঢেকে দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: 'আল্লামাহ 'আব্দুস সালাম বিন বারজিস (রাহিমাহুল্লাহ), উসূলুদ দা'ওয়াতিস সালাফিয়্যাহ; পৃষ্ঠা: ১১-১৬; দারু সাবীলিল মু'মিনীন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. (১ম প্রকাশ)।

.

১ম বক্তব্য:

সৌদি আরবের প্রখ্যাত 'আলিমে দ্বীন আল-ফাক্বীহুল উসূলী আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ড. 'আব্দুস সালাম বিন বারজিস বিন নাসির আলে 'আব্দুল কারীম (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.] তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডকে 'বিপথগামী ভ্রষ্ট দল' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

متوحد ربوبيته، في مُتَوَحِّدٌ -تعالى و سبحانه- الله إن :فنقول التوحيد؛ أقسام في الاعتبار و النظر من حظ له هل و الحاكمية، بتوحيد يسمى عما يسأل السائل
طاعة في داخل الحاكمية توحيد و ؛-أرضاهم و عنهم الله رضي- السلف عليها جرى التي التوحيد أقسام هي هذه ألوهيته؛ في متوحد صفاته، و أسمائه في
أن بمعنى لله﴾ إلا الحكم ن﴿إ الأمر﴾ و الخلق له لا﴿أ :-جل و عز- الله ربوبية في يدخل -أيضا- أنه كما له؛ شريك لا وحده عبادته و -جل و عز- الله
المفسرين، من جماعة حرره كما الشرعي، القضاء ذلك في ويدخل ني،الكو القضاء ذلك في ويدخل له؛ شريك لا وحده -وتعالى سبحانه- لله القضاء
المصدرين؛ هذين غير في عبادة فلا بالسنة؛ تعبّدنا بالقرآن، تعبّدنا -جل و عز- الله أن واضح، الإلاهية توحيد في دخوله و غيره؛ و الشنقيطي كالعلامة
الألوهية لتوحيد تحقيق هو فاتباعهما.
- العصر هذا في التكفير مسائل في انحرف من بعض أدخلها التي الأمور من هو الثلاثة، المعروفة التوحيد لأقسام قسيما ميةالحاك توحيد وضعُ ثم، فمن
عليه الله صلى- نبيه إفراد و بالحكم -جل و عز- الله إفراد وأما كافية؛ الثلاثة التوحيد أقسام إذ شيئ، في ليس هو و -غيرهم و المسلمين الإخوان كجماعة
له شريك لا وحده -تعالى- الله عبادة في داخل هو و ؛-وسلم عليه الله صلى- النبي سنة ومن الله، كتاب من معروف فذلك بالحكم، -وسلم.

"প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছেন তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ প্রসঙ্গে। তাওহীদের প্রকারসমূহের ক্ষেত্রে এর কি কোনো অনুমোদনযোগ্য অংশ আছে?
আমরা বলব, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রুবূবিয়্যাহ (প্রভুত্ব), আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলি) এবং উলূহিয়্যাহ'র (দাসত্ব) ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। এগুলোই তাওহীদের প্রকার, যার উপর সালাফগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম ওয়া আরদ্বাহুম) চলেছেন। তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ মহান আল্লাহ'র শরীকবিহীন একক আনুগত্য ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যেমনভাবে এটা আল্লাহ'র রুবূবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বেরও অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন, "জেনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর।" (সূরাহ আ'রাফ: ৫৪) "আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানদাতা নেই।" (সূরাহ ইউসুফ: ৪০)

অর্থাৎ, বিচার-ফায়সালা হবে একমাত্র আল্লাহ'র জন্যই, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। জাগতিক ফায়সালা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, শার'ঈ ফায়সালাও তেমন এর অন্তর্ভুক্ত। যেমনভাবে একদল মুফাসসির বিষয়টি আলোচনা করেছেন। যেমন: 'আল্লামাহ শানক্বীত্বী প্রমুখ। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'য় এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা স্পষ্ট। আমরা আল্লাহ'র ইবাদত করি ক্বুরআন-সুন্নাহ'র মাধ্যমে। এই দুটি উৎস ছাড়া অন্য কোথাও ইবাদত নেই। এই দুয়ের অনুসরণ করাই হচ্ছে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'র বাস্তবায়ন।

পক্ষান্তরে তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহকে সুপরিচিত তিন প্রকার তাওহীদের আলাদা অংশ হিসেবে নিয়ে আসা ওই সব বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো বিপথগামী ভ্রষ্টরা বর্তমান যুগে তাকফীরের মাসআলাহসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট করেছে। যেমন: মুসলিম ব্রাদারহুড এবং অন্যান্য দল। অথচ এটি একটি অমূলক বিষয়। যেহেতু তিন প্রকার তাওহীদ যথেষ্ট।

সুতরাং বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে এক বলে গণ্য করা এবং বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নাবী ﷺ কে এক বলে গণ্য করা আল্লাহ'র কিতাব এবং নাবী ﷺ এর সুন্নাহ থেকে সুপরিচিত। এটা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যিনি এক ও অদ্বিতীয়।"
[দ্র.:http://badrweb.net/burjes_files/fatawa/0096.mp3.]

.

২য় বক্তব্য:
'আল্লামাহ 'আব্দুস সালাম বিন বারজিস বিন নাসির আলে 'আব্দুল কারীম (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃস্থানীয় দা'ঈদের ব্যাপারে দীর্ঘ

আলোচনার শেষে বলেছেন,

ن إ ي قال أن صوابًا ل يس :ال حدي ثة أ شرط ته إحدى ف ي ي قول الله ح فظه الأل باذ ي ال دي ن ن ا صر محمد ال ش يخ ال علامة سمعت ول ذا
ال س نة أه ل من ي قول ون ف ك يف ال س نة، ي حارب ون هم ال س نة، أه ل من ال م س لم ين الإخوان.

“আর একারণে আমি আল-‘আল্লামাহ আশ-শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (হাফিযাহুল্লাহ) কে তাঁর এক অডিয়ো ক্লিপে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, একথা বলা ঠিক নয় যে, মুসলিম ব্রাদারহুড আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা সুন্নাহ’র সাথে যুদ্ধ করছে। তাহলে তারা কীভাবে বলে যে, তারা আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত?!” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=cvcoqQ16Bfc (অডিয়ো ক্লিপ)]

.

▌৯ম অধ্যায়: গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ)

.

শাইখ পরিচিতি:

ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ। তিনি সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতী। তিনি সৌদি আরবের ‘ইলমী গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটি (আল-লাজনাতুদ দাইমাহ লিল বুহূসিল ‘ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা) এবং সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের (হাইআতু কিবারিল ‘উলামা) প্রধান। তিনি ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি শারী‘আহ কলেজ থেকে ‘উলূমুশ শার‘ইয়্যাহ এবং আরবি ভাষার উপর অনার্স করেছেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন—প্রথম গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ এবং সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুমাল্লাহ)। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বেশকিছু গ্রন্থ এবং অসংখ্য ফাতওয়া রয়েছে। এই মহান ‘আলিমের অমূল্য খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ), ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ দার্ব; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৩-১২; সোর্স: alifta.net।

.

১ম বক্তব্য:

সৌদি আরবের বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতী আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬২ হি./১৯৪৩ খ্রি.] মুসলিম ব্রাদারহুডকে বিদ‘আতী সংগঠন হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এই সংগঠনের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন। গ্র্যান্ড মুফতীর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে “আল-মুফতী: ইখতিলাফুনা মা‘আল ইখওয়ান ফিল মানহাজ ওয়া লাইসাল উসূল” শিরোনামে একটি ছোট্ট আর্টিকেল রয়েছে, যেখানে ব্রাদারহুডের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। আর্টিকেলটি নিম্নরূপ—

ب ن ال عزيز ع بد ال ش يخ ف ض ي لة والإف تاء ال ع لم ية ال بحوث وإدارة ال ع لماء ك بار ه ي ئة ورئ يس ال مم لكة عام م ف تي سماحة أكد
معهم الان تظام إل ى ش باب نا ي دعو ومن ال ناس، وخداع وأهوائ هم لآرائ هم الإ سلام امتطوا والإخوان وال قاعدة داعش أن خال شي آل الله ع بد
ال س ب يل سواء و ضل أخطأ ف قد.
محددة م سائ ل ف ي الإخوان مع خلاف نا أن ي ع تقد ال بعض إن :ال عام أم ينها ل سان ع لى ال ع لماء ك بار ه ي ئة ق ال ت أخرى جهة من
ال م سائ ل ف ي ي كون أن ق بل ال منهج ف ي معهم ف ال خلاف ب ص حيح؛ ل يس وهذا ومعدودة،
كل وأن الإف ساد، ت س تهدف جري مة ت ع ت بر وال عامة ال خاصة والمم تلكات الأن فس، ع لى وال ج ناي ة الأمن، زعزعة أن ال ه ي ئة وأو ضحت
ال رادعة ال زاجرة ال عق وبة ي س تحق ال دعم و سائ ل من ذل ك ب غ ير أو ،موّل أو حرض، أو ت س تر، أو إره ابي، عمل ف ي شارك من.

“সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতী এবং সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের প্রধান সম্মানিত শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ নিশ্চিত করেছেন যে, আইএস, আল-কায়েদা ও ব্রাদারহুড তাদের মতাদর্শ এবং বিদ‘আতী কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। যে ব্যক্তি আমাদের যুবকদেরকে তাদের দলে যোগদান করার দিকে আহ্বান করছে, সে ভুল করছে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

অপরদিকে সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ তার সেক্রেটারি জেনারেলের জবানে বলেছে, “কিছু লোক মনে করে, ব্রাদারহুডের সাথে আমাদের বিরোধ কিছু নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ মাসআলাহ’র ক্ষেত্রে। এটা সঠিক নয়। বরং মাসআলাহ’র ক্ষেত্রে বিরোধ হওয়ার আগে তাদের সাথে আমাদের বিরোধ মানহাজের

ক্ষেত্রে।”

আর সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ স্পষ্ট করেছে যে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা এবং জান ও নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট মালের অনিষ্ট সাধন করা অপরাধ হিসেবে পরিগণিত, যে অপরাধ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করে। আর যারাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়, বা আত্মগোপন করে থাকে, অথবা অন্যায় কর্মে প্ররোচিত করে, বা এসবে অর্থ যোগান দেয়, অথবা অন্যান্য সমর্থন ও সহযোগিতার যোগান দেয়, তারাই ‘এসব কাজ থেকে বাধাদানকারী শাস্তি’ পাওয়ার হকদার হয়।” [দ্র.: https://tinyurl.com/yaons74y(শাইখের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট– mufti.af.org.sa এর আর্টিকেল লিংক)]

.

২য় বক্তব্য:

ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর এক ফাতওয়ায় নুসরা ফ্রন্ট, আইএস, আল-কায়েদা এবং মুসলিম ব্রাদারহুডকে পথভ্রষ্ট ঘোষণা করেছেন। ফাতওয়াটি নিম্নরূপ—

প্রশ্ন: “বর্তমানে এমন লোকেরা আছে যারা মুসলিম তরুণদের এবং আমভাবে মুসলিমদের এক নতুন মানহাজের দিকে ডাকে, হিযবিয়্যাহ’র মানহাজ, যা তাদের মধ্যে দলে দলে বিভক্তি ঘটায়। তারা বলে, এটাই সঠিক মানহাজ, অর্থাৎ নুসরা ফ্রন্ট, আইএস, আল-কায়েদা ও মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো দলগুলোতে যোগদান করা।”

উত্তর: “আমার ভাইয়েরা, বর্তমানকালের এই সকল দলই পথভ্রষ্ট। আপনি যদি ভালো করে যাচাই করে দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে, ইসলামের সাথে তাদের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। তারা তাদের মতামত ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইসলামের ব্যাখ্যা করে এবং এর মাধ্যমে লোকদের ধোঁকা দেয়। তারা সত্যিকারার্থেই পথভ্রষ্ট। তারা রক্ত ঝরানোকে বৈধ করে, তারা পবিত্রতা লঙ্ঘন করে, সম্পদ লুট করে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আমার ভাইয়েরা, এসব কিছুই হলো বাতিল মানহাজ। এগুলোর পেছনে যারাই থাকুক না কেন। এগুলোর মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, আর না আছে সেসব লোকদের মাঝে যারা এই মানহাজগুলোর অনুসরণ করে।” [দ্র.:https://goo.gl/NdpnBX;
গৃহীত: https://tinyurl.com/y7wjrnd8 (“সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে” পেজের পোস্ট)]

.

অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

৬ষ্ঠ পর্ব | ১০ম অধ্যায়: ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

৬ষ্ঠ পর্ব | ১০ম অধ্যায়: ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ)

১০ম অধ্যায়: ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ)

- শাইখ পরিচিতি:
- ইমাম রাবী‘ বিন হাদী বিন ‘উমাইর আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। তিনি ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের সামিত্বাহ (Samtah) জেলার ‘মাদাখিলাহ’ নামক বিখ্যাত গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের কাছে

পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম ইবনু বায, ইমাম আলবানী, ইমাম হাফিয বিন আহমাদ আল-হাকামী, ইমাম আহমাদ আন-নাজমী, ইমাম মুহাম্মাদ আমান আল-জামী, ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী, ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহু ওয়া হাফিযাহুল্লাহ)।

•

• তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং পরবর্তীতে মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস অনুষদে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর লিখনের একটি বড়ো অংশ মাজমূ‘উশ শাইখ রাবী‘ নামে কায়রোর ‘দারুল ইমাম আহমাদ’ থেকে ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ব্যাপারে ‘আলিমদের প্রশংসা বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের প্রথম পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আবারও এখানে সেগুলো উল্লেখ করা বাহুল্য মনে করছি। [অত্র নিবন্ধের প্রথম পর্ব পোস্ট করা হচ্ছে না। পর্বাকারে যে পোস্টগুলো করা হচ্ছে তা নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্ব। আর ইমাম রাবী‘র প্রশংসাও নেহায়েত কম নয়। তাই আগ্রহী পাঠক মহোদয়, ইমাম রাবী‘র ব্যাপারে ‘আলিমগণের প্রশংসা জানতে আপনি এই আর্টিকেলটি পড়তে পারেন। আর্টিকেল লিংক: https://tinyurl.com/yxjt367h ।]

•

• এই মহান মুহাদ্দিসের অমূল্য খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: মাজমূ‘উশ শাইখ রাবী‘; খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ৭-১৪।

• ১ম বক্তব্য:

• বর্তমান যুগে জারাহ ওয়াত তা‘দীলের ঝাণ্ডাবাহী মুজাহিদ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ আল-মুহাদ্দিসুল ফাক্বীহ ইমাম রাবী‘ বিন হাদী বিন ‘উমাইর আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—

•

• السؤال: جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من أيّ أصول البدع الأربع التي افترقت عن جماعة المسلمين؟

• الجواب: جماعة التبليغ والإخوان يدخلون في كثير من الفرق؛ يدخلون في الجهمية ويدخلون في بعض الاعتزاليات والعقلانيات ويدخلون في فرق الصوفية التي فيها الحلول وفيها وحدة الوجود وفيها القبورية، وفيها تراهم يجمّعون من كل فرقة شون [sic] ... ويجمعون وهم بالله ، والعياذ بالله، يردّون ولا يأتيهم أحدا؛ يأتيهم رافضي صوفي غالٍ أيّ شكل من الأشكال يقبلونه لأنّها دعوات سياسية، والعياذ بالنّحل وإن أخذت التبليغ طابع الدروشة والمسكنة فإنّها دعوة سياسية، وأمّا الإخوان فيصرحون بأنّ دعوتهم سياسية.

• প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আত– জামা‘আতুল মুসলিমীন থেকে বিচ্ছিন্ন চারটি বিদ‘আতী মূলনীতির কোনটির অন্তর্ভুক্ত?”

• উত্তর: “তাবলীগ জামা‘আত এবং ব্রাদারহুড অসংখ্য ফিরক্বাহ’র মধ্যে প্রবেশ করেছে। তারা জাহমিয়্যাহ’র মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিছু মু‘তাযিলী ও যুক্তিবাদী মতাদর্শের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সূফীবাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, যে সূফীবাদের মধ্যে হুলূল, ওয়াহদাতুল উজূদ (সর্বেশ্বরবাদ) এবং কবরপূজা রয়েছে। তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা সকল সম্প্রদায় থেকে লোকদের জমা করছে। আল-‘ইয়াযু বিল্লাহ (আল্লাহ’র কাছে এ থেকে পানাহ চাই)। তারা সবাইকে জমা করে, কাউকে ফিরিয়ে দেয় না। তাদের কাছে রাফিদ্বী শী‘আ আসে, চরমপন্থি সূফী আসে। যে কোনো আকৃতিতেই আসুক না কেন তারা তাকে গ্রহণ করে। কেননা এগুলো রাজনৈতিক দা‘ওয়াত। যদিও তাবলীগ জামা‘আত দরবেশী (সন্ন্যাস) এবং দীনতার বেশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা একটি রাজনৈতিক দা‘ওয়াত। পক্ষান্তরে ব্রাদারহুড তো স্পষ্টভাবেই বলে যে, তাদের দা‘ওয়াত রাজনৈতিক।” [মাজমূ‘উশ শাইখ রাবী‘, খণ্ড: ১৪; পৃষ্ঠা: ৪৫৫; দারুল ইমাম আহমাদ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; (সনতারিখ বিহীন)]

• ·২য় বক্তব্য:

•

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

•

السؤال: هل جميع الجماعات التي في الساحة اليوم الداخلة في حديث الثنتين وسبعين فرقة والهالكة وهل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ معهم؟ أيضا

• الجواب: كل من لم يكن في عقيدته ومنهجه وعلى ما عليه رسول الله وأصحابه فهو من الفرق الضالة، والإخوان المسلمون يجمعون فرقا، إذ هم تحوا فيهم أبوابهم على مصارعها للروافض والخوارج والزيدية والمعتزلة، بل والنصارى، فهم مجمع

وف تحوا صوف ية طرق أربـ عة بـ يان فـ يه منهم قريـ ب الـ تـ بلـ يغ وكذلك لـ لـ فرق، مجمع بـ لـ ضالـة لـ فرقة انـ تموا ما الـ ضالـة، لـ لـ فرق الـ سنة أهل من ولـ يـسوا الأخرى الـ فرق من إنها :فـ قال بـ از ابـ ن الـ شـ يخ سـ ئل وقـ د الـ ضالـة الـ فرق من أنها شك فـ لا ودبـ هب لـ من الأبـ واب ومنهجهم عـ قائـ دهم فـ ي هم هل ولـ غـ يرهم، المـ سلمـ ين لـ لإخوان المـ يزان هذا وأصحابـ ه، الـ ر سول عـ لـ يه كان ما هم والـ جماعة الـ سنة وأهل والـ جماعة، كان عما تـ ماما تـ خـ تلف أخرى مناهج لـ هم :فـ الـ جواب أخرى؟ مناهج يـ نـ تحلون وإلا وأصحابـ ه الـ ر سول عـ لـ يه ما عـ لـى وبـ رائـ هم وولائـ هم ودعوتـ هم وبـ رائـ ه وولائـ ه ومنهجه عـ قـ يدتـ ه فـ ي وأصحابـ ه الـ ر سول عـ لـ يه.

•

প্রশ্ন: “বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত দল কি পথভ্রষ্ট ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত? আর মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আতও কি তাদের সাথে রয়েছে?”

•

উত্তর: “যে ব্যক্তিই তার ‘আক্বীদাহ, মানহাজ ও দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই পথভ্রষ্ট দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম ব্রাদারহুড দলসমূহকে জমা করে। যেহেতু তারা তাদের ধ্বংসের দরজা খুলে রেখেছে রাফিদ্বী, খারিজী, যাইদী, মু‘তাযিলী এমনকি খ্রিষ্টানদের জন্য। তারা পথভ্রষ্ট দলসমূহের মিলনস্থল। তারা একটি ভ্রষ্ট দলে যোগ দেয়নি, বরং অনেকগুলো দলের মিলনস্থলে যোগ দিয়েছে। অনুরূপভাবে তাবলীগও তাদের নিকটবর্তী। তাদের মধ্যে চারটি সূফী তরিকা রয়েছে। তারা প্রত্যেকের জন্য তাদের দরজা খুলে রেখেছে। নিঃসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

•

শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নিশ্চয় এটা অন্যান্য দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মীযান (নিক্তি) মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্য এবং অন্যান্যদের জন্যও। তারা কি তাদের ‘আক্বীদাহ, মানহাজ ও দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে এবং বৈরিতা ও মিত্রতার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, নাকি তারা অন্যান্য মানহাজ গ্রহণ করেছে? এর জবাব হলো: তাদের অন্য মানহাজ রয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে ‘আক্বীদাহ, মানহাজ এবং বৈরিতা ও মিত্রতার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আদর্শের বিরোধী।”

[দ্র.:www.rabee.net/ar/questions.php?cat=31&id=299.]

• ·৩য় বক্তব্য:

•

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

•

الإخوان فـ يها هاجمت أيـ ضا وبـ عدها كـ نر فـ تـ نة أيـ ام فـ ي الله حـ فظك أشرطة لـ ك سمعنا - الله حـ فظك- الـ شـ يخ فـ ضـ يلـ ة :الـ سؤال يـ ا قريـ ب عهد منذ ولـ كن لله ، والـ حمد الأشرطة بـ هذه ءالـ لـ نـ فعنا ولـ قد الـ سلـ في، لـ لمنهج مخالـ فون مـ بـ تدعة بـ أنهم ووصـ فـ تهم المـ سلمـ ين نـ صـ يحة من فـ هل الـ بدع، أهل يـ هجرون لأنـ هم بـ الـ تـ شدد يـ رمونـ هم حـ يث الـ سلـ فـ يـ ين من إخوانـ هم يـ هاجمون أنـ اس من غريـ ب منهج ظهر شـ يخ الـ باب؟ هذا فـ ي جمـ يعا لـ لإخوة

• الـ حق عـ لـى والـ ثـ بات تـ ماسكوال الـ تآخي وهي أعـ يـ نكم نـ صب تـ ضعوها أن يـ جب لـ كم قـ لـ تها الـ تي الـ نـ صـ يحة :الـ جواب

هذا، عـ لـى أصر أزال ولا - شك لا- الـ بدع شر جمعوا إنهم -أقول أنـ ا- المـ سلمون والإخوان فـ يكم، الله بـ ارك الـ فرقة، عدم عـ لـى والـ تـ صمـ يم خوانالإ تـ اريـ خ يـ درس فـ الـ ذي والمـ شارب، الإتـ جاهات مخـ تـ لف من والـ ضلال الـ بدع أهل عـ لـى قـ ام تـ نظ يمهم فـ إن يـ قـ يـ نا، إلا بـ ذلك ازددت وما عـ لـى قـ ام يـ وم أول من تـ نظ يمهم أن يـ جد -وتـ اريـ خهم كـ تـ بهم يـ درس إنما غـ يرهم، كـ تب من ولا خـ صومهم كـ تب من لا بـ الـ ذات كـ تـ بهم ومن- والـ شـ يوعـ يـ ين الـ نـ صارى تـ نظ يمهم إلـ ى دخل حـ تـ ى -الـ سنة أهل يـ سمونـ هم الـ ذيـ ن- الـ غلاة والـ صوفـ ية والـ زيـ ديـ ة والـ خوارج الـ روافـ ض فـ سـ تجد لـ لكراسي وطـ لـ بوا والـ سـ يـ اسة الـ حاكمـ ية شعار رفـ عوا سلـ فـ يون الآن هناك أن فـ لـ و يـ ة،الـ سـ ياس الـ دعوات شأن وهذا وغـ يرهم، ههم والـ زنـ ادقة والـ شـ يوعـ يون الـ علمانـ يون هؤلاء لأن فـ يـ ندسون، الـ سلـ فـ ية ظاهوه الـ ذي الـ تـ نظ يم هذا إلـ ى يـ هرعون الـ زنـ ادقة من كـ ثـ يرا أول ولـ عل شك، لا فـ يها يـ دخلون فـ يها، ويـ دخلون سـ يـ اسـ يةال الـ تـ نظ يمات هذه إلـ ى فـ يهرعون الـ سـ يادة، ههم الـ كراسي، إلـ ى الـ وصول - سـ بأ ابـ ن لـ قـ نهم الـ سـ يـ اسة، بـ اسم هـ تـ فوا عـ ثمان، عـ لـى خرجوا الـ ذيـ ن تـ اريـ خ بـ الـ سـ يـ اسة يـ هـ تف بـ دأ الـ ذي الـ سـ يـ اسـ ية الأمة تـ اريـ خ الـ نـ صارنـ ية اسمبـ ولا الـ يهوديـ ة بـ اسم لا الإسـ لام، بـ اسم والـ سلام الـ صلاة عـ لـ يه الله رسول أصحاب وعـ لـى عـ ثمان عـ لـى الـ شغب -يـ عني حركة فـ يه، واندسوا والمـ نافـ قون الـ زنـ ادقة إلـ يه فـ هرع إسـ لامي، سـ يـ اسي شعار تـ حت إنما آخر شعارا تـ حت ولا الإبـ لـ يـ سـ ية بـ اسم ولا ويـ رفـ عون بـ الـ خطابـ ة المـ نابـ ر ويـ هزون الـ قرآنـ ية بـ الآيـ ات ويـ سـ تـ شهدون الـ قرآن يـ حـ فظون شـ يوعـ يون فـ يها كان المـ سلمـ ين الإخوان وفـ لان، فـ لان منهم وكان الـ شادي منهم وكان الـ سادات منهم وكان الله ، بـ كـ تاب إلا نـ حكم ولـ ن الله إلا حـ كم الـ :يـ قولون هكذا المـ صاحف لـ كل مـ فـ توحة تـ كون الـ سلـ فـ ية فـ الـ دعوة شـ يوعـ يون، منهم وكـ ثـ ير الإخوان تـ نظ يم فـ ي دخلوا الـ ضـ باط هذا، تـ جدون كـ تـ بهم، إلـ ى ارجعوا الـ سلـ فـ ية فـ الـ دعوة عرفـ تم، ويـ دخلوا، هكذا الـ باب يـ دفـ عوا أن لا سـ تطاعوا الـ زنـ ادقة وجه فـ ي أبـ وابـ ها تـ غلق أن أرادت لـ و بـ لـ سـ يـ اسي الـ حق، الله ديـ ن عـ لـى يـ موت رجل مات إذا حـ تـ ى والـ خرافـ ات، والـ بدع الـ شرك ظـ لمات من الـ ناس انـ قاذ وإلـ ى الـ ناس، هدايـ ة إلـ ى بـ الـ دعوة تـ بدأ جماجمهم، وعـ لـى كواهلهم وعـ لـى الموحديـ ن عواتـ ق عـ لـى سلامالإ دولـة قـ امت الـ بـ لد هذا وفـ ي الـ صادقة، الـ دعوة لـ هذه ثـ مرة وكـ لها الـ دولـة وتـ أتـ ي حركة من فـ ما والمـ نحرفـ ون، الـ علمانـ يون بـ ها فـ رح وقـ د والمـ لحدون الـ زنـ ادقة فـ يها انـ دس يـ كون قـ د شعارات تـ حت نـ هدمها نـ أتـ ي فـ لا إلا منها نـ ريـ د لا لله ، خالـ صة دعوتـ نـ ا تـ كون أن فـ يجب وغـ يرهم، والـ زنـ ادقة الـ نـ فاق فـ يها دخل وقـ د إلا -وأتـ حدى لـ كم أقـ ولـ ها- سـ يـ اسـ ية شـ باب نـ هـ يج ولا فـ تـ نـ ا نـ شعلها ولا نـ دمر ولا نـ هدم لا والـ عقل، بـ الـ حكمة فـ لـ نـ صلحه خـ لل هناك كان وإذا وتـ عالـ ى، تـ بارك الله عـ باد هدايـ ة

فما ديث،والح القديم التاريخ جرب وقد والهلاك، الدمار طرق هي وهذه الفتنة، هي فهذه بالله ، والعياذ بالأحقاد قلوبهم وتملأ الأمة
وما الأفغاني، الجهاد جناه الذي وما والسوريون، العراقيون جناه الذي وما وثورتهم، المسلمين الإخوان هيجان من المصريون جناه الذي
البلدان تلك مصير مثل الآمن المؤمن البلد هذا مآل فسيكون وأذنابهم وأذيالهم الإخوان وراء ركضنا فإذا السودان، شعب جناه الذي
فَكَفَرَتْ مَكَانٍ كُلِّ مِنْ رَغَداً رِزْقُهَا يَأْتِيهَا مُطْمَئِنَّةً آَمِنَةً كَانَتْ قَرْيَةً مَثَلاً اللَّهُ وَضَرَبَ﴿ بالله ، والعياذ والفقر، بالجوع وتموت بالفتن تغلي يالت
الذي هذا بالله ، والعياذ السياسيون، يحركها التي الفتن هذه من البلد هذا تظرين الذي هذا ﴾وَالْخَوْفِ الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ بِأَنْعُمِ
بالتعلم الصالح السلف منهج إلى والرجوع والتعقل للتبصر شبابنا يوفق أن –وتعالى تبارك– الله فنسأل ينتظرهم،
وتعالى تبارك الله إلى والهداية والدعوة والتعليم.

•

প্রশ্ন: “সম্মানিত শাইখ, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন, আমরা কুনারের ফিতনাহ’র দিনগুলোর ব্যাপারে আপনার –আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন– অডিয়ো ক্লিপস শুনেছি। পরবর্তীতে আপনি ক্লিপগুলোতে মুসলিম ব্রাদারহুডকে আক্রমণ করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা সালাফী মানহাজ বিরোধী বিদ‘আতী। অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে এই অডিয়ো ক্লিপগুলোর মাধ্যমে উপকৃত করেছেন, আল-হামদুলিল্লাহ। কিন্তু শাইখ, কিছুদিন পূর্বে একদল লোকের পক্ষ থেকে একটি অদ্ভুত মানহাজ উদ্ভূত হয়েছে, যারা তাদের সালাফী ভাইদেরকে হামলা করেছে, এমনকি তাদেরকে চরমপন্থার অপবাদ দিয়েছে। কারণ তারা বিদ‘আতীদেরকে বয়কট করে। এ ব্যাপারে সকল ভাইদের প্রতি আপনার কোনো নসিহত আছে?”

•

উত্তর: “যে নসিহতের কথা আমি তোমাদেরকে বলেছি, তা তোমাদের চোখের সামনে রাখা আবশ্যক। আর তা হলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকা, হকের উপর অটল থাকা, বিভক্ত না হওয়ার উপর সংকল্প করা। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দিন। আমি বলছি, নিঃসন্দেহে মুসলিম ব্রাদারহুড নিকৃষ্ট বিদ‘আতগুলো জমা করেছে। আমি সর্বদাই এটার উপর অটল থাকব। আমি এর মাধ্যমে শুধু ইয়াক্বীনই বৃদ্ধি করেছি। তাদের সংগঠন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর এবং বিভিন্ন ঘাটের পথভ্রষ্ট বিদ‘আতীদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

•

যে ব্যক্তি ব্রাদারহুডের ইতিহাস পড়বে –সরাসরি তাদের গ্রন্থ থেকে, তাদের বিরোধী বা অন্য কারো গ্রন্থ থেকে নয়, বরং তাদের গ্রন্থ এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করবে– সে দেখতে পাবে যে, তাদের সংগঠন প্রথম দিন থেকেই রাফিদ্বী শী‘আ, খারিজী, যাইদী শী‘আ, চরমপন্থি সূফীদের –যারা (সূফীরা) নিজেদের ‘আহলুস সুন্নাহ’ বলে আখ্যায়িত করে– উপর প্রতিষ্ঠিত; এমনকি তাদের সংগঠনে খ্রিষ্টান, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্যরাও প্রবেশ করেছে। এটাই রাজনৈতিক দা‘ওয়াতের অবস্থান। যদিও বর্তমানে সেখানে সালাফীরা হাকিমিয়্যাহ ও রাজনীতির প্রতীক উত্তোলন করেছে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্তির অভিলাষ করেছে, তবুও তুমি অনেক যিনদীক্বকে পাবে, যারা এই সংগঠনের দিকে ধাবিত হয়—যার বাহ্যিক দিক সালাফিয়্যাহ, আর তাতে চুপিসারে ঢুকে পড়ে।

•

কেননা ওই সেক্যুলার, কমিউনিস্ট এবং যিনদীক্বদের সমস্ত প্রচেষ্টা হচ্ছে সিংহাসনে পৌঁছার ক্ষেত্রে, তাদের প্রচেষ্টা নেতৃত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে। তারা রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর দিকে ধাবিত হয় এবং তাতে প্রবেশ করে, নিঃসন্দেহে তাতে প্রবেশ করে। সম্ভবত রাজনৈতিক জাতির প্রথম ইতিহাস হলো তাদের ইতিহাস, যারা ‘উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু)’র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তারা রাজনীতির নামে শ্লোগান দিয়েছিল। ইবনু সাবা তাদেরকে ইসলামের নামে ‘উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) এবং রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জ্ঞান দান করেছিল। ইহুদিবাদের নামে নয়, খ্রিষ্টীয়বাদের নামে নয়, ইবলিসের নামে নয়, অন্য কোনো আদর্শের নামে নয়, বরং ইসলামী রাজনীতির আদর্শের নামে। ফলে যিনদীক্ব ও মুনাফিক্বরা তাদের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং চুপিসারে তাতে ঢুকে পড়েছে।

•

মুসলিম ব্রাদারহুডে কমিউনিস্টরা ছিল। তারা ক্বুরআন মুখস্ত করত, ক্বুরআনের আয়াত দিয়ে উদ্ধৃতি দিত, খুত্ববাহ দিয়ে মিম্বার কাঁপাত এবং মুসহাফ (ক্বুরআনের কপি) উত্তোলন করে বলত, “লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান চলবে না, আর আল্লাহ’র কিতাব ছাড়া আমরা অন্য কিছু দিয়ে ফায়সালা করব না।” তাদের মধ্যে নেতৃবর্গ ছিল, তাদের মধ্যে সঙ্গীতশিল্পী ছিল, অমুক-অমুক ছিল। তোমরা তাদের কিতাবের দিকে ফিরে যাও, এগুলো পেয়ে যাবে।

•

বড়ো বড়ো কর্মকর্তা ব্রাদারহুডে প্রবেশ করেছে, যাদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট। সালাফী দা‘ওয়াত সকল রাজনীতিবিদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারত, এই দা‘ওয়াত যদি যিনদীক্বদের মুখের সামনে তার দরজা বন্ধ করতে চাইত, তাহলে তারা এভাবে দরজা ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করত এবং ভিতরে ঢুকে পড়ত। তোমরা বিষয়টি জেনেছ।

• মূলত সালাফী দা‘ওয়াত মানুষকে সুপথপ্রদর্শনের দিকে, মানুষকে শির্ক, বিদ‘আত ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার দিকে দা‘ওয়াত দেয়। এমনকি কোনো লোক যদি মারা যায়, তাহলে সে আল্লাহ’র সত্য দ্বীনের উপর মারা যায়। আর (সালাফীদের) রাষ্ট্রও আগমন করে। এগুলো সবই এই সত্য দা‘ওয়াতের ফল। এই দেশে তাওহীদবাদীদের স্কন্ধে ও মাথায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা বিভিন্ন আদর্শের আওতায় এসে এটাকে ধ্বংস করব না। কখনো কখনো যিনদীক্ব ও নাস্তিকরা এতে চুপিসারে ঢুকতে পারে, যাতে সেক্যুলার ও ভ্রষ্টরা খুশি হবে। এমন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নেই, যাতে নিফাক্ব ও নাস্তিকতা প্রবেশ করেনি।

•

সুতরাং আমাদের দা‘ওয়াতকে আল্লাহ’র জন্য একনিষ্ঠ করা ওয়াজিব। আমরা এই দা‘ওয়াত থেকে কেবল আল্লাহ’র বান্দাদের হিদায়াতই চাইব। এতে যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে তাহলে আমরা তা বিবেক ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সংশোধন করব। আমরা ধ্বংস করব না, বিনষ্ট করব না। আর ত্রুটিবিচ্যুতিকে ফিতনাহ হিসেবে প্রজ্বলিত করব না। আমরা উম্মাহ’র যুবকদের উসকানি দিব না এবং তাদের অন্তর বিদ্বেষ দিয়ে পূর্ণ করব না। আল্লাহ’র কাছে এ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

•

এটাই ফিতনাহ। এগুলোই ধ্বংস ও বিনষ্টিকরণের রাস্তা। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস পরখ করা হয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের বিদ্রোহ ও বিপ্লব থেকে মিশরীয়রা কী অর্জন করেছে? ইরাকী ও সিরিয়াবাসীরা কী অর্জন করেছে? আফগান জিহাদ কী অর্জন করেছে? সুদানীরা কী অর্জন করেছে? আমরা যদি ব্রাদারহুড এবং তাদের অনুসারীদের পিছনে ধাবিত হই, তাহলে এই নিরাপদ মুসলিম দেশটির পরিণতিও ওইসব দেশের মতো হবে, যেসব দেশ দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে মারা যাচ্ছে। আল্লাহ’র কাছে এ থেকে পানাহ চাই। “আর আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, একটি জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। সবদিক থেকে তার রিজিক তাতে বিপুলভাবে আসত। অতঃপর সে (জনপদ) আল্লাহ’র নি‘আমত অস্বীকার করল। তখন তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরালেন।” (সূরাহ নাহল: ১১৬)

•

এই দেশ এ সমস্ত ফিতনাহ থেকে এটারই অপেক্ষা করছে, যেসব ফিতনাহ রাজনীতিবিদরা পরিচালিত করছে। আল্লাহ’র কাছে এ থেকে পানাহ চাই। এটাই তাদের অপেক্ষা করছে। আমরা মহান আল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের যুবকদের দূরদর্শিতা ও বিবেক দান করেন এবং ‘ইলম, তা‘লীম, দা‘ওয়াত ও আল্লাহ’র দিকে পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের মানহাজে ফিরে আসার তাওফীক্ব দান করেন।” [দ্র.: মাজমূ‘উ শাইখ রাবী‘, খণ্ড: ১৪; পৃষ্ঠা: ২৯৬-২৯৯; দারুল ইমাম আহমাদ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; (সনতারিখ বিহীন)]

- ·৪র্থ বক্তব্য:
- ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—
- يـ عـلم؟ لا من نـدعو فـ كـيف يـ عـلم لا من ومـنهم الـ سـيـاسي الـ تـنظـيم يـ عـلم من مـنهم الـمـسـلمون الإخـوان :الـ سؤال
- الـمـنهج إلـى الـمخدوع هذا وادع وبـ اطل، تـ حزب الـ تـنظـيم هذا إن :لـه قـل بـ الـ تـنظـيم مـنهم الـ عالـم ادع بـ الـ عـلم، دعوهت :الـ جواب الـ نـصارى حـ تـى وغـ يرهم، الـمـسـلمـ ين الإخـوان بـ ين فـ رق لا والـ سلام، الـ صلاة عـلـ يه الـ رسول سـنة وإلـى الله كـ تاب إلـى الـ حق الـ سـلـ في وتـ عالـى كـتـ بار الله إلـى وادعهم ضـلالـهم لـهم بيّن الـمـنظـمـ ين.

•

প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুডের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে জানে, আবার কেউ জানে না। তাহলে যে জানে না, তাকে আমরা কীভাবে দা‘ওয়াত দিব?”

•

উত্তর: “তোমরা তাকে ‘ইলম সহকারে দা‘ওয়াত দাও। তাদের মধ্যে যে সংগঠন সম্পর্কে জানে, তাকে দা‘ওয়াত দাও। তাকে বল যে, এই সংগঠন হলো দলবাজ এবং বাতিল। এই ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হক সালাফী মানহাজের দিকে আহ্বান করো, আল্লাহ’র কিতাব এবং রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ’র দিকে আহ্বান করো। মুসলিম ব্রাদারহুড এবং অন্যান্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এমনকি খ্রিষ্টানরাও তাদের সংগঠনের মধ্যে রয়েছে। তুমি তাদের কাছে ব্রাদারহুডের ভ্রষ্টতা বর্ণনা করো এবং তাদেরকে মহান আল্লাহ’র দিকে আহ্বান করো।” [দ্র.:www.rabee.net/ar/questions.php?cat=28&id=203.]

- ·৫ম বক্তব্য:
- ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

•

ويـ حـضرون ويـ جالـ سونـهم والـ تـكـ فـ ير الـمـ سـلمـ ين كـالإخـوان الـ حزبـ يـة بـ مـناهـج تـ أثـ ر من مع يـ ذهـ بون الـ عـلم طـ لـ بة بـ عض :الـ سؤال الـ سـلف مـنهج هو وما صـحـ يح الـ عمل هذا هل شيء يـ تـ غـ ير لـ م هو كـما والـ حال والـ سـنـ ين الأعـوام ذلـك فـ ي ويـ مـضون ونـ شاطاتـهم احـ تـ فالاتـ هم الـ عـصر؟ هذا فـ ي الـ سـلـ في الـمـنهج يدّعون ممن كـ ثـ ير عـلـى اشـ تـ به الـذي الأمر هذا فـ ي الـ صالـ ح

- أهل ومواقـ ف أيـ ديـ هم بـ ين مـوجودة الـ سـلف وكـ تب الـ بـلاد هذه فـ ي يـ عـ يشون أنـاس عـلـى يـ شـ تـ به الأمر هذا أن أعـ تـ قد أنـا :الـ جواب سول الـ ر حذر وقـ د خـ اصـة، الـ سـلـ في الـمـنهج إلـى يـ نـ تمون من عـلـى الأمور هذه تـ شـ تـ به أن أسـ تـ غرب كـالـ شمس، واضحة الـ بدع أهل من الـ سـنة يـ رفـ ض فـ الـذي بـ الانـ حراف، يـ بوؤون الـ تـحذيـ رات هذه خالـ فوا والـذيـ ن ذلـك، من الـ سـلف وحذر عـموما، الـ شر وأهل الـ بدع أهل مجالـ سة من الـ صالـ ح الـ جلـ يس لـ ثم﴿ :الـ حديـ ث فـ ي كـما الـ شر، أهل مجالـ سة من الـ تـحذيـ ر فـ ي والـ سلام الـ صلاة عـلـ يه الـ كـريـ م الـ رسول تـ وجـ يهات ونـ افـ خ طـ يـ بة، ريـ حا مـنه تـ جد أن وإما مـنه تـ بـ تاع أن وإما يـ حذيـ ك أن إما الـمـسك فـ حامل الـ كـ ير، ونـ افـ خ الـمـسك كـحامل الـ سوء والـ جلـ يس عـلـ يه الـ رسول بـ نـصـ يحة يـ أخذون لا فـ لماذا والـ سلام، الـ صلاة عـلـ يه قـال كـما أو دخانـه﴾ من تـ سـلـم لا أن وإما ثـ يابـك يـ حرق أن إما الـ كـ ير الـ صادق مـنهم حذر وقـ د لا سـ يما شرهم، من يـ سـلم لا الـمـئة، فـ ي يـ نـ تـ سع الـمـئة، فـ ي مـئة يـ خالـ طـهم من يـ صـ بـ لـ م فـ إن والـ سلام، الـ صلاة الـمأخوذ الـمـ ثـل هذا من يـ سـ تـ فـ يد فـ الـ عالـم الـ عالـمون» إلا يـ عـ قـلها وما لـلـناس نـ ضربـ ها الأمـ ثال وتـ لك« الـ رائـ ع الـمـ ثـل هذا و ضرب الـمـصدوق،

بنصائح يأخذون ألا والسلام، الصلاة عليه الرسول بنصيحة يأخذون ألا الوحي، مشكاة وهي واحدة مشكاة من لأنهما القرآن، أمثال من هجران وجوب على الإجماع حكوا الصابوني ومنهم البغوي ومنهم الإسلام أئمة من عدد ذلك حكى كما بإجماعهم، بل وعظمائهم، الإسلام أئمة بالمداهنة ويبتلى رهبأف كاوي تأثر بأسال يبهم ويتأثر ولاء ويعطيهم ويعاشرهم يخالطهم فالذي وبغضهم، وإهلن تهم البدع أهل هذا إلى ينتمون كانوا ممن عرف ناهم ممن وكثير لكثير حصل كما معهم ويذهب ينحرف الغالب وفي قلبه، يموت أن إلى والمجاملة لمسناها سيئة مآلات ولها جدا، خطيرة نظرية هذه شرهم، ونترك الحق منهم ونأخذ المجالسة، :النظرية هذه فضحايا الأسف، مع المنهج عقيدته على ويحافظ بدينه ينجو أن المسلم فعلى لا شك، وتضر تضر ومجالستهم البدع أهل كتب في فالقراءة بيد، ايد يلقى وسوف وتعالى، تبارك الله إلى أمره فهذا ذهبت، أم أبقيت يبالي لا كان إن أما المنهج، وهذا العقيدة هذه يحترم كان إن ومنهجه يؤول بما وأدرى وأعقل وأعلم أحكم و الله فهم عليهم، الله رضوان الكرام السلف وتوجيهات ولالرسنصائح على التفلت هذا عواقب أن هؤلاء ننصح ولكن هذا، في يطول والكلام والسلام، الصلاة عليه الكريم الرسول منه حذّر الذي السيء الاختلاط هذا مثل إليه فلعلهم والانحراف، الخطأ من فيه هم ما ليدركوا الأصيلة مصادره من العظيم المنهج هذا منها ويستلهموا السلف كتب إلى يرجعوا الحق إلى ويرجعون يتوبون.

•

প্রশ্ন: “কিছু ত্বালিবুল ‘ইলম হিযবী মানহাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে –যেমন: মুসলিম ব্রাদারহুড ও তাকফীরী মানহাজ– এমন ব্যক্তিদের সাথে যায়, তাদের সাথে ওঠাবসা করে, তাদের অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত হয় এবং বছরের পর বছর এভাবেই অতিবাহিত করে। আর অবস্থা তেমনই, কোনো পরিবর্তন নেই। এই কাজ কি সঠিক? আর এ ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের মানহাজ কী, যে বিষয়টি এই যুগে যারা সালাফী মানহাজের দাবি করছে, তাদের অনেকের নিকট অস্পষ্ট রয়েছে?”

•

উত্তর: “আমি মনে করি, একদল লোকের নিকট এই বিষয়টি অস্পষ্ট রয়েছে, যারা এই দেশেই বসবাস করছে। সালাফদের কিতাবসমূহ তাদের সামনেই রয়েছে। আর বিদ‘আতীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ’র অবস্থানও সূর্যের মতো স্পষ্ট। বিশেষত যারা সালাফী মানহাজের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে, তাদের কাছে এই বিষয়গুলো অস্পষ্ট থাকা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। অথচ রাসূল ﷺ বিদ‘আতী ও মন্দ লোকদের থেকে আমভাবে সতর্ক করেছেন। সালাফগণ এ থেকে সতর্ক করেছেন। যারা এসব সতর্কীকরণের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা নিজেদেরকে পথভ্রষ্টতায় নিয়োজিত করে। সে (বা তারা) মন্দ লোকদের সাথে ওঠাবসা করা থেকে সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর নির্দেশনাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। যেমনটি হাদীসে এসেছে, “সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো, কস্তরীওয়ালা ও হাপরে ফুঁকদানকারী কামারের ন্যায়। কস্তরীওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর হাপরে ফুঁকদানকারী কামার হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ।” (সাহীহ বুখারী, হা/৫৫৩৪; সাহীহ মুসলিম, হা/ ২৬২৮; শব্দগুচ্ছ বুখারীর)

•

তাহলে কেন তারা রাসূল ﷺ এর নসিহত গ্রহণ করছে না? যারা তাদের সাথে মেলামেশা করে, তারা যদি শতভাগ বা নব্বই ভাগ তাদের মতাদর্শে আক্রান্ত না হয়, তবুও তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা পাবে না। বিশেষ করে যখন তাদের থেকে সতর্ক করেছেন সত্যায়িত সত্যবাদী নাবী ﷺ এবং এই চমৎকার উপমা পেশ করেছেন। “এসব উপমা আমি মানুষের জন্য পেশ করি; আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না।” (সূরাহ ‘আনকাবূত: ৪৩) একজন ‘আলিম এই উপমা থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারবেন, যা গৃহীত হয়েছে ক্বুরআনের উপমাবলি থেকে। কেননা দুটি জিনিস (কিতাব ও সুন্নাহ) একটি দীপাধার থেকেই বের হয়েছে, আর তা হলো ওয়াহী’র দীপাধার।

•

তারা কি রাসূল ﷺ এর নসিহত গ্রহণ করবে না? তারা কি ইসলামের ইমাম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের নসিহত বরং তাঁদের ইজমা‘ গ্রহণ করবে না? যেমনটি ইসলামের অনেক ইমাম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন বাগাউয়ী, সাবূনী; তাঁরা বিদ‘আতীদেরকে বয়কট করা এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন ও ঘৃণা করার আবশ্যকীয়তার উপর ইজমা‘ বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের সাথে মেলামেশা করে, তাদেরকে মিত্রতা প্রদান করে, তাদের পদ্ধতি ও মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়, মোসাহেবি ও চাটুকারিতায় আক্রান্ত হয়, এমনকি তার অন্তর মরে যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বিপথগামী হয় এবং তাদের সাথে চলে যায়। আমরা যাদেরকে চিনি, যারা এই মানহাজের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করত, তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে।

•

এসব বিষয় এই দর্শনের শিকার—তাদের সাথে ওঠাবসা করা এবং ‘আমরা তাদের হক্বটা গ্রহণ করব, আর মন্দটা বর্জন করব’ বলা। এটি খুবই ভয়াবহ দর্শন। এর খুবই খারাপ পরিণতি আছে, যা আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করেছি। নিঃসন্দেহে বিদ‘আতীদের বইপুস্তক পড়া এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করা ক্ষতিকর। সুতরাং মুসলিমের উপর কর্তব্য হলো স্বীয় দ্বীনকে রক্ষা করা এবং স্বীয় ‘আক্বীদাহ ও মানহাজকে হেফাজত করা, যদি সে এই ‘আক্বীদাহ ও মানহাজকে সম্মান করে থাকে।

•

পক্ষান্তরে সে যদি কোনো পরোয়া না করে, এটা অবশিষ্ট থাকুক, বা বিলীন হয়ে যাক, তাহলে তার বিষয় তো আল্লাহ’র কাছে। আর অচিরেই সে রাসূল ﷺ এর নসিহত এবং সম্মানিত সালাফদের (রিদ্বওয়ানুল্লাহি ‘আলাইহিম) নির্দেশনার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করার শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ’র কসম, তাঁদের কাছে যেসব বিষয় পৌঁছে সেসবের ব্যাপারে তাঁরা সবচেয়ে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ। যেমন এই নিন্দনীয় মেলামেশা, যা থেকে সতর্ক

করেছেন সম্মানিত রাসূল ﷺ। এ ব্যাপারে আরও লম্বা কথা রয়েছে। কিন্তু আমরা তাদেরকে নসিহত করব, তারা যেন সালাফদের কিতাবসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং সেসব থেকে এই মহান মানহাজের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা লাভ করে। আর এই মানহাজকে তার প্রকৃত উৎস থেকে গ্রহণ করে, যাতে করে তারা জানতে পারে যে, তারা কী ভুল ও বিপথগামিতার মধ্যে রয়েছে। হয়তো তারা তাওবাহ করবে এবং হকের দিকে ফিরে আসবে।"
[দ্র.: www.rabee.net/ar/questions.php?cat=29&id=284.]

•

·৬ষ্ঠ বক্তব্য:

•

ইমাম রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

•

ف ي ال سلف منهج ال ترب ية، ف ي ال سلف منهج ف يقولون الإخوان، ب عض ب ها ي قوم ال تي ال محا ضرات ب عض عن ال شيخ سئل :ال سؤال ال مسلمين؟ الإخوان من هم ال محاضرات ب هذه ي قوم من ب عض ال ع ق يدة،

• ال سلف؟ منهج وي قولون : شيخنا قال :واب الج

• ال سلف منهج عن ب ع يدون وهم ال سلف منهج ي قولون ن عم، :ال سائ ل.

• ما وإلاّ و سلف سلف ب ك لمة ويلمّعونها فيجمّلونها جدا ق ب يحة شوهاء الأمّة شباب ف ي ودعوتهم ال سلف منهج عن ب ع يدون :ال شيخ الآن وهم منهم أخطر و لا ال سلف منهج على منهم أضرّ وجدنا ما و الله ادعة،المخ لهذه ي ن ت بهوا أن ال ناس ف على .منهم ي ق بلها أحد والبنّا ق طب سيّد دعوة لأنّ ال وهاب ع بد اب ن وراء ومن ع ث يمين اب ن وراء ب از، اب ن وراء الأل باني، وراء ي ت س ترون ال ناس ب هم ي خدعون ب هؤلاء ف ي ت س ترون ال ع قلاء ع ند ت مشي لا والمودودي.

• أئمّة ك لام من ونأخذ و سلم ع ل يه   الله صلى   الله ر سول قال الله ، قال :ن قول الم ودودي، قال ،البنّا قال :ن قول أن ن ح تاج لا ن حن ي عوا أن ل لمسلمين ن صيحتي هؤلاء، من ال ناس ي حذر أن ون صيحتي وال سنة ال ك تاب واف ق ما الحقّ الإ سلام.

• ال منهج هذا على الأمّة أب ناء ويربّوا ع ل يه أن فسهم ويربّوا ال حق ال سلف نهجم ي در سوا وأن   الله إل ى ي توب وا أن ل هؤلاء ن صيحتي ف ع ل يهم شيء كلّ وف ي ال مناهج وف ي ال ع بادات وف ي ال ع قائد ف ي م توف رة   لله والحمد موجودة المؤل فات ال شمس؛ ظهور الآن ظاهر هو ال ذي و ال سلف ف منهج .وال ضلال ال بدع أهل ق طب؛ و س يد المودودي و ال بنا ف كر ب أهاب والتّشبث والمكاب رة ال ع ناد وي تركوا   الله ي ت قوا أن ال نواحي ب عض ف ي إلاّ ت ل تقي ولا ت ج تمع لا هؤلاء مناهج.

•

প্রশ্নকারী: "শাইখকে কিছু লেকচার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, যে লেকচারগুলো দিচ্ছে কতিপয় ভাই। তারা বলছে, প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজ, 'আক্বীদাহর ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজ। এই লেকচারগুলো যারা দিচ্ছে, তাদের কতিপয় লোক মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্তর্ভুক্ত।"

•

শাইখ: "তারা বলছে, সালাফদের মানহাজ?"

•

প্রশ্নকারী: "জি। তারা বলছে, সালাফদের মানহাজ। অথচ তারা সালাফদের মানহাজ থেকে অনেক দূরে রয়েছে।"

•

শাইখ: "তারা সালাফদের মানহাজ থেকে দূরে রয়েছে। উম্মাহ'র যুবকদের মধ্যে তাদের দা'ওয়াত খুবই কদর্য। তারা 'সালাফ' শব্দ দিয়ে সেই কদর্যতাকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করে। নতুবা কেউ তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করবে না যে! মানুষের উপর কর্তব্য হলো এই ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকা। আল্লাহ'র কসম, সালাফদের মানহাজের উপর তাদের চেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক আমরা আর কাউকে পাইনি। এখন তারা আত্মগোপন করছে আলবানী'র পিছনে, ইবনু বাযের পিছনে, ইবনু 'উসাইমীনের পিছনে, ইবনু তাইমিয়্যাহ'র পিছনে, ইবনে 'আব্দুল ওয়াহহাবের পিছনে। কেননা জ্ঞানীদের নিকটে সাইয়্যিদ ক্বুত্বুব, বান্না ও মওদূদীর দা'ওয়াত চলে না। তাই তারা উনাদের পিছনে আত্মগোপন করে। তাঁদের দ্বারা লোকদের ধোঁকা দেয়।

•

আমরা একথা বলার মুখাপেক্ষী নই যে, বান্না বলেছেন, মওদূদী বলেছেন। বরং আমরা বলি, আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ'র রাসূল ﷺ বলেছেন। আমরা ইসলামের ইমামগণের কথা থেকে হকটা গ্রহণ করি, যা কিতাব ও সুন্নাহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমার নসিহত হলো, মানুষ এদের থেকে সতর্ক থাকবে। মুসলিমদের প্রতি আমার নসিহত হলো, তারা এদেরকে মিথ্যা গণ্য করবে। আর তাদের প্রতি আমার নসিহত হলো, তারা যেন আল্লাহ'র কাছে তাওবাহ করে, সালাফদের হক মানহাজ অধ্যয়ন করে, নিজেদেরকে সেই মানহাজের উপর প্রতিপালন করে এবং উম্মাহ'র সন্তানদেরকে এই মানহাজের উপর প্রতিপালন করে, যা এখন সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট ও উদ্ভাসিত।

•

আল-হামদুলিল্লাহ, ‘আক্বীদাহ, ইবাদত, মানহাজ এবং সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত কিতাব রয়েছে। তাদের উপর আবশ্যক—আল্লাহকে ভয় করা এবং অবাধ্যতা, অহংকার, আর বান্না, মওদূদী, সাইয়্যিদ কুত্বুবের মতো পথভ্রষ্ট বিদ‘আতীদের মতাদর্শের আঁচল ধরে জিদ করা পরিত্যাগ করা। সালাফদের মানহাজ, আর তাদের মানহাজ শুধু কয়েকটি বিষয়েই সামঞ্জস্যপূর্ণ।” [মাজমূ‘উশ শাইখ রাবী‘, খণ্ড: ১৪; পৃষ্ঠা: ৪৫৫-৪৫৬; দারুল ইমাম আহমাদ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; (সনতারিখ বিহীন)]

• ·৭ম বক্তব্য:

•

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

•

المسلمين؟ الإخوان فكر وفكره عمله أن مع المسلمين الإخوان من ليس أنه يحلف من مع نتعامل كيف :السؤال

• ولا قطبي هو ما أنه الكعبة عندك ويشهد ويحلفون، كذب، وأهل تقية أهل لأنهم صدقه، في شككنا مع حلف، إذا :الجواب امسك قلته، ما على برهن تفضل :له قل لكن حجة، عندهم ما بالكذب، إلا خصومهم يحاربون ولا الكذب، على تربوا هؤلاء إخواني، السلف الصالح، السلف مسلك اسلك يا الله لكن صدقتك أنا :له تقول أبى، منهم،إذا فهو أبى فإذا منهم، وحذر المسلمين الإخوان بيّن فإن والتوضيح، البيان في السلف منهج فاسلك سلفيا كنت إذا ،حذّر إذا، فبيّن الضلال، أهل من التحذير وجوب على أجمعوا الطريق هو هذا هذا، عرفتم منهم، فهو أبى وإن تماما، صدقناه وانتقد.

•

প্রশ্ন: “ওই ব্যক্তির সাথে আমাদের আচরণ কীরূপ হবে, যে হলফ করে বলে—সে মুসলিম ব্রাদারহুডের লোক নয়, কিন্তু তার কর্মকাণ্ড এবং মতাদর্শ মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শের মতো?”

•

উত্তর: “সে যদি হলফ করে, অথচ তার সত্যতার ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ রয়েছে, কারণ তারা তাক্বিয়্যাহ* করে এবং মিথ্যা বলে। তারা কসম করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ কা‘বাহর নিকট তোমার কাছে সাক্ষ্য দিবে যে, সে কুত্বুবী ও ইখওয়ানী না। তারা মিথ্যার উপর ধূলিময় হয়েছে। তাদের বিতার্কিকেরা মিথ্যা ছাড়া লড়াই করে না। তাদের নিকট দলিল নেই। এক্ষেত্রে তুমি তাকে বল, দয়া করে আপনার কথার স্বপক্ষে দলিল পেশ করুন। মুসলিম ব্রাদারহুডকে পরিত্যাগ করুন এবং তাদের থেকে সতর্ক করুন। সে যদি এ কাজ করতে অস্বীকার করে, তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

•

তুমি তাকে বল, আমি আপনাকে সত্যায়ন করেছিলাম। কিন্তু আপনি ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের মানহাজ অনুসরণ করুন। সালাফগণ পথভ্রষ্টদের থেকে সতর্ক করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। সুতরাং আপনি (প্রকৃত বিষয়) বর্ণনা করুন এবং সতর্ক করুন। আপনি যদি সালাফী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি বর্ণনা ও স্পষ্টকরণের ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজ অনুসরণ করুন। সে যদি বর্ণনা করে এবং সমালোচনা করে, তাহলে আমরা তাকে পূর্ণরূপে সত্যায়ন করব। আর যদি সে এই কাজ করতে অস্বীকার করে, তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা ব্যাপারটা বুঝেছ। এটাই হলো সমাধানের রাস্তা।” [দ্র.: www.rabee.net/ar/questions.php?cat=29&id=286.]

•

[(*) তাক্বিয়্যাহ শী‘আদের অবলম্বিত একটি নির্লজ্জ ও বেহায়া নীতি। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ৭২৮ হি.] শী‘আদের এই জঘন্য নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে এর প্রকৃতত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, “তাদের নিকট তাক্বিয়্যাহ’র প্রকৃতত্ব হলো, মুখ দিয়ে এমন কথা বলা, যা তাদের অন্তরে নেই। প্রকৃতপক্ষে এটা নিফাক্ব তথা মুনাফেকি।” দ্র.: ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ), মাজমূ‘উ ফাতাওয়া; খণ্ড: ১৩; পৃষ্ঠা: ২৬৩; বাদশাহ ফাহাদ প্রিন্টিং প্রেস, মাদীনাহ কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.। – সংকলক]

• ·

• ৮ম বক্তব্য:

•

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

•

حزبهم؟ في انخرط من على إخواني كلمة إطلاق في الحجة إقامة يشترط هل :السؤال

• منها تناكر وما ائتلف منها تعارف ما مجندة جنود و«الأرواح أحب، من مع المرء منهم، فهو حزبهم في انخرط إذا و الله :الجواب فيه؟ يقال ماذا المنحرفين عند ويذهب مستقيم ينال يترك منحرفين ناس وعندنا المستقيم الطريق على ناس عندنا اختلف»، أي منهم، فهو كلمناه ما أو كلمناه سواء وإلا الله ، فالحمد الإخوان حضيرة من خرج فإذا له، ويبين وبالطف ينصح، حال، كل على

أو خارجي لـ فظ لـ يهع يـ طـ لـقون ولا واحد واحد والمعـ تزلة والروافـ ض الـخوارج لأتـ باع يـ ذهـ بون الـ سلف كان -يـ عـ ني- فـ يكم الله بـ ارك
...ويـ شاركهم الموالـ د فـ ي يـ شاركهم لـ لصوفـ ية مـ ذ تمي وهذا رافـ ضي عـ لـ يه تـ قول الروافـ ض مع هذا !الـ حجة؟ عـ لـ يه أقـ اموا إذا إلا رافـ ضي
تـ كـ فـ ير و ضلالات بـ لايـ ا فـ ي يـ شاركهم الـ عـ لماء سب فـ ي يـ شاركهم الرقـ ص فـ ي يـ شاركهم الإخوان مـ نهم، فـ هو عامـ يا ويـ كون...ويـ شاركهم
فـ ي مـ ضى الـ ذي حـ تى لـ ه، بيّن الـ حجة عـ لـ يه تـ قـ يم أن ا سـ تطعت إذا وأذت مـ نهم، هو فـ يهم ويـ تعلق الأ شـ ياء هذه تَشَرب فـ تن،و وفـ تن الـ حكام
من يـ كون أن راض إخوانـ ي، يـ كون أن نـ فـ سه من راض هو لـ نـ فـ سه، حـ لـ لها هو إخوانـ ي، عـ لـ يه تـ طـ لق أن لـ ك لـ كن لـ ه، بـ ين الإخوانـ ية
إخوانـ ي؟ قـ ولت أو تـ بـ لـ يغي تـ قول ما كـ يف تـ بـ لـ يغي، فـ هو الـ تـ بـ لـ يغ

•

প্রশ্ন: “যে ব্যক্তি তাদের দলে তথা মুসলিম ব্রাদারহুডে (ইখওয়ানুল মুসলিমীন) যোগ দেয়, তার উপর ‘ইখওয়ানী’ শব্দ প্রয়োগ করার জন্য কি দলিল প্রতিষ্ঠা করা শর্ত?”

•

উত্তর: “আল্লাহ’র কসম, সে যদি তাদের দলে যোগ দেয়, তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে। “সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর মতো একত্রে সমবেত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত রূহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানে তাদের মধ্যে পরস্পর পরিচিতি ও সৌহার্দতা থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, এখানে তাদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ ও মতবিরোধ থাকবে।” (সাহীহ বুখারী, হা/৩৩৩৬; সাহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৮) আমাদের নিকটে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, আবার বিপথগামী ব্যক্তিবর্গও রয়েছে। যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসারীদের পরিত্যাগ করল এবং বিপথগামীদের নিকট গেল, তার ব্যাপারে কী বলা হবে? সর্বাবস্থায় নম্রতা সহকারে নসিহত করা হবে এবং তার কাছে বর্ণনা করা হবে। সে যদি ব্রাদারহুডের ছায়াতল থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে আল-হামদুলিল্লাহ। নতুবা আমরা তাকে বলি বা না বলি, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। সালাফগণ কি একজন একজন করে খারিজী, রাফিদ্বী এবং মু‘তাযিলীদের অনুসারীদের কাছে গিয়েছেন? তাঁরা কি তার (তাদের প্রত্যেকের) উপর দলিল প্রতিষ্ঠা না করে ‘খারিজী’ বা ‘রাফিদ্বী’ বলেননি?!

•

এই ব্যক্তি রাফিদ্বীদের সাথে রয়েছে, তুমি তার ব্যাপারে বল যে, সে রাফিদ্বী। এই ব্যক্তি সূফীদের দলে যোগ দিয়েছে, সে তাদের মীলাদ অনুষ্ঠানে শরিক হচ্ছে, আর সে একজন ‘আম্মী তথা সাধারণ মানুষ, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যক্তি ব্রাদারহুডের সাথে রয়েছে, সে তাদের সাথে নর্তন-কুর্দনে শামিল হচ্ছে, ‘আলিমগণকে গালি দেওয়ার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দুর্যোগ ও ভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে, শাসকদের তাকফীর করার ক্ষেত্রে শামিল হচ্ছে, বিভিন্ন ফিতনাহ’য় শামিল হচ্ছে, এসব বিষয় চুষে নিচ্ছে (অর্থাৎ, এগুলোকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরছে), তাদের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে, তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তুমি যদি তার উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তাহলে তার কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করো। এমনকি যে ইখওয়ানী মতাদর্শে রয়েছে, তুমি তার কাছে বর্ণনা করো। কিন্তু তোমাকে তার উপর ‘ইখওয়ানী’ শব্দ প্রয়োগ করতে হবে। সে নিজেই ইখওয়ানী হিসেবে সন্তুষ্ট, তাবলীগের লোক নিজেই তাবলীগী হিসেবে সন্তুষ্ট, তাহলে তুমি কেন তাকে ‘তাবলীগী’ ও ‘ইখওয়ানী’ বলবে না?!” [মাজমূ‘উশ শাইখ রাবী‘, খণ্ড: ১৪; পৃষ্ঠা: ২৯৫; দারুল ইমাম আহমাদ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; (সনতারিখ বিহীন)]

•

·৯ম বক্তব্য:

•

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী বিন ‘উমাইর আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) কে বিদ‘আতে পতিত ব্যক্তির উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করা শর্ত কিনা—এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

•

أقـ سام فـ عـلى بـ دعة فـ ي وقـ ع من أما:

• بـ هم يـ لحق ومن والمرجـ ئة الـ قـ بورية والـ صوفـ ية والمعـ تزلة والـ قدرية والـ جهـ ية والـ خوارج افـ ضكالرو الـ بدع أهل :الأول الـ قسم
مـ بـ تدع :عـ نه يـ قال فـ الـ رافـ ضي بـ الـ بدعة عـ لـ يهم الـ حكم أجل من الـ حجة إقـ امة الـ سلف يـ شـ ترط لـ م فـ هؤلاء وأمـ ثالهم والـ تـ بـ لـ يغ كالأخوان
لا أم الـ حجة عـ لـ يهم أقـ يمت سواء وهكذا، مـ بـ تدع :عـ نه يـ قال والـ خارجي.

•

“যারা বিদ‘আতে পতিত হয়, তারা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যথা:

• ১ম প্রকার: আহলুল বিদা‘ তথা বিদ‘আতী। যেমন: রাফিদ্বী, খারিজী, জাহমী, ক্বাদারী, মু‘তাযিলী, সূফী, কবরপূজারী, মুরজিয়া এবং যাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়; যেমন: ব্রাদারহুড, তাবলীগ প্রভৃতি। এদের ক্ষেত্রে বিদ‘আতী হুকুম লাগানোর জন্য সালাফগণ দলিল প্রতিষ্ঠা করাকে শর্ত করেননি। যে রাফিদ্বী শী‘আ, তাকে বলা হবে, সে বিদ‘আতী। যে খারিজী, তাকে বলা হবে, সে বিদ‘আতী। এভাবে তাদেরকে বিদ‘আতী বলা হবে, চাই তার উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করা হোক, বা না হোক।” [প্রাগুক্ত, খণ্ড: ১৪; পৃষ্ঠা: ২৮৭]

• ·১০ম বক্তব্য:

- ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) আবুল হাসান আল-মা’রাবীকে রদ করতে গিয়ে বলেছেন,
- رأسهم وعلى دعاة هم وخ يار ال سنة علماء سادة هم ب دعوهم والذين ب ال غلو وال ت بل يغ الإخوان ي بدع من ي رمي ك يف إل يه انظر ن از اب ب -رحمه الله - وهكذا عل ف من ب تقد ان سيد قطب ي ف قوله ب وحدة الوجود ونزل عليهم ث أحادي الخوارج.
-

“তুমি তার দিকে লক্ষ করো। যাঁরা ব্রাদারহুড এবং তাবলীগকে বিদ‘আতী বলেন, তাঁদেরকে সে কীভাবে ‘চরমপন্থি’ বলে অপবাদ দিচ্ছে! অথচ যাঁরা তাদেরকে বিদ‘আতী বলেছেন, তাঁরা আহলুস সুন্নাহ’র নেতৃস্থানীয় ‘আলিম এবং শ্রেষ্ঠ দা‘ঈ। আর তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ)। অনুরূপভাবে যাঁরা সাইয়্যিদ ক্বুত্বব কর্তৃক ব্যক্তীকৃত সর্বেশ্বরবাদ মতবাদের ব্যাপারে তার সমালোচনা করেছেন এবং এদের (ব্রাদারহুডের) উপর খারিজীদের হাদীসসমূহ ফিট করেছেন, তাঁদের সাথেও সে অনুরূপ কাজ করেছে।” [মাজমূ‘উর রুদূদ ‘আলা আবিল হাসান আল-মা’রাবী; গৃহীত: মাজমূ‘উশ শাইখ রাবী‘, খণ্ড: ১৩; পৃষ্ঠা: ৩৩৬; দারুল ইমাম আহমাদ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; (সনতারিখ বিহীন)]

- অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’ সিরিজের সকল পর্বের লিংক

৭ম পর্ব | ১১শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ),

---

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন https://rasikulindia.blogspot.com/ ইসলামিক বই

৭ম পর্ব | ১১শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), ১২শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ), ১৩শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয আর-রাজিহী (হাফিযাহুল্লাহ) এবং ১৪শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ)

- এই পর্বে থাকছে ইমাম ‘উসাইমীন, ইমাম মুহাম্মাদ আল-বান্না, ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয রাজিহী এবং ‘আল্লামাহ হাসান আল-বান্না’র ফাতাওয়া।
-

১১শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)

- শাইখ পরিচিতি:

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ‘আলিমে দ্বীন ছিলেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও উসূলবিদ ছিলেন। তিনি ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের ক্বাসিম বিভাগের ‘উনাইযাহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের কাছে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ইমাম ‘আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা‘দী, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবোর্ডের এবং সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ‘ইলমের সকল শাখায় তাঁর

অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আর সেকারণে তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ, ক্বাওয়া‘ইদে ফিক্বহ, নাহু (আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র), বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র) ফারাইদ্ব (মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধীয় শাস্ত্র) প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ ও অডিয়ো ক্লিপস রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] বলেছেন, “আমি একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যবান ‘আক্বীদাহ সংবলিত পুস্তিকা পড়লাম, যা সংকলন করেছেন আমাদের ভাই আল-‘আল্লামাহ সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন।” [ইমাম ইবনু ‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), ‘আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ; পৃষ্ঠা: ৩; বাদশাহ ফাহাদ লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২২ হিজরী (৪র্থ প্রকাশ)]

ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.] কে প্রশ্ন করা হয়, “সৌদি আরবের ‘আলিমগণের মধ্যে আপনি কাদের থেকে ‘ইলম গ্রহণের নসিহত করেন? আর খুব ভালো হতো, যদি আপনি আমাদের কাছে কিছু (‘আলিমের) নাম বলেন।” তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) জবাবে বলেন, “আমি যাঁদের কাছ থেকে ‘ইলম গ্রহণের নসিহত করি এবং আমি যাঁদেরকে চিনি, তাঁরা হলেন—শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন ‘উসাইমীন (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ রাবী‘ বিন হাদী (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ)।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), তুহফাতুল মুজীব ‘আলা আসইলাতিল হাদ্বিরি ওয়াল গারীব; পৃষ্ঠা: ১৬৭; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খ্রি.] বলেছেন, “আমি আপনাদের সামনে আজ রাতে সৌদি আরবের একজন মহান শাইখ, সৌদি আরবের একজন অন্যতম ‘আলিম, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের একজন অন্যতম ‘আলিম সম্পর্কে আলোচনা করব। ‘ইলমের পরিচর্যা ও প্রচার-প্রসারে এবং ত্বালিবুল ‘ইলমদের শিক্ষাদানে যাঁর অনেক বড়ো অবদান আছে। তিনি হলেন আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং স্বীয় প্রশস্ত জান্নাতে তাঁর আবাস নির্ধারণ করুন।” [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]

মাদীনাহ’র প্রখ্যাত ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৭ হি.] বলেছেন, “আশ-শাইখ মুহাম্মাদ বিন ‘উসাইমীন হলেন আল-ইমাম, আল-ফাক্বীহ, আল-মুহাক্বক্বিক্ব, আল-মুদাক্বক্বিক্ব, আল-মুজতাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ)।” [ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ), আল-হাদ্দুল ফাসিল বাইনা মু‘আমালাতি আহলিস সুন্নাতি ওয়া আহলিল বাত্বিল; ১নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

এই মহান ‘আলিম ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন।

·১ম বক্তব্য:

সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য, বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.] বলেছেন—

ولما ظهرت قضية الإخوان المسلمين الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين، وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس، زعماً منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسنوا.

“যখন মুসলিম ব্রাদারহুডের সমস্যা উদ্ভূত হলো, যারা (ব্রাদারহুড) প্রজ্ঞাবিহীন আচরণ করে, তখন ওয়েস্টার্ন এবং নন-ওয়েস্টার্নদের দৃষ্টিতে ইসলামকে বিকৃতকরণের গোলযোগ বৃদ্ধি পেল। আমি এদের দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করছি, যারা মানুষের মাঝে বোমা নিক্ষেপ করে, এই ধারণাবশত যে, এটা আল্লাহ’র রাস্তায় জিহাদ করার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করেছে বেশি।”

[দ্র.:https://m.youtube.com/watch?v=HS3dWShCCHU (৮ সেকেন্ড থেকে ৪৪ সেকেন্ড পর্যন্ত)]

·২য় বক্তব্য:

- ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আতকে বিদ‘আতী বলেছেন।

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৭ হি.] বিষয়টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। শাইখ ‘উবাইদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,

كما حدثنا أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز فهد الخليفي من أهالي الرس مدرس في وزارة التربية أن الشيخ محمداً بن عثيمين رحمه

الله بدّع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ.
يشهدان آخرين رجلين معه وذكر الخليفة العزيز عبد الشيخ عمر أبو وحدثنا قال الجابري عبيد حدثنا قولوا عددكم كم حدثوا نصائحنا يستطلعون ممن أمثالكم وعلى عليكم ونكرره نقرره اوهذ بالحكمة لكن تخشوا لا فيكم الله بارك بهذا حدثوا هذا على عندنا ما ويستطلعون.

“আমাদের ভাই আবূ ‘উমার আশ-শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয আল-খালীফাহ আমাদের কাছে প্রতিপালন মন্ত্রণালয়ের মুদার্রিস (শিক্ষক) আহালির রস (أهالي الرس) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আতকে বিদ‘আতী বলেছেন।

তোমরা এটা বর্ণনা করো। তোমাদের সংখ্যা কত? তোমরা বল, আমাদের কাছে ‘উবাইদ আল-জাবিরী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে আবূ ‘উমার আশ-শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয আল-খালীফাহ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর সাথে আরও দুইজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা এটা বর্ণনা করো। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দিন। তোমরা ভয় কোরো না। কিন্তু হিকমাহ সহকারে। আমরা এর স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমরা এটা বারবার বলছি তোমাদের কাছে এবং তোমাদের মতো যারা আমাদের নসিহত অনুসন্ধান করে, আর আমাদের নিকট কী রয়েছে তা অনুসন্ধান করে, তাদের কাছে।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/759 (টেক্সট সংগৃহীত হয়েছে সাহাব ডট নেট থেকে)]

১২শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ)

·শাইখ পরিচিতি:

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ‘আলিমে দ্বীন ছিলেন। তিনি ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেসব ‘আলিমের কাছে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী, ইমাম ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী, ইমাম মুহাম্মাদ খালীল হাররাস প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তাঁর অন্যতম ছাত্র হলেন—ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী ও ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুমাল্লাহ)।

ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে দারস প্রদানের তাযকিয়্যাহ (রেকমেন্ডেশন) দিয়েছেন। ইমাম ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে রিয়াদের মা‘হাদুল ‘ইলমীতে দারস দেওয়ার জন্য রেকমেন্ড করেন এবং ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) এই রেকমেন্ডেশন সমর্থন করেন। এছাড়াও তিনি ইমাম ইবনু বায ও ইমাম আলবানী’র সময়ে মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং মাসজিদে নাবাউয়ীতে দারস দিয়েছেন।

ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] তাঁকে কিবারুল ‘উলামার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]

বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম তাক্বিউদ্দীন আল-হিলালী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.] ইমাম ইবনু বাযের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে ইমাম মুহাম্মাদ আল-বান্না’র বিনয় এবং উত্তম শিষ্টাচারের কথা ব্যক্ত করেছেন। বিষয়টি ইমাম ইবনু বাযের সাথে ‘আলিম ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আদান-প্রদানকৃত চিঠিপত্রের সংকলনে রয়েছে, যা এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

এই মহান ‘আলিম ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: markazmuaadh.com।

.

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বান্না’র বক্তব্য:

মাসজিদুল হারামের প্রাক্তন মুদার্রিস এবং মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শাইখদের শাইখ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.] বলেছেন,

فتّى كنت ولقد والانقلابات، المظاهرات طريق عن وذلك البنا، حسن :هو الحديث العصر في الحكّام على الخروج عقبد سنَّ من أول وكان حوالي عمري وأنا- الخوان شباب أصحاب وكنت المفلسين، الإخوان حزب وأسَّس الساحة، على البنا حسن ظهر حينما العمر مُقتبل في ونقول -الوقت ذاك في مصر ملك- فؤاد الملك قصر إلى - سنوات تسع:

الْمَرَا ابـ ن يـ ا ~ أذ قرة إلَى.
تـ ركـي أ صـ له فـ ؤاد الـ مـ لك أن وذلـ ك.
بـ شار، ومحمد ،مُنْجي ومحمد جمالـ ي، حـ سن : شـ باب ثـ لاثـ ة أ صـ فـ يائـ ي ضمن من وكان الـ سـ نة، بـ أنـ صار الـ تحـ قت م١٩٣٦ سـ نة حوالـ ي وفـ ي دائمًا مـ نجي ومحمد جمالـ ي حـ سن وكان الـ عـ قـ يدة، سـ لـ فـ يي كانـ وا مأنـ ه رغم الإخوان، لـ جماعة الـ سري الـ تـ نظ يم من كانـ وا الـ ثلاثـ ة وهؤلاء فـ قد :أمرهم عجـ يب من وهذا الـ وهلب، عـ بد وابـ ن الـ قـ يم، وابـ ن تـ يمـ ية، ابـ ن كـ لام بـ ذكر يـ جاريـ هما الـ بـ نا وحـ سن الـ سـ لـ فـ ية، بـ الـ عـ قـ يدة يـ جهران يـ صـ نعون كانـ وا الـ نخل، عزبـ ة فـ ي فـ يلا ا سـ تأجروا وقـ د الأيـ ام، هذه فـ ي الأدعـ ياء بـ عض كحال بـ ها يـ عملون ولا الـ سـ لـ فـ ية يـ علمون كانـ وا الـ مجـ تمعات وفـ ي الـ تجاريـ ة، الـ محلات فـ ي ويـ رمـ يها الـ قـ نابـ ل يـ حمل كان الـ ذي فـ هو جمالـ ي؛ حـ سن أجرؤهم وكان الـ قـ نابـ ل، فـ يها.
فـ ي سـ عد سـ يـ د :وا سمه أ صدقـ ائـ ي، أحد كان أنـ ه وذلـ ك ،أبدًا فـ يهما يـ تـ كـ لم ولا والـ شرك، الـ توحـ يد يـ عـ لم أنـ ه الـ بـ نا حـ سن مـ فارقـ ات من وهذا سـ يد وكان والأحـ جـ بة، الـ تمائـ م يُعلِّق ومَنْ نـ ور، من خُلِق الـ ر سول إن يـ قول ومَنْ الله ، بـ غـ ير يـ سـ تغـ يث مَنْ يُجالس الـ بـ نا وكان الإ سماعـ يـ لـ ية، أن قـ بل مِتَّ إذا كـ يف :لـ ه فـ قال وقـ ته؛ هذا لـ يس بـ عديـ ن، :يـ جـ يـ به الـ بـ نا فـ كان إعـ نه؟ تـ نهاهم ألا !الـ شرك؟ من هذا ألـ يس :لـ ه يـ قول سـ عد وتـ ركـ ه الـ بـ نا من يـ ديـ ه سـ عد سـ يـ د نـ فض وعـ ندها !أجـ يب كـ يف أعرف أنـ ا :فـ أجاب الله ؟ يـ دي بـ ين موقـ فك يـ كون كـ يف مهم،تُعلِّ.
الـ صـ وفـ ي، بـ ين يـ جمع حزبـ ه كان ولـ ذلـ ك حق، عـ لى الإ سـ لام إلـ ى الـ منـ تـ سـ بة الـ فرق كل إن :قـ ولـ ه الـ فا سدة الـ بـ نـ ا تـ أ صـ يلات ومن والأ شعري والـ خارجي، والـ شـ يعي، .اهـ

“আধুনিক যুগে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিদ‘আত সর্বপ্রথম চালু করেছেন হাসান আল-বান্না। আর তা বিক্ষোভ-আন্দোলন এবং বিপ্লবের মাধ্যমে। যখন হাসান আল-বান্না’র আবির্ভাব ঘটল এবং তিনি যখন ‘আল-ইখওয়ানুল মুফলিসূন’ প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন আমি কিশোর ছিলাম। আমি ব্রাদারহুডের যুবকদের সাথে ওঠাবসা করতাম, তখন আমার বয়স প্রায় ৯ বছর। তৎকালীন মিশরের বাদশাহ ফুআদের প্রাসাদের দিকে চেয়ে আমরা বলতাম, ‘হে ইবনুল মারা*, আঙ্কারা পর্যন্ত!’। আর এটা একারণে যে, বাদশাহ ফুআদ তুর্কী ছিলেন। [আর তুরস্কের রাজধানী হলো আঙ্কারা – সংকলক।]

[(*) শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা (হাফিযাহুল্লাহ) ইমাম মুহাম্মাদ আল-বান্না’র এই কথার টীকা লিখতে গিয়ে বলেছেন, এই শব্দটি (মারা) মিশরের আম জনসাধারণের পরিভাষায় একটি খারাপ গালি। মানুষ এই কথা বলতে লজ্জা পেত। শাইখ এই কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, নাবী ﷺ এর আদর্শ পরিপন্থি ওই দলবাজদের খারাপ চরিত্রের বর্ণনা দেওয়ার জন্য। – সংকলক]

১৯৩৬ সালের দিকে আমি আনসারুস সুন্নাহ’য় যোগ দিই। তিনজন যুবক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল: হাসান জামালী, মুহাম্মাদ মুনজী, মুহাম্মাদ বাশার। তারা ব্রাদারহুডের গোপন সংগঠনের কর্মী ছিল। যদিও তারা ‘আক্বীদাহগতভাবে সালাফী ছিল। হাসান জামালী এবং মুহাম্মাদ মুনজী সর্বদাই প্রকাশ্যে সালাফী ‘আক্বীদাহ জাহির করত। আর হাসান আল-বান্না ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল ক্বাইয়্যিম এবং ইবনু ‘আব্দিল ওয়াহহাবের কথা বলে তাদের দুজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেন।
তাদের এই বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক। তারা সালাফিয়্যাহ সম্পর্কে জানত, কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু দা‘ঈর মতো সে অনুযায়ী আমল করত না। তারা খেজুর বাগানের মধ্যে অবস্থিত বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। তারা সেখানে বোমা তৈরি করত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী ছিল হাসান জামালী। সে বোমা বহন করত এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকা ও লোকসমাবেশে বোমা নিক্ষেপ করত।

হাসান আল-বান্নাকে সালাফীদের পরিত্যাগ করার অন্যতম কারণ হলো—তিনি তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু কখনো এই বিষয়ে কথা বলতেন না। আমার এক বন্ধু ছিল। যার নাম সাইয়্যিদ সা‘দ। সে ইসমা‘ঈলিয়্যাহ গোত্রের লোক ছিল। হাসান আল-বান্না এমন লোকদের সাথে ওঠাবসা করতেন, যারা গাইরুল্লাহ’র কাছে ফরিয়াদ করে, রাসূলকে নূরের তৈরি বলে এবং তাবিজ-কবজ লটকায়। সাইয়্যিদ সা‘দ বান্নাকে বলল, ‘এগুলো কি শির্কের অন্তর্ভুক্ত নয়?! আপনি কি তাদেরকে এসব থেকে নিষেধ করবেন না?!’ তখন বান্না জবাব দিলেন, ‘দেরি আছে। এখনও নিষেধ করার সময় হয়নি।’ সা‘দ বলল, ‘আপনি যদি তাদেরকে শিক্ষা না দেওয়ার আগেই মারা যান, তখন কীরূপ হবে? তখন আল্লাহ’র সামনে আপনার অবস্থান কীরূপ হবে?’ বান্না বলেন, ‘কীভাবে জবাব দিব, সেটা আমি জানি!’ তখন সাইয়্যিদ সা‘দ বান্না’র নিকট থেকে তার দুই হাত গুটিয়ে নেয় এবং বান্নাকে পরিত্যাগ করে।

বান্না’র বিধ্বংসী মূলনীতিগুলোর অন্যতম তাঁর এই কথাটি—‘ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকারী সকল দল হকের উপর রয়েছে’। একারণে তাঁর দল সূফী, শী‘আ, খারিজী এবং আশ‘আরীদের একত্রিত করে।” [শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা খালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন ‘উসমান আল-মিসরী (হাফিযাহুল্লাহ), আত-তাফজীরাত ওয়াল আ‘মালুল ইরহাবিয়্যাতু ওয়াল মুযাহারাত মিন মানহাজিল খাওয়ারিজি ওয়াল বুগাত ওয়া লাইসাত মিন মানহাজিস সালাফিস সালিহ; পৃষ্ঠা: ৫-৭; সন ও প্রকাশনার নামবিহীন সফট কপি; গ্রন্থটি সম্পাদনা করে তাতে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ)]

১৩শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয আর-রাজিহী (হাফিযাহুল্লাহ)

·শাইখ পরিচিতি:
‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয আর-রাজিহী (হাফিযাহুল্লাহ) সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত ‘আলিমে দ্বীন। তিনি ১৩৬৫ হিজরী সনে সৌদি আরবের ক্বাসীম বিভাগের বুকাইরিয়াহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারী‘আহ অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ, ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তিনি কর্মজীবনে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক। ইমাম ইবনু বাযের কাছে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ ‘ইলমী অবস্থান ছিল। এমনকি ইমাম ইবনু বাযের কাছে বই সম্পাদনার জন্য পাঠানো হলে তিনি কখনো কখনো ‘আল্লামাহ রাজিহীকে দিয়ে সেই বই সম্পাদনা করাতেন এবং ‘আল্লামাহ রাজিহীর মন্তব্য শুনার পর বইটির ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পেশ করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনেক লিখন এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর তাহক্বীক্ব রয়েছে।

গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬২ হি./১৯৪৩ খ্রি.] বলেছেন, “শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয রাজিহী আমাদের একজন সম্মানিত ভাই, একজন ‘আলিম এবং একজন প্রতিভাবান মানুষ। তিনি শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বাযের ছাত্র। শাইখ ইবনু বাযের সাথে তাঁর খুবই শক্তিশালী সম্পর্ক ছিল।” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=KZx79-GSNMs (অডিয়ো ক্লিপ)]

আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: shrajhi.com.sa।

·আল্লামাহ রাজিহীর বক্তব্য:

আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয আর-রাজিহী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬০ হি.] কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে,

هل ثبت عن الشيخ ابن باز أنه كان يحذر من جماعة التبليغ والإخوان وأنهما من الفرق الهالكة أو الفرق الثنتين والسبعين؟

“শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে কি এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি তাবলীগ জামা‘আত এবং ব্রাদারহুড থেকে সতর্ক করেছেন, আর বলেছেন যে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত দলসমূহ তথা ৭২ ফিরক্বাহ’র অন্তর্ভুক্ত?”

শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) উত্তরে বলেছেন,
الأشرطة موجودة، الإخوان المسلمون من الفرق الضالة، وجماعة التبليغ إنهم من الصوفية.

“অডিয়ো ক্লিপস বিদ্যমান রয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুড পথভ্রষ্ট দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর তাবলীগ জামা‘আত সূফীদের অন্তর্ভুক্ত।”
[দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=YIGecEqktfI (অডিয়ো ক্লিপ)]

১৪শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ)

শাইখ পরিচিতি:
‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ) মিশরের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ‘আলিম এবং বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ১৯২৫ সালের ২২শে অক্টোবর মিশরের কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী এবং বড়ো ভাই ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না (রাহিমাহুমাল্লাহ)। ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কাছে এই প্রত্যাশা করেছিলেন যে, তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন। ফলে তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন।

ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] কে এরকম প্রশ্ন করা হয় যে, “মিশরে কাদের নিকট থেকে ‘ইলম নেওয়া হবে?” তিনি উত্তরে সর্বপ্রথম বলেন, “শাইখ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন আল-বান্না, যিনি ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না’র সহোদর।” [sahab.net]

মিশরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯৫৫ খ্রি.] বলেছেন, “সম্মানিত শাইখ মহান পিতা হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না আমাদের সকলের পিতা। মহান আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন। সালাফদের মানহাজের ভিত্তিতে আল্লাহ’র দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা অকৃতজ্ঞ হাদ্দাদী কিংবা অবাধ্য পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না।” [bayenahsalaf.com]

এই মহান ‘আলিমের অমূল্য খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: bayenahsalaf.com।

.

‘আল্লামাহ হাসান ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না’র বক্তব্য:

মিশরের প্রখ্যাত ফাক্বীহ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯২৫ খ্রি.] বলেছেন,

الأخرى الأحزاب جعل مما الإ سلام، ا سم ت حمل ول كنها الأخرى الأحزاب ب ق ية مع الـ حزب ي نظامها ف ي ت ت فق الإخوان جماعة وكانت
الإ سلام، ب ا سم الـ حكام مع الـ تنازع الـ سنة من ف ل يس الإخوان؛ ت ل ب يس من وهذا سيا سية، ف ي الإخوان جماعة ت دخل على ت ع ترض
الـ حكيمة الـ شرعية سيا سيته له الإ سلام ب ل والـ تخريـ بات، والمظاهرات بـ الهتافات علىهم والـ تمرد.
الـ خوارج ف هم والـ قط ب يين، الإخوان طريـ قة على أمرهم واقع ف ي وهم الـ سلـ فية، ب ا سم يـ تكلمون دعاة ي ظهر أن ب مكان الـ خطورة من وإن
الإرهابـ ية بـ الأعمال لـ لـ قيام الـ حرك يين لـ لخوارج الأمر يهـ يئون إنما ب الـ سلاح، ي خرجون لا لـ كن الـ ناس يهـ يجون الـ ذين الـ قعدية
الـ تخريـ بية.

“ব্রাদারহুডের দলীয় নীতিতে তাদের সাথে অন্যান্য দলের মিল রয়েছে। কিন্তু ব্রাদারহুড ইসলামের নাম ব্যবহার করে। ব্রাদারহুডের রাজনীতিতে প্রবেশ করার ব্যাপারে অন্যান্য দল অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করে, যা ব্রাদারহুডের ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের নামে শাসকদের সাথে বিবাদ করা এবং বিক্ষোভ, শ্লোগান ও বিপর্যয় সাধনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ইসলামের নিজস্ব প্রজ্ঞাপূর্ণ শার‘ঈ রাজনীতি রয়েছে।

বিপজ্জনক ব্যাপার হলো—কিছু দা‘ঈর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা সালাফিয়্যাহ’র নামে কথা বলে। বাস্তবে তারা ব্রাদারহুড এবং ক্বুত্বুবীদের আদর্শের উপর রয়েছে। তারা মূলত ক্বা‘আদী খারিজী, যারা মানুষকে উত্তেজিত করে, কিন্তু অস্ত্র নিয়ে বের হয় না। তারা বিপর্যয় সাধন ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার জন্য আন্দোলনকারী খারিজীদের মুবারকবাদ জানায়।” [শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা খালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন ‘উসমান আল-মিসরী (হাফিযাহুল্লাহ), আত-তাফজীরাত ওয়াল আ‘মালুল ইরহাবিয়্যাতু ওয়াল মুযাহারাত মিন মানহাজিল খাওয়ারিজি ওয়াল বুগাত ওয়া লাইসাত মিন মানহাজিস সালাফিস সালিহ; পৃষ্ঠা: ১৩; সন ও প্রকাশনার নামবিহীন সফট কপি; গ্রন্থটি সম্পাদনা করে তাতে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ)]

অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা

পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

-

- ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ‘আলিমে দ্বীন ছিলেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও উসূলবিদ ছিলেন। তিনি ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের ক্বাসিম বিভাগের ‘উনাইযাহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের কাছে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ইমাম ‘আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা‘দী, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

- তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবোর্ডের এবং সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ‘ইলমের সকল শাখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আর সেকারণে তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ, ক্বাওয়া‘ইদে ফিক্বহ, নাহু (আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র), বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র) ফারাইদ্ব (মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধীয় শাস্ত্র) প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ ও অডিয়ো ক্লিপস রয়েছে।

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] বলেছেন, “আমি একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যবান ‘আক্বীদাহ সংবলিত পুস্তিকা পড়লাম, যা সংকলন করেছেন আমাদের ভাই আল-‘আল্লামাহ সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন।” [ইমাম ইবনু ‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), ‘আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ; পৃষ্ঠা: ৩; বাদশাহ ফাহাদ লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২২ হিজরী (৪র্থ প্রকাশ)]

- ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.] কে প্রশ্ন করা হয়, “সৌদি আরবের ‘আলিমগণের মধ্যে আপনি কাদের থেকে ‘ইলম গ্রহণের নসিহত করেন? আর খুব ভালো হতো, যদি আপনি আমাদের কাছে কিছু (‘আলিমের) নাম বলেন।” তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) জবাবে বলেন, “আমি যাঁদের কাছ থেকে ‘ইলম গ্রহণের নসিহত করি এবং আমি যাঁদেরকে চিনি, তাঁরা হলেন—শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন ‘উসাইমীন (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ রাবী‘ বিন হাদী (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ)।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), তুহফাতুল মুজীব ‘আলা আসইলাতিল হাদ্বিরি ওয়াল গারীব; পৃষ্ঠা: ১৬৭; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]

- বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খ্রি.] বলেছেন, “আমি আপনাদের সামনে আজ রাতে সৌদি আরবের একজন মহান শাইখ, সৌদি আরবের একজন অন্যতম ‘আলিম, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের একজন অন্যতম ‘আলিম সম্পর্কে আলোচনা করব। ‘ইলমের পরিচর্যা ও প্রচার-প্রসারে এবং ত্বালিবুল ‘ইলমদের শিক্ষাদানে যাঁর অনেক বড়ো অবদান আছে। তিনি হলেন আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং স্বীয় প্রশস্ত জান্নাতে তাঁর আবাস নির্ধারণ করুন।” [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]

- মাদীনাহ’র প্রখ্যাত ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৭ হি.] বলেছেন, “আশ-শাইখ মুহাম্মাদ বিন ‘উসাইমীন হলেন আল-ইমাম, আল-ফাক্বীহ, আল-মুহাক্বক্বিক্ব, আল-মুদাক্বক্বিক্ব, আল-মুজতাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ)।” [ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ), আল-হাদ্দুল ফাসিল বাইনা মু‘আমালাতি আহলিস সুন্নাতি ওয়া আহলিল বাত্বিল; ১নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

এই মহান ‘আলিম ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন।

- ·১ম বক্তব্য:

সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য, বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.] বলেছেন—

الغربيين، وغير الغربيين نظر في الإسلام تشويه ازداد حكمة بغير يتصرفون الذين المسلمين الإخوان قضية ظهرت ولما أساءوا أنهم والحقيقة الله، سبيل في الجهاد من هذا أن منهم زعماً الناس، صفوف في المتفجرات يلقون الذين أولئك :بهم وأعني أحسنوا مما بكثير أكثر الإسلام وأهل الإسلام إلى.

- “যখন মুসলিম ব্রাদারহুডের সমস্যা উদ্ভূত হলো, যারা (ব্রাদারহুড) প্রজ্ঞাবিহীন আচরণ করে, তখন ওয়েস্টার্ন এবং নন-ওয়েস্টার্নদের দৃষ্টিতে ইসলামকে বিকৃতকরণের গোলযোগ বৃদ্ধি পেল। আমি এদের দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করছি, যারা মানুষের মাঝে বোমা নিক্ষেপ করে, এই ধারণাবশত যে, এটা আল্লাহ’র রাস্তায় জিহাদ করার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করেছে বেশি।”
[দ্র.:https://m.youtube.com/watch?v=HS3dWShCCHU (৮ সেকেন্ড থেকে ৪৪ সেকেন্ড পর্যন্ত)]

·২য় বক্তব্য:

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আতকে বিদ‘আতী বলেছেন।

- বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৭ হি.] বিষয়টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। শাইখ ‘উবাইদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,

رحمه عثيمين بن محمدًا الشيخ أن التربية وزارة في مدرس الرس أهالي من الخليفه العزيز عبد الشيخ عمر أبو أخونا حدثنا كما الله بدّع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ.

- آخرين رجلين معه وذكر الخليفة العزيز عبد الشيخ عمر أبو وحدثنا قال الجابري عبيد حدثنا قولوا عددكم كم حدثوا يستطلعون ممن أمثالكم وعلى عليكم ونكرره نقرره وهذا بالحكمة لكن تخشوا لا فيكم الله بارك بهذا حدثوا هذا على يشهدان عندنا ما لعون ويستطلعون صائدحنا.

“আমাদের ভাই আবূ ‘উমার আশ-শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয আল-খালীফাহ আমাদের কাছে প্রতিপালন মন্ত্রণালয়ের মুদার্রিস (শিক্ষক) আহালির রস (أهالي الرس) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আতকে বিদ‘আতী বলেছেন।

তোমরা এটা বর্ণনা করো। তোমাদের সংখ্যা কত? তোমরা বল, আমাদের কাছে ‘উবাইদ আল-জাবিরী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে আবূ ‘উমার আশ-শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয আল-খালীফাহ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর সাথে আরও দুইজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা এটা বর্ণনা করো। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দিন। তোমরা ভয় কোরো না। কিন্তু হিকমাহ সহকারে। আমরা এর স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমরা এটা বারবার বলছি তোমাদের কাছে এবং তোমাদের মতো যারা আমাদের নসিহত অনুসন্ধান করে, আর আমাদের নিকট কী রয়েছে তা অনুসন্ধান করে, তাদের কাছে।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/759 (টেক্সট সংগৃহীত হয়েছে সাহাব ডট নেট থেকে)]

১২শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ)

- ·শাইখ পরিচিতি:

- ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ‘আলিমে দ্বীন ছিলেন। তিনি ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেসব ‘আলিমের কাছে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম

কয়েকজন হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী, ইমাম ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী, ইমাম মুহাম্মাদ খালীল হাররাস প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তাঁর অন্যতম ছাত্র হলেন—ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী ও ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুমাল্লাহ)।

•

ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে দারস প্রদানের তাযকিয়্যাহ (রেকমেন্ডেশন) দিয়েছেন। ইমাম ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে রিয়াদের মা‘হাদুল ‘ইলমীতে দারস দেওয়ার জন্য রেকমেন্ড করেন এবং ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) এই রেকমেন্ডেশন সমর্থন করেন। এছাড়াও তিনি ইমাম ইবনু বায ও ইমাম আলবানী’র সময়ে মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং মাসজিদে নাবাউয়ীতে দারস দিয়েছেন।

•

ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] তাঁকে কিবারুল ‘উলামার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]

•

বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম তাক্বিউদ্দীন আল-হিলালী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.] ইমাম ইবনু বাযের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে ইমাম মুহাম্মাদ আল-বান্না’র বিনয় এবং উত্তম শিষ্টাচারের কথা ব্যক্ত করেছেন। বিষয়টি ইমাম ইবনু বাযের সাথে ‘আলিম ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আদান-প্রদানকৃত চিঠিপত্রের সংকলনে রয়েছে, যা এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

•

এই মহান ‘আলিম ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: markazmuaadh.com।

- .
- ইমাম মুহাম্মাদ আল-বান্না’র বক্তব্য:

•

মাসজিদুল হারামের প্রাক্তন মুদার্রিস এবং মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শাইখদের শাইখ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.] বলেছেন,

•

فتًى ك نت ول قد والان قلاب ات، المظاهرات طري ق نع وذلك ال بنا، ح سن :هو ال حدي ث ال عصر ف ي الحكَّام ع لى ال خروج ب دعة سنَّ من أول وكان حوال ي عمري وأنا- ال خوان شباب أ صاحب وك نت الم فلس ين، الإخوان حزب وأسَّس ال ساحة، ع لى ال بنا ح سن ظهر ح ينما ال عمر مُقتبل ف ي ون قول -ال وق ت ذاك ف ي م صر م لك- ف ؤاد ال م لك ق صر إل ى - س نوات ت سع:

- الْمَرَا اب ن ي ا ~ أن قرة إلَى.
- ت ركي أ صله ف ؤاد ال م لك أن وذلك.
- ومحمد ،مُنْجي ومحمد جمال ي، ح سن : شباب ث لاث ة أ صد ف يائ ي ضمن من وكان ال سنة، ب أن صار ال تحقت م١٩٣٦ سنة حوال ي وف ي دائمًا م نجي ومحمد جمال ي ح سن وكان ال ع ق يدة، س ل ف يي كانوا أنهم رغم الإخوان، ل جماعة ال سري ال تنظ يم من كانوا ال ثلاث ة وهؤلاء ب شار، ف قد :أمرهم عج يب من وهذا ال وهاب، ع بد واب ن ال ق يم، واب ن ت يم ية، اب ن ك لام ب ذكر ي جاري هما ال بنا وح سن ال س ل ف ية، ب ال ع ق يدة ان ي جهر ي صنعون كانوا ال نخل، عزب ة ف ي ف يلا ا س تأجروا وق د الأي ام، هذه ف ي الأدع ياء ب عض ك حال ب ها ي عم لون و لا ال س ل ف ية ي ع لمون كانوا ف يها ال ق ناب ل، وكان أجرؤهم ح سن جمال ي؛ ف هو الذي كان ي حمل ال ق ناب ل ي رم يها ف ي وي ال محلات ال تجاري ة، وف ي ال مج تمعات.
- س يد :وا سمه أ صدق ائ ي، أحد كان أنه وذلك ،أبدًا ف يهما ي تكلم و لا وال شرك، ال توح يد ي ع لم أنه ال بنا ح سن م فارق ات من وهذا والأح ج بة، ال تمائ م يُعلِّق ومَنْ ن ور، من خُلِق ال ر سول إن ي قول نْومَ الله ، ب غ ير ي س تغ يث مَنْ يُجالس ال بنا وكان الإ سماع ي ل ية، ف ي سعد مِتَّ إذا ك يف :ل ه ف قال وق ته؛ هذا ل يس ب عدي ن، :ي ج ي به ال بنا ف كان إع نه؟ ت نهاهم أ لا !ال شرك؟ من هذا أل يس :ل ه ي قول سعد س يد وكان ت رك ه ال بنا من ي دي ه سعد س يد ن فض وع ندها !أج يب ك يف أعرف أنا :ف أجاب الله ؟ ي دي ب ين موق فك ي كون ك يف ،تُعلِّمهم أن ق بل.
- ب ين ي جمع حزب ه كان ول ذلك حق، ع لى الإ سلام إل ى ال م ن ت س بة ال فرق كل إن :ق ول ه ال فا سدة ال بنا ت أ ص يلات ومن ال صوف ي، وال ش يعي، وال خارجي، والأ شعري. اه

•

•   “আধুনিক যুগে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিদ‘আত সর্বপ্রথম চালু করেছেন হাসান আল-বান্না। আর তা বিক্ষোভ-আন্দোলন এবং বিপ্লবের মাধ্যমে। যখন হাসান আল-বান্না’র আবির্ভাব ঘটল এবং তিনি যখন ‘আল-ইখওয়ানুল মুফলিসূন’ প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন আমি কিশোর ছিলাম।

আমি ব্রাদারহুডের যুবকদের সাথে ওঠাবসা করতাম, তখন আমার বয়স প্রায় ৯ বছর। তৎকালীন মিশরের বাদশাহ ফুআদের প্রাসাদের দিকে চেয়ে আমরা বলতাম, ‘হে ইবনুল মারা*, আঙ্কারা পর্যন্ত!’। আর এটা একারণে যে, বাদশাহ ফুআদ তুর্কী ছিলেন। [আর তুরস্কের রাজধানী হলো আঙ্কারা – সংকলক।]

- [(*) শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা (হাফিযাহুল্লাহ) ইমাম মুহাম্মাদ আল-বান্না’র এই কথার টীকা লিখতে গিয়ে বলেছেন, এই শব্দটি (মারা) মিশরের আম জনসাধারণের পরিভাষায় একটি খারাপ গালি। মানুষ এই কথা বলতে লজ্জা পেত। শাইখ এই কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, নাবী ﷺ এর আদর্শ পরিপন্থি ওই দলবাজদের খারাপ চরিত্রের বর্ণনা দেওয়ার জন্য। – সংকলক]

- ১৯৩৬ সালের দিকে আমি আনসারুস সুন্নাহ’য় যোগ দিই। তিনজন যুবক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল: হাসান জামালী, মুহাম্মাদ মুনজী, মুহাম্মাদ বাশার। তারা ব্রাদারহুডের গোপন সংগঠনের কর্মী ছিল। যদিও তারা ‘আক্বীদাহগতভাবে সালাফী ছিল। হাসান জামালী এবং মুহাম্মাদ মুনজী সর্বদাই প্রকাশ্যে সালাফী ‘আক্বীদাহ জাহির করত। আর হাসান আল-বান্না ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল ক্বাইয়্যিম এবং ইবনু ‘আব্দিল ওয়াহহাবের কথা বলে তাদের দুজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেন।

- তাদের এই বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক। তারা সালাফিয়্যাহ সম্পর্কে জানত, কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু দা‘ঈর মতো সে অনুযায়ী আমল করত না। তারা খেজুর বাগানের মধ্যে অবস্থিত বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। তারা সেখানে বোমা তৈরি করত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী ছিল হাসান জামালী। সে বোমা বহন করত এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকা ও লোকসমাবেশে বোমা নিক্ষেপ করত।

- হাসান আল-বান্নাকে সালাফীদের পরিত্যাগ করার অন্যতম কারণ হলো—তিনি তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু কখনো এই বিষয়ে কথা বলতেন না। আমার এক বন্ধু ছিল। যার নাম সাইয়্যিদ সা‘দ। সে ইসমা‘ঈলিয়্যাহ গোত্রের লোক ছিল। হাসান আল-বান্না এমন লোকদের সাথে ওঠাবসা করতেন, যারা গাইরুল্লাহ’র কাছে ফরিয়াদ করে, রাসূলকে নূরের তৈরি বলে এবং তাবিজ-কবজ লটকায়। সাইয়্যিদ সা‘দ বান্নাকে বলল, ‘এগুলো কি শির্কের অন্তর্ভুক্ত নয়?! আপনি কি তাদেরকে এসব থেকে নিষেধ করবেন না?!’ তখন বান্না জবাব দিলেন, ‘দেরি আছে। এখনও নিষেধ করার সময় হয়নি।’ সা‘দ বলল, ‘আপনি যদি তাদেরকে শিক্ষা না দেওয়ার আগেই মারা যান, তখন কীরূপ হবে? তখন আল্লাহ’র সামনে আপনার অবস্থান কীরূপ হবে?’ বান্না বলেন, ‘কীভাবে জবাব দিব, সেটা আমি জানি!’ তখন সাইয়্যিদ সা‘দ বান্না’র নিকট থেকে তার দুই হাত গুটিয়ে নেয় এবং বান্নাকে পরিত্যাগ করে।

বান্না’র বিধ্বংসী মূলনীতিগুলোর অন্যতম তাঁর এই কথাটি—‘ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকারী সকল দল হকের উপর রয়েছে’। একারণে তাঁর দল সূফী, শী‘আ, খারিজী এবং আশ‘আরীদের একত্রিত করে।” [শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা খালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন ‘উসমান আল-মিসরী (হাফিযাহুল্লাহ), আত-তাফজীরাত ওয়াল আ‘মালুল ইরহাবিয়্যাতু ওয়াল মুযাহারাত মিন মানহাজিল খাওয়ারিজি ওয়াল বুগাত ওয়া লাইসাত মিন মানহাজিস সালাফিস সালিহ; পৃষ্ঠা: ৫-৭; সন ও প্রকাশনার নামবিহীন সফট কপি; গ্রন্থটি সম্পাদনা করে তাতে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ)]

১৩শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয আর-রাজিহী (হাফিযাহুল্লাহ)

শাইখ পরিচিতি:

- ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয আর-রাজিহী (হাফিযাহুল্লাহ) সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত ‘আলিমে দ্বীন। তিনি ১৩৬৫ হিজরী সনে সৌদি আরবের ক্বাসীম বিভাগের বুকাইরিয়াহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারী‘আহ অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ, ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তিনি কর্মজীবনে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক। ইমাম ইবনু বাযের কাছে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ

‘ইলমী অবস্থান ছিল। এমনকি ইমাম ইবনু বাযের কাছে বই সম্পাদনার জন্য পাঠানো হলে তিনি কখনো কখনো ‘আল্লামাহ রাজিহীকে দিয়ে সেই বই সম্পাদনা করাতেন এবং ‘আল্লামাহ রাজিহীর মন্তব্য শুনার পর বইটির ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পেশ করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনেক লিখন এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর তাহক্বীক্ব রয়েছে।

•

গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬২ হি./১৯৪৩ খ্রি.] বলেছেন, “শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয রাজিহী আমাদের একজন সম্মানিত ভাই, একজন ‘আলিম এবং একজন প্রতিভাবান মানুষ। তিনি শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বাযের ছাত্র। শাইখ ইবনু বাযের সাথে তাঁর খুবই শক্তিশালী সম্পর্ক ছিল।” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=KZx79-GSNMs (অডিয়ো ক্লিপ)]

•

আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: shrajhi.com.sa।

•

• ‘আল্লামাহ রাজিহীর বক্তব্য:

•

আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল ‘আযীয আর-রাজিহী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৬০ হি.] কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে,

•

هل ثبت عن الشيخ ابن باز أنه كان يحذر من جماعة التبليغ والإخوان وأنهما من الفرق الهالكة أو الفرق الثنتين والسبعين؟

•

“শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে কি এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি তাবলীগ জামা‘আত এবং ব্রাদারহুড থেকে সতর্ক করেছেন, আর বলেছেন যে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত দলসমূহ তথা ৭২ ফিরক্বাহ’র অন্তর্ভুক্ত?”

•

শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) উত্তরে বলেছেন,

• الأشرطة موجودة، الإخوان المسلمون من الفرق الضالة، وجماعة التبليغ إنهم من الصوفية.

•

“অডিয়ো ক্লিপস বিদ্যমান রয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুড পথভ্রষ্ট দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর তাবলীগ জামা‘আত সূফীদের অন্তর্ভুক্ত।” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=YIGecEqktfI (অডিয়ো ক্লিপ)]

• .

১৪শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ)

• শাইখ পরিচিতি:

• ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ) মিশরের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ‘আলিম এবং বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ১৯২৫ সালের ২২শে অক্টোবর মিশরের কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী এবং বড়ো ভাই ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না (রাহিমাহুমাল্লাহ)। ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কাছে এই প্রত্যাশা করেছিলেন যে, তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন। ফলে তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন।

•

ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] কে এরকম প্রশ্ন করা হয় যে, “মিশরে কাদের নিকট থেকে ‘ইলম নেওয়া হবে?” তিনি উত্তরে সর্বপ্রথম বলেন, “শাইখ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন আল-বান্না, যিনি ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না’র সহোদর।” [sahab.net]

•

মিশরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯৫৫ খ্রি.] বলেছেন, “সম্মানিত শাইখ মহান পিতা হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না আমাদের সকলের পিতা। মহান আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন। সালাফদের মানহাজের ভিত্তিতে আল্লাহ’র দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা অকৃতজ্ঞ হাদ্দাদী কিংবা অবাধ্য পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না।” [bayenahsalaf.com]

‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’সিরিজের-সকল-পর্বের লিংক-(ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে)

•

এই মহান ‘আলিমের অমূল্য খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: bayenahsalaf.com।

- ‘আল্লামাহ হাসান ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না’র বক্তব্য:

- মিশরের প্রখ্যাত ফাক্বীহ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯২৫ খ্রি.] বলেছেন,

- الأحزاب جعل مما الإ سلام، ا سم ت حمل ول كنها الأخرى الأحزاب ب ق ية مع ال حزب ي نظامها ف ي ت ت فق الإخوان جماعة وكانت ب ا سم ال حكام مع ال تنازع ال سنة من ف ل يس الإخوان؛ ت ل ب يس من وهذا س يا س ية، ف ي الإخوان جماعة ت دخل ل ىع ت ع ترض الأخرى ال حك يمة ال شرع ية س يا س ي ته له الإ سلام ب ل وال تخري بات، والمظاهرات ب اله تاف ات ع ل يهم وال تمرد الإ سلام،.

- ف هم وال قط ب ي ين، الإخوان طري قة ع لى أمرهم واق ع ف ي وهم ال سل ف ية، ب ا سم ي تكلمون دعاة ي ظهر أن ب مكان ال خطورة من وإن الإرهاب ية ب الأعمال ل ل ق يام ال حرك ي ين ل لخوارج الأمر ي ه ي ئون إنما ب ال سلاح، ي خرجون لا ل كن ال ناس ي ه يجون ال ذي ن ال قعدية ال خوارج ال تخري ب ية.

•

“ব্রাদারহুডের দলীয় নীতিতে তাদের সাথে অন্যান্য দলের মিল রয়েছে। কিন্তু ব্রাদারহুড ইসলামের নাম ব্যবহার করে। ব্রাদারহুডের রাজনীতিতে প্রবেশ করার ব্যাপারে অন্যান্য দল অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করে, যা ব্রাদারহুডের ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের নামে শাসকদের সাথে বিবাদ করা এবং বিক্ষোভ, শ্লোগান ও বিপর্যয় সাধনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ইসলামের নিজস্ব প্রজ্ঞাপূর্ণ শার‘ঈ রাজনীতি রয়েছে।

- বিপজ্জনক ব্যাপার হলো—কিছু দা‘ঈর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা সালাফিয়্যাহ’র নামে কথা বলে। বাস্তবে তারা ব্রাদারহুড এবং কুত্বুবীদের আদর্শের উপর রয়েছে। তারা মূলত ক্বা‘আদী খারিজী, যারা মানুষকে উত্তেজিত করে, কিন্তু অস্ত্র নিয়ে বের হয় না। তারা বিপর্যয় সাধন ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার জন্য আন্দোলনকারী খারিজীদের মুবারকবাদ জানায়।” [শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা খালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন ‘উসমান আল-মিসরী (হাফিযাহুল্লাহ), আত-তাফজীরাত ওয়াল আ‘মালুল ইরহাবিয়্যাতু ওয়াল মুযাহারাত মিন মানহাজিল খাওয়ারিজি ওয়াল বুগাত ওয়া লাইসাত মিন মানহাজিস সালাফিস সালিহ; পৃষ্ঠা: ১৩; সন ও প্রকাশনার নামবিহীন সফট কপি; গ্রন্থটি সম্পাদনা করে তাতে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ)]

- অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা

- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

৮ম পর্ব | ১৫শ অধ্যায়: ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ), ১৬শ অধ্যায়

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

৮ম পর্ব | ১৫শ অধ্যায়: ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ), ১৬শ অধ্যায়: ইমাম আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ) এবং ১৭শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন রমাযান আল-হাজিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

- এই পর্বে থাকছে ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী, ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ এবং ‘আল্লামাহ রমাযান আল-হাজিরী’র ফাতাওয়া।

১৫শ অধ্যায়: ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ)

- · শাইখ পরিচিতি:

- ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) বর্তমান যুগের বয়োজ্যেষ্ঠ ‘আলিমদের একজন। তিনি হলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও উসূলবিদ। তিনি ১৩৫৭ হিজরী সনে মাদীনাহ’র ওয়াদিউল ফারা‘ নামক উপত্যকার আল-ফাক্বীরাহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন—ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ) প্রমুখ। তিনি কর্মজীবনে মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ছোটোবড়ো বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং নিজেও স্বতন্ত্রভাবে বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

-

- ইমাম আহমাদ আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ)’র কাছে কতিপয় ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়, যারা ইমাম ‘উবাইদের ব্যাপারে বলছে যে, তিনি ‘আলিম নন। তখন ইমাম নাজমী জবাবে বলেন যে, “এটা গোঁড়া জিদকারী ব্যক্তির কথা।” এরপর তিনি এই কথার কঠিন প্রতিবাদ করেন। [sahab.net]

-

অনুরূপভাবে ইমাম সালিহ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ)’র কাছে কতিপয় ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়, যারা ইন্টারনেটে ইমাম ‘উবাইদের নিন্দা করে। ইমাম লুহাইদান জবাবে বলেন, “তাদের প্রতি আমার নসিহত থাকবে, তারা যেন আল্লাহ’র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাওবাহ করে এবং নিন্দা-সমালোচনা করা থেকে বিরত হয়।” [bayenahsalaf.com]

-

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [মৃত: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] ইমাম ‘উবাইদের ব্যাপারে বলেছেন, “যে ব্যক্তি তাঁর নিন্দা করে এবং বলে যে, তিনি অজ্ঞ, সে শয়তানদের রাস্তা অবলম্বন করছে এবং সালাফী মানহাজের ‘আলিমদের নিন্দা করার ক্ষেত্রে হিযবীদের রাস্তা অবলম্বন করছে। শাইখ ‘উবাইদ ওই শ্রেষ্ঠ সালাফী ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা পরহেজগারিতা, দুনিয়াবিমুখতা ও সত্যকথনের ব্যাপারে সুপরিচিত।” [sahab.net]

-

ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, “আল্লাহ’র কসম! ‘উবাইদ সালাফিয়্যাহ’য় একজন ইমাম।” [প্রাগুক্ত]

-

উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্য অধ্যাপক ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বাযমূল (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, “শাইখ ‘উবাইদ (হাফিযাহুল্লাহ) এই যুগের সুন্নাহ’র ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বিদ‘আতী ও শরিয়ত বিরোধীদের রদ করার ক্ষেত্রে একজন মুজাহিদ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ‘ইলম প্রচারে তাঁর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ও শ্রম রয়েছে।” [প্রাগুক্ত]

-

মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্দুর রহমান আল-বুখারী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, “নিশ্চয় শাইখ ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) আহলুস সুন্নাহ’র একজন অন্যতম ‘আলিম।” [প্রাগুক্ত]

-

আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত:bayenahsalaf.com ও sahab.net।

- ·

- ১ম বক্তব্য:

- বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৭ হি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—

-

السؤال: فضيلة الشيخ ما كم رأي فيمن يقول: نجتمع فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟

- الجواب: أقول لم يعبروا ما شاءوا، فهذه العبارة التي تضمنها السؤال وما يرادفها من العبارات، من هي العبارات من أهل الأهواء، من الإخوان جماعة- المسلمين للإخوان قاعدة بعد من صارت أولاً،ثم للمنار قاعدة كانت التي والتعاون المعذرة قاعدة وهي وغيرها؛ إخوانيةٍ دورة في جلسات،ومنها عدة في بيت تفصيل القاعدة هذه على وتكلمت -مصر في سنة ٨٠ أو ٧٠ نحو قبل البنا، حسن أسسها التي الشريط ذلك إلى فليرجع - الله رحمه إبراهيم بن محمد الإمام دورة أعني- العام هذا منعقدةالجدة.

-

- প্রশ্ন: “সম্মানিত শাইখ, যে ব্যক্তি বলে, ‘আমরা যে ব্যাপারে একমত, সে ব্যাপারে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব, আর যে ব্যাপারে আমরা একমত নই, সে ব্যাপারে আমরা একে অপরকে মার্জনা করব’, তার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?”

-

উত্তর: “আমি বলি, তারা যা বলতে চায় বলুক। প্রশ্নে উল্লিখিত কথা এবং এর সমার্থবোধক কথা বিদ‘আতীদের কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন: ইখওয়ানী ও অন্যান্যরা। এটা মার্জনা ও সহযোগিতার মূলনীতি, যা প্রথমে (রাশীদ রিদ্বা প্রণীত) আল-মানারের মূলনীতি ছিল। পরবর্তীতে এটা মুসলিম ব্রাদারহুডের মূলনীতিতে পরিণত হয়। মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠা করেছেন হাসান আল-বান্না, প্রায় ৭০ বা ৮০ বছর আগে। আমি অনেক বৈঠকে এই মূলনীতির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তন্মধ্যে এই বছর জেদ্দায় অনুষ্ঠিত অধিবেশন –অর্থাৎ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (রাহিমাহুল্লাহ)’র অধিবেশন– অন্যতম। সুতরাং কেউ চাইলে ওই অধিবেশনের অডিয়ো ক্লিপ শুনতে পারে।” [দ্র.: “আল-ঈদ্বাহু ওয়াল বায়ান ফী কাশফি বা‘দ্বি ত্বারাইক্বিল ইখওয়ান”– শীর্ষক অডিয়ো ক্লিপ; ফাতওয়া’র অডিয়ো লিংক: https://ar.alnahj.net/audio/767.]

- ·২য় বক্তব্য:

-

ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,

-

على هذا الم يلادي، ال عشري ن ال قرن من ذ تصف ف ي أظن مصر، ف ي ال بنا حسن أن شئها ال تي– المسلم ين الإخوان جماعة ن شئت ح ينما
–ب ها؟ ودعا لها، وأسَّسَ ال قاف لة، هذه ال بنا حسن أظهر ك يف ب الم يلادي، ن ؤرخ لا ون حن هم ت اري خهم

- م ف توحة الإخوان وب يوت الإخوان مراكز أن : منها ك لمات وق ال مصر، ف ي (وال ش يعة ال سنة ب ين ال ت قريب دار) أن شأ :ف أولا
: منها ب م قولات ويلِيِّنهم عواط فهم ويُدغدغ ال حج ف ي ب هم يَتَّصِلُ وكان صد فوي، ن واف م ثل ال راف ضة ك بار ي س تضيف وكان ل ل ش يعة،
ع ل يه الله ص لى ال ن بي أ صحاب سبُّ ف أي ن .كالم تعة» ح لها ي مكن ب س يطة أمور وب ي نكم وب ي ن نا اخ تلاف، وب ي نكم ن ناب ي ل يس»
الم ن تظر، المهدي ي ظهر ح تى معه ي تعاملون ف هم محرّف؟ ال قرآن إن ق ولهم أي ن س ب عة؟ أو ع شرة أو ث لاث ة إلا ت ك ف يرهم أي ن ب ل و س لم،
م قولات من ك لها هذه ب ال به تان؟ –و س لم ع ل يه الله ص لى– الخلْق س يد زوج المؤم ن ين أم –ع نها الله ر ضي– عائ شة ع لى ق ولهم وأي ن
ال راف ضة غاف ل ت ع نها حسن ال ب نا، ولم ي رَها؛ ش ي ئا لأن ه ي جمع ويُقَمِّش ويُلَفِّق.

- ب ي ن نا ل يس» : ق ال ك فري ة، الم قالة ل كن ،–ال ب نا أك فر أن ي عنِّي ت ن قلوا و لا– الح ق يقة ف ي ك فري ة هي م قولة ق ال :وث ان يا
و لا» : الآي ة ب هذه ب قول ه وا س تدل وم صاف تهم»، ب مودت هم أمرن ا والله اق ت صادي ة، خ صومة وب ي نهم ب ي ن نا وإنما ،دينيّة خ صومة ال يهود وب ين
ت جادلوا أهل ال ك تاب إلا ب ال تي هي أح سن»، وهذه رواها ع نه محمود ع بد ال حل يم –وهو من خواص ه– ف ي ك تاب ه «أحداث الإخوان صنعت
ال تاري خ».

- ث م ب عد ذل ك كلّ مَن كان ع لى منهج البنّا ومنهج الإخوان الم سلم ين ف ي ال دعوة ع لى هو هذه ال قاعدة؛ ف ان طل قت منها ال دعوة إل ى
وحدة الأدي ان، والحوار ب ين الأدي ان؛ ف لا ت جد إخوانيًا إلاَّ جَلْدًا وهو ع لى ال ت قري ب؛ وأجل د ال نا من عرف ف ي هذه ال دعوة : ح سن ب ن ع بد الله
ال ترابي ال سوداني، وي و سف ال قرضاوي ف يو سف المصري؛ ال قرضاوي ع ندي– و ع لى وث ائ ق ما ق له أن –ع نه يُسمي هذه ال قاعدة ال قاعدة ب
ال ذهب ية، ويعلِّلُ ال دعوة إل ى وحدة الأدي ان بأنَّ الح ياة ت تسع ت تسع لأك ثر من لأك ثر وتتَّسع ح ضارة، من دي ن، ب ل الدي ن الواحد ي ت تسع ي ثر لأك
من جاء؛ ف هي مطَّاطية ت تسع ي عدة ل ع مشاري ع ي ن شئها ي قرضاوي ال ومَن ع لى لت ه، شاك ل يس هو ل ي دين ع ن يي مطّاط ي تسع ي عدة ل ع جاءت الذي الإ سلام ديِن
ب ه ال رسل عل يهم ال صلاة وال سلام وهو «ال ت سلام لله»، ال توح يد ب ال ق ياد والان قياد ل ه ب الطاعة، وال براءة من ال شرك» ، وأهله» لا الإ سلام مجرد
دعوة ت جم يع ي ة ت ل ف ي ق ي ة ت ضم مَن ت ضم .ت هكذا ن دع؛ ال قرضاوي، ال راف ضة، ف ي ة وال صوف أ صحاب وحدة، ال وجود، ال باط ن ية، وال
ال حل ول ية، وال ق بوري ة هم م سلمون حقًّا ناء ب ع لى هذه ال قاعدة؛ لأن هم مج تمعون مع ر سائ أهل الإ سلام وأهل ال سنة ع لى ال قول لا إل ه إلا
ادُّاج ته ب ه أدَّى ما إل ى ف و صل اج تهد كلٌّ إذًا ذل ك؛ عدا ف يما ومخ تل فون الله ،

-

- “যখন মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্ম হলো –মিশরে যে দলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন হাসান আল-বান্না। সম্ভবত খ্রিষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এটা তাদের ইতিহাসে রয়েছে। আমরা খ্রিষ্টীয় তারিখ অনুযায়ী ইতিহাস গণনা করি না। (তাদের ইতিহাসে আছে) কীভাবে হাসান আল-বান্না এই কাফেলা উদ্ভাবন করলেন, এটাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং এর দা‘ওয়াত দিলেন?– তখন তিনি মিশরে “সুন্নী ও শী‘আ সম্প্রদায়কে নিকটবর্তীকরণের কার্যালয়” প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি কিছু কথা বললেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো—ব্রাদারহুডের কার্যালয় এবং বাড়িঘর শী‘আদের জন্য উন্মুক্ত।

-

তিনি রাফিদ্বী শী‘আদের নেতাদের নিমন্ত্রণ করতেন। যেমন: নাওয়াফ সাফাউয়ী। তিনি হাজ্জে গিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করতেন, তাদের আবেগে সুড়সুড়ি দিতেন এবং বেশ কিছু কথাবার্তা বলে তাদেরকে শিথিল করতেন। সেসকল কথাবার্তার মধ্যে অন্যতম হলো—আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কিছু ছোটোখাটো মতবিরোধ আছে, যা সমাধান করা সম্ভব; যেমন: মুত‘আহ বিবাহ। [মু‘জামুল

ওয়াসীত্ব প্রণেতা বলেছেন, মুত‘আহ বিবাহ মানে কোনো নারীকে তুমি বিবাহ করে একটি (নির্দিষ্ট) সময়ের জন্য উপভোগ করবে, কিন্তু তুমি নিজের জন্য তাকে স্থায়ী করতে চাইবে না। – সংকলক]

•

কিন্তু কোথায় গেল নাবী ﷺ এর সাহাবীদেরকে গালি দেওয়ার মতো বিষয়? বরং কোথায় গেল তিনজন বা দশজন বা সাতজন ছাড়া বাকি সাহাবীদেরকে কাফির বলার মতো বিষয়? কোথায় গেল শী‘আদের এই কথা—‘নিশ্চয় ক্বুরআন বিকৃত’? তারা তাঁর (বান্না’র) সাথে পারস্পরিক সহযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল, এমনকি (শী‘আদের বিশ্বাস অনুযায়ী) প্রতীক্ষিত মাহদী’র আবির্ভাব ঘটল! কোথায় গেল সৃষ্টিকুলের নেতার ﷺ স্ত্রী মু’মিনদের জননী ‘আইশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা)’র প্রতি তাদের মিথ্যা অপবাদ প্রদান? এগুলো সবই রাফিদ্বী শী‘আদের কথা, যা থেকে হাসান আল-বান্না গাফিল হয়েছেন। তিনি এগুলোকে কিছুই মনে করেন না। কেননা তিনি ঐক্যবদ্ধ করছেন, জমা করছেন, জোড়া লাগাচ্ছেন!

•

দ্বিতীয়ত, তিনি এমন একটি কথা বলেছেন যা মূলত কুফরি কথা। তোমরা আবার আমার নিকট থেকে এরকম বর্ণনা কোরো না যে, আমি বান্নাকে কাফির বলি। কিন্তু তাঁর বলা কথাটি কুফরি কথা। তিনি বলেছেন, “আমাদের এবং ইহুদিদের মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিরোধ নেই। বরং আমাদের এবং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের প্রতি ভালোবাসার এবং তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।” তিনি এই আয়াত থেকে তার কথার দলিল গ্রহণ করেছেন—“আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে বিতর্ক কোরো না।” (সূরাহ ‘আনকাবূত: ৪৬)

• এই কথা তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছে তাঁরই খাস লোক মাহমূদ ‘আব্দুল হালীম, তার লেখা “আল-ইখওয়ান: আহদাসুন সানা‘আতিত তারীখ” গ্রন্থে।

•

তারপর দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে যারাই বান্না ও মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজের উপর রয়েছে, তারাই এই মূলনীতি অনুসরণ করে। এরপর এই দা‘ওয়াত বিভিন্ন ধর্মকে এক করার এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মতাদর্শ বিনিময়ের দা‘ওয়াতের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং তুমি এমন কোনো পাক্কা ইখওয়ানীকে পাবে না, যে বিভিন্ন ধর্মকে নিকটবর্তীকরণের আদর্শের উপর নেই। এই দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা যাদেরকে চিনি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় হলো—হাসান বিন ‘আব্দুল্লাহ আত-তুরাবী আস-সূদানী এবং ইউসুফ আল-ক্বারদ্বাউয়ী আল-মিসরী।

•

ইউসুফ আল-ক্বারদ্বাউয়ী –আমি তার নিকট থেকে যা বর্ণনা করছি, তার প্রমাণ আছে আমার কাছে– এই মূলনীতিকে সোনালী মূলনীতি বলেছে। আর সে বিভিন্ন ধর্মকে এক করার কারণ হিসেবে বলেছে, “জীবন একাধিক সংস্কৃতিকে ধারণ করে, একাধিক দ্বীনকে ধারণ করে। বরং একটি দ্বীন একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে।” এটা হলো রাবারের মতো ব্যাপার। অর্থাৎ, রাবারের মতো প্রসারণযোগ্য দ্বীন, যা অনেকগুলো শরিয়ত ধারণ করে, যে শরিয়তগুলো ক্বারদ্বাউয়ী এবং তার মতো ব্যক্তিরা তৈরি করছে। এটা দ্বীনে ইসলাম নয়, যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন রাসূলগণ (‘আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম)। আর তা হলো তাওহীদ-সহ আল্লাহ’র কাছে আত্মসমর্পন করা, আনুগত্য-সহ তাঁর অনুসরণ করা এবং শির্ক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত হওয়া।

•

ক্বারদ্বাউয়ীর নিকট ইসলাম হচ্ছে স্রেফ ঐক্য প্রতিষ্ঠাকারী নবউদ্ভাবিত দা‘ওয়াত, যা সবাইকে নিজের মধ্যে শামিল করে। তাহলে রাফিদ্বী শী‘আ সম্প্রদায়, সূফী সম্প্রদায়, সর্বেশ্বরবাদী সম্প্রদায়, বাত্বিনী শী‘আ সম্প্রদায়, কবরপূজারী সম্প্রদায়—এরা সবাই এই মূলনীতি অনুযায়ী প্রকৃত মুসলিম! কেননা তারা সকল মুসলিম এবং আহলুস সুন্নাহ’র সাথে এই কথার ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তবে তারা অন্য বিষয়ে একমত নয়। সুতরাং সবাই ইজতিহাদ করেছে। তারপর প্রত্যেকের ইজতিহাদ যা সম্পাদন করেছে, তারা সেই পর্যন্ত পৌঁছেছে।” [ইমাম ‘উবাইদ প্রণীত “উসূল ওয়া ক্বাওয়া‘ইদ ফিল মানহাজিস সালাফী”– এর দ্বিতীয় অডিয়ো ক্লিপ;

গৃহীত: www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=27409.]

• ·৩য় বক্তব্য:

•

ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,

• من لـي تـ يـسر ما وذكرتُ الـجماعة هذه فـ ي تكلمتُ وقـد ،مُضلة ضالـة كُلُّها الـ تي الـحديـ ثة الدَّعوية الـجماعات إحدى الإخوان وجماعةُ دورة الأخـ يرة، جدة دورة فـ ي الـ شـ بكة وعـ بر الـحاضريـ ن بـ ه حدَّثتُ ما ومـنها رطةالأشـ تـ لك إلـى فليُرجع ،وعقدياً منهجياً عـنها، الـ تاريـخي الـ سرد الله رحمه إبـ راهيم بـ ن محمد الإمام .

•

“আর মুসলিম ব্রাদারহুড ওই সকল আধুনিক দা‘ওয়াতী দলের অন্তর্ভুক্ত, যেসকল দলের সবই ভ্রষ্ট এবং ভ্রষ্টকারী। আমি এই দলের ব্যাপারে কথা বলেছি এবং যতদূর সম্ভব ‘আক্বীদাহ ও মানহাজগত দিক থেকে এর ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেছি। সুতরাং যে চায়, সে যেন ওই অডিয়ো ক্লিপগুলো শোনে। সেই ক্লিপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সেই ক্লিপ, যাতে আমি জেদ্দার সর্বশেষ অধিবেশনে –ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (রাহিমাহুল্লাহ)’র অধিবেশন– উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাথে এবং ইন্টারনেটে কথা বলেছি।” [দ্র.: https://ar.alnahj.net/audio/705 (টেক্সট-সহ অডিয়ো ক্লিপ)]

- · ৪র্থ বক্তব্য:
-

ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়া—

- الـمـسـلمون الإخـوان حولـهم يـ حوم الـذيـ ن الـ سـ لـ فـ يـ ين ةلـ لإخو الـ توجـ يه فـ ضـ يـ لـ تكم من يـ رجو أنـه الـ كريـ م سائـ لـ نا يـ قول :الـ سؤال معهم؟ إخواذ نا بـ عض انـ خرط وقـ د الـ فرق، من وغـ يرهم والـ جهاديـ وون
- الـ حد» بـ عـ نوان الـ سحاب فـ ي منشورًا وأظـ نه سـ نوات، عدة قـ بل معـى كـان لقاءً يـ راجعوا أن وغـ يره الـ سائـ ل من أرجو أولًا :الـ جواب فـ ي معهم الإنـ خراط يـ جوز فـ لا الـمـضـلة، الـمـلـ تدعة الـ ضالـة الـ فرق من الـ تـ بـ لـ يغ وجماعة الـمـسـلـمـ ين الإخـوان أن فـ يه ما خلاصـة الـ فاصـل» أعمالـهم.
-

প্রশ্ন: “আমাদের সম্মানিত প্রশ্নকারী বলছেন যে, তিনি আপনার নিকট থেকে সেসব সালাফী ভাইদের জন্য দিকনির্দেশনা চাচ্ছেন, যাদের আশেপাশে মুসলিম ব্রাদারহুড, জিহাদিস্ট এবং অন্যান্য দল ঘোরাফেরা করে। আমাদের কিছু ভাই তাদের দলে যোগ দিয়েছে।”

-

উত্তর: “প্রথমত, আমি প্রশ্নকারী এবং অন্যান্যদের কাছে আশা করব, তারা যেন কয়েক বছর আগে আমার দেওয়া সাক্ষাৎকারটি নিরীক্ষা করে। সম্ভবত সাক্ষাৎকারটি সাহাব ডট নেটে ‘আল-হাদ্দুল ফাসিল’ শিরোনামে পোস্ট করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারে যা আছে তার সারসংক্ষেপ হলো—মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আত ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী বিদ‘আতী দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাদের কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সংযুক্ত হওয়া বৈধ নয়।”
[দ্র.: https://ar.alnahj.net/audio/622.]

-

▌১৬শ অধ্যায়: ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ)

- ·
- শাইখ পরিচিতি:
-

ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ আল-‘আব্বাদ আল-বদর (হাফিযাহুল্লাহ) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। তিনি ১৩৫৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের যুলফা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত ‘আলিমগণের সান্নিধ্যে থেকে ‘ইলম হাসিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ, ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী, ‘আল্লামাহ ‘আব্দুর রহমান আল-আফরীক্বী (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

-
- তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন ইমাম ইবনু বায। ইমাম ইবনু বাযের মৃত্যুর পর তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হয়েছিলেন। তিনি মাসজিদে নাবাউয়ীতে ১৪০৬ হিজরী থেকে দারস দিয়ে আসছেন। তিনি এখানে সম্পূর্ণ ‘কুতুবুস সিত্তাহ’-সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের দারস দিয়েছেন।
-
- শাইখ ‘আব্বাদ ইমাম মাহদীর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ’র ‘আক্বীদাহ সম্পর্কে একটি তথ্যসমৃদ্ধ লেকচার প্রদান করলে শাইখুল ইসলাম ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] তাঁর প্রশংসা করে বলেন, “আমরা আমাদের লেকচারার সম্মানিত উস্তায আশ-শাইখ ‘আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ আল-‘আব্বাদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই ব্যাপক ও মূল্যবান লেকচার প্রদান করার জন্য। নিশ্চয় তিনি সুন্দরভাবে বলেছেন এবং লোকদেরকে ভালোভাবে অবহিত করেছেন।” [sahab.net]
-
- ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.] কে প্রশ্ন করা হয়, “সৌদি আরবের ‘আলিমগণের মধ্যে আপনি কাদের থেকে ‘ইলম গ্রহণের নসিহত করেন? আর খুব ভালো হতো, যদি আপনি আমাদের কাছে কিছু (‘আলিমের) নাম বলেন।” তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) জবাবে বলেন, “আমি যাঁদের কাছ থেকে ‘ইলম গ্রহণের নসিহত করি এবং আমি যাঁদেরকে চিনি, তাঁরা হলেন—শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন ‘উসাইমীন (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ রাবী‘ বিন হাদী (হাফিযাহুল্লাহ), শাইখ ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ)।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), তুহফাতুল মুজীব ‘আলা আসইলাতিল হাদ্বিরি ওয়াল গারীব; পৃষ্ঠা: ১৬৭; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]
-

- প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪১৮ হি.] বলেছেন, “নিশ্চয় পরহেজগারিতার ক্ষেত্রে শাইখ ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদের মতো আর কাউকে আমার দুচোখ দেখেনি।” [sahab.net]
-
- ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, “ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (মাদীনাহ) হচ্ছে আল-‘আব্বাদ, আয-যাইদ এবং শাইখ ইবনু বাযের বিশ্ববিদ্যালয়।” [sahab.net] এই তিনজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন।
-
- ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.] সালাফদের কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করার পর বর্তমান যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ‘আলিমের কিতাবের কথা বলেন। সেখানে তিনি শাইখ ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদের কিতাবের কথা বলেছেন। [sahab.net]
-
- ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] বলেছেন, “অনুরূপভাবে দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, এমন শীর্ষ ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলেন—সম্মানিত শাইখ ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ, সম্মানিত শাইখ রাবী‘ বিন হাদী, সম্মানিত শাইখ সালিহ আস-সুহাইমী, সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ আমান আল-জামী। দা‘ওয়াত, ইখলাস এবং যারা দা‘ওয়াহর সঠিক পথে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায় তাদেরকে রদ করার ক্ষেত্রে তাঁদের অনেক চেষ্টাপ্রচেষ্টা রয়েছে। তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, কথাবার্তা তলিয়ে দেখার যোগ্যতা এবং দুর্বল (ভুল) থেকে সঠিককে পার্থক্য করার জ্ঞান আছে। তাদের লেকচার ক্লিপস এবং দারসসমূহ প্রচার করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা তাতে মুসলিমদের জন্য বিশাল ফায়দা আছে।” [শাইখ খালিদ বিন দ্বাহউয়ী আয-যাফীরী (হাফিযাহুল্লাহ), আস-সানাউল বাদী‘ মিনাল ‘উলামা-ই ‘আলাশ শাইখ রাবী‘; পৃষ্ঠা: ১৯-২০; ২য় প্রকাশ (ছাপা ও সন বিহীন)]
-
- মাদীনাহ’র প্রখ্যাত ‘আলিমে দ্বীন ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৭ হি.] বলেছেন, “শাইখ ‘আব্দুল মুহসিন এবং আমাদের অন্যান্য ‘আলিমগণ যদি বিদ‘আতীর ব্যাপারে জানতেন, তাহলে কখনোই তাকে তার বিদ‘আতের ওপর সমর্থন করতেন না। বিদ‘আতীদের বিরুদ্ধে তাঁদের কঠোর অবস্থান রয়েছে।” [sahab.net]
-
- এই মহান ‘আলিমের অমূল্য খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: sahab.net।
- .
- ১ম বক্তব্য:
-
- বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ আল-বাদর (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খ্রি.] স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিম ব্রাদারহুড মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, ইমাম ‘আব্বাদের মতে মুসলিম ব্রাদারহুড পথভ্রষ্ট ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ‘আব্বাদের ফাতওয়াটি নিম্নরূপ—
-
- الخوارج؟ من هم وهل الناجية الفرقة من هم هل المسلمين، الإخوان عن سؤالان هذان :السؤال
- وعندهم بدع عندهم انحراف، عندهم ...كذلك ليس وغيرهم الحق أهل أنهم ويرون انحرافات، عندهم المسلمون، الإخوان :الجواب منها ليسوا الناجية، الفرقة هم الذين والجماعة السنة أهل حصولها، في ونهم السلطة، على حرص.
-
- প্রশ্ন: “এই দুটি প্রশ্ন মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে। তারা কি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত? আর তারা কি খারিজীদের অন্তর্ভুক্ত?”
-
- উত্তর: “মুসলিম ব্রাদারহুডের ভ্রষ্টতা আছে। তারা নিজেদেরকে হকপন্থি মনে করে। আর অন্যদেরকে হকপন্থি মনে করে না।... তাদের ভ্রষ্টতা আছে, তাদের নিকট বিদ‘আত আছে, শাসনক্ষমতার প্রতি লালসা আছে, ক্ষমতা অর্জনের লোভ রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

জামা‘আত, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।”

[দ্র.: www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154534 (অডিয়ো ক্লিপ)]

- .

- ২য় বক্তব্য:

-

- ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ আল-বাদর (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খ্রি.] কে তাবলীগ জামা‘আত এবং মুসলিম ব্রাদারহুড প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

-

- وما موجودة كانت ما عشر الرابع الـ قرن قـ بل عشر، الرابع الـ قرن فـ ي مـ يلادها محدثـ ة هي أولاً الـ جديـ دة الـمخـ تـلـ فة الـ فرق هذه
عشر الرابع الـ قرن فـ ي وولدت الأموات عالم فـ ي هي مولودة كانـ ت.

- عـلـ يه كان ما و سلم عـلـ يه الله صلى الـ كريـ م الـ رسول بـ عـ ثة من أ صله أو فـ مـ يلاده الـمسـ تـ قـ يم والـ صراط الـ قويـ م الـمـ نهج أما
سلم الـ ذي هـو فـ هذا والـهدى الـ حق بـ هذا اقـ تدى فـ من والـ سلام الـ صلاة عـ لـ يه بـ عـ ثـ ته حـ ين من وأ صحابـ ه و سلم عـ لـ يه الله صلى الله ر سول
مـنحرف فـ إنـه عـنه حاد ومن ونـجى،

- عـلى ويـ حرص مـنها فـ يحذر وعظ يمة كـ بـ يرة أخطاؤها لـ كن خطأ وعـندها صواب عـندها إن الـمعـلوم من الـ جماعات تـ لك أو الـ فرق تـ لك
وعن الله عن جاء ما عـلى هـو إنما دهمعن الـ تعويـ ل والـذيـ ن الأمة هذه سلف مـنهج عـلى هم والـذيـ ن والـ جماعة الـ سنة أهل هم الـ ذيـ ن الـ جماعة إتـ باع
عـشر الـرابـ ع الـ قرن فـ ي أحدثـ ت ومـناهج طرق وعـلى ، وفـ لان فـ لان عن جاءت أمور عـلى الـ تعويـ ل ولـ يس والـ سلام الـ صلاة عـلـ يه ر سولـه
اذ فرط الـ ذي الـهجري.

- هذه وعـلى الـمـنهج هذا ىعل عـشر الـرابـ ع الـ قرن فـ ي وولـدتـ ا وجدتـ ا إنما إلـ يهما أ شـ ير الـ لـ تـ ين الـ جماعـ تـ ين أو الـ جماعات تـ لك فـ إن
الأدلـ ة عـلى لـ يس فـ الاعـ تماد الـمـناهج، تـ لك وأوجد الـمـناهج تـ لك أحدث من أحدثـ ه مما عـلـ يه كانـوا بـ ما الالـ تزام هي الـ تـي الـمعروفـ ة الـطريـ قة
الـولاء أن كذلك فـ ي ما أوضح ومن ومـنهجهم، سـ يرهم عـلـ يها يـ بـنون محدثـ ة جديـ دة ومـناهج وأفـ كار آراء عـلى هـو وإنما والـ سنة الـكـ تاب أدلـة عـلى
والـ براء عـندهم إنما يـ كون لـمن دخل معهم ومن كان معهم.

- ولـ و معهم كان لـ و أما معه، خلاف عـلى يـ كونـون فـ إنهم معهم يـ كن لـم ومن يـ والـونـه صاحـ بهم فـ هو معهم دخل من الإخوان جماعة فمثلاً
حـ تـى ودبـ هب من يـ جمعون أنهم مـناهجهم نم ولـهذا صاحـ بهم، ويـ كون أخاهم يـ كون فـ إنـه الـرافـ ضة من كان ولـ و الله خـلق أخـ بث من كان
فـ هو جماعـ تهم فـ ي معهم دخل إذا الـ صحابـ ة عن جاء الـ ذي بـ الـ حق يـ أخذ ولا الـ صحابـ ة، ويـ كره الـ صحابـ ة، يـ بغض هـو الـ ذي الـرافـ ضي
صاحـ بهم يـ عـ تـ بر ويـ عـ تـ بر واحد مـنهم لـه مالهم وعـلـ يه ما عـلـ يهم.

-

- “এগুলো নতুন সৃষ্ট ফিরক্বাহ (দল)। প্রথমত, এগুলো নব উদ্ভাবিত। এগুলোর জন্ম চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে। যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের সময়ে এগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। এগুলোর জন্ম হয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে।

-

- পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ মানহাজ ও সঠিক পথের জন্ম হয়েছে রাসূল ﷺ এর রিসালাত লাভের সময় থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁর রিসালাত পাওয়ার সময় থেকে যে আদর্শের উপর ছিলেন সেটাই বিশুদ্ধ মানহাজ। যে ব্যক্তি এই সত্য পথ ও আদর্শের অনুসরণ করে, সেই নিরাপত্তা লাভ করে এবং মুক্তি পায়। আর যে ব্যক্তি এই পথের বিরুদ্ধাচারণ করে, সেই বিপথগামী।

-

- এ সমস্ত দল ও জামা‘আতের ব্যাপারে এটা সুবিদিত যে, এগুলোর সঠিকতা আছে, আবার ভুলও আছে। কিন্তু এদের ভুলগুলো অনেক বড়ো ও ভয়াবহ। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক করতে হবে এবং আল-জামা‘আহ তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অনুসরণ করার অভিলাষী হতে হবে, যেই আহলুস সুন্নাহ এই উম্মাহ’র সালাফদের মানহাজের উপর রয়েছে। তাদের কাছে এই নির্ভরতা আছে যে, তাদের আদর্শ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে আগত। কিন্তু সেসব বিষয়ের উপর কোনো নির্ভরতা নেই, যেসব বিষয় এসেছে অমুক-তমুকের নিকট থেকে এবং ওইসব পথ ও মানহাজ থেকে, যেগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে।

-

- কেননা এসব দলের বা এই দুটি দলের আবির্ভাব ও জন্ম হয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে, এই (নব্য) মানহাজ এবং এই সুপরিচিত পন্থার উপর। আর সেই পন্থা হলো—এই নতুন মানহাজ যারা তৈরি করেছে, তাদের সৃষ্ট মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরা। কুরআন ও সুন্নাহ’র দলিলসমূহের উপর নির্ভরতা নয়, বরং তাদের নির্ভরতা বিভিন্ন নতুন মতবাদ ও নয়া মানহাজের উপর, যেই মতবাদগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা তাদের চলার পথ ও মানহাজ তৈরি করে। এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় এর মাধ্যমে যে, তাদের নিকট ওয়ালা (মিত্রতা) ও বারা (বৈরিতা)’র নিক্তি হলো—‘কে তাদের দলে প্রবেশ করল, আর কে প্রবেশ করল না’।

-

- উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি ব্রাদারহুডে প্রবেশ করল, সে তাদের বন্ধু, তারা তার প্রতি মিত্রতা পোষণ করবে। আর যারা তাদের সাথে নেই, তাদের প্রতি তারা বৈরিতা পোষণ করবে। যে ব্যক্তি তাদের সাথে রয়েছে, সে যদি আল্লাহ’র সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হয়, সে যদি রাফিদ্বী শী‘আও হয়, তবুও সে তাদের ভাই এবং বন্ধু। একারণে তাদের মানহাজ হলো—তারা সবাইকে জমা করে। এমনকি একজন রাফিদ্বী শী‘আকেও, যে সাহাবীদেরকে ঘৃণা করে এবং সাহাবীদের ব্যাপারে যে সত্য এসেছে তা গ্রহণ করে না। এই রকম ব্যক্তিও যদি তাদের দলে যোগ দেয়, তবুও সে তাদের বন্ধু এবং তাদেরই একজন বলে গণ্য। তাদের জন্য যা রয়েছে, তার জন্যও তাই রয়েছে, আর তাদের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে, তার উপরও তাই রয়েছে।” [“ফাতাওয়াল ‘উলামা ফিল জামা‘আত ওয়া আসারুহা ‘আলা বিলাদিল হারামাইন”– শীর্ষক অডিয়ো ক্লিপ, রিয়াদের “তাসজীলাতু মিনহাজিস সুন্নাহ আস-সাম‘ইয়্যাহ” কর্তৃক প্রকাশিত; গৃহীত: শাইখ ‘আব্দুস সালাম বিন সালিম আস-সুহাইমী (হাফিযাহুল্লাহ), ফিকরুত তাকফীর ক্বাদীমাও ওয়া হাদীসা; পৃষ্ঠা: ২৭৯-২৮১; দারুল ইমাম আহমাদ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]
- ·
- ## ১৭শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন রমাযান আল-হাজিরী (হাফিযাহুল্লাহ)
- ·শাইখ পরিচিতি:
- ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন রমাযান আল-হাজিরী (হাফিযাহুল্লাহ) সৌদি আরবের জুবাইল শহরের প্রখ্যাত সালাফী দা‘ঈ ও ‘আলিমে দ্বীন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিক্বহের উপর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি আহলুস সুন্নাহ’র অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের কাছে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন—ইমাম ইবনু বায (ইমাম ইবনু বাযের কাছে ১২ বছর পড়েছেন), ইমাম ইবনু ‘উসাইমীন, ইমাম মুহাম্মাদ আমান আল-জামী, ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী, ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী, ‘আল্লামাহ সালিহ আল-আত্বরাম (রাহিমাহুমুল্লাহু ওয়া হাফিযাহুমুল্লাহ)।
- শাইখ হাজিরী দা‘ওয়াতী কাজে যেসব ‘আলিমদের সাথে কানেক্টেড ছিলেন এবং এখনও আছেন, তাঁরা হলেন—ইমাম আলবানী, ইমাম জামী, ইমাম ‘উবাইদ, ‘আল্লামাহ ওয়াসিউল্লাহ ‘আব্বাস প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহু ওয়া হাফিযাহুমুল্লাহ)।
-
- শাইখ হাজিরী অসংখ্য মৌলিক কিতাবের দারস দিয়েছেন। তিনি একাধারে তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ, ‘আক্বীদাহ, মানহাজ, ফারাইদ্ব, সীরাত প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য কিতাবের দারস দিয়েছেন।
- ইমাম আহমাদ আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, “তিনি আহলুস সুন্নাহ’র শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত।”
- একবার মাদীনাহ’র মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ)’র সাথে জুবাইলের এক ভাই যোগাযোগ করে কোনো এক মাসআলাহ’র ব্যাপারে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন। ইমাম ‘উবাইদ তখন ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ওই ভাইকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কোথা থেকে বলছেন?’ ভাইটি বলেন, ‘জুবাইল থেকে।’ তখন ইমাম ‘উবাইদ বলেন, “আপনাদের কাছে শাইখ মুহাম্মাদ বিন রমাযান আছেন। আপনি তাঁর সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাঁকে প্রশ্ন করুন।”
- আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: আজুর্রি (ajurry) ডট কম।
- ·শাইখ মুহাম্মাদ হাজিরী’র বক্তব্য:
- ফাদ্বীলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন রমাযান আল-হাজিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্মসাল জানা যায়নি] বলেছেন,
- فكر أحيانا من يه المصرية المسلمين الإخوان جماعة المصرية، الإخوان جماعة العصر هذا في الخوارج عقيدة أحيا والذي البنا مؤسسها رأسها وعلى الخوارج،.
- “যারা এই যুগে খারিজীদের ‘আক্বীদাহ জিন্দা করেছে, তারা হলো ইজিপশিয়ান ব্রাদারহুড। ইজিপশিয়ান মুসলিম ব্রাদারহুডই খারিজীদের (মৃত) আদর্শ জিন্দা করেছে। আর তাদের শীর্ষে রয়েছে ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা আল-বান্না।” [দ্র.: https://ar.alnahj.net/audio/3081.]
- ·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

৯ম পর্ব ,১৮শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ) এবং ১৯শ অধ্যায়-

সহীহ-আকিদা(RIGP) day ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

htt

- নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন
- এই পর্বে থাকছে ‘আল্লামাহ সুলাইমান আবা খাইল এবং মাদীনাহ’র ফাক্বীহ ‘আল্লামাহ সুলাইমান আর-রুহাইলী’র ফাতাওয়া।
- ৯ম পর্ব ১৮শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ) এবং ১৯শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সুলাইমান আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ)
- ১৮শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ)
- .
- শাইখ পরিচিতি:
- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন হামূদ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ) সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত ফাক্বীহ। তিনি ১৩৮১ হিজরী মোতাবেক ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের ক্বাসীম বিভাগের বুকাইরিয়াহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম সালিহ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রমুখ। তিনি বর্তমানে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সদস্য হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি কয়েক মাসের জন্য সৌদি আরবের ধর্মমন্ত্রী হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় আশিটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।
-
- তিনি বড়ো বড়ো ‘আলিমদের কাছে সুপরিচিত। তিনি তাঁদের সাথে খুব ভালোভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন। ইমাম ইবনু ‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে নিজের কিতাব সংশোধনের, কিতাবের হাদীস তাখরীজের এবং তা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়াও ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)’র কাছে ‘আল্লামাহ আবা খাইলের একটি কিতাবের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করা হলে তিনি ‘আল্লামাহ আবা খাইলের প্রশংসা করেন এবং তাঁর কিতাবটি প্রচার করতে বলেন।
-
- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ড. সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, “সম্মানিত শাইখ সালিহ আল-ফাওযান এবং সম্মানিত শাইখ সুলাইমান আবা খাইল আমাদের কিবার (বড়ো) ‘আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত।” [শাইখের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টের টুইট থেকে সংগৃহীত; টুইটের তারিখ: ৫ই এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ]
-
- আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত:abaalkheel.wordpress.com ও wikipedia.org।
- ১ম বক্তব্য:
- ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা‘ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ড. সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ) ১৪৩৯ হিজরীর ১৬ই রজব তারিখে মাদীনাহ মুনাওয়্যারাহ’য় অবস্থিত ক্বুবা মাসজিদে “মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত: প্রকৃতত্ব ও ভয়াবহতা (দা‘ওয়াতুল ইখওয়ানিল মুসলিমীন হাক্বীক্বাতুহা ওয়া খাত্বারুহা)” শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেকচার প্রদান করেন। লেকচারটি ‘মীরাসুল আম্বিয়া রেডিয়ো’ সরাসরি সম্প্রচার করে। এই লেকচারে ‘আল্লামাহ ড. আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ)

মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রকৃতত্ব এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে খুবই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। আমরা লেকচারটি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ টেক্সটে রূপান্তর করে অনুবাদ করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

-

- আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ড. সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৮১ হি./১৯৬১ খ্রি.] বলেছেন,

-

إل ى لَاحْتَجْنَا ال جماعة هذه ي خص ف يما ال محق قون ع لمائ نا ق ال ه ما كلّ ن حصر أن أردن ا ول و :خوانالإ جماعة ت نظ يم من ال ع لماء موق ف الإخوان جماعة ت نظ يم عن الله رحمه ب از ب ن ال عزي ز ع بد ال ش يخ سماحة س ئل أق وال هم، من ت يسر ما ن ذكر ل كن طوي ل، وق ت من ع ل يه هي ما الإخوان جماعة أن ال ت ب ل يغ جماعة اخصوصً وال شرك يات ال بدع من ع ل يه هم وما ال ت ب ل يغ وجماعة ال م س لم ين ال س نة أه ل منهج ت خال ف جماعة أيّ إن :ب قول ه الله رحمه ف أجاب ل لحكام، وال طاعة ال سمع عدم وكذل ك الأمر ول ي ع لى ال خروج صوص ال خ وجه وع لى ال م س لمة ال مج تمعات ف ي وخصوصًا ت ق بل أو ت قر أن ي مكن و لا م ق بول ة وغ ير مرف و ضة ف هي وال جماعة ال سعودي ة ال عرب ية ال مم ل كة ف ي.

- و س بع ين ال ث ن ت ين من الإخ وان جماعة وت نظ يم ال ت ب ل يغ جماعة ت عد ه ل : الله رحمه ال ش يخ ل سماحة ف قال ال سائ ل عاد ث م ك فار إنهم ال ع لماء ب عض -ق ال ث م- وال خوارج، ال مرج ئة وكذل ك ف رق ة، و س بع ين ال ث ن ت ين من ه ا ن عم، : سماح ته ف قال ف رق ة، ف رق ة و س بع ين ال ث ن ت ين ف ي ن ي دخل و ول ك نهم.

- ش يخ ب أن ال صحف من صح ي فة ع بر الإخ وان مر ش د ن س به عما الله ح فظه ال فوزان ف وزان ب ن صال ح ال ش يخ سماحة و س ئل الإخ وان، جماعة ب ت نظ يم الإل تحاق ع لى وي حث الإل تحاق إل ى ي دعو -ت عال ى الله رحمه ب از اب ن ال ش يخ ي ق صدون- ال وه اب ية الله رحمه ب از ب ن ال عزي ز ع بد ال ش يخ إن :ب قول ه الله ح فظه ال فوزان صال ح ال ش يخ ف أجاب صح يح؟ غ ير أم صح يح ه ذا ه ل وال ت نظ يمات ال تحزب عن بعيدًا ب لدانهم ف ي ال م س لم ين جماعة ل واء ت حت والإج تماع وال ت قوى ال بر ع لى ال تعاون إل ى ي دعو جماعة ت نظ يم إل ى والإن ت ساب لإل تحاق ا ع لى ي حث ل م الله رحمه ب از ب ن ال عزي ز ع بد ال ش يخ وإن ال م نحرف ة، وال جماعات الإخ وان ال م س لم ين لا ف ي ك ت به و لا درو سه ف ي و لا ف ي غ ير ذل ك.

- وال جماعة؟ ال س نة أه ل من ه و ه ل :ال م س لم ين الإخ وان جماعة ت نظ يم عن ك ذل ك س ئل ع ندما ت عال ى الله رحمه الأل باني الإمام وق ال ما ع لى بعضًا ب عضنا وي عذر ع ل يه ات فق نا ما ع لى ن ت فق :ي قول دأب ع ندهم لأن وال جماعة، ال س نة أه ل من ل ي سوا لا ، :ق ال ف يه اخ ت ل فنا.

- جماعة إن :ف قال وال جماعة؟ ال س نة أه ل من هي وه ل ال جماعة هذه حكم عن الله ح فظه ال لح يدان محمد ب ن صال ح ال ش يخ و س ئل ال ت ب ل يغ وجماعة الإخ وان ل ي ست ع لى منهج صح يح .

- ب عض وق ال وموق ع، ومحا ضرة م نا س بة من أك ثر ف ي الله ح فظه ال فوزان ف وزان ب ن صال ح ال ش يخ الأمر ه ذا ق رر وكذل ك دعوة -ال م س لم ين الإخ وان دعوة ي ق صدون- ال دعوة ه ذه إن الأزه ر ع لماء ك بار أق ره ا ف توى ع بر وذل ك ال ش ق يقة م صر من ال ع لماء م نها ال حذر ي جب م نحرف ة.

- ال ثامن ة ال ص فحة وال تع ل يم» ال ق ضاء شؤون» ك تاب ه ف ي ال ىت ع الله رحمه شاكر أحمد ال محدث ال علامة ق ال ذل ك من وأب عد وال ش يوع ي ين ال يهود من ت دعم إجرام ية دعوة إل ى الإ س لام ية ال دعوة ق ل بت ال تي هي ال ب نا ح سن دعوة :والأرب ع ين.

- ظاه راتال م ع بر وذل ك ال ب نا ح سن ه و ال حدي ث ال ع صر ف ي الأمر ول ي ع لى ال خروج شنّ من أول إن :ال ب نا ال وه اب ع بد محمد وق ال ال صلاة ب عد ال حدي ث ون س تكمل والإن قلاب ات،.

-

“ব্রাদারহুডের ব্যাপারে ‘আলিমগণের অবস্থান: এই দলের ব্যাপারে আমাদের মুহাক্কিক্ব ‘আলিমগণ যা বলেছেন, তার সবই যদি আমরা একত্রিত করতে চাই, তাহলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমরা তাঁদের বক্তব্য থেকে সাধ্যমত কিছু উক্তি উল্লেখ করছি।

-

সম্মানিত শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) কে মুসলিম ব্রাদারহুড ও তাবলীগ জামা‘আত সম্পর্কে এবং তারা যে শির্ক ও বিদ‘আতের উপর আছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বিশেষ করে তাবলীগ জামা‘আতের ব্যাপারে। আর মুসলিম ব্রাদারহুড যে আদর্শের উপর আছে সে ব্যাপারে, তথা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, অনুরূপভাবে শাসকদের আনুগত্য না করা প্রভৃতি।

-

তখন শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তর দিয়েছিলেন, “যে দলই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মানহাজের বিরোধিতা করে, সে দলই প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য। এমন দলকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে মুসলিম সমাজে এবং বিশেষত সৌদি আরবে।”

- প্রশ্নকারী পুনরায় সম্মানিত শাইখকে প্রশ্ন করে বলে, “তাবলীগ জামা‘আত এবং মুসলিম ব্রাদারহুড কি (পথভ্রষ্ট) ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত?” শাইখ জবাবে বলেছেন, “হ্যাঁ। তারা ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে মুরজিয়া ও খারিজী সম্প্রদায়।” তারপর বলেছেন, “কতিপয় ‘আলিম বলেছেন, তারা (খারিজী সম্প্রদায়) কাফির। কিন্তু তারা ৭২ ফিরক্বাহ’র অন্তর্ভুক্ত।”
- সম্মানিত শাইখ সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, “ব্রাদারহুডের প্রধান (মুরশিদুল ইখওয়ান) এক পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন যে, ওয়াহাবীদের শাইখ –তারা এই কথার দ্বারা শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) কে উদ্দেশ্য করেছে– ব্রাদারহুডে যোগদান করার দিকে (মানুষকে) আহ্বান করেছেন এবং এতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এই কথাটি কি বিশুদ্ধ, নাকি অশুদ্ধ?”
- শাইখ সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) জবাবে বলেছেন, “নিশ্চয় শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার দিকে এবং দলাদলি ও বিভিন্ন বিপথগামী জামা‘আত থেকে দূরে থেকে মুসলিমদের দেশসমূহে তাদের জামা‘আতের (জামা‘আতুল মুসলিমীনের) পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিকে আহ্বান করেছেন। শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগদান করতে উৎসাহিত করেননি, না তাঁর গ্রন্থাবলিতে, আর না তাঁর দারসসমূহে, আর না অন্য কিছুতে।”
- ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) কে যখন মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, “এই দল কি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত?” তখন তিনি বলেছিলেন, “না। তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাদের কাছে একটি মূলনীতি আছে, যে মূলনীতিটি বলে, ‘আমরা যে ব্যাপারে একমত, সে ব্যাপারে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব, আর যে ব্যাপারে আমরা একমত নই, সে ব্যাপারে আমরা একে অপরকে মার্জনা করব’।”
- শাইখ সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) কে এই দলটির বিধান প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছে। আর জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, “এই দলটি কি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত?” তিনি বলেছেন, “তাবলীগ জামা‘আত এবং ব্রাদারহুড সঠিক মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।”
- অনুরূপভাবে শাইখ সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) অসংখ্য জায়গায় এবং বক্তব্যে এই বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছেন। এছাড়াও মিশরের বেশ কিছু ‘আলিম ফাতওয়ার মাধ্যমে বলেছেন, যে ফাতওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন আল-আযহারের বয়োজ্যেষ্ঠ ‘আলিমগণ, “নিশ্চয় এই দা‘ওয়াত –তাঁরা এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত– একটি বিপথগামী দা‘ওয়াত, এ থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক।”
- আর আল-‘আল্লামাহ আল-মুহাদ্দিস আহমাদ শাকির তাঁর লেখা “শু‘উনুল ক্বাদা ওয়াত তা‘লীম” গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “হাসান আল-বান্না’র দা‘ওয়াত ইসলামী দা‘ওয়াতকে অপরাধমূলক দা‘ওয়াতে পরিবর্তন করেছে। আর এই দা‘ওয়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করে ইহুদি ও কমিউনিস্ট সম্প্রদায়।”
- (শাইখ) মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না বলেছেন, “আধুনিক যুগে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিদ‘আত সর্বপ্রথম চালু করেছেন হাসান আল-বান্না। আর তা বিক্ষোভ-আন্দোলন এবং বিপ্লবের মাধ্যমে।” আমরা সালাতের পর বাকি কথা শেষ করব।” [“দা‘ওয়াতুল ইখওয়ানিল মুসলিমীন হাক্বীক্বাতুহা ওয়া খাত্বারুহা”– শীর্ষক লেকচার; লেকচারের তারিখ: ১৬ই রজব, ১৪৩৯ হিজরী; অনূদিত অংশের সময়: ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৫ সেকেন্ড থেকে ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড পর্যন্ত; লেকচার লিংক: https://tinyurl.com/ycj2wyfg(miraath.net এর অডিয়ো লিংক)]
- .
- ২য় বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ) আলোচ্য বক্তব্যে মুসলিম ব্রাদারহুড সম্পর্কে বলেছেন,
- تـ نظ يمهم، لـ غ ير والـ جولة الـ صولة كانت لمّا وأعلامهم رموزهم أحد أن و سمعنا وقرأنا رأي نا الـ نـجـ باء، والـطلاب الـ كرام الإخوة أيـها ويـ دعوا يـ صححها راح الـ بـلدان بـ عض فـ ي الـ حكم إلـ ى وو صلوا سـ يطروا لمّا ثـ م الأمر، لـولـ ي والـطاعة الـ سمع حديـ ث يضعّف كان مسلم؟ بـ ذلك يـ ر ضـى هل إديـ ن؟ هذا فـ هل ضـ عـ يـ فة، من أقل أنها يـ رى قـ د بـ ل يـ ضـ عـ فها عاد وجل عز الله أزالهم لمّا ثـ م نـ شرها، إلـ ى

- “সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী, আর শ্রেষ্ঠ ছাত্রবৃন্দ, আমরা দেখেছি, পড়েছি এবং শুনেছি যে, যখন তাদের দল ব্যতীত অন্য কোনো দল ক্ষমতাসীন হয়, তখন তাদের এক নেতা শাসকের আনুগত্য সম্পর্কিত হাদীসকে দ্ব‘ঈফ (দুর্বল) বলে। আর যখন তারা (ব্রাদারহুড) কোনো রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হয়, তখন তারা ওই হাদীসগুলোকে সাহীহ (বিশুদ্ধ) বলতে শুরু করে এবং হাদীসগুলো প্রচার করার দিকে (লোকদের) আহ্বান করে। তারপর মহান আল্লাহ যখন তাদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন, তখন তারা পুনরায় হাদীসগুলোকে দ্ব‘ঈফ বলতে শুরু করে। বরং কখনো কখনো মনে করে যে, হাদীসগুলো দ্ব‘ঈফের চেয়েও নিচু স্তরের। এটা কি দ্বীন?! একজন মুসলিম কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?!” [প্রাগুক্ত; অনূদিত অংশের সময়: ৫৮ মিনিট ৩২ সেকেন্ড থেকে ৫৯ মিনিট ৩২ সেকেন্ড পর্যন্ত]
- ·
- ৩য় বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়া—
- السؤال: ما رأيكم فيمن يقول: إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم؟
- الجواب: هذا الكلام نقلناه عن مؤسس جماعة تنظيم الإخوان، وهذا الكلام هو من المآخذ التي تؤخذ على هذا التنظيم، ويدل على أنهم لا يفرقون بين الملل والنحل والدعوات والأديان، ولذلك لا واضحة دلالة على أنهم يخالفون منهج أهل السنة والجماعة ولا موالاة، والمقولات والتقريرات هذه مثل من التحذير بد أن بد.
- প্রশ্ন: “ওই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী, যে বলে, ‘আমাদের সাথে ইহুদিদের বিরোধ ধর্মীয় নয়। কেননা ক্বুরআনুল কারীম তাদের সাথে আন্তরিক আচরণ ও বন্ধুত্ব করতে উৎসাহিত করেছে’?”
- উত্তর: “আমরা এই কথা ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা (হাসান আল-বান্না) থেকে বর্ণনা করেছি। এই কথা ওই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির অন্তর্ভুক্ত, যে ত্রুটিবিচ্যুতির অভিযোগ এই দলটির বিরুদ্ধে করা হয়। আর এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মানহাজের বিরোধিতা করে। এবং তারা বিভিন্ন দল, দা‘ওয়াত ও ধর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তাই এ সমস্ত কথাবার্তা ও মূলনীতি থেকে আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক।” [প্রাগুক্ত; অনূদিত অংশের সময়: ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড থেকে ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড পর্যন্ত]
- · **১৯শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সুলাইমান আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ)**
- ·শাইখ পরিচিতি:
- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত ফাক্বীহ। তাঁর জন্ম ও প্রতিপালন মাদীনাহ মুনাওয়্যারাহ’য়। তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারী‘আহ অনুষদ থেকে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন। এখানে তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন ‘আল্লামাহ ‘আলী আল-হুযাইফী (হাফিযাহুল্লাহ)। তিনি অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের তা‘লীমী মজলিসে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। সেসব ‘আলিমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ইমাম ইবনু বায, ইমাম আলবানী, ইমাম ইবনু ‘উসাইমীন, ইমাম ‘আব্দুর রহমান আল-আফরীক্বী, ইমাম ‘উমার ফাল্লাতাহ প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)।
- তিনি বর্তমানে মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়ার স্টাডিজের অধ্যাপক এবং মাসজিদে নাবাউয়ীর সম্মানিত মুদার্রিস। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বেশকিছু গ্রন্থ এবং অডিয়ো ও ভিডিয়ো ক্লিপস রয়েছে। ‘আলিমদের কাছে তিনি একজন বিদ্বান হিসেবে সুপরিচিত। আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: আজুর্রি (ajurry) ডট কম।
- ·১ম বক্তব্য:
- সৌদি আরবের জাযান জেলার অন্তর্গত ‘হারূব’ শহরস্থ শাইখ মাত্বা‘ইন জামে মাসজিদে ১৪৪০ হিজরীর ২রা রাবী‘উল আওয়্যাল তারিখে “সন্ত্রাসী সংগঠন ব্রাদারহুডের কর্মপদ্ধতি এবং সমাজে এই সংগঠনের কুপ্রভাব (আসালীবু তানযীমিল ইখওয়ানিল ইরহাবী ওয়া খাত্বারাহু ‘আলাল মুজতামা‘)” শিরোনামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মাসজিদে নাবাউয়ীর সম্মানিত মুদার্রিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ড. সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) এবং ফাদ্বীলাতুশ শাইখ ‘আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আন-নাজমী (হাফিযাহুল্লাহ)।

- সম্পূর্ণ সেমিনারের আলোচনা “যিদনী আল-‘ইলমিয়্যাহ রেডিয়ো” সম্প্রচার করেছে। সেমিনারটির আলোচনার অডিয়ো “যিদনী আল-‘ইলমিয়্যাহ”-র ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে। এই সেমিনারে ‘আল্লামাহ ড. সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) খুবই জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করেছেন। আমরা তাঁর আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ টেক্সটে রূপান্তর করে অনুবাদ করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,

- تـ كـ فـيري بـ دعي تـ نظـ يم فـ هو مـ سـ تطـ ير، و شره كـ بـ ير خطر لـ ه تـ نظـ يم الـ مـ سـ لمـ ين نالإخوا بـ جماعة الـ مـ تـ سمى الـ تـ نظـ يم هذا إن
خطورة من عـ نده مما شيئًا الله وفـ قه الـ نجمي الله عـ بد الـ شـ يخ فـ ضـ يلة من سمعـ تم قـ د الـ دماء، وا سـ تحلال الإغـ تـ يالات عـ لى يـ قوم
إلـ ى يـ عمد أنـ ه الـ تـ نظـ يم ذاه أ سالـ يب ومن الـ ناس، قـ لوب إلـ ى و صـ ول من خـ بـ يـ ثة أ سالـ يب يـ نـ تهج الـ تـ نظـ يم وهذا الـ تـ نظـ يم، هذا
ما كل من الـ تـ نـ فـ ير أ سـ لوب إلـ ى يـ عمدون فـ هم الـ مجـ تمع، وعـ لى الـ سن كـ بار وعـ لى الـ عـ لماء وعـ لى الأمر ولاة عـ لى لتُظلِم الـ قـ لوب
ويـ نـ شرون يكفّرونهم الـ مـ سـ لمـ ين، حـ كام من الـ حـ كام، من الـ تـ نـ فـ ير إلـ ى فـ يعمدون فـ كرهم، انـ تـ شار أمام عائقًا سـ يكون أنـ ه يـ عـ لمون
لـ يكون حـ كامهم الـ ناس يـ كره أن أجل ومن الـ حـ كام، عـ لى الـ قـ لوب تـ ظـ لم أن أجل من الأخـ طاء ويـ ضخمون عـ لـ يهم ونويـ كذب عـ يوبـ هم
و شرار عـ لـ يكم، ويصلّون عـ لـ يهم وتصلّون ويـ حـ بونـ كم تـ حـ بونـهم الـ ذيـ ن أئـ مـ تكم خـ يار» :قـ ال ﷺ الـ نـ بي فـ إن ،شرّ فـ ي الـ ناس
ويـ لعـ نونـ كم» وتـ لعـ نونهم ويـ بغـ ضون كم تـ بغـ ضونهم الـ ذيـ ن أئـ مـ تكم.

- وهم إلـ يهم، يـ رجع ألا أجل من الـ مـ نـ فرة بـ الأو صاف بـ و صـ فهم الـ ربـ انـ يـ ين الـ عـ لماء من الـ تـ نـ فـ ير أ سـ لوب إلـ ى يـ عمدون أنهم كما
الـ عـ لماء فـ يـ سـ بون ذلك، يـ قـ بل أنـ ه مـ نه وجدوا لـ من لـ لعـ لماء والـ شـ تم الـ سب :الأولـ ى الـ طريـ ق طريـ قـ ين، ذلـ ك فـ ي يـ تخذون
عـ لماء هؤلاء :ويـ قولـ ون لـ لـ شاب يـ أتـ ون ماكرة، طريـ ق فـ هي نـ يةالـ ثا الـ طريـ ق وأما الـ عـ لماء، عن الـ شـ باب يـ نـ فر حـ تى الـ ربـ انـ يـ ين
فـ ي عـ نـ دنـ ا تـ عال الـ حـ لـ قات، فـ ي عـ نـ دنـ ا تَعالْ ،مباشرًا إلـ يهم تـ ذهب لا كـ لامهم، تـ فهم أن تـ سـ تطـ يع لا وأنـ ت عالـ ي، عـ لمهم كـ بار،
أو فـ لان ىعل درس فـ إذا الـ كـ بار، الـ عـ لماء إلـ ى تـ نـ تـ قل ذلـ ك بـ عـ د ثـ م فـ لان، والـ شـ يخ فـ لان الـ شـ يخ مع تـ عال الإ سـ تراحات،
الـ عـ لماء من الـ تـ نـ فـ ير فـ ي خـ بـ يث طريـ ق وهذا الـ عـ لماء، إلـ ى يـ صل ولـ م العلماءَ كره فـ لان.

- هؤلاء :ويـ قولـ ون أخوالـ ه، ومن أعمامه ومن والـ ديـ ه من وينفّرونه الـ شاب إلـ ى يـ أتـ ون الـ سن، كـ بار من الـ تـ نـ فـ ير إلـ ى يـ عمدون أنهم كما
عـ ندهم يـ كن لـ م لـ و حـ تى الـ سن كـ بار أن يـ عـ لمون لأنـ هم لـ هم، نـ سمع نأ يـ نـ بغي ما الـ ديـ ن، عن وابـ تعدوا الـ ديـ ن، تـ ركوا قـ د ،عوامّ
الـ شاب فـ يكرهون الـ تهور، عن الـ شـ باب فـ يردون الأمور، هذه فـ ي ويـ نـ فع يـ ضر ما وفـ هموا الـ دنـ يا من تـ عـ لموا حـ كمة، فـ عـ ندهم عـ لم
فـ ي ويـ جلـ س ويـ سـ لم يـ دخل والـ ديـ ه، يكلّم يـ كاد لا الـ بـ يت إلـ ى جاء إذا هؤلاء طريـ ق فـ ي انـ تظم إذا الـ شاب تـ جد ولـ ذلـ ك والـ ديـ ه، فـ ي
الـ سن كـ بار جهة قـ لـ به يـ ظـ لم حـ تى بـ أخوالـ ه، ولا بـ أعمامه يـ تـ صل ولا يـ نـ قطع غرفـ ته،.

- الـ تـ نـ فـ ير الـ سن، كـ بار من الـ تـ نـ فـ ير الـ ربـ انـ يـ ين، الـ عـ لماء من الـ تـ نـ فـ ير الـ حـ كام، من الـ تـ نـ فـ ير أ سالـ يـ بهم من الـ فـ ضلاء، أيـ ها
الـ قـ لوب، فـ تـ ظـ لم بـ ديـ ل، مجـ تمع عن الـ شاب يـ بحث أن أجل نـ م فـ يه خـ ير لا وأنـ ه فاسدًا أ صـ بح الـ مجـ تمع أن وزعم الـ مجـ تمع، من
الإ صـ لاح، إلـ ى وا سعوا وانـ تـ بهوا واحذروا فـ افـ زعوا الـ علامة هذه إبـ نـ كم من رأيـ تم إذا الـ مـ باركة، الأم أيـ تها ويـ ا الأب أيـ ها يـ ا ولـ ذلـ ك
يـ طـ عن أ صـ بح أنـ ه رأيـ ت إذا الـ سم، لـ ه يُدس أنـ ه فـ اعـ لم كـ رهم، وعـ لى أمرنـ ا ولاة عـ لى الـ حـ كام عـ لى يـ طـ نطن أ صـ بح أنـ ه وجدتـ م إذا
خالـ ته ومن خالـ ه ومن عمـ ته ومن عمه ومن أمه ومن مـ نك ينفِر رأيـ ته إذا ،داءً هناك أن فـ اعـ لم حولـ هم ويـ ذدن الـ ربـ انـ يـ ين الـ عـ لماء فـ ي
هذا إلـ ى سوداء نـ ظرة ويـ نظر الـ محافـ ظة ويـ سب الـ قـ بـ يلة ويـ سب الـ مجـ تمع يـ سب رأيـ ته إذا قـ لـ به، فـ ي مرضًا هناك أن فـ اعـ لم
مـ نه تـ فجع أو فـ يه تـ فجع أن قـ بل وانـ تـ به يـ ض،مر أنـ ه فـ اعـ لم.

- “মুসলিম ব্রাদারহুড নামক সংগঠনের বড়ো ভয়াবহতা রয়েছে। এই সংগঠনের অনিষ্ট অনেক বিস্তৃত। এটি একটি বিদ‘আতী ও তাকফীরকারী সংগঠন, যা গুপ্তহত্যা এবং রক্ত হালালকরণের মতো কাজ সংঘটন করে। আপনারা কিছুপূর্বে সম্মানিত শাইখ ‘আব্দুল্লাহ আন-নাজমী’র (আল্লাহ তাঁকে সফলতা দিন) নিকট থেকে এই সংগঠনের কিছু ভয়াবহতা সম্পর্কে শুনেছেন। এই সংগঠন মানুষের অন্তরে পৌঁছার জন্য কিছু অনিষ্টকর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে।

- এই সংগঠনের একটি অন্যতম কর্মপদ্ধতি হলো—এরা মানুষের অন্তরে গমন করে, যাতে করে মানুষের অন্তরসমূহ শাসকবর্গ, ‘আলিম-‘উলামা, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের ব্যাপারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তারা এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে—তাদের আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে তারা যাকে বাধা মনে করবে, তার নিকট থেকে মানুষকে বিতাড়ন করবে। তারা শাসকবর্গ থেকে মানুষকে বিতাড়ন করে, মুসলিমদের শাসকবর্গ থেকে।

- তারা শাসকদের কাফির ফাতওয়া দেয়, তাদের দোষত্রুটি প্রচার করে, তাদের উপর মিথ্যাচার করে এবং তাদের দোষত্রুটি বড়ো করে প্রদর্শন করে। যাতে করে অন্তরসমূহ শাসকদের ব্যাপারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। যাতে করে মানুষ তাদের শাসকবর্গকে ঘৃণা করে, আর যাতে মানুষ অনিষ্টের মধ্যে পতিত হয়। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন, “তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালোবাস, আর তারাও

তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু‘আ করে, তোমরাও তাদের জন্য দু‘আ করো। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।” (সাহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫; ‘প্রশাসন ও নেতৃত্ব’ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ- ১৭)

- অনুরূপভাবে তারা আল্লাহওয়ালা ‘আলিমগণের নিকট থেকে মানুষকে বিতাড়ন করার পদ্ধতি অবলম্বন করে। আর তারা তা (বাস্তবায়ন করে), তাঁদেরকে ‘তাঁদের নিকট থেকে বিতাড়নকারী’ মন্দ বিশেষণে বিশেষিত করার মাধ্যমে। যাতে করে তাঁরা মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল না হন। তারা এ ব্যাপারে দুটি পন্থা অবলম্বন করে।

- প্রথম পন্থা: যারা তাদের কথা গ্রহণ করবে বলে তারা মনে করে, তাদের কাছে তারা ‘আলিমগণকে গালিগালাজ করে। তারা আল্লাহওয়ালা ‘আলিমদের গালিগালাজ করে, যাতে করে যুব-সম্প্রদায় ‘আলিমদের নিকট থেকে দূরে থাকে।

- দ্বিতীয় পন্থা: এটি একটি ধোঁকাবাজী পন্থা। তারা তরুণের কাছে এসে বলে, “তাঁরা অনেক বড়ো মাপের ‘আলিম। তাঁদের ‘ইলম অনেক উঁচু পর্যায়ের। তুমি তাঁদের কথা বুঝতে পারবে না। তাই তুমি সরাসরি তাঁদের কাছে যেয়ো না। তুমি আমাদের মজলিসে আসো, আমাদের আসরে আসো। তুমি অমুক শাইখের কাছে যাও, অমুক শাইখের কাছে যাও। এরপর তুমি বড়ো ‘আলিমদের কাছে যেয়ো।” তারপর ওই তরুণ যখন অমুক আর অমুকের কাছে পড়াশুনা করে, তখন সে ‘আলিমদের ঘৃণা করতে শুরু করে। সে ‘আলিমদের কাছে পৌঁছতে পারে না। এটা ‘আলিমদের নিকট থেকে মানুষকে বিতাড়ন করার একটা খবিস তরিকা।

- অনুরূপভাবে তারা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট থেকে তরুণদের বিতাড়ন করে। তারা তরুণের কাছে আসে এবং তরুণের পিতামাতা, চাচা-জ্যাঠা ও মামাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তারা বলে, “তারা আম পাবলিক, তারা দ্বীনকে বর্জন করেছে, দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাদের কথা আমাদের শোনা উচিত নয়।” কেননা তারা জানে যে, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের যদি ‘ইলম নাও থাকে, তবুও তাঁদের হিকমাহ (প্রজ্ঞা) আছে। তাঁরা দুনিয়া থেকে শিখেছেন এবং বুঝেছেন এই বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা ক্ষতিকর। তাঁরা তরুণদেরকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া থেকে ফিরিয়ে আনবেন। তাই তারা তরুণের মধ্যে তার পিতামাতার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে।

- একারণে তুমি দেখবে, যে তরুণ ওদের পথে যোগদান করেছে, সে যখন বাড়ি আসে তখন নিজের পিতামাতার সাথে কথা বলে না। সে বাড়িতে ঢুকে, সালাম দেয়, তারপর নিজের রুমে বসে থাকে। সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে তাঁর চাচা-জ্যাঠা ও মামাদের সাথে যোগাযোগ করে না। ফলে তার অন্তর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ব্যাপারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

- সম্মানিত উপস্থিতি, তাদের অন্যতম একটি কর্মপদ্ধতি হলো—শাসকবর্গ, আল্লাহওয়ালা ‘আলিমবৃন্দ, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও সমাজ থেকে তরুণদের বিতাড়ন করা। তরুণ ধারণা করে, সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে, এতে কোনো কল্যাণ নেই। যাতে করে তরুণ একটি বিকল্প সমাজব্যবস্থা তালাশ করে। ফলে অন্তরসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

-

- তাই হে পিতা! হে বরকমতময় জননী! যখন আপনারা আপনাদের সন্তানের মধ্যে এই আলামত দেখবেন, তখন আপনারা সতর্ক ও সচেতন হবেন, তাকে সতর্ক করবেন এবং সংশোধনের পথ দেখাবেন। যখন দেখবেন যে, সে শাসনকর্তার বিরুদ্ধে কথা বলছে, আমাদের শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলছে এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করছে, তখন আপনি জানবেন যে, তাকে বিষ গেলানো হয়েছে।

- আপনি যখন দেখবেন যে, সে আল্লাহওয়ালা ‘আলিমদের নিন্দা করছে, তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলছে, তখন আপনি জানবেন যে, তার রোগ আছে। আপনি যখন দেখবেন যে, সে আপনার নিকট থেকে, তার মা, চাচা-চাচী এবং মামা-মামীর নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন আপনি জানবেন যে, তার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।

- আপনি যখন দেখবেন যে, সে সমাজকে গালি দিচ্ছে, গোত্রকে গালি দিচ্ছে, জেলাকে গালি দিচ্ছে, এসবের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, তখন আপনি জানবেন যে, সে অসুস্থ। আপনি তাকে হারানোর পূর্বেই এবং তার দ্বারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট হওয়ার পূর্বেই সতর্ক হোন।” [“আসালীবু তানযীমিল ইখওয়ানিল ইরহাবী ওয়া খাত্বারাহু ‘আলাল মুজতামা‘”– সেমিনার; সেমিনারের তারিখ: ২রা রাবী‘উল আওয়্যাল, ১৪৪০ হিজরী; অনূদিত অংশের

সময়: ৫০ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড থেকে ৫৭ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড পর্যন্ত; সেমিনারের অডিয়ো লিংক: https://m.youtube.com/watch?v=0XAZTt4E_Bw.]

- .
- ২য় বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,
- ال قرآن، ت ح ف يظ ي ري دون لا ول ك نهم عظ يم، ن ور ال قرآن وت ح ف يظ ال قرآن، ت ح ف يظ جمع ية ع لى ال س يطرة أ سال ي بهم من
وإن ما ال قرآن، ب تع ل يمهم ي ه تمون و لا ال قرآن، ت ح ف يظ ل ح لق ي ح ضر ال ذي ن ال ش باب ع لى ي س يطروا أن ي ري دون ول كن
ع لى وي درب ون هم ال رح لات إل ى وي أخذون هم ال جماعة، ل هذه ال م ف كري ن وك تب ق طب س يد ك تب ل هم وي مررون ،غطاءً ذل ك ي ج ع لون
ي س تعم لون ال ذي ن ال خ باث هؤلاء ف ي ال ع يب ول كن ال قرآن، ت ح ف يظ جمع ية ف ي ال ع يب ل يس و ع ند نا، هذا ث بت ك ما ال س لاح
م قا صدهم ل تح ق يق ال خ ير.
- “তাদের একটি কর্মপদ্ধতি হলো—ক্বুরআন হিফয করানোর সংস্থা করায়ত্ত করা। ক্বুরআন হিফয করানো এক মহান নূর (জ্যোতি)। কিন্তু তারা ‘ক্বুরআন হিফয’ চায় না। বরং তারা ক্বুরআন হিফয করানোর মজলিসে যেসব যুবক উপস্থিত হয়, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তারা ক্বুরআন হিফযের ব্যাপারটিকে স্রেফ ক্যামোফ্লাজ হিসেবে ব্যবহার করে। মূলত তারা তাদেরকে সাইয়্যিদ ক্বুতুবের বইপুস্তক এবং এই দলের চিন্তাবিদদের লেখা বইপুস্তক অনুশীলন করায়। তারা তাদেরকে ভ্রমণে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়। যেমনটি আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে। ক্বুরআন হিফয করানোর সংস্থায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু অপরাধ ও দোষ তো ওই সকল খবিসদের, যারা ভালো বিষয়কে তাদের নিজেদের অভিসন্ধি বাস্তবায়নে ব্যবহার করে।” [প্রাগুক্ত; অনূদিত অংশের সময়: ৫৯ মিনিট ৮ সেকেন্ড থেকে ১ ঘণ্টা ৩ সেকেন্ড পর্যন্ত]
- .
- ৩য় বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- ب ك شف دعوت هم وجه ف ي ي قف ك ان إذا س يما و لا ي خال فهم، من ك ل ص ورة ت شوي ه ع لى ال عمل إخوة، ي ا ال ماكرة أ سال ي بهم ومن
ب جوار مك تب ل ه م شاي خ نا أحد عن ق ال وا ورت بة، م باحث ف لان :ك قول هم ال م ن فرة، ب الأو صاف ب و ص ف ه وأ سال ي بها خطورت ها
ل ك نه ال ف قه ف ي ج يد وف لان ال س لطان ب غ لة وذي ل وع م يل ال داخ ل ية، ف ي ك ب يرة رت بة ي ع نى الله رحمه ن اي ف الأم ير مك تب
حم لة وت نظم ت هاجم ال جماعة وجه ف ي ت قف ال تي ال دول ة وكذل ك .جامي مدخ لي، ال واق ع، ي ف قه ما ال واق ع، ف ي مغ فل م سك ين
الله ح فظه ال عهد ول ي س لمان ب ن محمد الأم ير س مو الأ س د ق ام ل مّا ال يوم، دول ت نا مع ي عم لون ك ما ،شرّ ك ل ب ها وي ل صق ضدها
ي واف قهم من عم ل ين م ست ال تّهم ب ه ي ل صدقون ع ل يه وي كذب ون ي شوهون ه واحدة، ب ن ب ل ي رمون ه ق اموا وو ص ف هم وك ش ف هم وجههم ف ي
ون ح وه ال س يا س ة أه ل من.
- “হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, তাদের একটি চক্রান্তমূলক কর্মপদ্ধতি হলো—যেই তাদের বিরোধী, তারই দুর্নাম করতে প্রবৃত্ত হওয়া। বিশেষত কেউ যখন তাদের দা‘ওয়াতের ভয়াবহতা ও কর্মপদ্ধতি উন্মোচন করেন, তখন তারা ‘তাঁর নিকট থেকে মানুষকে দূরীভূত করে এমন’ বিশেষণের মাধ্যমে তাঁকে বিশেষিত করে। যেমন তারা বলে, অমুক ব্যক্তি গুপ্তচর, পদলোভী ইত্যাদি। তারা আমাদের এক শাইখ সম্পর্কে বলেছে, “আমীর নায়িফ (রাহিমাহুল্লাহ)’র অফিসের পাশে তাঁরও অফিস আছে”। অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ বিভাগে তাঁর বড়ো পদ আছে। এছাড়াও তারা বলে, “সে একজন দালাল, শাসকের খচ্চরের লেজ। অমুক ব্যক্তি ফিক্বহশাস্ত্রে বেশ ভালো, কিন্তু সে একজন মিসকীন, সে বাস্তবতা সম্পর্কে গাফিল, সে বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না।” তারা বলে, “সে একজন মাদখালী, জামী।”
- অনুরূপভাবে যে রাষ্ট্র এই দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে, সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে (এদের পক্ষ থেকে) আক্রমণ চালানো হবে, ওই রাষ্ট্রের সাথে সমস্ত অনিষ্টতা জুড়ে দেওয়া হবে। যেমনটি তারা বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রের সাথে করছে। যখন সিংহপুরুষ ক্রাউন প্রিন্স আমীর মুহাম্মাদ বিন সালমান (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন এবং তাদের গোমর ফাঁস করে দিলেন, তখন তারা তাঁকে ‘একটি তির’ বলে অপবাদ দিতে শুরু করল। তারা তাদের সাথে একমত পোষণ করে এমন রাজনীতিবিদদের ব্যবহার করে তাঁর দুর্নাম করল, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করল এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করল।” [প্রাগুক্ত; অনূদিত অংশের সময়: ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪১ সেকেন্ড থেকে ১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ১৯ সেকেন্ড পর্যন্ত]

- ·
- ৪র্থ বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- الجهاد، يسمونه بما إلا الجنة إلى طريق فلا هم، وفهمهم هم بزعمهم الجهاد في الإسلام وحصر الشباب تحميس أسال يبهم من ويذكرون الشباب ويحمسون الجهاد، يسمونه ما الجنة طريق لجنة، طريقًا ليس الوالدين بر لجنة، طريقًا ليست الصلاة يتحمس أن أجل من الجهاد فضائل يذكرون وإنما الجهاد، شروط يذكرون ولا الجهاد حقيقة يذكرون ولا الجهاد، فضائل ثم يذكرونه، ما الشرعي الجهاد شروط هي ما يذكرونه، ما الإسلام سنام ذروة هو الذي الشرع في الجهاد حقيقة هو ما أما الشاب، لا الله؟ سبيل في يجاهدوا أن أجل من الجهاد، مناطق يسمونها التي الساخن الصراع مناطق إلى الشباب يأخذون إخوة؟ يا ماذا أدمغتهم تغسل أن أجل من ،واللهِ.
- “তাদের আরেকটি কর্মপদ্ধতি হলো—তাদের নিজেদের ধারণা এবং নিজেদের বুঝ অনুযায়ী যুবকদেরকে জিহাদের ব্যাপারে উত্তেজিত করা এবং ইসলামকে জিহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। তারা যেটাকে জিহাদ বলছে, সেটা ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। সালাত জান্নাতের রাস্তা নয়। পিতামাতার সাথে সদাচারণ করা জান্নাতের রাস্তা নয়। জান্নাতের রাস্তা হলো সেটা, যেটাকে তারা জিহাদ বলছে। তারা যুবকদের উত্তেজিত করে, আর জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করে।
- তারা জিহাদের হকিকত বর্ণনা করে না, জিহাদের শর্তাবলি বর্ণনা করে না। তারা কেবল জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করে, যুবকদের উত্তেজিত করার জন্য। পক্ষান্তরে শরিয়তে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদের হকিকত কী—এটা তারা বর্ণনা করে না। শার‘ঈ জিহাদের শর্তাবলি কী—এটাও তারা বর্ণনা করে না। হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, তারপর কী? তারপর তারা যুবকদেরকে উত্তপ্ত যুদ্ধের ময়দানে পাঠায়, যেগুলোকে তারা ‘জিহাদের ময়দান’ বলে অভিহিত করে। এগুলো কি আল্লাহ’র রাস্তায় জিহাদ করার জন্য করে? আল্লাহ’র কসম, না! তারা এগুলো যুবকদের মগজ ধোলাই করার জন্য করে।” [প্রাগুক্ত; অনূদিত অংশের সময়: ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৪ সেকেন্ড থেকে ১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ১৪ সেকেন্ড পর্যন্ত]
- ·৫ম বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ) অন্যত্র বলেছেন,
- الإخوان جماعة إلى تنتسبوا أن من لكم خير بواحد واحدًا تدعون لو منهم، تقربوا لا عنهم، أبعدوا كالجرب، الإخوان.
- لا يجوز الانتماء إلى جماعة الإخوان ولا أن يعمل معهم في شيء ينسب إليهم.
- “ব্রাদারহুড খোঁচপাচড়ার মতো। তোমরা তাদের থেকে দূরে থাক। তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। তোমরা যদি একজন একজন করেও দা‘ওয়াত দাও, তবুও সেটা তোমাদের জন্য ব্রাদারহুডের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার চেয়ে উত্তম হবে। আর ব্রাদারহুডে যোগদান করা এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত—এমন কিছুতে কাজ করা বৈধ নয়।” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=udMx8Af6acQ (অডিয়ো ক্লিপ)]
- ·
- অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)
- ৯ম পর্ব ১৮শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবা খাইল (হাফিযাহুল্লাহ) এবং ১৯শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ সুলাইমান আর-রুহাইলী (হাফিযাহুল্লাহ)

১০ম পর্ব | ২০শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ যাইদ আল-মাদখালী (রাহিমাহুল্লাহ), ২১শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বাযমূল (হাফিযাহুল্লাহ) এবং ২২শ অধ্যায়: ইমাম সালিহ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) 3 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন এই পর্বে থাকছে ‘আল্লামাহ যাইদ আল-মাদখালী, ‘আল্লামাহ যাইদ আল-মাদখালী, ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বাযমূল এবং ইমাম সালিহ আল-লুহাইদানের ফাতাওয়া।

- ▌২০শ অধ্যায়: ‘আল্লামাহ যাইদ বিন হাদী আল-মাদখালী (রাহিমাহুল্লাহ)
- ·শাইখ পরিচিতি:
- ‘আল্লামাহ যাইদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী (রাহিমাহুল্লাহ) সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত ফাক্বীহ ছিলেন। তিনি দক্ষিণ সৌদি আরবের জাযান জেলার অন্তর্গত ‘রুকূবাহ’ গ্রামের ‘মাদাখিলাহ’ নামক প্রখ্যাত গোত্রে ১৩৫৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অন্যতম কয়েকজন শিক্ষক হলেন—ইমাম ‘আব্দুল্লাহ আল-ক্বার‘আউয়ী, ইমাম হাফিয বিন আহমাদ আল-হাকামী, ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায, ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী, ইমাম মুহাম্মাদ আমান আল-জামী, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্দুর রাহমান আল-গুদাইয়্যান প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)।
- শাইখ যাইদের ছাত্র শাইখ ফাওয়্যায বিন ‘আলী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী নিম্নোদ্ধৃত ‘আলিমগণ শাইখ যাইদের প্রশংসা করেছেন—ইমাম হাফিয বিন আহমাদ আল-হাকামী, ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল, ইমাম রাবী‘ বিন হাদী ‘উমাইর আল-মাদখালী, ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান, ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ আল-‘আব্বাদ আল-বাদর, ইমাম ‘উবাইদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী, ‘আল্লামাহ ‘আলী বিন নাসির আল-ফাক্বীহী, ‘আল্লামাহ সালিহ বিন ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ, ‘আল্লামাহ সুলাইমান বিন ‘আব্দুল্লাহ আবাল খাইল, ‘আল্লামাহ ওয়াসিউল্লাহ ‘আব্বাস, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ বিন সা‘দ মুহাম্মাদ আস-সা‘দ (রাহিমাহুমুল্লাহু মিনহুম ওয়া হাফিযাহুমুল্লাহ)।
- এছাড়াও আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ আল-ইমাম সালিহ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) এবং আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সা‘ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর প্রশংসা করেছেন। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [মৃত: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] শাইখ যাইদের মৃত্যুর পর বলেন, “শাইখ যাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) সুন্নাহ’র ক্ষেত্রে ও আল্লাহ’র দিকে দা‘ওয়াত দানের ক্ষেত্রে একটি পাহাড় ছিলেন।” [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]
- তিনি ১৪৩৫ হিজরী মোতাবেক ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁকে তাঁর সুপ্রশস্ত রহমত দিয়ে ঢেকে দিন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: fb.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)।
- .
- ১ম বক্তব্য:
- সৌদি আরবের প্রখ্যাত ফাক্বীহ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ যাইদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.] বলেছেন,
- هذه مثل في الدخول عن فنهاذا والشيعة، السنة أهل بين الخلاف مدى عن أتباعه من سأله لمن المسلمون نالإخوا قادة بعض قال الإسلام أعداء يعمل تنابذ من ترى ما على والمسلمون بها، أنفسهم يشغلوا أن بالمسلمين تليق لا التي الشائكة المسائل ما لأن لعلم نسأل ولكننا المسلمين، بين الخلاف هوة توسعة أو بل لتعص هذا عن نسأل لا نحن :السائل قال ناره إشعال على المراجع، تلك في البحث من يمكننا ما الوقت سعة من لدينا وليس لها، حصر لا مؤلفات في مذكور والشيعة السنة بين والشيعة والسنة العقيدة أصل وهذا الله رسول محمدًا وأن الله إلا إله لا كلمة تجمعهم مسلمون والشيعة السنة أهل أن اعلموا :فقال لعمر مذكرات لا ذكريات] إه .بينها فيما التقريب الممكن من أمور في فهو بينهما الخلاف أما التقاء، وعلى سواء فيها
[إبراهيم الدين لعز الإسلامية والثورة الشيعة من المسلمين علماء موقف بواسطة ٢٥٠ - ٢٤٩ ص التلمساني

- عـ لـ يها والـ قائمون إ سلامـ ية، ثـ ورة الـ خمـ يـ ني وثـ ورة :نـ صه ما –وثـ ورتـ ه وأ شـ ياعه الـ راف ضي بـ الـ خمـ يـ ني يـ ديـ ش وهو– بـ عـ ضهم وقـ ال الإ سلامـ ية والـ حركات عامة الـ مـ سلمـ ين جـ مـ يع وعـ لى الإ سلامـ ية، الـ حركات فـ ي الإ سلامـ ية الـ تربـ يـة تـ لـ قوا و شـ باب إ سلامـ ية جماعة عامة أ شـ ياعه وإلـ ى خا صة الـ راف ضي الـ خمـ يـ ني إلـ ى أتـ باعهو الـ رجل هذا بـ ها بـ عث الـ تي الـ تأيـ يد كـ ل الـ ثورة هذه تـ ؤيـ د أن خا صة نجاح بـ هم تـ ورثـ .إه [انـ ظر ر سالـ ة الـ شـ قـ يـ قان الـ مودودي والـ خمـ يـ ني ص ٣]
- “মুসলিম ব্রাদারহুডের এক নেতাকে [শাইখ যাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) টীকায় বলেছেন, এই নেতা হলেন হাসান আল-বান্না – সংকলক।] তাঁর অনুসারীদের মধ্যে একজন আহলুস সুন্নাহ এবং শী‘আদের বিরোধিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি এসব জটিল মাসআলাহ’য় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন, যে মাসআলাহগুলো নিয়ে মুসলিমদের ব্যস্ত থাকা উচিত নয়! তিনি বলেন, তুমি তো দেখছ যে, মুসলিমরা কেমন বিভক্তির উপর রয়েছে, যে বিভক্তির আগুন প্রজ্বলিত করছে মুসলিমদের শত্রুরা। প্রশ্নকারী বলে, আমরা গোঁড়ামির জন্য বা মুসলিমদের মধ্যকার কোন্দলের খাদকে প্রশস্ত করার জন্য এ সম্পর্কে প্রশ্ন করছি না। বরং আমরা ‘ইলমের জন্য প্রশ্ন করছি। কেননা শী‘আ-সুন্নী বিরোধের ব্যাপারটি অসংখ্য গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। আর আমাদের কাছে এত সময় নেই যে, আমরা ওইসব উৎস গ্রন্থ গবেষণা করব।
- তখন নেতা বলেন, “তোমরা জেনে রেখো, নিশ্চয় আহলুস সুন্নাহ ও শী‘আ সম্প্রদায় মুসলিম। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে কালিমাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এটাই ‘আক্বীদাহর মূল ভিত্তি। সুন্নী ও শী‘আ এ ব্যাপারে সমান এবং এক। আর তাদের মধ্যে এমন বিরোধ রয়েছে, যেক্ষেত্রে তাদেরকে নিকটবর্তী করা সম্ভব।” (দ্র.: ‘উমার আত-তিলমিসানী প্রণীত যিকরিয়্যাত লা মুযাক্বিরাত, পৃষ্ঠা: ২৪৯-২৫০; গৃহীত: ‘ইযযুদ্দীন ইবরাহীম প্রণীত মাওক্বিফু ‘উলামা-ইল মুসলিমীন মিনাশ শী‘আতি ওয়াস সাওরাতিল ইসলামিয়্যাহ।)
- তাদের এক নেতা [শাইখ যাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) টীকায় বলেছেন, এই নেতা হলেন আবুল আ‘লা মওদূদী – সংকলক] রাফিদ্বী খোমেনী এবং তার দল ও বিপ্লবের প্রশংসা করে বলেছেন, “খোমেনীর বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব। এই বিপ্লব করেছে ইসলামী জামা‘আত এবং একদল যুবক, যারা ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ব্যাপকভাবে সকল মুসলিমের জন্য এবং বিশেষভাবে ইসলামী আন্দোলনগুলোর জন্য এই বিপ্লবকে সর্বাত্মক সাহায্য করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা আবশ্যক।”
- অধিকন্তু তিনি খোমেনীর কাছে দীর্ঘ অভ্যর্থনাপত্র পাঠিয়েছেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা বিশেষভাবে রাফিদ্বী খোমেনীর কাছে এবং ব্যাপকভাবে খোমেনীর দোসরদের কাছে তাদের বিপ্লবে সফল হওয়ার কারণে এই অভ্যর্থনাপত্র প্রেরণ করেছেন। (দ্র.: আশ-শাক্বীক্বান: আল-মাওদূদী ওয়াল খুমাইনী (মওদূদী-খোমেনী দুই সহোদর), পৃষ্ঠা: ৩।)” [‘আল্লামাহ যাইদ বিন হাদী আল-মাদখালী (রাহিমাহুল্লাহ), আল-ইরহাব ওয়া আসারুহু ‘আলাল আফরাদি ওয়াল উমাম; পৃষ্ঠা: ৫১-৫৩; বাদশাহ ফাহাদ লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত, সন: ১৪১৮ হি. (১ম প্রকাশ); বইটি সম্পাদনা করেছেন ইমাম সালিহ আল-ফাওযান এবং ‘আল্লামাহ ‘আলী বিন নাসির আল-ফাক্বিহী (হাফিযাহুমাল্লাহ)]
- .
- ২য় বক্তব্য:
- ‘আল্লামাহ যাইদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়া—
- الـ سؤال: أحـ سن الله إلـ يكم، هذه تـ سأل عن جماعة الإخوان، هل الـ واجب الـ بعد عـ نهم والـ حذر مـ نهم؟
- الـ جواب: لا شك، الـ واجب عـ لى كـ ل مـ سـ لم أن يـ كون مع أهل الـ سنة عقيدةً ومنهجًا، والإخوان والـ مـ سـ لمون عنهم دهم فات مخالـ فات مـ تعددة، مخالـ ما الـ رجال ا سـ تـ قطاب عـ لى يـ حر صون أنـ هم مع الـ نـ ساء، من و لا الـ رجال من لا إلـ يهم، يـ نـ ضم أن لأحـ د يـ جوز فـ لا والـ جماعة، الـ سـ نة أهل عـ لـ يه اعة،والـ جم الـ سـ نة أهل مع يـ كون وإنـ ما ،أبداً معهم يـ كون لا [واضـ ح غـ ير كـ لام] فـ الـ عاقـ ل الـ حزب، هذا من لـ يكونـ وا الـ نـ ساء وا سـ تـ قطاب الـ ذيـ ن تـ قـ يدوا بـ نـ صوص الـ كـ تاب والـ سـ نة والـ فهم بـ الـ صـ حـ يح، سـ ئل قـ د الـ شـ يخ عـ بد الـ عزيـ ز بـ ن بـ از عن الإخوان: هل هم من أهل الـ سـ نة، أو من الـ فرق الـ ثـ نـ تـ ين والـ سـ بعـ ين؟ الـ ثـ نـ تـ ين والـ سـ بعـ ين، الإنـ ضمام من وحذر والـ فرق من هم :قـ ال إلـ يهم، وغـ يره من الـ علماء يـ حذرون من هذا الـ حزب الـ ذي يـ سمى جماعة الإخوان، نـ عم.
- প্রশ্ন: “আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। একজন মহিলা মুসলিম ব্রাদারহুড সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। তাদের থেকে কি দূরে থাকা এবং সতর্ক থাকা ওয়াজিব?”
- উত্তর: “নিঃসন্দেহে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ‘আক্বীদাহ ও মানহাজগতভাবে আহলুস সুন্নাহ’র সাথে থাকা ওয়াজিব। আর মুসলিম ব্রাদারহুডের বিভিন্ন ধরনের শরিয়ত বিরোধিতা রয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুড আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আদর্শ পরিপন্থি। সুতরাং নারী-পুরুষ কারও জন্য তাদের দলে যোগদান করা জায়েজ নয়। যেহেতু তারা নারী-পুরুষ সবাইকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, যেন তারা এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই তাদের সাথে থাকবে না, বরং অবশ্যই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের সাথে থাকবে। যেই আহলুস সুন্নাহ বিশুদ্ধ বুঝ অনুসারে কিতাব ও সুন্নাহ’র দলিল মেনে চলে। শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) কে ব্রাদারহুড সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “তারা (ব্রাদারহুড) কি আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত, নাকি (পথভ্রষ্ট) ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত?” তিনি বলেছিলেন, “তারা (পথভ্রষ্ট) ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত” এবং তিনি তাদের দলে যোগ দেওয়া থেকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি ছাড়াও আরও অনেক ‘আলিম “মুসলিম ব্রাদারহুড” নামক এই দল থেকে সতর্ক করেছেন। না‘আম।” [দ্র.: https://ar.alnahj.net/audio/2524.]

- .
- ▌২১শ অধ্যায়: 'আল্লামাহ মুহাম্মাদ বাযমূল (হাফিযাহুল্লাহ)
- ·শাইখ পরিচিতি:
- 'আল্লামাহ ড. মুহাম্মাদ বিন 'উমার সালিম বাযমূল (হাফিযাহুল্লাহ) সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত 'আলিমে দ্বীন। তাঁর জন্ম মক্কা নগরীতে। তিনি মক্কায় অবস্থিত উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্য এবং অধ্যাপক। তিনি উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দা'ওয়াহ ও উসূলে দ্বীন অনুষদে অধ্যাপনা করেন এবং ছাত্রদের মাস্টার্স ও পিএইচডি থিসিস পর্যবেক্ষণ করেন। ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)'র সাথে তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল। আর এখনও তিনি 'আলিমগণের কাছে সুপরিচিত।
- তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন—ইমাম সালিহ আল-ফাওযান, ইমাম রাবী' আল-মাদখালী (হাফিযাহুমাল্লাহ), 'আল্লামাহ ইয়াহইয়া আল-মুদারিস (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় আশিটিরও বেশি বই লিখেছেন। তাঁর লিখন ও দারস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাধারে হাদীসশাস্ত্র, তাফসীর, ফিক্বহ ও উসূলে ফিক্বহের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে। আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন। সংগৃহীত: salafitalk.net ও sahab.net।
- .
- 'আল্লামাহ মুহাম্মাদ বাযমূলের বক্তব্য:
- উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্য আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন 'উমার সালিম বাযমূল (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,
- قطب سيد وعرضه الجماعة مؤسس يصوره كما الإسلام عن إنما ب إحسان تبعهم ومن الصحابة عن جاءنا كما الإسلام عن يدافعون لا الحقيقة في هم.
- البنا إنه مرشدهم مثل أحد يحسنه ولم أحد يعرضه لم الحق فالدين أوطانهم، إلى ينتمون ولا المؤمنين، بيلسد غير ويتبعون الصالح، للسلف لهم ولاء لا.
- "প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে সাহাবীগণের নিকট থেকে এবং উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণ করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে যে ইসলাম এসেছে, তারা সে ইসলামকে ডিফেন্ড করে না। বরং তারা ওই ইসলামকে ডিফেন্ড করে, যে ইসলাম বর্ণনা করেছেন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং যে ইসলাম পেশ করেছেন সাইয়্যিদ ক্বুত্বুব।"
- "ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণের প্রতি তাদের কোনো মিত্রতা নেই। তারা মু'মিনদের (সালাফদের) পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করে। তারা তাদের নিজেদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। (তাদের মতে) তাদের প্রধান নেতা ছাড়া কেউই সত্য দ্বীনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করেনি, আর তিনি হলেন আল-বান্না।" ["তাগরীদাতুন লিশ শাইখ মুহাম্মাদ বাযমূল তাকাল্লামা ফীহা 'আনিল ইখওয়ান"– শীর্ষক নিবন্ধ; নিবন্ধের লিংক: www.sahab.net/forums/index.php....]
- .
- ▌২২শ অধ্যায়: ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ)
- ·শাইখ পরিচিতি:
- ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ফাক্বীহ। তিনি ১৩৫০ হিজরী সনে ক্বাসীম জেলার অন্তর্গত বুকাইরাহ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো 'আলিমের নিকট থেকে 'ইলম হাসিল করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষক হলেন—
- ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম 'আব্দুল 'আযীয বিন বায, ইমাম 'আব্দুর রাযযাক্ব 'আফীফী প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহু আজমা'ঈন)।
- তিনি সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ)'র সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি সৌদি আরবের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ৫০ বছর যাবৎ তিনি ফাতাওয়া প্রদান, দা'ওয়াহ ও দারস প্রদানের সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি বর্তমানে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ 'উলামা পরিষদের এবং রাবেতায়ে আলাম আল-ইসলামীর সদস্য হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
- তাঁর ব্যাপারে ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "তিনি হলেন প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী, স্বীয় কর্মে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং মতপোষণ ও হুকুম প্রয়োগে সঠিক সিদ্ধান্ত দানকারী। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজের সাথে সাথে তিনি নূরুন 'আলাদ দার্বের (ফাতাওয়া প্রদানের) প্রোগ্রামেও শরিক হন।" [alfawzan.af.org.sa]
- বর্তমান যুগে জারাহ ওয়াত তা'দীলের ঝাণ্ডাবাহী মুজাহিদ আল-মুহাদ্দিসুল ফাক্বীহ ইমাম রাবী' বিন হাদী বিন 'উমাইর আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] শাইখ ফাওযান এবং শাইখ লুহাইদান সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাঁদের দুজনের পূর্বেই মারা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি। আল্লাহ'র কসম! যদি আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হতো, তাহলে আমি তাঁদের দুজনের পূর্বে (আমার) মরণকে বাছাই করতাম। আমি জানিনা, তাঁরা যদি মারা যান, তাহলে দুনিয়া কীভাবে চলবে!" এই কথা বলার পর শাইখ রাবী' কাঁদতে শুরু করেন। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন। [sahab.net]

- ইমাম রাবী‘ (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, “শাইখ লুহাইদান হলেন সালাফী দা‘ওয়াতের একটি অন্যতম স্তম্ভ।” এছাড়াও ইমাম রাবী‘ (হাফিযাহুল্লাহ) প্রায়শই শাইখ লুহাইদানকে “আল-ইমাম” বলে সম্বোধন করতেন। [sahab.net]
- বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৭ হি.] শাইখ ফাওযান এবং শাইখ লুহাইদান সম্পর্কে বলেছেন, “আর বর্তমানে জীবিত ‘আলিমদের মধ্যে আমি দুইজনের ব্যাপারে উল্লেখ করবো, যদিও আরও অনেকেই রয়েছেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি উদাহরণ দেওয়া। (আর তাঁরা হলেন) শাইখ সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান এবং শাইখ সালিহ আল-লুহাইদান। আল্লাহ’র কসম! আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করি, যারা তাঁদের (শাইখ ফাওযান এবং শাইখ লুহাইদান) জন্য ভালোবাসা দেখায় না। পক্ষান্তরে যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করে, আমরাও তাদেরকে ঘৃণা করি, আমরা তাঁদেরকে (শাইখ ফাওযান এবং শাইখ লুহাইদান) ‘ইলম, (সঠিক) বুঝ এবং তাঁদের দাওয়াতের কাজে হিকমাহ’র ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত মনে করি, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। সুতরাং যে তাঁদেরকে ঘৃণা করে আমরাও তাদের ঘৃণা করি এবং যে তাঁদেরকে ভালোবাসে আমরা তাকে কাছে টেনে নিই। আর সে যদি এর বিপরীত কিছু প্রদর্শন করে তাহলে আমরা তাকে ঘৃণা করি এবং দূরে ঠেলে দিই, আমরা তাকে বর্জন করি এবং তাকে তার মতের ওপর ছেড়ে দিই। এবং আমরা বলি, তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত না আর আমরাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত না, সুতরাং আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে নাও।”
  [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=wglwBjHRwk4 (অডিয়ো ক্লিপ)]
- এই মহান ‘আলিমের অমূল্য খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন।
  সংগৃহীত: fb.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)।
- .
- ১ম বক্তব্য:
- সৌদি আরবের সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫০ হি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—
- ظلال صاحب قطب سيد عن ينقل البلدة هذه في بمسجد خطيب هناك :السائل يقول فيكم، وبارك إليكم الله أحسن :السؤال فبماذا ليبيا، بلادنا في قطب وسيد البنا حسن كتب نشر في يجتهد من هناك ويقول له؟ بالحضور تنصح فهل القرآن تنصحونه؟ وتنصحونا خيرًا الله جزاكم.
- الجواب: أولًا أنا قرأت كتب سيد قطب «في ظلال القرآن» و«العدالة الاجتماعية» وعدداً من الكتب التي كتبها، الأدب ككتب التي كتبها قبل أن يكون ساعياً في أمر الدعوة، كتبه في الحقيقة ليست حجة في العمل، وكذلك حسن البنا، التصوف أمره في ذلك قالوا وهم هم، فهموه كما الإسلام فهموا ما المسلمين أن يزعمون هم حقيقة، الإسلام منهج على ليسوا أيضاً وهم عندهم، سهل يريدون وإنما بالقبور، التمسح من يحذّر من منهم تجد ولا لله ، العبادة إخلاص إلى يدعو منهم أحداً تجد لا دعوتهم وفي كتبهم، يصلح لا فالذي الناس، أصلحوا حكموا إذا أنهم منهم المنتطعون ويزعم الحكم، زمام وتسلّم الدائرة وتوسيع الجماعة تكثير في تجرأت –المسلمين لأموات يغفر أن الله نسأل– قطب سيد كتب .الآخرين إصلاح منه ينتظر لا البداية من نفسه القرآن، ظلال في ذلك كل كتابه، في الأقوال من ذلك غير إلى السلام، عليه موسى الرحمن كليم يجهّل فهو وتجهيل، انتقادات الإخوان من أحد يتولى ألا الله أدعو المسلمين، الإخوان مسلك يسلكوا ألا الناس تنصحوا أن نصيحتي .المستعان والله الإسلامية البلدان في السلطة زمام المسلمين.
- প্রশ্ন: “আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন এবং আপনার মধ্যে বরকত দান করুন। প্রশ্নকারী বলছেন, এই এলাকার একটি মাসজিদের খত্বীব যিলালুল ক্বুরআনের লেখক সাইয়্যিদ ক্বুতুব থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। আপনি কি তার নিকটে (বক্তব্যে/দারসে) উপস্থিত হওয়ার নসিহত করেন? প্রশ্নকারী আরও বলছেন, আমাদের দেশ লিবিয়ায় এক লোক হাসান আল-বান্না এবং সাইয়্যিদ ক্বুতুবের গ্রন্থসমূহ প্রচার করার চেষ্টা করছে। আপনি তাকে এবং আমাদেরকে কী নসিহত করবেন? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।”
- উত্তর: “প্রথমত, আমি সাইয়্যিদ ক্বুতুবের বই পড়েছি। ফী যিলালিল ক্বুরআন, আল-‘আদালাতুল ইজতিমা‘ইয়্যাহ, এছাড়াও তার লেখা আরও অনেক বই। যেমন: সাহিত্যের বইপুস্তক, যেগুলো সে দা‘ওয়াতী কাজে সচেষ্ট হওয়ার পূর্বে লিখেছিল। প্রকৃতপক্ষে তার বইপুস্তক আমল করার জন্য দলিলযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে হাসান আল-বান্না। সূফীবাদ তাদের কাছে খুব সহজ বিষয়। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের মানহাজের উপর নেই। তারা ধারণা করে, মুসলিমরা ইসলাম বুঝতে পারেনি, যেভাবে তারা নিজেরা ইসলামকে বুঝেছে। তারা এটা তাদের গ্রন্থসমূহে বলেছে।
- তাদের দা‘ওয়াতে তুমি একজনকেও পাবে না, যে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ’র ইবাদত করার দিকে আহ্বান করছে। তুমি তাদের মধ্যে কাউকে পাবে না, যে কবর মাসাহ (স্পর্শ) করা থেকে সতর্ক করছে। তারা অসংখ্য লোকসমৃদ্ধ জামা‘আত চায়, প্রশস্ত গণ্ডি চায়, শাসনক্ষমতা লাভ করতে চায়। তাদের মধ্যে যারা ধূর্ত, তারা বলে, তারা যখন ক্ষমতায় যাবে, তখন মানুষকে সংশোধন করবে। যে ব্যক্তি শুরু থেকেই নিজের সংশোধন করে না, তার নিকট থেকে অন্যের সংশোধন প্রত্যাশ্যা করা যায় না।

- সাইয়্যিদ কুতুবের বইপুস্তক –মুসলিমদের মধ্যে যারা মৃত, আমরা তাদের জন্য আল্লাহ’র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি– অন্যের সমালোচনা এবং অন্যকে জাহিল (মূর্খ) বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সাইয়্যিদ কুতুব দয়াময় আল্লাহ’র সাথে কথা বলনেওয়ালা মূসা (‘আলাইহিস সালাম) কে মূর্খ বলেছে। এরকম আরও অনেক কথা সে তার কিতাবের মধ্যে বলেছে। এগুলো সবই ফী যিলালিল কুরআনে পাওয়া যাবে। আল্লাহ সহায় হোন।
- আমার নসিহত হলো—তোমরা মানুষকে মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ গ্রহণ না করার নসিহত করবে। আমি আল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করছি, মুসলিম ব্রাদারহুডের কেউ যেন ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের শাসনক্ষমতায় না যায়।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/1406]
- ·২য় বক্তব্য:
- ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,
- الأمة هذه سلف في أصل لها ليس التسميات و الجماعات جميع فإن الصحيحة، المناهج أهل من ليسوا التبليغ جماعة و الإخوان.
- “মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আত বিশুদ্ধ মানহাজধারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এ সমস্ত দল এবং নামকরণের কোনো ভিত্তি এই উম্মাহ’র সালাফদের মধ্যে নেই।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/737]
- ·৩য় বক্তব্য:
- ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- صحيحة سلفية دعوة ليسوا و سياسية دعوة هم المسلمين الاخوان جماعة.
- “মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত মূলত রাজনৈতিক দা‘ওয়াত। এটা বিশুদ্ধ সালাফী দা‘ওয়াত নয়।”
[দ্র.: www.sahab.net/forums/index.php... (টেক্সট-সহ অডিয়ো ক্লিপ)]
- ·৪র্থ বক্তব্য:
- ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- بالنسبة للأخوان المسلمين أرجو أن لا يتولوا سلطة في أي بلاد إسلامية وأن لا تكون السلطة لهم، هم ليسوا في عملهم من تشريع كأنه المرشد قول يرون ذلك في حكمهم، طلاب الغالب في عملهم شأنها، وإعلاء العقيدة، لنصرة ساعين السماء، أن –وعلا جل– الله نرجو المسلمين فالأخوان ...كثيرة، أشياء ذلك غير إلى عنه يخرج أن لأحد يجيزون ولا عندهم، العام المرشد نعم المسلمين، بلاد من غيرها في ولا مصر في الحكم شأن لهم يكون لا وأن مصر، يحكموا لا.
- “মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে আমি আশা করি, তারা যেন কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হয়, আর তাদের যেন শাসনকর্তৃত্ব না থাকে। তারা ‘আক্বীদাহর পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে এবং ‘আক্বীদাহর মর্যাদাকে সমুন্নত করার ব্যাপারে সচেষ্ট নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা শাসনক্ষমতা প্রত্যাশী। এ ব্যাপারে তারা তাদের মুর্শিদ তথা নেতার কথাকে আসমান থেকে নাযিলকৃত শরিয়তের মতো মনে করে। নেতার কথা থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে তারা বৈধ মনে করে না। এরকম আরও অনেক বিষয় রয়েছে।...
- আমরা মহান আল্লাহ’র কাছে আশা করব, মুসলিম ব্রাদারহুড যেন মিশরের শাসনক্ষমতায় না যায়, তাদের যেন কোনো শাসনকর্তৃত্ব না থাকে, না মিশরে, আর না অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে। না‘আম।” [দ্র.: www.sahab.net/forums/index.php...(টেক্সট-সহ অডিয়ো ক্লিপ)]
- ·
- ৫ম বক্তব্য:
- ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়া—
- السؤال: هل دعوة الإخوان المسلمين امتداد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟
- الجواب: لا، دعوة الإخوان المسلمين إنما هي دعوة سياسية، لا فهم يستنكرون ولا التصوف يستنكرون ولا البناء على القبور في البدوي، السيد زيارة من الناس يحذر ذهب أو مصر في القبور على البناء استنكر منهم أحدًا أن أسمع ولم أعلم ولم القرافة، في فهو عنهم، الشئ هذا أعرف لا بالقبر، يطوفون الذين ومنعوا وأنكروا الحسين مسجد عند وقفوا من على اعترضوا ولا الشيخ لدعوة امتدادا ليس الحقيقة.
- প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত কি শাইখ মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাবের দা‘ওয়াতকে বিস্তৃত করছে?”
- উত্তর: “না। মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত হলো রাজনৈতিক দা‘ওয়াত। তারা সূফীবাদের বিরুদ্ধে বলে না। তারা কবরস্থানে কবর পাকা করার বিরোধিতা করে না। আমি (তাদের কারও নিকট থেকে) এরকমটা জানিনি, বা এরকমটা শুনিনি যে, তাদের কেউ মিশরে কবর পাকা করার বিরুদ্ধে বলেছে, অথবা আস-সাইয়্যিদ আল-বাদাউয়ীর মাজার যিয়ারত করা থেকে সতর্ক করেছে, বা ‘হুসাইন মাসজিদ’-এ যারা অবস্থান করে তাদের বিরোধিতা করেছে, বা যারা কবরকে প্রদক্ষিণ করে তাদের বিরোধিতা করেছে এবং নিষেধ করেছে। আমি তাদের নিকট থেকে এই বিষয়টি জানিনা। প্রকৃতপক্ষে তাদের দা‘ওয়াত শাইখের দা‘ওয়াতকে বিস্তৃত করে না।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/741]

- ·৬ষ্ঠ বক্তব্য:
- ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,
- إنّ الإخوان المُسلِمين –للأسف– لـ يسوا لـ دُعاة عـقـيدة، عـ ية، صافـ ولا أصحاب و ولاءٍ شرعيّ لسُنّة مُحمّد صلّى اللهُ عليهِ وسلّم.
- “নিশ্চয় মুসলিম ব্রাদারহুড বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহর দা‘ঈ নয়, আর মুহাম্মাদ ﷺ এর সুন্নাহ সমর্থিত শার‘ঈ মিত্রতার অধিকারীও নয়।”
[দ্র.: www.sahab.net/forums/index.php… (টেক্সট-সহ অডিয়ো ক্লিপ)]
- ·৭ম বক্তব্য:
- ইমাম সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- أنا قرأت كثيرا من كتب سيد كتب قطب ومن كتب حسن البنا، يسوا لـ أهلـ عقيدة، سيد و قطب ثر أكـ ة مجازفة تقا دعواذ بعض لـ ليس القرآن وظلال عقيدة، كتب ولـ يست حقيقة، علم كتب لـ يست الكتب فـ هذه ولـ غيرهم، السلام عليه ولموسى الصحابة، يحقق أن يريد من قيام يـ قومون لا عموما المسلمين لـ لإخوان بالنسبة وبالعموم فـ قط، الظِلّال فـي هو وإنما تـ فسير كتاب يستذكرون لا الخير، إلى الناس وجّهوا السلطة قامت إذا أنه ويزعمون إسلامية سلطة تـ قوم أن يريدون همـ لـ لناس، التوحيد فـ أنا واحدة، سيرة لـ نات كون أن المهم عشرية، لـ لإثـ ني متعصب عَشَري إثنيْ شيعيٍّ مع ولا الصوفـ ية، فـي مُغرق صوفـي مع السير لمّا ولذلك أمس، قرأتها ما علم طالب وأنا الكتب هذه قرأت أنا القراءة، من يـ تمكن لـم الذي لـ لشاب كـ تبهم بـ قراءة أنصح لا حقيقة إنما بـ تفسير، لـ يس لـه قلت سنة، وأربعين سبع من أكـ ثر يـ قابل المسؤول ين أحد عنه سأل ني قطب سيد تـ فسير عن سُئلت هو أسلوب يـ خدع القارئ ولا يورد القارئ إلى مشرب عذب.
- “আমি সাইয়্যিদ ক্বুত্বুব এবং হাসান আল-বান্নার অনেক বই পড়েছি। তারা ‘আক্বীদাহসম্পন্ন ব্যক্তি নয়। সাইয়্যিদ ক্বুত্বুব খুবই যথেচ্ছাচার এবং কতিপয় সাহাবীর ও মূসা (‘আলাইহিস সালাম) প্রমুখের সমালোচনাকারী। আসলে এসব বইপুস্তক ‘ইলমী গ্রন্থ নয়, আর ‘আক্বীদাহর গ্রন্থও নয়। যিলালুল ক্বুরআন তাফসীরের গ্রন্থ নয়, বরং এটা স্রেফ ‘ফী যিলাল’। সাধারণভাবে মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে না, যারা মানুষের জন্য তাওহীদকে বাস্তবায়ন করতে চায়। তারা চায় একটি ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা ধারণা করে, যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন তারাই মানুষকে কল্যাণের দিকে ফিরাবে।
- সূফীবাদে (আপাদমস্তক) ডুবে আছে এমন সূফীর সাথে এবং গোঁড়া ইসনা ‘আশারিয়া মতাদর্শ লালনকারী শী‘আর সাথে চলাফেরা করার বিরুদ্ধে তারা বলে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের একটি আদর্শ থাকতে হবে। যে যুবকের পড়ার যোগ্যতা হয়নি, তাকে আমি তাদের বইপুস্তক পড়ার নসিহত করি না। আমি এই কিতাবগুলো তখন পড়েছি, যখন আমি ছিলাম একজন ত্বালিবুল ‘ইলম। আমি এগুলো গতকাল পড়িনি। একারণে আমি যখন সাইয়্যিদ ক্বুত্বুবের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলাম, আমাকে (প্রায়) ৪৭ বছর আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, এটা তাফসীর নয়। বরং এটা পাঠককে ধোঁকা দেওয়ার একটি পদ্ধতি। এটা পাঠককে কোনো সুপেয় জলাধারে নিয়ে যাবে না।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/3108 (টেক্সট সংগৃহীত হয়েছে আজুর্রি ডট কম থেকে)]
- ·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

২৪শ অধ্যায়: ইমাম আহমাদ আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ

সহীহ-আকিদা(RIGP) 3 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন, এই পর্বে থাকছে ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী এবং ইমাম আহমাদ আন-নাজমী’র ফাতাওয়া।

- ২৩শ অধ্যায়: ইমাম হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ)
  - শাইখ পরিচিতি:
  - ইমাম হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) মাদীনাহ’র একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ ছিলেন। তিনি ১৩৪৪ হিজরীতে পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অন্যতম কয়েকজন শিক্ষক হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী, ইমাম ‘উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তাঁর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন—ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী, গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয আলুশ শাইখ, ‘আল্লামাহ বাকার আবূ যাইদ, ‘আল্লামাহ ‘আলী বিন নাসির আল-ফাক্বীহী, ‘আল্লামাহ ‘আব্দুর রাযযাক্ব আল-বদর, ‘আল্লামাহ ‘উমার ফাল্লাতাহ, ‘আল্লামাহ ‘আত্বিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম, ‘আল্লামাহ সালিহ আল-‘আবূদ প্রমুখ। তিনি শারী‘আহ কলেজে শিক্ষকতা করতেন। পরবর্তীতে তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন।
  - শাইখুল মাগরিব ইমাম তাক্বিউদ্দীন আল-হিলালী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.] হাসান আল-‘আলাউয়ী আল-মাগরীবীকে বলেছেন, “যখন তুমি মাদীনাহ’য় গমন করবে, তখন শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারীর কাছে যাবে। কেননা তিনি সালাফদের ‘আলিমগণের মধ্যে অন্যতম একজন ‘আলিম এবং সালাফী ‘আক্বীদাহ পোষণকারী। তুমি তাঁর সাহচর্যকে অপরিহার্যরূপে গ্রহণ কোরো।” [শাইখ ‘আব্দুল আওয়্যাল আনসারী (হাফিযাহুল্লাহ), আল-মাজমূ‘ ফী তারজামাতিল ‘আল্লামাতিল মুহাদ্দিস আশ-শাইখ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৮৫৫; লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, মাদীনাহ থেকে; সন: ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]
  - ইমাম ইসমা‘ঈল আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪১৭ হি.] ইমাম হাম্মাদের ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “তোমার পিতার পূর্বপুরুষরা সবাই ‘আলিম ছিলেন। তাঁর অধীনে থেকেই (মাদীনাহ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘আলিমগণ বের হয়েছে। তাঁর অধীনে থেকেই রিয়াদের অনেক ‘আলিম বের হয়েছে।” [প্রাগুক্ত]
  - সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল্লাহ বাসসাম (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.] বলেছেন, “আমি শাইখ হাম্মাদকে চিনেছি হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে। তিনি হাদীসশাস্ত্রে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি এবং সকল প্রশ্নের উৎস ছিলেন। আমি তাঁর ব্যাপারে জানি যে, তিনি সালাফদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ‘আক্বীদাহগতভাবে সালাফী। শিক্ষাদান, দারস প্রদান এবং কিতাব তাহক্বীক্বে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা রয়েছে।” [প্রাগুক্ত; খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ২২৫]
  - মাদীনাহ’র এই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ১৪১৮ হিজরীতে মারা যান এবং তাঁকে বাক্বী‘ গোরস্তানে কবর দেওয়া হয়। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: শাইখ ‘আব্দুল আওয়্যাল আনসারী (হাফিযাহুল্লাহ), আল-মাজমূ‘ ফী তারজামাতিল ‘আল্লামাতিল মুহাদ্দিস আশ-শাইখ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী।
  - .
  - ইমাম হাম্মাদের বক্তব্য:
  - বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪১৮ হি.] মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে বলেছেন যে, তারা আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, তারা পথভ্রষ্ট দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত।
  - ইমাম হাম্মাদের পুত্র শাইখ ‘আব্দুল আওয়্যাল আল-আনসারী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,
  - الكويت من والسائل الإثنين، يوم عصر منه مضت أيام ستة في المبارك شعبان شهر ١٤١٤/ه عام الله رحمه الوالد سئل والجماعة؟ السنة أهل هم من: لوالد قال
  - الصحابة عليه كان بما المتمسكون هم :قائلًا الوالد فأجاب.
  - والجماعة؟ السنة أهل هم السلفيون: السائل قال ثم
  - الماضي في الصالح السلف عليه كان بما التمسك السلفية معنى لأن والجماعة؛ السنة هي السلفية نعم، :الوالد قال.
  - السنة؟ أهل من هم والتبليغ الإخوان جماعة شيخ، يا: السائل قال
  - لأنهم السنة؛ أهل من ليسوا والتبليغ الإخوان فجماعة منهم، فليس السنة لأهل مخالف فكر على كان من كل :الوالد قال تخالف فهم أفكار على.
  - “১৪১৪ হিজরীর ৭ই শা‘বান সোমবার বিকেলে পিতাজিকে প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নকারী কুয়েত থেকে পিতাজিকে বলেন, “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত কারা?”
  - পিতাজি জবাবে বলেন, “যারা সাহাবীগণের আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছে, তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত।”
  - তারপর প্রশ্নকারী বলেন, “সালাফীরা কি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত?”

- পিতাজি বলেন, “হ্যাঁ। সালাফিয়্যাহ’ই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত। কেননা সালাফিয়্যাহ’র অর্থ হলো—অতীতে ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ যে আদর্শের উপরে ছিলেন, সে আদর্শকে আঁকড়ে ধরা।”
- প্রশ্নকারী বলেন, “শাইখ, ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আত কি আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত?”
- পিতাজি বলেন, “যারাই আহলুস সুন্নাহ বিরোধী মতাদর্শের উপর রয়েছে, তারাই আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত নয়। ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তারা এমন মতাদর্শের উপর রয়েছে, যে মতাদর্শ আহলুস সুন্নাহ’র আদর্শ বিরোধী”।” [শাইখ ‘আব্দুল আওয়্যাল আল-আনসারী (হাফিযাহুল্লাহ), আল-মাজমূ‘ ফী তারজামাতিল ‘আল্লামাতিল মুহাদ্দিস আশ-শাইখ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী ওয়া সীরাতিহী ওয়া আক্বওয়ালিহী ওয়া রিহলাতিহী; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৭৬২-৭৬৩; লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, মাদীনাহ থেকে; সন: ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]
- ▌২৪শ অধ্যায়: ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ)
- ·শাইখ পরিচিতি:
- ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ) একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ, মুসনিদ এবং দক্ষিণ সৌদি আরবের গ্রেট মুফতী ছিলেন। তিনি ১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের জাযান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন—ইমাম ‘আব্দুল্লাহ আল-ক্বার‘আউয়ী, ইমাম হাফিয বিন আহমাদ আল-হাকামী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ, ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন—ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী, ‘আল্লামাহ যাইদ আল-মাদখালী, ‘আল্লামাহ ‘আলী বিন নাসির আল-ফাক্বীহী প্রমুখ।
- বড়ো বড়ো ‘আলিমের নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান ছিল। ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] বলেছেন, “আমরা মহান আল্লাহ’র কাছে আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়জন শাইখ আহমাদ আন-নাজমীর জন্য সুস্থতা ও নিরাময় কামনা করছি।” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=MOMBqy_w3Xc (অডিয়ো ক্লিপ)]
- ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] বলেছেন, “আমাদের শাইখ জাযান বিভাগে হাদীস, তাওহীদ ও সুন্নাহ’র ঝাণ্ডাবাহী ‘আল্লামাহ আশ-শাইখ আহমাদ আন-নাজমী তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ “আল-মাওরিদুল ‘আযবিয যুলাল ফীমা উনতুক্বিদা ‘আলা বা‘দ্বিল মানাহিজিদ দা‘আউয়িয়্যাহ মিনাল ‘আক্বাইদি ওয়াল আ‘মাল”– এ যা লিখেছেন, তা পড়লাম। নিশ্চিতভাবেই আমাদের শাইখ সুন্দর ও ভালো লিখেছেন।” [ইমাম নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ), আল-মাওরিদুল ‘আযবিয যুলাল; পৃষ্ঠা: ১৫]
- এই মহান ‘আলিম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: আল-মাওরিদুল ‘আযবিয যুলাল; পৃষ্ঠা: ৩-১৫।
- ·
- ১ম বক্তব্য:
- দক্ষিণ সৌদি আরবের গ্রেট মুফতী আল-ফাক্বীহুল মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—
- الـ سؤال: أعطونا مختصرًا حول فات المخالـ الموجودة عند الإخوان المسلمين فات المخالـ والموجودة عند التبليغ وهل هما من الفرق الهالكة التي أخبر بها النبي ﷺ؟
- الجواب: هذا يحتاج إلى وقت، عند في الكتب فة مؤلـ الأخطاء الإخوان المسلمين قرأها، وعند في الكتب فة مؤلـ الأخطاء التبليغيين قرأها، ولا شك أنهم من الفرق التي قال النبي ﷺ عنها لأن ما عندهم شركيات وعندهم بدعة، لكن لا نقول إنهم من المخلدين في النار، ولا نقول إنهم كلهم يدخلون في النار، هذا أمره إلى الله .
- প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুডের এবং তাবলীগ জামা‘আতের যেসব শরিয়ত বিরোধিতা রয়েছে, সেসবের ব্যাপারে আমাদেরকে সংক্ষেপে কিছু বলুন। আর তারা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন?”
- উত্তর: “এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বরং মুসলিম ব্রাদারহুডের ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে যেসব বইপুস্তক রয়েছে, সেসব বই অধ্যয়ন করো। তাবলীগীদের ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে যেসব বইপুস্তক রয়েছে, সেসব বই অধ্যয়ন করো। আর নিঃসন্দেহে তারা নাবী ﷺ এর বলা (পথভ্রষ্ট) দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাদের নিকট শির্ক ও বিদ‘আত রয়েছে। কিন্তু আমরা একথা বলব না যে, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এটাও বলব না যে, তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে। কেননা এই বিষয় আল্লাহ’র কাছে সোপর্দিত।”
  [দ্র.: www.alnajmi.net/voices.php?action=save&m=&id=1704 (অডিয়ো লিংক)]
- ·২য় বক্তব্য:
- ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুডের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

- :مايلي أهمها ملاحظات عليه ومنهجهم البنا، حسن أتباع هم: المسلمون الاخوان تعريف
- .به إلا عبد اسلام يصح ولا الاسلام، في شيء أهم هو الذي العبادة، توحيد في التهاون -١
- والذبح لأصحابها، والنذر بالقبور، التطوف و الله لغير الدعاء من الأكبر، الشرك على للناس رهاإقر و سكوتهم -٢ .ذلك إلى وما أسمائهم على
- طريقته على الحصافي الوهاب عبد من البيعة أخذ حيث الصوفية، في علاقة له صوفي، مؤسسه المنهج هذا إن -٣ .الشاذلية الحصافية
- ذكرهم مجالس يحضر وسلم عليه الله صلى النبي بأن يقرر المنهج مؤسس إن بل بها يدهوت عندهم، البدع وجود -٤ :قوله في ذنوبهم، من مضى قد ما لهم ويغفر
- .القمرا و الشمس ففاق للعالمين ~ ظهر الذي النور على الذي الإله صلى
- .جرا و مضى قد فيما الكل سامح و ~ حضرا قد الأحباب مع الحبيب هذا
- في بعثنا دقلو﴿ :تعالى قال التوحيد، الى بالدعوة الاكلفوا ما أتباعهم و الرسل فان بدعة، وهذا خلافة، الى تهمدعو -٥ [٣٦ :النحل] ﴾الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا أن رسولا أمة كل
- نتعاون :ؤسسالم وقول والشيعة السنة بين للتقريب دعوتهم من ذلك ويتبين ضعفه أو عندهم والبراء الولاء عدم -٦ .فيه فيمااختلفنا بعضا بعضنا ويعذر عليه، اتفقنا فيما
- التي السعودية الدولة في كلامهم من ذلك ويتبين لهم وبغضهم السلفية، الطريقة وأصحاب التوحيد لأهل كراهاتهم -٧ .وجامعتها ومعاهدها مدارسها في التوحيد وتدرس التوحيد، على قامت
- لدي بغضوهم الناشىء الشباب في ونشرها كذبا أو صدقا كانت سواء مثالبهم، عن والتنقيب الولاة، عثرات تتبعهم -٨ .عليهم حقدا قلوبهم ليملؤوا و ,عندهم
- .أجله من يعادون و الحزب هذا أجل من فيوالون اليها ينتمون التي الممقوتة الحزبية -٩
- نأخذها أن يمكن أخرى ملاحظات وهناك المؤسس، ذكرها التي العشرة بالشروط الاخواني للمنهج العمل على البيعة أخذ -١٠ .فيمابعد
- “মুসলিম ব্রাদারহুডের পরিচয়: তারা হাসান আল-বান্না’র অনুসারী। তাদের মানহাজের বেশ কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান বিভ্রান্তিগুলো নিম্নরূপ:
- ১. তাওহীদুল ‘ইবাদাহ তথা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ’র ক্ষেত্রে শিথিলতা করা। যেই তাওহীদ ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যেই তাওহীদ ছাড়া কোনো বান্দার ইসলাম বিশুদ্ধ হয় না।
- ২. বড়ো শির্কের ব্যাপারে তাদের নীরবতা অবলম্বন এবং এই শির্কের ব্যাপারে মানুষকে স্বীকৃতি প্রদান। যেমন: গাইরুল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করা, কবরকে প্রদক্ষিণ করা, কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে মানত করা, কবরবাসীদের নামে যবেহ করা প্রভৃতি।
- ৩. এই মানহাজের প্রতিষ্ঠাতা একজন সূফী। সূফীবাদের সাথে তার সম্পৃক্ততা রয়েছে। এমনকি তিনি ‘আব্দুল ওয়াহহাব আল-হাসাফীর নিকট থেকে তার ‘হাসাফিয়্যাহ শাযিলিয়্যাহ’ তরিকার উপর বাই‘আত নিয়েছেন।
- ৪. তাদের নিকট বিদ‘আত রয়েছে এবং তারা সেসব বিদ‘আত সহকারে ইবাদত করে। বরং এই মানহাজের প্রতিষ্ঠাতা এই বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, নাবী ﷺ তাদের জিকিরের মাজলিসে উপস্থিত হন এবং তাদের পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন। তিনি বলেছেন, “আল্লাহ সেই নূরের উপর দয়া বর্ষণ করুন, যেই নূর বিশ্বজগতের কাছে প্রকাশিত হয়েছে এবং চন্দ্র-সূর্যকে ছাড়িয়ে গেছে। এই হাবীব হাবীবদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন এবং পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন!”
- ৫. তারা খেলাফতের দিকে দা‘ওয়াত দেয়। এটা বিদ‘আত। কেননা রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীবৃন্দকে স্রেফ তাওহীদের দিকে দা‘ওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, “আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহ’র ইবাদাত করো এবং পরিহার করো ত্বাগূতকে।” (সূরাহ নাহল: ৩৬)
- ৬. তাদের কাছে কোন ওয়ালা (মিত্রতা) ও বারা (বৈরিতা) নেই, অথবা থাকলেও তা খুবই দুর্বল। আর এটা তাদের “শী‘আ ও সুন্নীদেরকে পরস্পরের কাছে আনয়ন”–এর দা‘ওয়াত থেকে স্পষ্ট হয়। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, “আমরা যে ব্যাপারে একমত, সে ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করব। আর আমরা যে ব্যাপারে একমত নই, সে ব্যাপারে পরস্পরকে মার্জনা করব।”

- ৭. তারা তাওহীদবাদীদের এবং সালাফীদের ঘৃণা করে। আর এটা সৌদি আরবের ব্যাপারে তাদের কথা থেকে সুস্পষ্ট। যেই সৌদি আরব তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাওহীদ শিক্ষা দিচ্ছে। সালাফীদের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রমাণিত হয় এ থেকে যে, তারা জামীলুর রহমান আল-আফগানীকে হত্যা করেছে। কারণ তিনি তাওহীদের দিকে আহ্বান করতেন, এবং তাঁর মাদরাসাহগুলোতে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া হতো।
- ৮. তারা শাসকদের ভুলত্রুটির সমালোচনা করে এবং শাসকদের ব্যর্থতা নিয়ে গবেষণা করে, চাই সেসব ভুলত্রুটি সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। আর সেসব ত্রুটিবিচ্যুতি তারা যুবকদের মধ্যে প্রচার করে, যাতে করে যুবকেরা শাসকদের ঘৃণা করে এবং তারা শাসকদের বিরুদ্ধে যুবকদের অন্তরসমূহ বিদ্বেষ দিয়ে পরিপূর্ণ করতে পারে।
- ৯. তারা ঘৃণ্য দলবাজিতে যোগদান করে। তারা এই দলের জন্যই মিত্রতা পোষণ করে এবং এই দলের জন্যই বৈরিতা পোষণ করে।
- ১০. তারা দলের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক আরোপিত দশটি শর্ত মেনে নিয়ে ইখওয়ানী মানহাজ অনুযায়ী কাজ করার উপর বাই‘আত গ্রহণ করে। এরকম আরও বিভ্রান্তি রয়েছে, যেগুলো আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করতে পারি।” [ইমাম আহমাদ আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ), আল-ফাতাওয়া আল-জালিয়্যাহ ‘আনিল মানাহিজিদ দা‘আউয়িয়্যাহ; খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ৭৮-৭৯; তাহক্বীক্ব: শাইখ হাসান আদ-দাগরীরী; দারুল মিনহাজ কর্তৃক প্রকাশিত; সন-তারিখ বিহীন সফট কপি]
- এছাড়াও ইমাম আহমাদ আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর “আল-মাওরিদুল আযবিয যুলাল ফীমানতুক্বিদা ‘আলা বা‘দ্বিল মানাহিজিদ দা‘আউয়িয়্যাতি মিনাল ‘আক্বাইদি ওয়াল আ‘মাল” গ্রন্থে ১২২ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুসলিম ব্রাদারহুড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তাদের ২৫ টি বিভ্রান্তি উল্লেখপূর্বক সেগুলোর খণ্ডন করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর লেখা ১৫৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থ “আর-রাদ্দুশ শার‘ঈ আল-মা‘ক্বূল ‘আলাল মুত্তাসিলিল মাজহূল” এর মধ্যে মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ব্রাদারহুডের বিভিন্ন বিভ্রান্তির অপনোদন করেছেন।
- .
- অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

১২শ পর্ব | ২৫শ অধ্যায়: ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [১ম কিস্তি]

সহীহ-আকিদা(RIGP) 3 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রাদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন

২৫শ অধ্যায়: ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [১ম কিস্তি]-**শাইখ পরিচিতি:**

ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ইয়েমেনের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ এবং সালাফী দা‘ওয়াতের মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি ১৩৫৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইয়েমেনের দাম্মাজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য ‘আলিমের কাছে পড়ার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম ইবনু বায, ইমাম আলবানী, ইমাম তাক্বিউদ্দীন হিলালী, ইমাম বাদী‘উদ্দীন আর-রাশিদী, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী, ইমাম মুহাম্মাদ আস-সুবাইল, ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন ‘আব্বাদ, ‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ

আস-সূমালী, ‘আল্লামাহ ইয়াহইয়া বিন ‘উসমান আল-মুদার্রিস প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। [মাজমূ‘উ ফাতাওয়া আল-ওয়াদি‘ঈ, খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ১২-১৩; ইমাম রাবী‘ (হাফিযাহুল্লাহ), তাযকীরুন নাবিহীন; পৃষ্ঠা: ৩২০-৩২১; শাইখের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত সফট কপি]

- ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] বলেছেন, “যারা শাইখাইনের তথা দুই শাইখের নিন্দা করে, যেমনটি আমরা উল্লেখ করলাম (অর্থাৎ, শাইখ মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ এবং শাইখ রাবী‘ আল-মাদখালী), সে হয় জাহিল, ফলে তাকে শেখানো হবে, আর না হয় সে বিদ‘আতী, যার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ’র কাছে পানাহ চাওয়া হবে। আমরা মহান আল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করছি, হয় তাকে হিদায়াত দিন, আর না হয় তার পিঠ ভেঙে চূর্ণ করে দিন।” [সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ৮৫১ নং অডিয়ো ক্লিপ]

- ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.]’র কাছে ইয়েমেনে ইমাম মুক্ববিলের দা‘ওয়াতের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, “এটি ইখলাসের ফল, এটি ইখলাসের ফল।” [আল-ইসালাহ ম্যাগাজিন; সংখ্যা: ২৮]

- ইমাম ইবনু ‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.] বলেছেন, “শাইখ মুক্ববিল হলেন ইমাম, শাইখ মুক্ববিল হলেন ইমাম।” [প্রাগুক্ত]

- ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] শাইখ মুক্ববিলের ব্যাপারে বলেছেন, “তিনি এই দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন এবং তাওহীদ শিখেছেন। এরপর তিনি ইয়েমেনে গমন করেছেন এবং আল্লাহ ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁর দা‘ওয়াত খুবই ভালো।” [প্রাগুক্ত]

- ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] বলেছেন, “শাইখ মুক্ববিল বিন হাদী হলেন ‘আল্লামাহ, মুহাদ্দিস, মুজাহিদ এবং ইয়েমেনে সালাফী দা‘ওয়াতের মুজাদ্দিদ।” [তাযকীরুন নাবিহীন; পৃষ্ঠা: ৩১৯]

- বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ ও অডিয়ো ক্লিপস রয়েছে। এই মহান মুহাদ্দিস ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: tasfiatarbia.org।

- .

- ১ম বক্তব্য:

- ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—

- هذا كان وإن «أَحَدَهُم فَلْيُؤَمِّرُوا سَفَرٍ فِي ثَلَاثَةٌ كَانَ إِذَا» :بـ الـحديـث دائمًا يـ سـ تدل حـ يث خـاصـة جماعة تـ وجد لـ م إن نـ عمل كـ يف :الـ سؤال أمكن؟ إن الأدلـ ة مع قـ ولـ كم فـ ما صـارالأم من مـصـر كـل وفـ ي الـ حضر، فـ ي أ شد إلـ يه فـ الـحاجة الـ سـ فر فـ ي مطـ لوب

- جماعة من أنـ فـسهم يـ عـ تـ برون بـ الـ يمن الـ سنة فـ أهل الـمـسلمـ ين، جماعة من أنـ فـسنا نـ عـ تـ بر أن بـ أس فـ لا الـ جماعة أما :الـ جواب أرض وفـ ي والـ سودان لـ يـ بـ يا وفـ ي بـ الـ جزائـ ر، الـ سنة وأهل الـمـسلمـ ين، جماعة من أنـ فـسهم يـ عـ تـ برون بـ مـصـر الـ سنة وأهل الـمـسلمـ ين، يـ نـ بغي الـ ذي فـ هذا واحدة الـمـسلمـ ين فـ جماعة الـمـسلمـ ين، جماعة من أنـ فـسهم يـ عـ تـ برون جدون الـ حرمـ ين.

- جماعة وهذه فـ لان، الـ شهـ يد جماعة هذه :يـ قولـ ون الـمـ فـلـسون الإخوان يـ فعل كـما تـ جزئـ ه إلـ ى الـمـسلمـ ين نـ جزئ أو نـ فرق أن وأما يـ كون الـمـسلمـ ين ضعف أن فـ ي الأدلـ ة تـ قدمت وقـ د لـ لجهود، و ضـ ياع الـ عـقول عـلى تـ وزيـ ع فـ هذا فـ لان، الـ شهـ يد جماعة هذه فـ لان، الـ شهـ يد بـ تـ فرقـهم «بَعْضًا بَعْضُهُ يَشُدُّ كَالْبُنْيَانِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ إِنَّ».

- رَاخَيْ يَكُنَّ أَنْ عَسَىٰ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٌ وَلَا مْمِنْهُ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَىٰ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ يَسْخَرْ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿ بـ إخوانـ ه إلا قـوياً يـ كون لا فـ الـمؤمن ﴾مِنْهُنَّ [الـ حجرات: ١١]

- [الـ حجرات: ١٣] ﴾اكُمْأَتْقَ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۚ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَىٰ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا﴿ :تـ عالـ ى وقـ ال

- يـ تـ بعون كـ لهم الـمـسلمون كـان أم بـ جاذ بـه جماعة وهناك نـ بي هناك هل كـ له، الـ قرآن فـ ي كـ لها الأنـ بـ ياء قـ صـص تـ قرأ أن أريـ د أنـا الله إلـ ى الـ دعاة ويـ تـ بعون عـ لمائـهم يـ تـ بعون والآن الـ نـ بي؟

- الـ حزبـ ية إلـ ى يـ دعو شخص يـ كون ربـ ما لأنـ ه ؛يـ جـ يـ بونـه لا المزيَّفة الـ سـلـ فـ ية أ صحاب من سلفياً كـان ولـ و تـ فرقـة إلـ ى دعاهم فـ من كـ تابـ ه فـ ي الـ صابـ وني عـ ثمان أبـ و يـ فعل كـما لـ كن الـ حديـ ث أ صحاب وإلـ ى والـ سنة الـ كـ تاب إلـ ى تـ دعو بـ ل .الـ سـلـ فـ ية غلاف تـ حت واحد والـمعنى بـ الـ سـلـ فـ ية يـ عـ بر وأخرى الـ سنة، بـ أهل يـ عـ بر فـ تارة الـ سلف» عـ قائـ د».

- ضعـ فهم سـ بب هـو فـ هذا زأهوج الـمـسلمـ ين نـ وزع أن وأما.

- مـ فـ تر أ شر كذاب فـ هو الـ جماعي بـ الـ عمل يـ قولـ ون لا بـ أنـهم الـ سنة أهل يـ رمي الـ ذي الـ جماعي الـ عمل يـ جوز لا إنـه :نـ قول لا ونـ حن أحد يـ سـ تطـ يع ولا لـ لإسلام، يـ عملوا وأن يـ تحدوا أن الـمـسلمـ ين عـلى فـ الـواجب الـ جماعي الـ عمل أما الـ حزبـ ي، بـ الـ عمل نـ قـ بل لا نـ حن .عـلـ يهم و الله بـ ه تـ سـ تطـ يع ما حدود فـ ي لـ لإسلام عمـلت الـ حزبـ يون هذا عمـلك يـ سـ تغل أن أراد إذا لـ كن بـ مـ فرده، شيئاً لـ لإسلام يـ حقق أن مـنا الـمـسـ تعان.

- প্রশ্ন: "যদি কোনো নির্দিষ্ট দল (জামা'আহ খাসসাহ) না পাওয়া যায়, তাহলে কীভাবে আমরা এই হাদীসের প্রতি আমল করব—"তিন ব্যক্তি একত্রে সফর করলে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করে।" (আবূ দাঊদ, হা/২৬০৯; সনদ: হাসান) আর সর্বদাই এই হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করে বলা হয়, সফরেই যদি এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে গৃহে অবস্থানকালে এবং যাবতীয় ভূখণ্ডে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? সম্ভব হলে দলিল-সহ বলবেন।"

- উত্তর: "জামা'আত বা দলের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে জামা'আতুল মুসলিমীন তথা মুসলিমদের জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করব, এতে কোনো সমস্যা নেই। ইয়েমেনের আহলুস সুন্নাহ নিজেদেরকে জামা'আতুল মুসলিমীনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে। মিশরের আহলুস সুন্নাহ নিজেদেরকে জামা'আতুল মুসলিমীনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে। আলজেরিয়া, লিবিয়া, সুদান, মক্কা-মদিনা ও নজদের আহলুস সুন্নাহ নিজেদেরকে জামা'আতুল মুসলিমীনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে। সুতরাং জামা'আতুল মুসলিমীন একটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

- পক্ষান্তরে মুসলিমদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করা; যেমনটি করেছে আল-ইখওয়ানুল মুফলিসূন (নিঃস্ব ব্রাদারহুড)। তারা বলে—এটা অমুক শহীদের জামা'আত, এটা অমুক শহীদের জামা'আত, এটা অমুক শহীদের জামা'আত। এই কাজ হলো বিভক্তি সৃষ্টি করা, বিবেকের সাথে খেলায় লিপ্ত হওয়া এবং চেষ্টা ও সাধনার ধ্বংস সাধন করা। এ ব্যাপারে দলিলসমূহ গত হয়ে গেছে যে, মুসলিমদের দুর্বলতা তাদের বিভক্তির কারণেই হয়েছে। "একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য ইমারতস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে।" (সাহীহ বুখারী, হা/৪৮১; সাহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৫)

- একজন মু'মিন তার ভাইদেরকে বাদ দিয়ে শক্তিশালী হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম।" (সূরাহ হুজুরাত: ১১)

- মহান আল্লাহ আরও বলেন, "হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ'র কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়াসম্পন্ন।" (সূরাহ হুজুরাত: ১৩)

- আমি চাইব, তুমি সম্পূর্ণ ক্বুরআনে নাবীগণের সকল ঘটনা পড়বে। (তুমি লক্ষ করবে,) এমন কোনো নাবী কি আছেন, যার পাশে অন্য একটি জামা'আত বা দল রয়েছে? নাকি সকল মুসলিম (নিজেদের) নাবীর অনুসরণ করেছে? সুতরাং এখন মুসলিমরা তাদের 'আলিমদের অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ'র দিকে আহ্বানকারী দা'ঈদের অনুসরণ করবে।

- যে ব্যক্তি তাদেরকে বিভক্তির দিকে আহ্বান করবে, যদি সে ব্যক্তি নামধারী সালাফীও হয়, তবুও তারা তার ডাকে সাড়া দিবে না। কেননা হতে পারে সে সালাফিয়্যাহ'র মোড়কে হিযবিয়্যাহ'র (দলাদলি) দিকে আহ্বান করছে। বরং তুমি কিতাব, সুন্নাহ এবং আসহাবুল হাদীসদের দিকে আহ্বান করবে। যেমনটি করেছেন আবূ 'উসমান আস-সাবূনী [মৃত: ৪৪৯ হি.] তাঁর 'আক্বাইদুস সালাফ গ্রন্থে। তিনি কখনো আহলুল হাদীস বলেছেন, কখনো আহলুস সুন্নাহ বলেছেন, আবার কখনো সালাফিয়্যাহ বলেছেন। এগুলোর অর্থ একটাই।

- পক্ষান্তরে মুসলিমদের দলে দলে বিভক্ত করাই তাদের দুর্বলতার কারণ। আমরা এ কথা বলছি না যে, দলবদ্ধভাবে কাজ করা জায়েজ নয়। যে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ'র লোকদের অপবাদ দিয়ে বলে যে, তারা দলবদ্ধভাবে কাজ করা বৈধ মনে করে না, সে সবচেয়ে খারাপ মিথ্যুক এবং আহলুস সুন্নাহ'র উপর অপবাদদানকারী।

- আমরা দলাদলির কাজকে (আল-'আমালুল হিযবী) বৈধ বলি না। পক্ষান্তরে দলবদ্ধভাবে কাজ করা, (এ ব্যাপারে আমরা বলি) মুসলিমদের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং ইসলামের জন্য কাজ করা ওয়াজিব। আমাদের কেউই ইসলামের জন্য কোনো কিছু একাকী করতে সক্ষম নয়। কিন্তু দলবাজরা (হিযবীরা) যখন তোমার কাজের ফল লাভ করতে চায়, তখন তুমি ইসলামের জন্য তোমার সাধ্যানুযায়ী একটা গণ্ডির মধ্যে এসে কাজ করতে শুরু করবে। আল্লাহ সহায় হোন।" [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), গারাতুল আশরিত্বাহ 'আলা আহলিল জাহলি ওয়াস সাফসাত্বাহ; খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ১৯৭-১৯৯; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

- .

- ২য় বক্তব্য:

- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

- السؤال: ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الإخوان المسلمين وحزب التحرير؟ بينوا لنا بوجه لهم انحراف وجزاكم الله خيرا.

- الجواب: موقف أهل السنة والجماعة من الإخوان المسلمين أنهم يحكمون على منهجهم بأنه منهج مبتدع، وعلى مبتدع، وعلى أفرادهم بأنه من ... كان يعلم بالمنهج يلتزم به ويدعو إليه فإنه مبتدع، ومن كان لا يعلم المنهج وهو يظن أنه ينصر الإسلام والمسلمين فيعتبر مخطئا. ... وأصل دعوة الإخوان المسلمين دعوة بورقيبة كما ذكر هذا الأخ الشيخ في رسالته «حوار هادئ مع إخواني» وهي رسالة قيمة، فقد ذكر أن البنا حسن كان يطوف بالقبور، يحضر وكان بالموالد، وذكر غيره أن حسن البنا كان يهمه أن يجمع الناس، ويجمع بين ...

أن قرأت وقد السلفية، عن بمنأى والصوفية إهذا يتأتى وكيف .صوفية سلفية دعوتنا :رسائله بعض في يقول المتناقضات

.بقراءته أنصح العشماوي لعلي المسلمين» للإخوان السري التاريخ» بعنوان طيب كتاب وهناك نصرانيا، كان الخاص سكرتيره

• الشيوعي عم يتحالفون فهم السنة، أهل هم أعدائها أكبر لأن الدعوات على نكبة تعتبر المسلمين الإخوان فدعوة الأمر من لي أن لو :قائلهم قال وقد خطير فهو السني مع يتعاونوا أن يمكن لا ولكن والرافضي، والعلماني والناصري والبعثي - الله رحمه- معه كان ومن جميل الشيخ أفغانستان في كنر لأهل حصل ما ذلك وشاهد .الشيوعية قبل السنة يأهل بكم لبدأنا شيئا رجالها وذبحوا كنر في وأفنوها الدعوة وأبادوا ،

• والبعثي إليه، احتاجوا إذا السني بالوجه السني يأتون فهم سياسية دعوة الدعوة، على نكبة المسلمين الإخوان فدعوة الشيوعي بالوجه والشيوعي إليه، احتاجوا إذا البعثي بالوجه.

• تبقون وأنتم البلاد احتلت الشيوعية :ولونويقيصرخون الإسلامية الجامعة في كنا أن فعنديذكر بالشيء والشيء الشيوعية جاءت ولما الناس، ويستثيرون الفرص يستغلون فهم .المطار من ستؤخذون بلدكم إلى قدمتم إذا ثم ههنا، تدرسون سالم علي نإ :أقول لماذا علي وأنكروا وكذا، كذا البيض سالم علي الأخ وقال البيض، سالم علي بالأخ وسهلا وأهلا لها انسدحوا أن ويمكن مبدأ لهم ليس فهم كافر، الحرب وقت وفي مسلم، ذلك بعد ثم شيوعي الأمر أول في عندهم فهو .كافر البيض لعل أخطائهم في عليهم يردون ولكن الولاة، من وال إلى شكوهم قد أن يتحدونهم فهم السنة أهل أما الولاة، إلى بالسني يتقربوا الله أن يهديهم ويرجعوا بحمدو الله فقد رجع كثير من شبابهم .

• أما حزب التحرير فهو حزب منحرف ضال يحرف في العقيدة، ويبيح المحرمات ومصافحة النساء، ويبيح الوثوب على السلطة، فهو من أخبث حزب الإخوان المفلسين -وزيادة المشاركة على يدل تفضيل أفعل وأخبث- ابتعد أن فيجب عنه، وقد قيل في الدخول للمرأة وأجاز دراويش، أخرج أن أريد لا أنا :فقال القرآن؟ شبابكم تعلمون لا لماذا :مؤسسه كان يالذ للنبهاني الانتخابات.

• প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুড এবং হিযবুত তাহরীরের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান কী? আমাদের কাছে তাদের বিভ্রান্তির কারণ বর্ণনা করুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।”

• উত্তর: “মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান হলো—তারা (আহলুস সুন্নাহ) তাদের মানহাজের ব্যাপারে এই হুকুম দেয় যে, তা একটি বিদ‘আতী মানহাজ। আর তাদের সদস্যদের ব্যাপারে এই হুকুম দেয় যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মানহাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা আঁকড়ে ধরে, সে বিদ‘আতী; আর যে ব্যক্তি এই মানহাজ সম্পর্কে জানে না, বরং মনে করে ব্রাদারহুডের মানহাজ ইসলাম ও মুসলিমদের সাহায্য করছে, সে ভুলকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

• মূলত মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত হলো কবরপূজারীদের দা‘ওয়াত। যেমনটি ভাই আশ-শিহহী তাঁর লেখা “হিওয়ারুন হাদী’ মা‘আ ইখওয়ানী (একজন ইখওয়ানীর সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনা)” শীর্ষক পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি একটি মূল্যবান পুস্তিকা। তিনি বলেছেন, হাসান আল-বান্না কবরে ত্বাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করত এবং মীলাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতো। অন্য এক ব্যক্তি বলেছেন, হাসান আল-বান্না লোকদেরকে একত্রিত করার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তিনি পরস্পরবিরোধী বিষয়গুলো জমা করতেন। তিনি তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন, আমাদের দা‘ওয়াত ‘সালাফী ও সূফী’ দা‘ওয়াত (দা‘ওয়াতুনা সালাফিয়্যাতুন সূফিয়্যাহ)। তিনি কীভাবে এটা বলেন! সূফীবাদ সরাসরি সালাফিয়্যাহ’র সাথে সাংঘর্ষিক। আমি এরকমটা পড়েছি যে, তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি খ্রিষ্টান ছিল। এ ব্যাপারে ‘আলী ‘আশমাউয়ীর “আত-তারীখুস সিররী লিল ইখওয়ানিল মুসলিমীন (মুসলিম ব্রাদারহুডের গোপন ইতিহাস)” শিরোনামে একটি ভালো গ্রন্থ আছে। আমি গ্রন্থটি পড়ার নসিহত করি।

• মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত (সালাফী) দা‘ওয়াতের উপর দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত। কেননা ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াতের সবচেয়ে বড়ো শত্রু আহলুস সুন্নাহ। তারা কমিউনিস্ট, বাথিস্ট, নাসেরাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং রাফিদ্বী শী‘আর সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তাদের জন্য সুন্নী’র সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব নয়, কেননা সে (সুন্নী) বিপদজনক। তাদের এক ব্যক্তি বলেছে, “আমাদের যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে অবশ্যই কমিউনিস্টদের আগে আমরা তোমাদেরকে দিয়ে শুরু করতাম, হে আহলুস সুন্নাহ!” আফগানিস্তানে কুনারবাসীদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা এটাই প্রমাণ করে; যেমন শাইখ জামীল (রাহিমাহুল্লাহ) ও তাঁর সঙ্গীবর্গ। তারা (ব্রাদারহুড) কুনারে (সালাফী) দা‘ওয়াতকে ধ্বংস ও নির্মূল করেছে এবং সেখানকার লোকদের (সালাফীদের) জবাই করেছে।

• মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াত (সালাফী) দা‘ওয়াতের উপর দুর্যোগস্বরূপ। তাদের দা‘ওয়াত রাজনৈতিক। তারা যখন প্রয়োজন মনে করে, তখন সুন্নী’র কাছে যায় সুন্নী’র রূপ ধরে। তারা যখন প্রয়োজন মনে করে, তখন বাথিস্টের কাছে যায় বাথিস্টের রূপ ধরে, আর কমিউনিস্টের কাছে যায় কমিউনিস্টের রূপ ধরে।

• আমরা যখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, তখন তারা চিল্লাচিল্লি করছিল আর বলছিল, “কমিউনিজম সকল দেশ দখল করে নিল, আর তোমরা এখানে বসে বসে স্টাডি করছ! যখন তোমরা তোমাদের দেশে যাবে, তখন এয়ারপোর্ট থেকেই তোমাদের পাকড়াও করা হবে।” তারা তাদের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাল এবং লোকদেরকে উসকানি দিতে থাকল। এরপর যখন কমিউনিজম আসল, তখন তারা তাদের সাথে মিশতে লাগল। তারা অভ্যর্থনা জানাল, “ওয়েলকাম, ব্রাদার ‘আলী সালিম আল-বীদ্ব। ব্রাদার ‘আলী সালিম বীদ্ব এই বলেছেন, ওই বলেছেন।” আর তারা এই মর্মে আমার

বিরোধিতা করল যে, আমি কেন বলি—নিশ্চয় ‘আলী সালিম আল-বীদ্ব কাফির। সে তাদের কাছে প্রথমত কমিউনিস্ট, তারপর মুসলিম, আর যুদ্ধের সময় কাফির। তাদের কোনো ভিত্তি নেই। এমনটাও সম্ভব যে, তারা সুন্নী’র মাধ্যমে শাসকবর্গের নৈকট্য অর্জন করবে। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ’র সাথে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের ব্যাপারে শাসকের নিকট অভিযোগ করে। কিন্তু তারা (আহলুস সুন্নাহ) তাদের ভুলগুলোর ক্ষেত্রেই তাদেরকে রদ করে। হয়তো আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিবেন এবং তারা (বাতিল থেকে) প্রত্যাবর্তন করবে। আল-হামদুলিল্লাহ, তাদের অনেক যুবক (বিপথগামী মানহাজ থেকে) ফিরে এসেছে।

- আর হিযবুত তাহরীর একটি বিপথগামী পথভ্রষ্ট দল। তারা ‘আক্বীদাহর ক্ষেত্রে বিকৃতি সাধন করে, হারাম কাজসমূহকে বৈধ ঘোষণা করে, মহিলাদের সাথে করমর্দন করা বৈধ ঘোষণা করে। তারা শাসকদের উপর আক্রমণ করাকে গুরুত্ব দেয়। এই দল আল-ইখওয়ানুল মুফলিসূনের থেকেও খারাপ। এই দল থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নাবহানীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, আপনারা আপনাদের যুবকদের ক্বুরআন শিক্ষা দেন না কেন? সে জবাবে বলেছে, “আমি (আমার দল থেকে) দরবেশ বের করতে চাইনা!” এছাড়াও সে মহিলাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), তুহফাতুল মুজীব ‘আলা আসইলাতিল হাদ্বিরি ওয়াল গারীব; পৃষ্ঠা: ২০৩-২০৪; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]
- .
- ৩য় বক্তব্য:
- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—
- الإف لاس؟ أ سـ باب هي ما بـ الـمـ فـلـسـ ين الـمـسـلـمـ ين الإخوان و صـ فت لـ قد :الـ سؤال
- من معه انـ ضموا نـا صري أو بـ عـ ثي أو شـ يوعي أو حزبـ ي جاءهم فـ إن كـالـ كرة أ صـ بحوا فـ قد الـ سـ يا سة، فـ ي مـ فـلـسون هم :الـ جواب وفـ ي .لـ لإ سلام بـ عمل إلا الـ كرا سي تـ أتـ ي لا الـ كرا سي ولـ كن الـ كرا سي، إلـى يـ تو صـلوا أن أجل بـ الانـ تخابـ ات تـ أتـ ي لا والـ تـصويـ تات، الـ سـ يا سة فـ ي مـ فـلـسون أنّهم عـ نـ يـ ته الـذي ولـ كن مـ فـلـسون، أيضًا الـ عـلم.
- প্রশ্ন: “আপনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে (মুসলিম ব্রাদারহুড) ইখওয়ানুল মুফলিসীন তথা নিঃস্ব ব্রাদারহুড বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের নিঃস্ব হওয়ার কারণ কী?”
- উত্তর: “তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে নিঃস্ব। তারা গোলাকার বলের মত হয়ে গেছে। তাদের কাছে যদি দলবাজ (হিযবী), বা কমিউনিস্ট, কিংবা বাথিস্ট, বা নাসেরাবাদী আসে, তাহলে তারা মসনদ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য তাদের সাথেও মিলিত হয়। কিন্তু মসনদ তথা ক্ষমতা ভোটাভুটি ও নির্বাচনের মাধ্যমে আসে না। মসনদ আসে কেবল ইসলাম প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে। তারা ‘ইলমের ক্ষেত্রেও নিঃস্ব। কিন্তু আমি উক্ত কথা বলার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য নিয়েছি যে, তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে নিঃস্ব।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), মাক্বতালুশ শাইখ জামীলুর রাহমান; পৃষ্ঠা: ৪৯; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]
- .
- ৪র্থ বক্তব্য:
- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—
- معهم خلاف نـا أن أم يـ زعمون كما فـ رعي خلاف هو أو الانـ تخابـ ات حول خلاف الـمـسـلـمـ ين الإخوان جماعة مع خلاف نـا هل :الـ سؤال مـنهجي؟ عـ قدي خلاف
- من فـ يهم يـ وجد لأنـ ه عـلـ يهم نـ تحامل ما ونـ حن ومـنهجي، قـ ائـ ديـع اخـ تلاف معهم اخـ تلاف نـا فـ يك، الله بـ ارك حـ سن سؤال :الـ جواب الـى يـ دعو أمريـ كا إلـى ذهب أن عـ ند هـا شم حمود أن أخـ برت– الـ كرفـ يـ تة يـ لـ بس من فـ يهم أو مـنه، شر هو من الـمجـ تمع فـ في لـ حـ يـ ته يـ حلق فـ ي مـ تجـلد لانـ ه أذكره نـما إ فـ يه، الـ نزاع لـ يس أيـ ضا هذا –والـ بـنطـلون الـ كرفـ يـ تة لابـ س هـا شم أبـ و هـا شم أبـ و الـ كرفـ يـ تة لابـ س الـ تجمع و الله الـمـ تاهلت فـ ي يـ وقـ عكم ان يـ ريـ د وهـا شمي الـمـ تاهلت فـ ي يـ وقـ عكم أن يـ ريـ د هـا شمي إنـه يـ دريـ كم ما الـمـ فـلـسـ ين، الإخوان عن الـ دفـ اع الـمـسـ تعان.
- فـ ي الـ يـسرى عـلى الـ يـمـنى الـ يـد و ضـع مـ ثـل وأن ، الـ عـ بادات فـ ي خلاف أنـه يـ ظـن الأخ يـ قول كما إخوانـ نا بـ عض أن الـ قـصد مـ ثـل الـمـ فـلـسـ ين الإخوان مع خلاف نـا أن يـ ظـنون الـ فـقهاء، كـخلاف ذلـك غـ ير أو عـلـ يه» الله أ سم يـ ذكـر لـم لـمن و ضوء لا» مـ ثـل أو ، الـ صـلاة بـ الـ عـ قـ يدة يـ تـعلق معهم خلاف نـا لا ، !الـ فـقهاء خلاف:
- الـ شـ يوعـ يـ ين مع بـ وحدة ر ضوا فـ هم - ١.
- مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَانًا احْتَمَلُوا فَقَدِ اكْتَسَبُوا مَا بِغَيْرِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يُؤْذُونَ وَالَّذِينَ﴿ الـ سـنة أهل إخوانـهم يـ ؤذون كـانـوا أيـ ضا وهم - ٢﴾.
- جماعة من هم الـ حمد لله الآن أما ، الـمـسـلـمـ ين جماعة أنـهم ويـ ظـنون معهم، يـ نـ تظـم لـم من عـلى يـ تـ قولـون أيـ ضا وهم هذا قـ بل - ٣ الإِسْلاَمِ رِبْقَةَ خَلَعَ فَقَدْ شِبْرٍ قِيدَ الْجَمَاعَةَ فَارَقَ مَنْ» الـ جماعة»، مع الله يـ د» !الـمـسـلـمـ ين جماعة هم هـنا ىإلـ جـ ئـنا عـ ندما قـ بل من يـ قولـون الـمـسـلـمـ ين،

فـ إنهم الـ سنة أهل ـ ن ـ ت ـ بع ـ الله ـ شاء إن وبـ قولون ـ سـ ـ يـ ـ تـ ـ نازلون ـ الله ـ شاء إن وبـ عدها الـ مـ سلـ مـ ين، جماعة من هم الآن الـ مـ عنى، بـ هذا أو .«عُنُقِهِ مِنْ هدى الـ على.

- بـ عضا بـ عضهم يـ كـ فر ولا بـ عض، فـ ي بـ عضهم يـ ـ تكلم ألا على كاف ر ماهو منها أحزاب عـ شرة مع أيـ ضا الـ شرف مـ يـ ثاق - ٤.
- الـ بعـ ثـ يـ ين مع الـ ـ تـ نسـ يق - ٥.
- هؤلاء يـ هرولـ ون الإ سلام أعداء قـ ـ بل من مايأتـ ـ ي بـ ـ عد الـ هرولة - ٦.
- تـ عالـ ى ـ الله رحمهم الـ ـ فقهاء كـ خلاف لـ ـ يس الـ عـ قـ يدة فـ ـ ي معهم فـ خلاف ـ نا.
- প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে আমাদের বিরোধিতা কি ভোটাভুটিকে কেন্দ্র করে বা তাদের সাথে আমাদের বিরোধিতা কি শাখাগত (মাসআলাহ’র) বিরোধিতা? নাকি তাদের সাথে আমাদের বিরোধিতা ‘আক্বীদাহ ও মানহাজগত বিরোধিতা?”
- উত্তর: “সুন্দর প্রশ্ন। আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দিন। আমাদের সাথে তাদের বিরোধিতা ‘আক্বীদাহ ও মানহাজগত বিরোধিতা। আমরা তাদের বিরোধিতা এজন্য করি না যে, তাদের মধ্যে দাড়ি মুণ্ডনকারী লোক রয়েছে। সমাজে এর চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যক্তি রয়েছে। অথবা আমরা তাদের বিরোধিতা এজন্য করি না যে, তাদের মধ্যে টাই পরিধানকারী ব্যক্তি রয়েছে। আমি অবহিত হয়েছি যে, হামূদ হাশিম (আবূ হাশিম) আমেরিকা যাওয়ার সময় প্যান্ট ও টাই পরিধান করে। সে লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিকে আহ্বান করে। আমাদের বিরোধিতা এক্ষেত্রেও নয়। আমি তার কথা উল্লেখ করলাম, কারণ সে ইখওয়ানুল মুফলিসূনকে ডিফেন্ড করার ক্ষেত্রে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি। তোমরা কি জান যে, হাশিমী তোমাদেরকে গোলকধাঁধায় নিক্ষেপ করতে চায়? আল্লাহ সহায় হোন।
- আমাদের কিছু ভাই মনে করে, তাদের সাথে আমাদের বিরোধ ইবাদতের ক্ষেত্রে। যেমন: নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা, বা যে ‘বিসমিল্লাহ’ বলেনি তার অজু হয়নি প্রভৃতি বিষয়ের মতবিরোধ। অর্থাৎ, তাদের সাথে আমাদের মতবিরোধ ফাক্বীহদের মতবিরোধের মতো। তারা মনে করে, ইখওয়ানুল মুফলিসূনের সাথে আমাদের বিরোধিতা ফাক্বীহদের মধ্যকার বিরোধিতার মতো। না, বরং তাদের সাথে আমাদের বিরোধিতা ‘আক্বীদাহর ক্ষেত্রে। যথা:
- ক. তারা কমিউনিস্টদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে রাজি।
- খ. তারা তাদের আহলুস সুন্নাহ ভাইদের কষ্ট দেয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন, “আর যারা মু’মিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, অবশ্যই তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।” (সূরাহ আহযাব: ৫৮)
- গ. ইতঃপূর্বে যারা তাদের প্রত্যাশ্যা করত না বা তাদের সাথে থাকত না, তারা (ব্রাদারহুড) তাদের নামেই মিথ্যাচার করত। তারা ধারণা করত যে, স্রেফ তারাই জামা‘আতুল মুসলিমীন। [হাদীসে যে দলটিকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে এবং যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে কঠিনভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, সে দলটি জামা‘আতুল মুসলিমীন। (সাহীহ বুখারী, হা/৭০৮৪।) – অনুবাদক] তবে আল-হামদুলিল্লাহ, এখন তারা বলে যে, তারা জামা‘আতুল মুসলিমীনের অন্তর্ভুক্ত। আর ইতঃপূর্বে আমরা যখন এখানে এসেছি, তখন কেবল তারাই ছিল জামা‘আতুল মুসলিমীন! নাবী ﷺ বলেছেন, “জামা‘আতের উপর রয়েছে আল্লাহ’র হাত (সাহায্য)।” (তিরমিযী, হা/২১৬৬; সনদ: সাহীহ) নাবী ﷺ আরও বলেছেন, “যে লোক জামা‘আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল, সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল।” (তিরমিযী, হা/২৮৬৩; সনদ: সাহীহ)
- এখন তারা নিজেদেরকে জামা‘আতুল মুসলিমীনের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করছে। এরপর আল্লাহ চাইলে অচিরেই তারা আরও নিচে নেমে বলবে, আমরা ইনশাআল্লাহ আহলুস সুন্নাহ’র অনুসরণ করব, কারণ তারাই হিদায়াতের উপর আছে!
- ঘ. ১০ টি দলের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া (মীসাক্বুশ শারফ) যে, তাদের কেউ কারও বিরুদ্ধে কথা বলবে না এবং কেউ কাউকে তাকফীর করবে না; অথচ ওই দলগুলোর মধ্যে কাফির আছে।
- ঙ. বাথিস্টদের সাথে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করা।
- চ. ইসলামের শত্রুদের নিকট থেকে কোনো দুর্যোগ আসলে দ্রুত প্রস্থান করা।
- তাদের সাথে আমাদের বিরোধ ফাক্বীহগণের (রাহিমাহুমুল্লাহ) মধ্যকার বিরোধের মতো নয়।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), গারাতুল আশরিত্বাহ ‘আলা আহলিল জাহলি ওয়াস সাফসাত্বাহ; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ১৭৬-১৭৭; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]
- .
- ৫ম বক্তব্য:
- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—
- ما أتـ درون» : مـ سلـ م فـ ـ ي هـ يـ رة أبـ ـ ي بـ ـ حديـ ث ويـ ـ حـ تجون يـ نـ بـ الـ مـ فلس تـ ـ سـ مـ يـ تهم عـ لـ يكم يـ ـ ذكرون الـ مـ سلـ مـ ين الإخوان :الـ سؤال الـ مـ فلس»؟

- شخص عن م تاعه وجد من» : ي قول –و سلم آله وعلى عل يه الله صلى– الر سول !؟ ال نار ي دخل إلا م فلس ي وجد ما هل :ال جواب ب ه». أحق ف هو أف لس ق د شخص ع ند

- إفلاساً ب ال دي ن وم فلسون ال سيا سة، ف ي م فلسون ف هم اس،ال ن على ال تل بي سات هذه ومن الأب اط يل، هذه من إخوان ي ا عجباً عجباً الان تخاب ات، إل ى ال ناس وي دعون ال طاغوت ي، ال نواب مجلس إل ى ال ناس ي دعون إخوان، ي ا ال دي ن ف ي م فلس ين ال دي ن، من ي خرجهم لا معهم ي نضم ل م من ومهاجمة معهم الإن ضمام وإل ى.

- ،﴾قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزَاغَ زَاغُوا فَلَمَّا﴿ ب ال فلاس عل يهم حكم ال ذي هو ب قوت نا، اول ب حول نا ل يس ب هم أف لس ال ذي هو وت عالى س بحانه الله أعرف ف هو ق ل به، أعمى أيضاً ال دن يا وحب ق ل به، أعمت ال حزب ية ول كن ال نواب مجلس ف ي ي جري ما ي جهل ما هو ال زن داني ع بدالمج يد الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿ إخوان ي ا ول كن ومعاند يها ب ال دي م قراط ية أيضاً أعرف وهو ا،منّ وب د سائ سها ب ال علماني ة أعلم وهو ،منّا وب د سائ سها ب ال بع ث ية مِنْ فَكَانَ الشَّيْطَانُ بَعَهُفَأَتْ مِنْهَا فَانسَلَخَ آيَاتِنَا اهُآتَيْنَ الَّذِي نَبَأَ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ﴿ ،﴾اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ لَيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانِ الأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرًا إِنَّ آمَنُوا الله ي شبه ال م ثل ب ئس ،﴾يَلْهَثْ تَتْرُكْهُ أَوْ يَلْهَثْ عَلَيْهِ تَحْمِلْ إِنْ الْكَلْبِ كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ الأَرْضِ إِلَى أَخْلَدَ وَلَكِنَّهُ بِهَا لَرَفَعْنَاهُ شِئْنَا لَوْ ◌َ* الْغَاوِينَ عَنْ تَوَلَّى مَنْ عَنْ فَأَعْرِضْ﴿ ،﴾فُرُطًا أَمْرُهُ وَكَانَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ ذِكْرِنَا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ تُطِعْ وَلاَ﴿ ال دن يا إل ى ومال ظهرياً ال علم ت رك من وت عالى س بحانه ﴾الْعِلْمِ مِنَ مَبْلَغُهُمْ ذَلِكَ * الدُّنْيَا الْحَيَاةَ إِلا يُرِدْ وَلَمْ ذِكْرِنَا.

- والأخ الرئ يس نائ ب ال بيض سالم علي الأخ قال الا شتراكي حتى وال صوفي وال بعثي ال شيعي ي صادق أن مستعد هو ف ي رأي ناه وقد ال بيض سالم علي ف ي ي تكلم مقبل ك يف أسلم، قد أنه زعم من وعيون عيونه الله ب يض ال بيض سالم علي من ل كن وجل عز الله ال بيت على ي طوف ذهب ما خمس أمهات لأجل ال بيت على ي طوف نعم أي وي بكي ال بيت على ي طوف زي ون ال تلف إخوان نا ي ا ال مستعان و الله ال غال ية ال عملة أجل.

- ق بل هي نعم : قال ال دي م قراط ية عن سُئل وقد هو من ب ه أخ بر ولا قائ ل قال ال حق على اث ب توا ال سنة أهل ي ا وال تلون ف إياكم ال سنة أهل ي ا اث ب توا وال تلون إياكم وال تلون إياكم ف أن تم ي صلحه، الله ي صلحه الله ي صلحه الله حلال، والآن حرام، عندنا أيام ومن ال حزب ي ين من أذناب ها وا سب قوا أمري كا ساب قوا ال ناف ع، ال علم على واق ل بلوا ال حق، على اث ب توا ف يكم الله ب ارك اث ب توا أمري كا وديم قراط ية أمري كا د سائ س ال مسلم ين وعلموا ال مسلم ين، إل ى ف يكم ل ه ال ب ارك ا سب قوهم ال حكام.

- প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুডকে যে আপনি ‘মুফলিসূন’ তথা ‘নিঃস্ব’ বলেছেন, ব্রাদারহুডরা এ নিয়ে আপনার বিরোধিতা করছে এবং তারা সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবূ হুরাইরাহ’র ‘তোমরা কি জান, মুফলিস (নিঃস্ব) কে?’– হাদীসটি দিয়ে দলিল দিচ্ছে।”

- উত্তর: “এমন কোনো মুফলিস (নিঃস্ব) কি আছে, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না? রাসূল ﷺ বলেছেন, “কোনো ব্যক্তি মুফলিসের (নিঃস্ব) দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে অন্যের তুলনায় সে-ই তার অগ্রগণ্য হকদার।” (ইবনু মাজাহ, হা/২৩৫৮; সনদ: সাহীহ) [যে ব্যক্তি তার পণ্য সামগ্রী বিক্রি করল, অতঃপর ক্রেতা নিঃস্ব বা দেউলিয়া হয়ে গেল, কিন্তু বিক্রেতার মূল্য সে পরিশোধ করেনি। পরে বিক্রেতা ক্রেতার কাছে তার উক্ত পণ্য সামগ্রী হুবহু পেলে সেই তার সর্বাধিক হকদার। – অনুবাদক]

- হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, এই বাতিল কর্মকাণ্ড এবং লোকদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করা খুবই আশ্চর্যজনক। তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে নিঃস্ব এবং দ্বীনের ক্ষেত্রেও এমন নিঃস্ব, যে নিঃস্বতা তাদেরকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় না।

- হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে নিঃস্ব। তারা মানুষকে ত্বাগূতী প্রতিনিধি সভার দিকে আহ্বান করে। তারা মানুষকে ভোটাভুটির দিকে, তাদের দলে যোগদানের দিকে এবং যারা তাদের দলে যোগদান করে না তাদেরকে আক্রমণ করার দিকে আহ্বান করে। স্বয়ং আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতাবলে তাদেরকে নিঃস্ব করেছেন। তিনিই তাদের নিঃস্ব হওয়ার ফায়সালা করেছেন। তিনি বলেছেন, “তারা যখন বাঁকাপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোকে বাঁকা করে দিলেন।” (সূরাহ সফ: ৫)

- প্রতিনিধি সভায় যা হয় তা ‘আব্দুল মাজীদ আয-যিনদানীর [‘আব্দুল মাজীদ আয-যিনদানী ইয়েমেন মুসলিম ব্রাদারহুডের শীর্ষ নেতা – সংকলক।] অজানা নয়। কিন্তু হিযবিয়্যাহ (দলবাজি) তার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছে। দুনিয়ার ভালোবাসাও তার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছে। সে বাথিজম ও তার চক্রান্তের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ভালো জানে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও তার চক্রান্তের ব্যাপারে সে আমাদের চেয়ে ভালো জানে। গণতন্ত্র ও তার মর্মার্থের ব্যাপারে সে ভালো জানে। কিন্তু হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মহান আল্লাহ বলেছেন, “হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর আল্লাহ’র পথে বাধা দেয়।” (সূরাহ তাওবাহ: ৩৪)

- তিনি আরও বলেছেন, “আর তুমি তাদের উপর সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ করো, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে, কিংবা তাকে যদি ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে।” (সূরাহ আ‘রাফ: ১৭৫-১৭৬) যে ব্যক্তি অবহেলাভরে ‘ইলমকে বর্জন করে এবং দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে, তার সাথে মহান আল্লাহ এক নিকৃষ্ট দৃষ্টান্তের তুলনা দিয়েছেন।

- তিনি আরও বলেছেন, “আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য কোরো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।” (সূরাহ কাহাফ: ২৮) তিনি আরও বলেছেন, “অতএব তুমি তাকে উপেক্ষা করে চল, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে। এটাই তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা।” (সূরাহ নাজম: ২৯-৩০)

- ব্রাদারহুড শী'আ, বাথিস্ট, সূফী, এমনকি সমাজতন্ত্রীর সাথে বন্ধুত্ব করতে প্রস্তুত। তারা বলে, ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাই 'আলী সালিম আল-বীদ্ব। আল্লাহ তার চোখের পর্দা উন্মোচন করে দিন, আর যারা তাকে (বীদ্বকে) মুসলিম মনে করে, তাদের চোখের পর্দা উন্মোচন করে দিন। (তারা বলে,) মুক্ববিল কীভাবে 'আলী সালিম বীদ্বের সমালোচনা করেন, অথচ আমরা টিভিতে বীদ্বকে বাইতুল্লাহ ত্বাওয়াফ করতে এবং কাঁদতে দেখেছি?!

- হ্যাঁ। সে বাইতুল্লাহ ত্বাওয়াফ করেছে। কিন্তু সে আল্লাহ'র জন্য ত্বাওয়াফ করতে যায়নি। বরং সে গেছে বহুমূল্য মুদ্রার জন্য। হে আমাদের ভাইয়েরা, আল্লাহ সহায় হোন।

- হে আহলুস সুন্নাহ, তোমরা বহুরূপী (বা অস্থিত) হওয়া থেকে বেঁচে থাক। তোমরা হকের উপর অটল থাক। এক ব্যক্তি বলেছে –আমি তার পরিচয় দিচ্ছি না– তাকে যখন গণতন্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "হ্যাঁ, কিছুদিন পূর্বেও এটা আমাদের কাছে হারাম ছিল। কিন্তু এখন হালাল।" আল্লাহ তাকে সংশোধন করুন, আল্লাহ তাকে সংশোধন করুন, আল্লাহ তাকে সংশোধন করুন। তোমরা বহুরূপী হওয়া থেকে বেঁচে থাক, তোমরা বহুরূপী হওয়া থেকে বেঁচে থাক। তোমরা স্থিত হও, হে আহলুস সুন্নাহ, তোমরা স্থিত হও। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন। তোমরা হকের উপর স্থিত হও।

- তোমরা উপকারী 'ইলমের দিকে ধাবিত হও। তোমরা আমেরিকার সাথে প্রতিযোগিতা করো। আর হিযবী (দলবাজ) ও শাসকদের মধ্যে যারা আমেরিকার চামচা, তোমরা তাদের ছাড়িয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন, তোমরা তাদের অতিক্রম করো। তোমরা মুসলিমদেরকে আমেরিকার চক্রান্ত এবং আমেরিকার গণতন্ত্র সম্পর্কে জানাও।" ["আল-জাওয়াবুল ওয়াসীক্ব ফী আজউয়িবাতি শাবাবি মাসজিদিত তাওফীক্ব"– শীর্ষক অডিয়ো ক্লিপ থেকে; গৃহীত: www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2165.]

- .

- ৬ষ্ঠ বক্তব্য:

- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

- السؤال: ما معنى كلمة الإفلاس لأنك كثيراً ما تقول الإخوان المفلسين؟

- الجواب: أنا أظنّ أنها اتّضحت الحقيقة، وما بقي في بسل بعد الزمن هذا في تنسيقهم من الحزب الاشتراكي، حزب مع وبمصر الوفد، ومع حزب العمل الاشتراكي، نحن فقط فنا نستغرب لأنهم كانوا يقولون: نحن أهل سنّة، ولا تؤاخذونا بما فعل المصريون، والسوريّون نحن في اليمن أهل سنّة، صدّقناهم أنهم أهل سنّة ثمّ اتّضحت الحقيقة، وستتضح في المستقبل أكثر وأكثر والله المستعان.

- প্রশ্ন: "আল-ইফলাস (নিঃস্ব হওয়া) শব্দের অর্থ কী? কেননা আপনি অধিকাংশ সময়ই বলেন আল-ইখওয়ানুল মুফলিসূন (নিঃস্ব ব্রাদারহুড)।"

- উত্তর: "আমি ধারণা করি প্রকৃত বিষয় উদ্ভাসিত হয়েছে। বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে, মিশরে ওয়াফদ পার্টির সাথে তাদের প্ল্যান-প্রোগ্রামের পর আর কোনো সংশয় অবশিষ্ট নেই। আমরা শুধু বিস্মিত হয়েছিলাম। কেননা তারা বলেছিল, "আমরা আহলুস সুন্নাহ। মিশরবাসী ও সিরিয়াবাসীদের কৃতকর্মের ব্যাপারে আমাদেরকে দোষারোপ করবেন না। ইয়েমেনের আমরা আহলুস সুন্নাহ।" আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম যে, তারা আহলুস সুন্নাহ। তারপর প্রকৃত বিষয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল। অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশি স্পষ্ট হবে। আল্লাহ সহায় হোন।" [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), গারাতুল আশরিত্বাহ 'আলা আহলিল জাহলি ওয়াস সাফসাত্বাহ; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৩৭৯; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

- .

- ৭ম বক্তব্য:

- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

- السؤال: بجوارنا مسجد إمامه إخواني عنده مخالفات شرعية وإذا صلينا في هذا المسجد نستوذي بنا فيرون عنا ويدفهل نبقى في ندعو في هذا المسجد مع وجود هذا الأذى علماً بأن المسجد في السل بعيد؟

- الجواب: إن كنتم يستطيعون تذهب إلى المسجد في السل فأنا أنصحكم أن بذلك تستفيدون وتستأدي الصلاة على السنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم – تستفيدون وتسّ الأخوة كيف إن الفضيلة والفقد في جاء في «صحيح» من مسلم حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ. قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ. أي: الزموا دياركم التي هي بعيدة عن المسجد من أجل أن تكتب آثاركم.

- وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه قال: «إذا توضأ العبد في بيته ثن أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها

يـ زال ولا عـ لـ يه، تـ ب الـ لهم ارحمه، الـ لهم لـ ه، اغـ فر الـ لهم :مـ صـ لاه فـ ي دام ما عـ لـ يه، تـ صـ لي الـ ملائـ كة تـ زل لـ م الـ مـ سجد دخل فـ إذا خطـ يـ ئة، الـ صلاة» انـ تظر ما صـ لاة فـ ي.

- سهل يـ كون مسجداً لـ هم يـ تخذوا أن فـ أنـ صحهم وإلا طـ يب، أمر فـ هذا الـ سلـ في، الـ مـ سجد فـ ي يـ حـ ضروا أن ا سـ تطاعوا فـ إذا الـ ساعة تـ قوم لا» : أيـ ضا ويـ قول .الـ مـ ساجد» بـ تـ شـ يـ يد أمرت ما» :يـ قول –و سـ لم آلـ ه وعـ لى عـ لـ يه الله صـ لى– الـ نـ بي إنـ ف الـ تـ كالـ يف، الـ مـ ساجد» فـ ي الـ ناس يـ تـ باهى حـ تى.

- –و سـ لم آلـ ه وعـ لى عـ لـ يه الله صـ لى– الله ر سول كـ مـ سجد الـ مـ سجد يـ كون أن ا سـ تطعت وإن مـ تـ وا ضعا، الـ مـ سجد يـ كون أن فـ الـ سـ نة يـ سمونه ما وكـ ذا والـ مـ نارة، الـ زخرفـ ة وكـ ذلك لـ لـ سـ نة، مخالـ ف فـ إنه الـ مـ ساجد بـ ناء فـ ي تـ تأنـ ق ولا تـ تكـ لف، فـ لا تـ سـ تطع لـ م وإن فـ عـ لت، وعـ لى عـ لـ يه الله صـ لى– الله ر سول مـ سجد فـ ي يـ رد لـ م هذا بـ الـ شرفـ ات، تـ سمى والـ تي الـ مـ سجد أربـ اع عـ لى يـ نـ صـ بونه وما بـ الـ محراب، درجات ثـ لاث عـ لى ائـ دالـ زـ الـ طويـ ل الـ مـ نـ بر وكـ ذلك الـ وقـ ت، ذلك فـ ي بـ نى عـ ندما –و سـ لم آلـ ه.

- وهو إلا الإ سلامـ ية الـ بلاد من غـ يرها ومن الـ سودان، من أو ، إنـ دونـ يـ سـ يا من أو إرتـ يريـ ا، من أكـ ان سواء آت أتـ انـ ي ما الله إلا إلـ ه ولا د،الـ مـ لحـ ومع الـ شـ يوعي مع يـ صطـ لحوا أن مـ سـ تعدون فـ هم الـ مـ شـ تكـ ى، الله إلـ ى :أقـ ول فـ أنـ ا .الـ سـ نة لأهل الـ مـ فـ لـ سـ ين الإخوان أذيـ ة من يـ شكـ و حالـ ة فـ ي إلا الـ سـ ني مع يـ صطـ لحوا أن مـ سـ تعديـ ن ولـ يـ سوا الـ شـ يعي، ومع الـ صوفـ ي، ومع الـ نـ اصري، ومع الـ بعـ ثي، ومع والـ عـ لمانـ ي، قـ ربـ ت إذا واحدة الانـ تخابـ ات، فـ إنـ هم يـ قـ ولـ ون :اسـ كـ توا عـ نا، وسـ كـ ت عـ نكـ م.

- প্রশ্ন: “আমাদের নিকটস্থ একটি মাসজিদের ইমাম ইখওয়ানী, তার বেশ কিছু শরিয়ত বিরোধী কর্ম রয়েছে। আমরা যখন এই মাসজিদে সালাত আদায় করি, তখন তারা আমাদের ঠাট্টাবিদ্রুপ করে এবং আমাদেরকে এড়িয়ে চলে। আমরা কি এরূপ কষ্টের পরও এই মাসজিদে থেকেই দা‘ওয়াত দিব? জ্ঞাতব্য যে, সালাফী মাসজিদ অনেক দূরে অবস্থিত।”

- উত্তর: “তোমরা যদি সালাফী মাসজিদে যেতে সক্ষম হও, তাহলে আমি তোমাদেরকে সেখানে যাওয়ার নসিহত করব। তোমরা আল্লাহ’র রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী সালাত আদায়ের ফায়দা নিতে পারবে, আর তোমাদের ভাইদের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরির এবং (হাদীসে বর্ণিত) ফজিলত প্রাপ্তির ফায়দা নিতে পারবে। সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, জাবির বিন ‘আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, “মাসজিদে নাবাউয়ীর পাশে কিছু জায়গা খালি হলে বানূ সালিমাহ গোত্র সেখানে এসে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের (বানূ সালিমাহ গোত্রের লোকদের) উদ্দেশ্যে বললেন, ‘আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মাসজিদের কাছে চলে আসতে চাও।’ তারা বলল, ‘হে আল্লাহ’র রাসূল! আমরা তাই মনস্থ করেছি।’ এ কথা শুনে তিনি ﷺ বললেন, ‘হে বানূ সালিমাহ গোত্রের লোকেরা! তোমরা তোমাদের ওই বাড়ীতেই থাক। কারণ তোমাদের সালাতের জন্য মাসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়’।” (সাহীহ মুসলিম, হা/৬৬৫; ‘মাসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ’ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ- ৫০) অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের ওই বাড়ীতেই থাক, যা মাসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত। কারণ তোমাদের সালাতের জন্য মাসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়।

- বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, “যখন কোন ব্যক্তি ভালো করে অজু করে নিঃস্বার্থভাবে সালাত আদায় করার জন্যই মাসজিদে আসে, তখন তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি গুনাহ কমে যায়। এভাবে মাসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত (চলতে থাকে)। সালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুসাল্লায় বসে থাকে, ফেরেশতারা অনবরত এ দু‘আ করতে থাকে, ‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করো।’ আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে সময়টা তার সালাতের সময়ের মধ্যেই পরিগণিত হবে।” (সাহীহ বুখারী, হা/২১১৯; সাহীহ মুসলিম, হা/৬৪৭; শব্দগুচ্ছ মুসলিমের)

- তারা যদি সালাফী মাসজিদে আসতে সক্ষম হয়, তাহলে তা খুবই ভালো। নতুবা আমি তাদেরকে নিজেদের জন্য একটি মাসজিদ গ্রহণ (নির্মাণ) করার নসিহত করব, যা (তাদের জন্য) সহজসাধ্য হবে। নাবী ﷺ বলেছেন, “আমাকে জাঁকজমকপূর্ণ মাসজিদ বানানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি।” (আবূ দাঊদ, হা/৪৪৮; সনদ: সাহীহ) নাবী ﷺ বলেছেন, “লোকেরা মাসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব ও অহংকারে মেতে না ওঠা পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।” (আবূ দাঊদ, হা/৪৪৯; সনদ: সাহীহ)

- মাসজিদ অহমিকাপূর্ণ না হওয়াই সুন্নাত। তুমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাসজিদের মতো মাসজিদ বানাতে পার, তাহলে সেটাই করো। আর যদি না পার, তাহলে কষ্ট করতে যেও না। আর মাসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে রুচিবাগীশ হয়ো না। কেননা তা সুন্নাহ পরিপন্থি। অনুরূপভাবে কারুকার্য, মিনার, কথিত মিহরাব এবং মাসজিদের (উপরিভাগের) চার কোণে লম্বা লম্বা পিলার [অর্থাৎ, উপরিভাগের যে পিলারগুলো মূল মাসজিদ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তা বহুল প্রচলিত। – সংকলক] স্থাপন করা—এগুলোর কিছুই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেই মাসজিদে ছিল না, যেই মাসজিদ সেসময় নির্মিত হয়েছিল। একইভাবে তিনের অধিক ধাপবিশিষ্ট লম্বা মিম্বার।

- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আমার কাছে যখনই কেউ (সালাফী) আসে, চাই সে ইরিত্রিয়া থেকেই আসুক, বা ইন্দোনেশিয়া, সুদান, কিংবা অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্র থেকে আসুক, তখনই সে ইখওয়ানুল মুফলিসূন কর্তৃক আহলুস সুন্নাহকে কষ্টদানের অভিযোগ করে। আমি আল্লাহ’র কাছে অভিযোগ করে বলছি, তারা কমিউনিস্ট, নাস্তিক, সেক্যুলার, বাথিস্ট, নাসেরাবাদী, সূফী এবং শী‘আর সাথে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু তারা আহলুস সুন্নাহ’র সাথে সন্ধি করতে প্রস্তুত নয়। তবে যখন নির্বাচন নিকটবর্তী হয়, তখন ছাড়া। তখন তারা বলে, তোমরা আমাদের ব্যাপারে চুপ থাক, আমরাও তোমাদের ব্যাপারে

চুপ থাকব [অর্থাৎ, তোমরা বোলো না যে, গণতন্ত্র হারাম, ভোটাভুটি হারাম – সংকলক]।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), তুহফাতুল মুজীব ‘আলা আসইলাতিল হাদ্বিরি ওয়াল গারীব; পৃষ্ঠা: ১২৯-১৩১; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]

- [এই অধ্যায় সামনে চলবে, ইনশাআল্লাহ।]
- ·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

১৩শ পর্ব | ২৫শ অধ্যায়: ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [২য় কিস্তি]

সহীহ-আকিদা(RIGP) 3 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন

২৫শ অধ্যায়: ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [২য় কিস্তি]

৮ম বক্তব্য:

ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

الـ سنة؟ أهل من الـمـسـلمون الإخوان هل :الـ سؤال

أنه منهم فـ رد كل على نطلق أن نـ سـ تطـ يع فـ لا عـ لـ يهم الـمـلـ بس أفـ رادهم أما الـ سنة، أهل منهج لـ يس منهجهم الـمـسـلمون الإخوان :الـ جواب يـ نـ بغي فـ لا والـ سنة، الـ كـ تاب تـ عطـ يل هي الـ ديـ مـ قراطـ ية لأن يـ صـ لح لا فـ هذا و سـ ني ديـ مـ قراطـ ي أما مزعزعة، سـ نـ يـ ته لـ كن بـ سـ ني، لـ يس الـمـسـلمـ ين، الإخوان دعوة حـ قـ يـ قة يـ عرف لا الـ ذي عـ لـ يه الـمـلـ بس أفـ رادهم بـ عض عـ لى لـ قيـ طـ لـ كن الـ سنة، أهل من أنهم عـ لـ يهم يـ طـ لق أن تـ تكـ لم لـ ماذا :لـ ي يـ قول ثـ م الـمـسـلمـ ين، الإخوان من أنـا نـ عم :يـ قول الـمـسـلمـ ين؟ الإخوان من أنـ ت :أحدهم تـ سأل عـ لـ يهم، مـلـ بس أنـ اس فـ فـ يهم مـ يـ ثاق عن شيئاً تـ عرف هل :لـ ه فـ أقـ ول وغـ يرها؟ والـ بعـ ثـ ية الـ شـ يوعـ ية وجه فـ ي واقـ فون وهم الـمـسـلمـ ين الإخوان فـ ي عـ بدالـ رحمن أبـ ا يـ ا ولا بـ عض، فـ ي بـ عـ ضهم يـ تكـ لم ألا والـ تزمت تـ عاهدت أحزاب عـ شرة :الـ شرف مـ يـ ثاق لـ ه فـ أقـ ول الـ شرف؟ مـ يـ ثاق هـ وما :يـ قول الـ شرف؟ كـ فر، هذا لله بـ ا أعوذ :يـ قول الـ نـ اصري؟ والـ حزب الـ بعث حزب مع الـ تـ نـ سـ يق تـ عرف وهل .كـ فريـ ة الأحزاب وبـ عض ،بعضاً بـ عـ ضهم يـ كـ فر ولا جـ لـ سائـ ه من أنـ ك تـ زعم وأنـ ت هذا عن الـ دفـ اع فـ ي شريـ طـ ين الـ زنـ دانـ ي عـ بدالـمـجـ يد أخرج وقـ د والـ جرائـ د، الـ صحف نـ شرتـ ه قـ د :لـ ه قـ لـ ت يـ ا نـ فديـ ك :معهم يـ صـ فق وغـ داً مـ نـ ه، الله إلـ ى فـ نـ برأ هذا أما :فـ يـ قول والا شـ تراكـ ي؟ الإ صـ لاح بـ ين الـ ودي الـ لـ قاء تـ عرف وهل .هذا ما تـ دري الله ؟ إلـ ى الـ براءة فـ ايـ ن والـ دم، حـ بـ الـ رو صدام!

الـمـخضريـ ة، مـ ثل مخلـ طة، سـ نـ يـ ة لـ كن بـ سـ ني، لـ يس إنـه :نـ قول أن نـ سـ تطـ يع لا الأمر هذا حـ قـ يـ قة يـ دري ولا عـ لـ يه مـلـ بس هـ و فـ الـ ذي وشمالاً يميناً الـ تـ فت ثـ م الـ فول، فـ ي فـ ذرقـ ت بـ غـ لة بـ جانـ به فـ مرت الـ فول، يـ بـ يع بـ صـ نـ عاء الـمـلـ ح سوق فـ ي رجل كـ ان أنه والـمـخضريـ ة تـ عالـ ى الله حـ فظه الأفـ ا ضل إخوانـ نا أحد هذا وبـ عد .مـخضريـ ة مخضريـ ة، :الـ ناس يـ دعو ثـ م بـ يده الـ فول فـ حرك أحد، يـ ره فـ لم أحد، اهـ يـ ر هل زارنـا وقـ د سرور محمد الأخ أعرف أنـا الـ سروريـ ة، : الله فـ ي لأخي فـ أقـ ول الـ سروريـ ة؟ عن خاصة بـ ر سالـة أرسل فـ قد الـ سروريـ ة عن يـ سأل عـ لى الـ بـ يان مـ ثل الأولـ ى نـ شراتـ هم وفـ ي أمرهم أول فـ ي وكـ انـوا نـ تعـ صـ ب، لا لـ كن جماعة أنـ نـ ا نـ كـ تملك الـ :وقـ ال مرتـ ين أو مرة هنـا إلـ ى الـ خلـ يج قـ ضـ يـ ة فـ ي إلا الـ حـ قـ يـ قة اتـ ضحت وما ،خيراً الـ بـ يان مجلـ تهم عـ لى أثـ نـ يـ نـا وقـ د خـ ير،

عـ لى و صـ فاتـ ه الله بـ أسماء نويـ ؤمنو عرشه، عـ لى مستوٍ الله بـ أن يـ ؤمنون الـ سنة أهل كـ عـ قـ يدة الـ عـ قـ يدة فـ ي الـ سروريـ ة أن الأمر فـ حاصل

المـسـلمـين الإخوان مـثل غد بـ عد و سـ يكوذون الـمـسـلمـين، الإخوان من قـريـب الـمـنهج وفـ ي .والـ سـنة الـ كـ تاب فـ ي عـلـيه هي ما.

فـ أصـحاب الـ حكمة، جمعـية أصـحاب بـ عض وكذلك حـضرموت، فـ ي انـ تـشرت الـ تي الإحـ سان جمعـية بـ الـ سرورية هنا نـحن ابـ تـلـينا وقـد

وواحد ،قبيلياً وواحد نـ فسها، الأ سرة من شيوعاً وآخر ،بعثياً وواحداً سنياً واحداً تـ نـصب فـ الـ حكومات الـ حكومات، مـ ثل يدواه هؤلاء الـ حكمة جمعـية

عـلـيه الـ ناس ما ويـ عرفـ وا الـ ناس عـلـى يـ ضحكوا أن أجل من ،عسكرياً.

وجمعـية عـ بدالـ خالـق، لـ عـ بدالـ رحمن أتـ بعـ فـ تركوا هـنا ومن هـنا من الـ جاذ بـ ين من يـ أكـلوا أن أجل من الـ حكمة جمعـية أصـحاب هذا أخذ وقـد

الـ نافـ ع الـ عـلم عـلـى يـ قـ بلوا أن جميعاً الله فـ ي إخواذـي فـ أذـ صح . سرور لـ محمد تبعاً الآخر والـ بعض الـ تراث، إحـ ياء.

انَكَ لَقَدْ﴿ : يـ قول الـ ذي - و سـ لم آلـ ه وعـ لـى عـ لـيه الله صـ لـى - الله ر سول أم بـ الاتـ باع أحق الـ جماعات هذه أروؤ ساء الإذـ صاف عـ لـى أ سأل كم وأذـ ا

وَلَا لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا﴿ : الـ كريـ م كـ تابـ ه فـ ي وجل عز الله ويـ قول ؟ [٢١ : الأحـ زاب] ﴾الآخِرَ وَالْيَوْمَ اللَّهَ يَرْجُو كَانَ لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ

[٣٦ : الأحـ زاب] .﴾مُبِيناً ضَلَالاً ضَلَّ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يَعْصِ وَمَنْ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ يَكُونَ أَنْ أَمْراً وَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٍ

فـ ي در ست وماذا الـ قرآن؟ من حـ فظت وكم ا سـ تـ فـ تها؟ الـ تي الا سـ تـ فادة هي وما الـ جماعة، هذه مع لـ ك كم عمرك غـ لـى تـ نظر أن مـ نك أريـ د وأذـ ا

وجمعـية الإحـ سان، وجمعـية الـ مـسـلمـين، الإخوان نـ تحدى ونـحن يـ ديـك؟ عـ لـى انـ تـ فع وكم الـ مـصـطـلح؟ فـ ي در ست وماذا الـ عربـ ية؟ الـ لغة

الـ عمل تـ خـلص أن فـ يجب وقـ تك تـ ضـ يع أن فـ إياك تـ لـ بـ يس، مـسألـة فـ الـ مـسالـة .مرجعاً يـ عـ تـ بر عـ ندهم من خرج قـ د بـ واحد يـ أتـ وا أن الـ حكمة

وجل عز الله.

الـ فلاذـ ية الـمجلة وقـالـت الـ فلاذـ ية، الـ جريـ دة قـالـت فـ ي لـ يلال نـ صف إلـ ى الـهوس فـ ي يـ ضـ يع الـ ذي لـ لـسمر وقـ ت عـ ندك فـ ما.

كما والـ قال، الـ قـ يل فـ ي وقـ تهم يـ ضـ يعوا أن عـ لـ يهم وحرام والـ تعـ لـ يم، الـ عـ لم وإلـ ى الـ سـنة إلـ ى يـ رجعوا وأن الله ، يـ تـقوا أن عـ لـ يهم فـ يجب

بـ الـ عـصـ بية يـ كـ فر الـ ذي هو فـ الـ خارجي خوارج، بـ أذـهم يـ رمـ يهم ألا الآخر الـ طرف عـ لـى يـ جب.

لأن الـ سماء، من صـاعـقة عـ لـ يه تـ نزل أن يـ خـشى الـ فرقـة إلـ ى يـ دعو والـ ذي والـ سـنة، الله كـ تاب إلـ ى نـ دعو وأن صـ فـ نا، دذـوح أن فـ يجب

والـ سـنة الـ كـ تاب ظل تـ حت الـ كـلمة جمع إلـ ى يـ كون ما أحوج الـ مـسـلمـين.

جلو عز الله نـ فسك وتـ حـ تـسب الله ، نـ فسك وتـ هب الـ عـلم، طـ لب عـ لـى تـ قـ بل لـ كن الـ عـ لم ولـ طـ لب لـ لخ ير يـ هـ يئون الـ ناس كل فـ ما.

بـ هم الـ ناس أعر فـ هو الـ مـسـلمـين، الإخوان مع الـ كـ ثـ ير عمره ذهب فـ قـد تـ عالـى الله حـ فظه هادي بـ ن ربـ يع الـ شـ يخ تـ سألـ وا أن أذـ صحكم وأذـ ا

الـ جماعات وحـ قـ يـقة وبـ حـ قـ يـ قـ تهم.

بـ ل ،مالكاً فريداً و لا الـ حداد، محمود تـ سـ تـ فـ تي لـ ك أقـول لـم وأذـا عـلمه، من تـ سـ تـ فـ يدون لـ كن ربـيعاً الـ شـ يخ تـ قـلدوا أن مـ نكم أطـ لب لا وأذـ ا

الـمـ فلـسـ ين الإخوان مع كبيراً شوطاً قـطع الأفـ اضل الـ عـلماء من عالماً صالحاً رجلاً تـ سـ تـ فـ تي.

الأ سماء؟ تـ لك ومن و سرورية قـطـ بـ ية مـنا يـ وجد أن لـ نا الله أذن قـطـ بـ ية؛ والـ تـ فرقـات، الـ تـسمـ يات هذه ذلـك بـ عد ثـ م!

فـ إياكم وغـ يرها الـ شهـ يد مـسألـة لـ كن ويـ رحمه، لـه يـ غـ فر أن لـهال ونـ سأل بـ حالـه، أعـلم و الله عزام عـ بد الله الـ شهـ يد وقـ تك، تـ ضـ يع فـ لا

الـ مـسـ تعان و الله الـ ضـ ياع، إلـى ولـ كن الـ كـ بـ ير الـ داعـ ية نـ عم الـ كـ بـ ير، والـ داعـ ية بـ ها، الـ ناس يـ غرون الـ تي الـ ضخمة الأذـ قاب وتـ لـكم.

প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুড কি আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত?”

উত্তর: “মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ আহলুস সুন্নাহ’র মানহাজ নয়। পক্ষান্তরে তাদের ‘সংশয়ে পতিত’ সদস্যরা, আমরা তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে এরূপ বলতে পারি না যে, সে সুন্নী নয়। কিন্তু তার সুন্নিয়্যাহ নড়বড়ে। পরন্তু কেউ ‘গণতন্ত্রপন্থি ও সুন্নী’, বিষয়টি সঠিক নয়। কেননা গণতন্ত্র হলো কিতাব ও সুন্নাহকে নিষ্ক্রীয়করণ। সুতরাং তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত বলা উচিত নয়। তবে তাদের কিছু সদস্য রয়েছে, যারা মুসলিম ব্রাদারহুডের দা‘ওয়াতের প্রকৃতত্ব সম্পর্কে জানে না, তাকে আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। তাদের মধ্যে বেশ কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যারা সংশয়ে পতিত হয়েছে।

তুমি তাদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করো যে, তুমি কি মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্তর্ভুক্ত? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের বিরুদ্ধে বললে সে আমাকে বলে, হে আবূ ‘আব্দুর রহমান, আপনি কেন মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে বলছেন, অথচ তারা কমিউনিজম, বাথিজম প্রভৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে?! আমি তাকে বলি, তুমি ‘মীসাক্বুশ শারফ’ নামক চুক্তির ব্যাপারে কিছু জান? সে বলে, ‘মীসাক্বুশ শারফ’ কী? আমি তাকে বলি, মীসাক্বুশ শারফ একটি চুক্তি, যেখানে দশটি দল এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তাদের কেউ কারও বিরুদ্ধে বলবে না এবং কেউ কাউকে কাফির ফাতওয়া দিবে না। অথচ এই দলগুলোর মধ্যে কিছু দল কাফির।

তুমি কি বাথ পার্টি এবং নাসের পার্টির সাথে প্ল্যান-প্রোগ্রামের ব্যাপারে জান? সে বলে, আমি আল্লাহ’র কাছে পানাহ চাই। এটা তো কুফর। আমি তাকে বললাম, এটা তো পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেছে। আর ‘আব্দুল মাজীদ আয-যিনদানী এই কাজকে ডিফেন্ড করে দুটি অডিয়ো ক্লিপ বের করেছে। তুমি

নিজেকে তাদের সাথীদের একজন ধারণা করছ, অথচ এটা জান না?! আল-ইসলাহ পার্টি ও সমাজতন্ত্রী পার্টির মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার সম্পর্কে জান? [আল-ইসলাহ পার্টি ও সমাজতন্ত্রী পার্টি ইয়েমেনের দুটি রাজনৈতিক দল। প্রথম দলটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেন ‘আব্দুল মাজীদ আয-যিনদানী। আর দ্বিতীয় দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেন ‘আলী সালিম আল-বীদ্ব। - সংকলক]

সে বলে, আমরা আল্লাহ’র কাছে এ থেকে (নিজেদের) মুক্ত ঘোষণা করছি। অথচ পরদিনই সে তাদের সাথে হাততালি দিয়ে বলে, হে সাদ্দাম, আপনার জন্য আমাদের জান কোরবান! কোথায় গেল আল্লাহ’র কাছে এ থেকে মুক্ত ঘোষণা?!

যে ব্যক্তি সংশয়ে পতিত হয়েছে এবং যে এই বিষয়ের (ব্রাদারহুডের) প্রকৃতত্ব সম্পর্কে জানে না, আমরা তার ব্যাপারে এটা বলতে পারি না যে, সে সুন্নী নয়। কিন্তু তার সুন্নিয়্যাহ নড়বড়ে। ‘এই সবজি, সবজি!’– এর মতো। সানা’র মালিহ বাজারে এক লোক শিম বিক্রি করত। একদিন তার পাশ দিয়ে একটি খচ্চর গেল। যাওয়ার সময় খচ্চরটি শিমের উপর মলত্যাগ করল। তখন বিক্রেতা লোকটি ডানে-বামে তাকিয়ে দেখল, কেউ দেখছে কি না! সে দেখল, কেউ দেখছে না। অমনি সে তার হাত দিয়ে শিম পরিষ্কার করে নিল। তারপর লোকদের ডাকতে লাগল, ‘এই সবজি, সবজি!’

এরপর আমাদের এক সম্মানিত ভাই (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) সুরূরিয়্যাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। তিনি সুরূরিয়্যাহ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ পুস্তিকা প্রেরণ করেছেন। আমি এই দ্বীনী ভাইকে বলব, সুরূরিয়্যাহ; আমি ভাই মুহাম্মাদ সুরূরকে চিনি। তিনি আমাদের এখানে একবার বা দুইবার এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে গেছেন। আর বলেছেন, আমরা যে একটি দল তা আপনার কাছে গোপন করছি না, কিন্তু আমরা গোঁড়ামি করি না। তারা প্রথম দিকে এবং তাদের প্রথম প্রচারপত্রগুলোতে –যেমন: আল বায়ান– কল্যাণের উপর ছিল। আমরা তাদের আল-বায়ান ম্যাগাজিনের প্রশংসা করেছিলাম। এরপর কেবল উপসাগরের ঘটনাতেই প্রকৃত বিষয় উদ্ভাসিত হয়েছে। মোটকথা, ‘আক্বীদাহর ক্ষেত্রে সুরূরিয়্যাহ মতবাদ আহলুস সুন্নাহ’র ‘আক্বীদাহর মতো। তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাঁর ‘আরশের উপর সমুন্নত। তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি সেভাবে বিশ্বাস করে, যেভাবে তা কিতাব ও সুন্নাহ’য় আছে।

আর মানহাজের ক্ষেত্রে তারা মুসলিম ব্রাদারহুডের কাছাকাছি। অচিরেই তারা মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো হবে।

আমরা এখানে সুরূরিয়্যাহ’র মাধ্যমে দুর্যোগে পতিত হয়েছি। যেমন: হাদ্বরামাউতে ছড়িয়ে পড়া জমঈয়তে ইহসান এবং জমঈয়তে হিকমাহ’র কিছু লোক। জমঈয়তে হিকমাহ হুকুমতের (শাসকবর্গ) মতোই ধূর্ত। হুকুমত একজন সুন্নীকে পদ দেয়, বাথিস্টকে দেয়, কমিউনিস্টকে দেয়, নিজের পরিবার থেকে কাউকে দেয়, স্বীয় গোত্রের লোককে দেয়, নিজের খাস লোককে দেয়। যাতে করে তারা লোকদের প্রতারিত করতে পারে এবং জানতে পারে, লোকেরা কীসের উপর রয়েছে।

জমঈয়তে হিকমাহর লোকেরা এই অবস্থান এজন্য গ্রহণ করেছে যে, তারা যেন দুই দিক থেকেই খেতে পারে। এই দিক থেকেও খেতে পারে, আবার ওই দিক থেকেও খেতে পারে। তাদের কেউ কেউ ‘আব্দুর রহমান ‘আব্দুল খালিক্ব এবং জমঈয়তে ইহইয়াউত তুরাসের অনুসরণ করে (এসব কাজ) বর্জন করেছে, আর কেউ কেউ মুহাম্মাদ সুরূরের অনুসরণ করে বর্জন করেছে।

আমি আমার সকল দ্বীনী ভাইকে উপকারী ‘ইলমের দিকে ধাবিত হওয়ার নসিহত করছি। আমি তোমাদেরকে ইনসাফের ভিত্তিতে প্রশ্ন করছি, এই দলগুলোর নেতারা কি অনুসৃত হওয়ার বড়ো হকদার, নাকি আল্লাহ’র রাসূল ﷺ? যাঁর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, “অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ’র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।” (সূরাহ আহযাব: ২১) মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, “আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু’মিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।” (সূরাহ আহযাব: ৩৬)

আমি তোমার কাছে প্রত্যাশা করব, তুমি তোমার বয়সের দিকে লক্ষ করবে। কতদিন হলো তুমি এই দলের সাথে আছ? আর কী ফায়দা তুমি লাভ করেছ? তুমি ক্বুরআনের কতটুকু মুখস্ত করেছ? আরবি ভাষার কী অধ্যয়ন করেছ? হাদীসের পরিভাষাশাস্ত্রের কী পড়েছ? তোমার হাতে কতজন উপকৃত হয়েছে? আমরা মুসলিম ব্রাদারহুড, জমঈয়তে ইহসান এবং জমঈয়তে হিকমাহকে চ্যালেঞ্জ করছি যে, তারা একজনকে নিয়ে আসুক, যে তাদের মধ্য থেকে উৎস বা প্রত্যাবর্তনস্থল (মারজা‘) হিসেবে বের হয়েছে।

এটি সংশয়ের মাসআলাহ (ইস্যু)। তুমি তোমার সময় নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাক। আমলকে আল্লাহ’র জন্য একনিষ্ঠ করা তোমার জন্য আবশ্যক। তোমার তো নৈশ আলাপের সময় নেই, যে আলাপ উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত সময় নষ্ট করে, স্রেফ ‘অমুক পত্রিকা এই বলেছে, অমুক ম্যাগাজিন এই বলেছে’ এরূপ বলার মাধ্যমে। তাদের জন্য আল্লাহকে ভয় করা এবং সুন্নাহ, ‘ইলম ও তা‘লীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। অনর্থক কথাবার্তায়

সময় নষ্ট করা তাদের জন্য হারাম। অপরদিকে এদেরকে ‘খারিজী’ অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। খারিজী তো সে, যে পাপকাজ করার কারণে মুসলিমকে কাফির ফাতওয়া দেয়।

[তবে মুসলিম ব্রাদারহুড আধুনিক যুগের খারিজী। এই কথা যুগশ্রেষ্ঠ ‘আলিমদের জবান থেকে সুপ্রমাণিত। কারণ তারা স্রেফ জুলুম তথা পাপকাজ করার কারণে শাসকদেরকে কাফির ফাতওয়া দিয়েছে, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, এমনকি তাদের আদর্শবিরোধী হওয়ার কারণে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে মুসলিম শাসককে হত্যা করেছে। – সংকলক]

আমাদের কাতারকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মানুষকে কিতাব ও সুন্নাহ’র দিকে আহ্বান করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ফের্কাবাজির দিকে মানুষকে আহ্বান করে, আশঙ্কা হয়, তার উপর আসমান থেকে বজ্রনিনাদ বর্ষিত হবে। কেননা মুসলিমরা কিতাব ও সুন্নাহ’র ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মুখাপেক্ষী। সকল মানুষ কল্যাণের জন্য এবং ‘ইলম অন্বেষণের জন্য প্রস্তুত নয়। কিন্তু তুমি ‘ইলম অন্বেষণের দিকে ধাবিত হও, অন্তরে আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহ’র কাছে (এর বিনিময়ে) সাওয়াব প্রত্যাশা করো। আমি তোমাদেরকে নসিহত করছি, তোমরা শাইখ রাবী‘ বিন হাদী (হাফিযাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেস করবে। কারণ তাঁর জীবনের এক দীর্ঘ সময় তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে কাটিয়েছেন। তিনি তাদের ব্যাপারে, তাদের প্রকৃতত্ব সম্পর্কে এবং বিভিন্ন দলের প্রকৃতত্ব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানেন।

আমি তোমাদের কাছে এটা প্রত্যাশা করছি না যে, তোমরা শাইখ রাবী‘র তাক্বলীদ করবে। কিন্তু তোমরা তাঁর ‘ইলম থেকে উপকৃত হবে। আর আমি তোমাকে এটাও বলছি না যে, তুমি মাহমূদ হাদ্দাদের কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করবে বা ফারীদ মালিককে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করবে। বরং তুমি সম্মানিত ‘আলিমগণের মধ্যে একজন সৎ ‘আলিমের কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করবে, যিনি ইখওয়ানুল মুফলিসূনের সাথে দীর্ঘ দফা অতিক্রম করেছেন।

আর এসব নাম ও বিচ্ছিন্নতা, যেমন ক্বুত্বুবিয়্যাহ; আল্লাহ কি আমাদেরকে এই অনুমতি দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে ক্বুত্বুবিয়্যাহ, সুরূরিয়্যাহ এবং এ জাতীয় নাম থাকবে?! তুমি তোমার সময় নষ্ট কোরো না। শহীদ ‘আব্দুল্লাহ ‘আযযাম, আল্লাহই তাঁর হাল সম্পর্কে ভালো জানেন। আমরা আল্লাহ’র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাকে ক্ষমা করেন এবং তার উপর রহম করেন। কিন্তু শহীদ হওয়ার মাসআলাহ অন্য জিনিস। তোমরা এ ধরনের বড়ো বড়ো উপাধী থেকে বেঁচে থাক, যা লোকদেরকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। অনেক বড়ো দা‘ঈ। হ্যাঁ, সে অনেক বড়ো দা‘ঈ (আহ্বানকারী)। কিন্তু ধ্বংসের দিকে (আহ্বানকারী)। আল্লাহ সহায় হোন।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), ফাদ্বাইহ ওয়া নাসাইহ; পৃষ্ঠা: ১২৩-১২৭; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

.

৯ম বক্তব্য:

ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

على وأحرصها الحق إلى الإسلامية الجماعات أقرب :التالي (٦٢٥٠) برقم سؤال عن جابةإ الدائمة اللجنة فتاوى في قرأنا :السؤال

وصواب خطأ فيها هؤلاء من فرقة فكل وبالجملة المسلمون، الإخوان ثم السنة أنصار وجماعة الحديث أهل وهم السنة أهل تطبيقه

تقولون فما والتقوى البر على التناصح مع أخطاء من فيه وقعت فيما واجتناب الصواب، من عندها فيما معها بالتعاون فعليك

في هذا؟

حزب مع تعاونوا كيف المفلسين الإخوان منذ بعن يسألوا أن منهم فاريد المفلسين، الإخوان عرفوا ما وهؤلاء باطل، هذا :الجواب

يتكلم ألا ملحدة بعضها ابأحز عشرة مع اليمن في الشرف ميثاق الآن ثم الاشتراكي، العمل وحرب بمصر، العلماني الوفد

الإخوان عرفوا ما هؤلاء إن :فأقول .الاشتراكيين مع الآن والتعاون والناصريين، البعثيين مع والتنسيق بعض، في بعضهم

عندهم لأن والسودان، سوريا وفي اليمن وفي مصر في المفلسين كالإخوان ليسوا بالسعودية المفلسين والإخوان المفلسين،

أهل إلى ويرجعوا وتعالى سبحانه الله يتقوا أن المفلسين الإخوان على فيجب تحكم، المسلمين الإخوان واذ ينقل لكن عقيدة،

الموتى، بأتربة التمسح عن النهي عن يتنازلون هل المفلسين؟ الإخوان يكسب أن أجل من السنة أهل عنه يتنازل فماذا السنة،

وعن النهي عن دعاء غير ، الله وعن النهي عن الصوفالات بدع، المبتدع وعن التشيع المبتدع.

يقول من مع الانتخابات، نقتحم نحن :يقول ومن كفر، الديمقراطية :يقول من مع بالديمقراطية، نرحب نحن يقول من فأين :

كتابه في يقول العزة ورب بالفاسق، الصالح الرجل تسوية فيها ولأن بالإسلام، مساومة فيها لأن طاغوتية، الانتخابات

الذَّكَرُ وَلَيْسَ﴿ :يـ قول الـ عزة ورب بـ الـمرأة، الـرجل تـ سويـة فـ يها ولأن ، [١٨ : الـ سجدة] ﴾يَسْتَوُونَ لَّا ۚ فَاسِقًا كَانَ كَمَن مُؤْمِنًا كَانَ أَفَمَن﴿ :الـ كريـ م
والـ بعـ ثـ يـ ين الـ شوعـ يـ ين مأقـ دا الـ نجـسة الأقـ دام عن وا سكـ توا تـ نازلـ وا : الـ سـنة لأهل يـ قال أن وظـ لم كـ بـ ير فـ فرق ،[٣٦ : عمران آل] ﴾كَالْأُنْثَى
جزيـ رة فـ ي ديـ نان يـ جـ تمع لا» :يـ قول –و سـلم آلـه وعلى عـلـيه الله صـلى– والـ نـ بي الـطاهـرة، الـطـ يـ بة بـ لدنا عـلى الـ تي والـ ناصريـ ين
أن الـمـ فلـ سـ ين الإخوان عـلى فـ يجب وهؤلاء ، وهؤلاء إخواذ نا هؤلاء :نـ قول ونـحن ،«الـ عرب جزيـ رة من الـ يهود أخرجوا» :ويـ قول ،«الـ عرب
الله رسـول و سـنة الله كـ تاب يـ حكموا وأن –و سـلم آلـه وعلى عـلـيه الله صـلى– الله رسـول سـنة إلـى يـ رجعوا وأن الله ىإل يـ توبـ وا
بـ الـحق يـ تكـلمون بـ لـ بـ اطل، عـلى كـان إذا خالـ فهم بـ من يـ بالـون لا أنـهم الـ سـنة أهل عـلى الله فـ ضل من .و سـلم آلـه وعلى عـلـيه الله صـلى
الـحق كـ لمة مـنه نـ قول الـمكان هذا لـ نا هيأ الـذي لله والـحمد فـ سه،ن عـلى فـ غـضـ بـه غـضب ومن الـ رضـا، فـ لـه رضـي فـ من.

প্রশ্ন: “আমরা স্থায়ী কমিটির (সৌদি ফাতাওয়া বোর্ড) ৬২৫০ নং ফাতওয়ায় পড়েছি—“হকের অধিক নিকটবর্তী এবং আহলুস সুন্নাহ’র সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ দল হচ্ছে আহলুল হাদীস, আনসারুস সুন্নাহ, অতঃপর মুসলিম ব্রাদারহুড। মোটকথা এগুলোর প্রত্যেকটি দলে ভুল আছে, আবার সঠিকও আছে। সুতরাং তাদের সঠিকতায় তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং তাদের ভুলগুলোতে কল্যাণ ও আল্লাহভীতির নসিহত-সহ তা (ভুল) থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এ ব্যাপারে আপনি কী বলছেন?”

[প্রশ্নোল্লিখিত ফাতওয়াটি নিম্নরূপ—

الـ شـ يعة، الـ سـنـ يـ ين، الـمـ سـلـ مـ ين، الإخوان الـ تـ بـلـ يغ، جماعة هناك :مـ ثلا الـ صوفـ ية وطرق فـ رق عدة الـ يوم الإ سلامي الـ عالـ م فـ ي :الـ سؤال
و سـلم؟ عـلـيه الله صـلى رسـولـه و سـنة الله كـ تاب تـ طـ بق الـ تي الـ جماعة هي فـ ما
الإخوان ثـ م الـ سـنة، أنـ صار وجماعة ،الـحديـ ث أهل وهم :الـ سـنة أهل :تـ طـ بـ يقه عـلى وأحرصها الـحق إلـى الإ سلامـية الـ جماعات أقـ رب :الـ جواب
ما واجـ تـناب الـ صواب، من عـندها فـ يما معها بـ الـ تعاون فـ عـلـ يك و صـواب، خطأ فـ يها وغـ يرهم هؤلاء من فـ رقـة فـ كل وبـ الـ جملة .الـمـ سـلمون
و صـحـ به وآلـه محمد نـ بـ يـ نا عـلى الله و صـلى الـ توفـ يق وبـ ا لله .والـ تقـوى الـ بر عـلى والـ تعاون الـ تـناصح مع أخطاء، من فـ يه وقـ عت
لـموس.

প্রশ্ন: “বর্তমান মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য দল ও সূফিবাদী মতাদর্শ রয়েছে। যেমন: তাবলীগ জামা‘আত, মুসলিম ব্রাদারহুড, সুন্নী সম্প্রদায়, শী‘আ সম্প্রদায় প্রভৃতি। কোন দলটি আল্লাহ’র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ বাস্তবায়ন করে?”
উত্তর: “হকের অধিক নিকটবর্তী এবং আহলুস সুন্নাহ’র সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ দল হচ্ছে আহলুল হাদীস, আনসারুস সুন্নাহ, অতঃপর মুসলিম ব্রাদারহুড। মোটকথা, এগুলোর প্রত্যেকটি দলেই ভুল আছে, আবার সঠিকও আছে। সুতরাং তোমার জন্য তাদের সঠিকতায় তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং তাদের ভুলগুলোতে কল্যাণ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নসিহত-সহ তা (ভুল) থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।
হে আল্লাহ, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর আপনি দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন।”

ফাতওয়া প্রদান করেছেন—
চেয়ারম্যান: শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)
ভাইস চেয়ারম্যান: শাইখ ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী (রাহিমাহুল্লাহ)
মেম্বার: শাইখ ‘আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়্যান (রাহিমাহুল্লাহ)
মেম্বার: শাইখ ‘আব্দুল্লাহ বিন ক্বা‘ঊদ (রাহিমাহুল্লাহ)।
দ্র.: ফাতাওয়া লাজনাহ দাইমাহ; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ১৬২; ফাতওয়া নং: ৬২৫০; প্রশ্ন নং: ১; তারিখ ও প্রকাশনার নামবিহীন সফট কপি – সংকলক।]

উত্তর: “এটা বাতিল। তাঁরা ইখওয়ানুল মুফলিসূন সম্পর্কে জানেন না। আমি তাঁদের কাছে আশা করব, তাঁরা ইখওয়ানুল মুফলিসূনের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। কীভাবে তারা মিশরের সেক্যুলার ওয়াফদ পার্টি এবং সোশ্যালিস্ট পার্টির সাথে পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে? তারপর এখন ইয়েমেনে তারা দশটি দলের সাথে ‘মীসাক্বুশ শারফ’ নামক চুক্তিতে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তাদের কেউ কারও বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না, অথচ তাদের কিছু দল নাস্তিক! তারা বাথিস্ট ও নাসেরাবাদীদের সাথে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছে এবং বর্তমানে সমাজতন্ত্রীদের সাথে সাহায্য-সহযোগিতা করছে।

আমি বলছি, অবশ্যই তাঁরা ইখওয়ানুল মুফলিসূন সম্পর্কে জানেন না। সৌদি আরবের ইখওয়ানুল মুফলিসূন মিশর, ইয়েমেন, সিরিয়া ও সুদানের ইখওয়ানুল মুফলিসূনের মতো নয়। কেননা তাদের ‘আক্বীদাহ আছে। তথাপি মুসলিম ব্রাদারহুডের নিয়মকানুনকে বিচার করা হবে। ইখওয়ানুল

মুফলিসূনের উপর আল্লাহকে ভয় করা এবং আহলুস সুন্নাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। আহলুস সুন্নাহ যা পরিত্যাগ করে, তা কি তারা ইখওয়ানুল মুফলিসূনের জন্য করে? তারা কি কবরের মাটি মাসেহ করা, গাইরুল্লাহ'র কাছে প্রার্থনা করা, বিদ'আতী সূফীবাদ ও বিদ'আতী শী'আ মতাদর্শ থেকে নিষেধ করা বাদ দিয়ে দিবে?

কোথায় একজন বলছে, 'আমরা গণতন্ত্রকে অভ্যর্থনা জানাই', আর একজন বলছে, 'গণতন্ত্র কুফর!' কোথায় একজন বলছে, 'আমরা ভোটাভুটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি', আর একজন বলছে, 'ভোটাভুটি ত্বাগূতী সিস্টেম!' যেহেতু গণতন্ত্রে ইসলামকে নিয়ে দরকষাকষি করা হয় এবং এতে ফাসিক্ব লোককে ভালো মানুষের সমতুল্য গণ্য করা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মু'মিন সে কি ফাসিক্ব ব্যক্তির মতো? তারা সমান নয়।" (সূরাহ সাজদাহ: ১৮) আর যেহেতু গণতন্ত্রে পুরুষকে নারীর সমতুল্য গণ্য করা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, "আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়।" (সূরাহ আলে 'ইমরান: ৩৬) সুতরাং দুই দলের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

আর আহলুস সুন্নাহকে এ কথা বলা জুলুম যে, তোমরা চুপ থাক। চুপ থাক, আমাদের পবিত্র দেশে কমিউনিস্ট, বাথিস্ট, নাসেরাবাদী প্রমুখের অপবিত্র পদক্ষেপের ব্যাপারে! অথচ নাবী ﷺ বলেছেন, "আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম একত্রিত হতে পারবে না।" [মাজমা'উয যাওয়াইদ, খণ্ড: ৪; পৃষ্ঠা: ১২৪; মুসনাদে বাযযার, খণ্ড: ১৪; পৃষ্ঠা: ২২১; সনদ: সাহীহ (তাহক্বীক্ব: ইবনু বায)] তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদিদের বের করে দাও।" [মাজমা'উয যাওয়াইদ, খণ্ড: ৫; পৃষ্ঠা: ৩২৮; সামান্য শব্দের পরিবর্তনে– সাহীহুল জামি', হা/২৩২; সনদ: সাহীহ]

অথচ আমরা বলি, ওরা আমাদের ভাই, ওরা এই এবং ওরা ওই। ইখওয়ানুল মুফলিসূনের জন্য আল্লাহ'র কাছে তাওবাহ করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আল্লাহ'র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহকে ফায়সালাকারী বানানো ওয়াজিব। আহলুস সুন্নাহ'র উপর আল্লাহ'র অনুগ্রহের কারণে তারা তাদের বিরোধীদের পরোয়া করে না, যখন বিরোধীরা বাতিলের উপর থাকে। বরং তারা হক কথা বলে। যে ব্যক্তি তাতে খুশি হয়, তার জন্যই সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়, তার ক্রোধ তার নিজের উপরেই। যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ'র জন্য, যিনি আমাদেরকে এই অবস্থান দিয়েছেন যে, আমরা হক কথা বলতে পারছি।" [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), গারাতুল আশরিত্বাহ 'আলা আহলিল জাহলি ওয়াস সাফসাত্বাহ; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৪১-৪৩; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

.

১০ম বক্তব্য:

ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

السؤال: ما حكم الدراسة في كلية الإيمان لأن بعض الأخوة يظن أنها جامعة سلفية، فهل تنصحون بالدراسة فيها؟

الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:

فقد سألني غير أخ من اليمنيين عن الدراسة بكلية الإيمان، فالغالب أنني أتهرب عن الجواب عمداً، وربما أفتيت بعضهم بما يستمعونه، والسبب في هذا أن اليمني ما يتحمل المشاق ويأتي من بلدة بعيدة، أما أخي يأتي من كما أمريكا إلى كلية الإيمان، ثم بعد ذلك يصدم فلا بد أن يبين له.

أولئك يقومون بها من أجل أنه إذا حصلت انتخابات تخبهم، الإخوان المسلمون، يقومون بها يقوم التي المؤسسات على والغالب المطبوعة كتبنا في الله بحمد وهو شريط ما غير في هذا وذكرنا، طاغوتية الانتخابات أن عرفنا وقد انتخاباتهم، إلى ويدعون الانتخابات أن بينا وقد في الكتب، من وغيرها «الفتنة من المخرج» ومثل «المصارعة» ومثل «الحاسد الحاقد وزجر المعاند قمع» مثل وغيرها الكلية لهذه الأموال جمع أجل من آخر غرض وأيضا طاغوتية، تعتبر.

كلية الإيمان لو كانت كلية سنية أو إيمان، سلفية ما طُرد بعض إخواننا بين الجزائريين منها بسبب أنهم تظاهروا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ولما قام المجدد بدعي الزنداني بطلبة كلية الإيمان بل ذهب لهم فعل بالى جماعة التبليغ ليتعلموا منهم الآداب، ويتعلموا منهم على الساعات ويضيع ويتكلم أحدهم بقوم والجهل، التصوف بين جمعوا الذين التبليغ جماعة الحديدة، إلى بهم وذهب الدعوة، منهم يتعلموا أن أجل من التبليغ جماعة إلى الزنداني المجيد عبد يأخذهم، وموضوعة ضعيفة وأحاديث جهل بكلام المستمعين، الآداب.

ل ي ت ف قهوا طائ فة منهم ف رقة كل من ن فر ال ولف﴿ :ال كري م ك تاب ه ف ي ي قول ال عزة ورب ب ها، ب الال تحاق ن نصح لا أن نا ف ال ق صد
ل دين ن﴾ ف ي اوه ق ف ت يل﴿ ي حذرون﴾، ل ع لهم إل يهم رجعوا إذا ق ومهم ول ي نذروا ال دين ف ي.
– الله ر سول ق ال :ق ال -ع نه الله ر ضي- معاوي ة عن «ال صح يح ين» وف ي الله ، دي ن ف ي ال ت ف قه ه و ه ه ي كون أن ي جب ال ع لم طال ب
صلى الله ع ل يه وع لى آل ه و س لم-: «من ي رد الله ب ه خ يرا ي ف قهه ف ي ال دي ن».
ع ل يه الله صلى- ف ال ن بي ال ن بوة أعلام من ع لم ، ال ناف ع ال ع لم ارت فاع عن ي خ بر -و س لم آل ه وع لى ع ل يه الله صلى- وال ن بي
ع لى و آل ه و س لم- ي قول: «إن الله لا ي ق بض ال ع لم ان تزاعا ي نت زعه ، ول كن ي ق بض ال ع لم ب ق بض ال ع لماء، ح تى إذا ل م ي بق عالما
ات خذ ال ناس رءو سا جهالا ، ف س ئلوا ف أف توا ب غ ير ع لم ف ضلوا وأ ضلوا» ، م ت فق ع ل يه من حدي ث ع بد الله ب ن عمرو ر ضي الله
ع نه ت عالى.
وي قول ال عزة ورب ي قول ف ي ك تاب ه ال كري م : ﴿ف أعرض عن من ت ولى عن ذكرنا ول م ي رد إلا ال ح ياة ال دن يا * ذل ك م ب لغهم من ال ع لم﴾،
﴿ي ع لمون ظاهرا من ال ح ياة ال دن يا وهم عن الآخرة هم غاف لون﴾. ف ي ن بغي أن ت تم ال ت ف قه ب ال دي ن ف ي الله .
وال تع لم ف ي ال م ساجد ف يه خ ير وب ركة، ف هو خ رج من ت خرج من صحاب ة ر سول الله – صلى الله ع ل يه وع لى آل ه و س لم- إلا من
ال م ساجد، «وما اج تمع ق وم ف ي ب يت من ب يوت الله ، ي ت لون ك تاب الله ، وي تدار سونه ف يما ب ينهم، إلا نزلت ع ل يهم ال س ك ينة،
وح ف تهم ال ملائ كة، وغ ش ي تهم ال رحمة، وذكرهم الله ف يمن ع نده».
ورحم الله مال كا إذ ي قول: «لا ي صلح آخر هذه الأمة إلا ما أ صلح أول ها».
ك م أ سأل ي ا أن نا إخوان ف ي أك ثر ع لماء ال م تقدم ين من ال م تقدم ي ت حدث وي هو ح الق ال لح ية، وب ه ت سحب ي ال أرض، وهو لا ي عرف إلا ط بعا
ي ع ني، وي صدق ن ي، وي شهد ل ه أه ل ته و ب ذل ك، ل ي س ال م ن صب، ول دي ه ما ال ع لم من ي ؤهله ل ذل ك ال م ن صب.
صح أن ذك ن ظر ت من ل ك س ي در ب ي ت اب ، ك الله سنة و رسول الله - صلى الله ع ل يه وع لى آل ه و س لم- ، ورب ال عزة ي قول ي ب ي ه ل محمد –
صلى الله ع ل يه وع لى آل ه و س لم-: ﴿واص بر ن ف سك مع ال ذي ن ي دعون رب هم ب ال غداة وال ع ش ي ي ري دون وجهه ولا ت ع د ع ي ناك ع نهم ت ري د
زي نة ال ح ياة ال دن يا ولا ت ط ع من أغ ف ل نا ق ل به عن ذكرنا وات بع هواه وكان أمره ف رطا﴾.
ف هذا ح اصل ما صح أن ه ب ؛الإخوة أن ي رحلوا إل ى الأماكن ال تي ي درس ف يها ك تاب الله و سنة ر سول الله – صلى الله ع ل يه وع لى آل ه
و س لم-. والإمام ال بخاري رحمه الله ت عالى ي بوب ف ي «صح يحه» ي قول : «باب ال رح لة ف ي ط لب ال ع لم» ، وذكر حدي ث ع قبة ب ن
ال حارث أن ه رحل إل ى ال ن بي – صلى الله ع ل يه وع لى آل ه و س لم- وق ال : إن امرأة سوداء ت خ بر أن ها ت ن ي أر ضعت ع ، وأر ضعت امرأت ي
ف س كت ال ن بي –صلى الله ع ل يه وع لى آل ه و س لم- ح تى ق ال ها ث لاث مرات أو أرب ع، ث م ق ال ل ه ال ن بي –صلى الله ع ل يه وع لى آل ه
و س لم-: ك يف وق د ق يل؟

প্রশ্ন: “আল-ঈমান ইউনিভার্সিটিতে [আল-ঈমান ইউনিভার্সিটি ইয়েমেনের সানা’য় অবস্থিত। এটি একটি ব্রাদারহুড পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা ‘আব্দুল মাজীদ আয-যিনদানী। – সংকলক] পড়াশুনা করার বিধান কী? কেননা কিছু ভাই এটাকে সালাফী ইউনিভার্সিটি মনে করছে। আপনি কি এই ভার্সিটিতে পড়ার নসিহত করেন?”

উত্তর: “যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ’র জন্য। মহান আল্লাহ দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীবর্গ ও পরবর্তী অনুসারীদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর: আমার কাছে একাধিক ইয়েমেনী ভাই ঈমান ভার্সিটিতে পড়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন। আমি অধিকাংশ সময়েই এই প্রশ্নের জবাব দেওয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। কখনো কখনো আমি তাদের কতিপয়কে ফাতওয়া দিয়েছি বিশেষ পরিস্থিতিতে। এর কারণ হলো একজন ইয়েমেনীকে কষ্ট করতে হয় না। কিন্তু যে দূর দেশ থেকে এসেছে, যেমন কেউ আমেরিকা থেকে আসে ঈমান ভার্সিটিতে পড়ার জন্য, তারপর ধাক্কা খায়! অবশ্যই এর কাছে প্রকৃত বিষয় বর্ণনা করতে হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম ব্রাদারহুড যেসব প্রতিষ্ঠান তৈরি করে, তারা তা এজন্য করে যে, যখন নির্বাচন হবে, তখন যেন ওরা তাদেরকে ভোট দেয়। আমরা জেনেছি যে, ভোটাভুটি ত্বাগূতী সিস্টেম। আমি একাধিক অডিয়ো ক্লিপে (ক্যাসেট/টেপ) এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আল-হামদুলিল্লাহ, এখন তা আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন: ক্বাম‘উল মু‘আনিদ ওয়া যাজরুল হাক্বিদিল হাসিদ, আল-মুসারা‘আহ, আল-মাখরাজ মিনাল ফিতনাহ, ফাতওয়া ফী ওয়াহদাতিল মুসলিমীনা মা‘আল কুফফার প্রভৃতি। আমরা বর্ণনা করেছি যে, ভোটাভুটি ত্বাগূতী সিস্টেম হিসেবে পরিগণিত।

প্রতিষ্ঠান নির্মাণের আরেকটি উদ্দেশ্যও আছে, আর তা হলো এই ভার্সিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ জমা করা। ঈমান ভার্সিটি যদি সত্যিকারার্থেই ‘ঈমান ভার্সিটি’ হতো তথা সুন্নী বা সালাফী ভার্সিটি হতো, তাহলে সেখান থেকে আমাদের আলজেরীয় ভাইদেরকে স্রেফ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ জাহির করার কারণে বহিষ্কার করা হতো না। আর ‘আব্দুল মাজীদ আয-যিনদানীও ঈমান ভার্সিটির ছাত্রদেরকে নিয়ে হাদীদাহ’র তাবলীগ জামা‘আতের কাছে শিষ্টাচার ও দা‘ওয়াতের পদ্ধতি শিখতে যেত না! তাবলীগ জামা‘আত, যারা সূফীবাদ ও মূর্খতাকে একত্রিত করেছে। তাদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেয় এবং মূর্খতাপূর্ণ কথা বলে, আর দ্ব‘ঈফ-জাল হাদীস বর্ণনা করে শ্রোতাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে।

আমরা এই ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার নসিহত করি না। মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানিত কিতাবে বলেছেন, “আর মু’মিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং স্বজাতিকে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা প্রত্যাবর্তন করবে? যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।” (সূরাহ তাওবাহ: ১২২)

ত্বালিবুল ‘ইলমের জন্য আল্লাহ’র দ্বীনের ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার স্পৃহা থাকা আবশ্যক। বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, মু‘আউয়িয়াহ (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।” (সাহীহ বুখারী, হা/৭১; সাহীহ মুসলিম, হা/১০৩৭)

নাবী ﷺ ‘ইলম উঠিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। এটাকে নবুওতের একটি নিদর্শন গণ্য করা হয়। তিনি ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ‘ইলম উঠিয়ে নিবেন না। কিন্তু তিনি ‘আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ‘ইলম উঠিয়ে নিবেন। যখন কোনো ‘আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে, তারা না জানলেও ফাতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।” (সাহীহ বুখারী, হা/১০০; সাহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৩)

মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানিত কিতাবে বলেছেন, “অতএব তুমি তাকে উপেক্ষা করে চল, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে। এটাই তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা।” (সূরাহ নাজম: ২৯-৩০) তিনি আরও বলেছেন, “তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জানে, আর আখেরাত সম্পর্কে তারা উদাসীন।” (সূরাহ রূম: ৯) সুতরাং আল্লাহ’র দ্বীনে ব্যুৎপত্তি অর্জন করাকে গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাসজিদে ‘ইলম অর্জনের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যেসব সাহাবী ‘ইলম অর্জন করে জ্ঞানী হিসেবে বের হয়েছেন, তাঁরা মাসজিদ থেকে বের হয়েছেন। নাবী ﷺ বলেছেন, “যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহ’র গৃহসমূহের কোনো একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহ’র কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে, তখন তাদের উপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা’আলা তার নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন।” (সাহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; ‘যিকর ও দুআ’ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ- ১১)

আল্লাহ ইমাম মালিকের ওপর রহম করুন। তিনি বলেছেন, “উম্মাহ’র প্রথম যুগের লোকদেরকে যা সংশোধন করেছে, কেবল সেটাই এই উম্মাহ’র শেষের লোকদের সংশোধন করতে পারবে।” সুতরাং আমি তোমাকে এদিকে লক্ষ রাখতে নসিহত করব যে, কে তোমাকে আল্লাহ’র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ পড়াচ্ছে। মহান আল্লাহ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে বলেছেন, “আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দু’চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য কোরো না, যার অন্তরকে আমি আমার জিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।” (সূরাহ কাহাফ: ২৮)

আমি ভাইদেরকে যেসব নসিহত করি, এটা তার সারসংক্ষেপ যে, তারা ওইসব জায়গায় সফর করবে, যেখানে আল্লাহ’র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ শেখানো হয়। ইমাম বুখারী তাঁর “আস-সাহীহ” গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন—পরিচ্ছেদ: ‘ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা। তারপর তিনি ‘উক্ববাহ বিন হারিসের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (‘উক্ববাহ) নাবী ﷺ এর কাছে সফর করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন, ‘আমার কাছে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসেছিল, যে এই ধারণা করছে যে, সে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছে।’ নাবী ﷺ এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে, তিনি বিমুখ হলেন। এরপর নাবী ﷺ মুচকি হেসে বললেন, ‘এ কথার পর তুমি কীভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে?’ (সাহীহ বুখারী, হা/৮৮)” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), তুহফাতুল মুজীব ‘আলা আসইলাতিল হাদ্বিরি ওয়াল গারীব; পৃষ্ঠা: ১২৫-১২৮; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]

১১শ বক্তব্য:

ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

هجرهم لـ نا يـ جوز وهل معهم الـ تعاون يـ جوز وهل لا أم والـ جماعة الـ سنة أهل من والـ قط بـ يـ ين والـ تـ بـ يـ لغ الـ مـ سـ لمـ ين الإخوان جماعة هل :الـ سؤال
عـ لـ يهم؟ الـ سلام وعدم
والـ جماعة الـ سنة أهل بـ مـ ناهج لـ يـ ست فـ مـ ناهجهم مـ ناهجهم، عـ لـ ى يُحكم أن فـ الأولـ ى والـ قط بـ يـ ين لـ يغوالـ تب الـ مـ سـ لمـ ين الإخوان جماعة :الـ جواب.
عـ لـ يه هم ما يـ دري و لا معهم ويـ مـ شي الله ديـ ن نـ صر بـ اب من إلـ يه ويـ أتـ ون ،سلفياً ويـ كون عـ لـ يه ملبساً يـ كون الـ ناس فـ بعض الأفـ راد أما.
الـ سنة أهل مـ ناهج لـ يـ ست لـ مـ ناهجا لـ كن عام، بـ حـ كم عـ لـ يهم يـ حـ كم أن يـ سـ تطاع لا خـ لـ يط فـ الأفـ راد.
لـ م أنـ نا والـ واقـ ع الله ، إلـ ى الـ دعوة نـ حو بـ واجـ بهم ويـ قومون بـ ا لله يـ سـ تعـ يـ نوا أن الـ سنة أهل أنـ صح فـ أنـ ا معهم، الـ تعاون مـ سألـ ة وأما
تـ ذهب فـ لماذا الأردن، وفـ ي وبـ مـ صر، ونـ جد، الـ حرمـ ين، وبـ أرض وبـ الـ سودان، الـ يمن، فـ ي الـ سنة أهل إخوانـ نا مع نـ تعاون أن نـ سـ تطع
يـ أخذون ثـ م الـ محاضـ رة فـ تـ لـ قي الـ شـ باب، بـ عدك يـ قـ تـ نـ صوا أن أجل فـ من ذهـ بت فـ إذا الأعداء؟ أعدى الـ سنة أهل يـ رون أنـ اس مع نـ تعاونو
ودخن وبـ دخل الـ عـ صر هذا فـ ي بـ الـ جماعات الـ ناس أبـ صر ومن وأولـ ئك، هؤلاء مـ نهج فـ ساد وبـ يـ نت ألـ فت قـ د والـ كـ تب بـ عدك، الـ شـ باب
الـ شخص لأن حزبـ ي، أنـ ه أيـ ام بـ عد لـ ك فـ سـ يـ نكـ شف حزبـ ي إنـ ه : ربـ يع الأخ لـ ه قـ ال فـ من الله ، حـ فظه هادي بـ ن ربـ يع الأخ الـ جماعات
أنـ صح فـ أنـ ا عـ نده، ما أظهر فـ يه الـ كلام يـ ضره و لا أتـ باع لـ ه و صار قـ وي إذا لـ كن يـ نكـ شف، أن يـ حب و لا متستراً أمره أول فـ ي يـ كون
وفـ لان ألـ فان، حـ لـ قـ ته يـ حـ ضر وفـ لان بـ الـ مظاهر، ونـ يـ غـ تر ربـ ما والـ ناس تـ عالـ ى، الله حـ فظه مـ نها والا سـ تـ فادة وقـ راءتـ ها كـ تـ به بـ اقـ تـ ناء
أخرجت لـ ما الـ حاضريـ ن أولـ ئك محـ صت ولـ و .وتـ عالـ ى سـ بحانـ ه الله إلا عددهم يـ عـ لم لا أمة أو آلاف ، عـ شرة أو آلاف خمـ سة حـ لـ قـ ته يـ حـ ضر
الـ سنة أهل من هم الـ ذيـ ن شخص مائـ ة قـ در إلا مـ نهم.

প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুড, তাবলীগ এবং ক্বুত্বুবীরা কি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত, নাকি না? তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত হওয়া কি জায়েজ? আমাদের জন্য কি তাদেরকে বয়কট করা এবং তাদেরকে সালাম না দেওয়া জায়েয?”

উত্তর: “মুসলিম ব্রাদারহুড, তাবলীগ এবং ক্বুত্বুবীদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হবে তাদের মানহাজের উপর হুকুম লাগানো। তাদের মানহাজ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মানহাজ নয়। পক্ষান্তরে তাদের সদস্যদের কেউ হয়তো সংশয়ে পতিত হয়েছে, অথচ সে সালাফী। তারা (ব্রাদারহুড) তার কাছে আসে, আল্লাহ’র দ্বীনকে সাহায্য করার দিক থেকে। আর সে তাদের সাথে চলে, অথচ সে জানে না যে, তারা কোন মতাদর্শের উপর রয়েছে। সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক রয়েছে। তাদের ব্যাপারে ব্যাপক হুকুম দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু তাদের মানহাজ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মানহাজ নয়। পক্ষান্তরে তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার মাসআলাহ’য় আমি আহলুস সুন্নাহকে নসিহত করছি, তারা যেন আল্লাহ’র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ’র দিকে দা‘ওয়াত দানের ক্ষেত্রে তাদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে। বাস্তবতা হলো, আমরা ইয়েমেন, সুদান, মক্কা-মদিনা, নজদ, মিসর ও জর্ডানে আমাদের আহলুস সুন্নাহ ভাইদেরকেই সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারি না। তাহলে কেন আমরা ওইসব লোককে সাহায্য করতে যাব, যারা আহলুস সুন্নাহকে সবচেয়ে বড়ো শত্রু মনে করে?! তুমি যদি যাও, তাহলে তারা তোমার পশ্চাতে (সালাফী) যুবকদেরকে শিকার করবে। তুমি বক্তব্য দিবে, আর তোমার পশ্চাতে যুবকদেরকে পাকড়াও করবে।

বেশকিছু গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলো এদের মানহাজের অনিষ্টতা বর্ণনা করেছে। বর্তমান যুগে দলসমূহের ব্যাপারে এবং দলসমূহের দোষত্রুটি ও বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন ভাই রাবী‘ বিন হাদী (হাফিযাহুল্লাহ)। ভাই রাবী‘ যাকে দলবাজ (হিযবী) বলেন, কিছুদিন পর দেখা যাবে, সে আসলেই দলবাজ (হিযবী)। কেননা ব্যক্তি প্রথম দিকে নিজেকে আড়ালে রাখে। [অর্থাৎ, ছুপা রুস্তম হয়ে থাকে – অনুবাদক] কিন্তু যখনই সে শক্তিশালী হয়, আর তার কিছু অনুসারী জুটে যায় এবং অন্যের কথাবার্তা তার কোনো ক্ষতি করবে না বলে সে মনে করে, তখনই সে তার আসল রূপ জাহির করে। আমি তাঁর (শাইখ রাবী‘র) কিতাবসমূহ সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করার এবং তা থেকে ফায়দা গ্রহণ করার নসিহত করছি। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন।

মানুষ কখনো কখনো বাহ্যিক দিক দেখে ধোঁকাগ্রস্ত হয়। মানুষ দেখে, অমুক ব্যক্তির বৈঠকে দুই হাজার লোক উপস্থিত হয়েছে, অমুক ব্যক্তির বৈঠকে পাঁচ হাজার বা দশ হাজার লোক উপস্থিত হয়েছে এবং অগণিত লোক উপস্থিত হয়েছে, যার প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তুমি যদি ওই উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পরীক্ষা করো, তাহলে তাদের মধ্য থেকে (হয়তো) স্রেফ একশজন লোক বের করতে পারবে, যারা আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত।” [ইমাম

মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), গারাতুল আশরিত্বাহ ‘আলা আহলিল জাহলি ওয়াস সাফসাত্বাহ; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৮-৯; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

বয়কট করা এবং সালাম দেওয়ার বিষয়টি শাইখ এখানে আলোচনা করেননি। সামনের ফাতওয়ায় এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

১২শ বক্তব্য:

ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

السؤال: هل الإخوان المسلمون من الفرق الضالة وهل أحد أحصى هذه الفرقة وهل هذا الإحصاء صحيح؟

الجواب: أما الإخوان المفلسون فلا يُستطاع الحكم على أفرادهم، فيه من هو مُلبسٌ، لكن عليه، المنهج منهج ضال، ومنهج فرقة من
الفرق الزائغة، أنا أرجو أن تقرأوا عن حسن البنا الذي كنت أعتبره مجدداً صحيح كنت مخطئاً، وبعد ذلك اتضح بأنه رجل
صوفي، يريد التوفيق بين الشيعة والسنة، رجل جويهل، عنده حماسة لدين على غير بصيرة.
القصد أن هذه الدعوة من حيث ضررها أكثر من نفعها، وقد تكلمت عليهم في غير ما شريط، وفي «المخرج من الفتنة»، وما
كنت أعرف حقيقتهم مثل الآن عند أن كتبت «المخرج من الفتنة»، وما قد اتضحت حقيقتهم مثل الآن، وهكذا أيضاً في «السيوف
الباترة»، وفي «المصارعة»، وفي «قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد»، وفي كتاب «غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة»،
فعُلمت أحوالهم والحمد لله على أحسن ما يُرام، والله المستعان، وقد أعطيناهم قسطهم.
والذي صح أنه في بيان شأنهم: ألا تحضر محاضراتهم، ولا يُسمع قولهم، لكن مسألة الهجر لا تهجرهم تسلم عليهم باعتبار أنهم مسلمون
مبتدعة والله المستعان.
هل أحد أحصى هذه الفرق؟ نعم العلماء المتقدمون أحصوا وزادت لعلهم عنوا رؤوس الفرق وإلا فالمعتزلة وإلا كم تنقسم المعتزلة تنقسم
إلى فرق شتى، تنقسم الرافضة إلى فرق شتى، تنقسم الشيعة إلى فرق شتى، وهكذا أيضاً الكرامية وغيرها من فرق الضلال،
فالعلماء المتقدمون جمعها، وزادت بعد أن زادت قالوا: لعله يعني رؤوس أهل البدع.
وهل هذا الإحصاء صحيح؟ الذي أحصاه العلماء المتقدمون في شأن الفرق المتقدمة ما نظن بهم إلا خيراً.

প্রশ্ন: “মুসলিম ব্রাদারহুড কি পথভ্রষ্ট দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত? কেউ কি পথভ্রষ্ট দলগুলোকে গণনা করতে পারে? আর এই গণনা কি সঠিক?”

উত্তর: “ইখওয়ানুল মুফলিসূনের সদস্যদের উপর (ব্যাপকভাবে) হুকুম লাগানো সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়ে পতিত হয়েছে (অর্থাৎ, প্রকৃত বিষয় জানে না)। কিন্তু তাদের মানহাজ পথভ্রষ্ট মানহাজ, বিপথগামী দলসমূহের একটি দলের মানহাজ। আমি আশা করব, তোমরা হাসান আল-বান্না’র ব্যাপারে পড়াশুনা করবে। এই লোককে আমি মুজাদ্দিদ গণ্য করেছিলাম। সঠিক কথা হলো, আমি ভুল করেছিলাম। পরবর্তীতে স্পষ্ট হয়েছে যে, সে একজন সূফী। সে শী‘আ মতাদর্শ এবং সুন্নী মতাদর্শের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চায়। সে একজন জুওয়াইহিল তথা পিচ্চি মূর্খ। [ইমাম মুক্ববিল (রাহিমাহুল্লাহ) বান্নাকে ‘জুওয়াইহিল’ বলেছেন, তুচ্ছার্থে। – সংকলক] না জেনেই দ্বীনের দা‘ওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে তার উদ্যমতা রয়েছে।

এই দা‘ওয়াতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। আমি তাদের ব্যাপারে একাধিক অডিয়ো ক্লিপে আলোচনা করেছি। যেমন: আল-মাখরাজ মিনাল ফিতনাহ। আমি যখন আল-মাখরাজ মিনাল ফিতনাহ লিখেছি, তখন তাদের প্রকৃতত্ব সম্পর্কে এখনকার মতো জানতাম না। অনুরূপভাবে তাদের ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে এমন বই—আস-সুয়ূফুল বাতিরাহ, আল-মুসারা‘আহ, ক্বাম‘উল মু‘আনিদ ওয়া যাজরুল হাক্বিদিল হাসিদ, গারাতুল আশরিত্বাহ ‘আলা আহলিল জাহলি ওয়াস সাফসাত্বাহ। আল-হামদুলিল্লাহ, তাদের হালহকিকত উত্তমরূপে জানা গেছে। আল্লাহ সহায় হোন। আমরা তাদেরকে তাদের অংশ দিয়েছি।

আমি তাদের ব্যাপারে যে নসিহত করি তা হলো—তাদের বক্তৃতায় উপস্থিত হবে না এবং তাদের কথাবার্তা শুনবে না। কিন্তু বয়কটের মাসআলাহ’য় বলছি, তুমি তাদের বয়কট কোরো না। তুমি তাদেরকে মুসলিম বিদ‘আতী হিসেবে সালাম দিবে। আল্লাহ সহায় হোন।

কেউ কি এই দলগুলোকে গণনা করতে পারে? হ্যাঁ, পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ গণনা করেছেন, তবে দলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভবত তাঁরা এর দ্বারা প্রধান দলগুলো উদ্দেশ্য করেছেন। নতুবা মু‘তাযিলাহ তো বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, রাফিদ্বী’রা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, শী‘আরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, অনুরূপভাবে কাররামিয়্যাহ এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট দল বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ এদের নাম একত্রিত করেছেন, তবে

দলের সংখ্যা পরে বৃদ্ধি পেয়েছে। দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর ‘আলিমগণ বলেছেন, তাঁরা (পূর্ববর্তীগণ) সম্ভবত শীর্ষস্থানীয় বিদ‘আতীদের উদ্দেশ্য করেছেন।

এই গণনা কি সঠিক? (আমি বলছি,) পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ পূর্ববর্তী দলসমূহের ব্যাপারে যে গণনা করেছেন, সে ব্যাপারে আমরা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই ধারণা করি না।” [“আল-আসইলাতুল হাদ্বরামিয়্যাহ ‘আলা মাসাইলা দা‘উয়িয়্যাহ”– শীর্ষক অডিয়ো ক্লিপ থেকে; গৃহীত: www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1232.]

[এই অধ্যায় আগামী পর্বে সমাপ্য, ইনশাআল্লাহ।]

·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

১৩শ পর্ব | ২৫শ অধ্যায়: ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [২য় কিস্তি]

১৪শ পর্ব | ২৫শ অধ্যায়: ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [৩য় কিস্তি]

সহীহ-আকিদা(RIGP) 3 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন

- ▌২৫শ অধ্যায়: ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [৩য় কিস্তি]
- ·১৩শ বক্তব্য:
- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—
-

السؤال: هل فرق المعاصرة كالأخوان والنهضة والسرورية والبريلوية وغيرها تعد من فرق الخارجة على الجماعة المسلمين، والجماعة أهل السنّة أم أنها من فرق الناجية وجودها شرعي والبيعة لها هم من أهل السنّة؟

- الجواب: أما هذه فرق البريلوية وغيرها لا تعد من أهل السنّة ولا الولاية بالحكم على الراد والأفكار ولا يستطيع أن نحكم على فرد من دعوة الأخوان والمفلسين أو يعرف الذي الرأس نعم يعرف، لا جاهلاً يكون مافرب الناجية، الفرقة عن خارج بأنه الأفكار من ليس إنه نقول أن نستطيع إليها، ويدعو إليها وتعصب يدعو لسنة، مخالفة هي التي الأخرى الجماعات دعوة أيضاً وكذلك السرورية المستعان والله الناجية الفرقة.

-

প্রশ্ন: “আধুনিক দলসমূহকে তথা ব্রাদারহুড, নাহদ্বাহ, সুরূরিয়্যাহ প্রভৃতিকে কি জামা‘আতুল মুসলিমীন বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত থেকে খারিজ গণ্য করা হবে, নাকি তারা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত? এই দলগুলোর অস্তিত্ব কি শরিয়তসম্মত এবং এই দলগুলোর কাছে যারা বাই‘আত করেছে তারা কি আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত?”

-

উত্তর: “এসব দল এবং অন্য দলগুলোকে আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে হবে না। কখনো না। অবশিষ্ট থাকল দলের সদস্যদের উপর হুকুম

লাগানো। আমরা নির্দিষ্ট একজন সদস্যের ব্যাপারে এই হুকুম দিতে পারি না যে, সে মুক্তিপ্রাপ্ত দল থেকে খারিজ। কখনো এমন হতে পারে যে, সে অজ্ঞ, প্রকৃত বিষয় জানে না। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি ইখওয়ানুল মুফলিসূনের দা'ওয়াত সম্পর্কে জানে অথবা সুরূরিয়্যাহ'র দা'ওয়াত, অনুরূপভাবে অন্যান্য সুন্নাহ বিরোধী দলসমূহের দা'ওয়াত সম্পর্কে জানে। এতৎসত্ত্বেও সে ওই দলের দিকে আহ্বান করে এবং দলের জন্য গোঁড়ামি করে, তার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, সে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের (আহলুস সুন্নাহ'র) অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ সহায় হোন।" ["আত-তিবইয়ান 'আলা আসইলাতি আহলি কুর্দিস্তান"– শীর্ষক ক্লিপ থেকে; গৃহীত: www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1825.]

- .

- **১৪শ বক্তব্য:**

- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

- لا ؟ أم وأف رادا منهجا والجماعة الـ سنة أهل الـمـنصورة، والطائـ فة الـ ناجـية، الـ فرقة مسمى تـ حت يـ دخـلون الـمـسلمون الإخوان هل :الـ سؤال

- إلـى ويـدعو الـ بنا، حـسن وهـو بـ الـ قـ بور يـطوف كـان فـ الـمؤ سس أمره، أول ومن تـ أ سـ يسه من مـ بـ تدع فـ منهج الـمنهج أما :الـجواب
نـجري أن نـ سـ تطـ يع فـ لا الأفـ راد أما . ضال مـ بـ تدع منهج أمره أول من فـ الـمنهج بـ الـموالـ د، ويـحـ تـ فل والـ شـ يعة، الـ سنة بـ ين الـ تقريـ ب
أنه بـ ا سم معهم ودخل ذاه يـ عرف لا كـان ومن ضال، فـهو بـ عدها يـمشي ثـ م الـمـ بـ تدع الـ بنا حـسن أفـ كار يـ عرف كـان فـ من عاما، حـكما عـلـيهم
الـ نظر يـ عـ يد أن عـلـيه ويـجب مخطـ ئا نـ عـ تـ بره لـ كـنـنا بـ شيء، عـلـيه نـحكم فـ لـسنا أمرهم حـقـ يقة يـ عرف ولا والـمـسلمـين الإ سلام يـ نـصر
حـ تـى لا يـ ضـ يع عمره بـ عد الأذ ا شـ يد بـ الـ تمـ ثـ يلـ يات، والـ تهاز واذ فرص الـ لجمع الأموال.

- প্রশ্ন: "মুসলিম ব্রাদারহুড কি মানহাজের দিক থেকে এবং একক সদস্যদের দিক থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নামের আওতাভুক্ত হবে, নাকি হবে না?"

- উত্তর: "প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই দলের মানহাজ বিদ'আতী মানহাজ। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা কবরে ত্বাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে। সে হলো হাসান আল-বান্না। সে সুন্নী এবং শী'আদের নিকটবর্তী করার দিকে আহ্বান করে। সে মীলাদ উদ্‌যাপন করে। সুতরাং এই দলের মানহাজ প্রথম থেকেই পথভ্রষ্ট বিদ'আতী মানহাজ। পক্ষান্তরে দলের সদস্যদের ব্যাপারে আমরা ব্যাপক হুকুম লাগাতে পারি না। যে ব্যক্তি বিদ'আতী হাসান আল-বান্না'র মতাদর্শ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও এই মানহাজ অনুসরণ করে, সে পথভ্রষ্ট।

- আর যে এ সম্পর্কে জানে না এবং যে ইসলাম ও মুসলিমদের সাহায্য করবে মনস্থ করে তাতে প্রবেশ করে, কিন্তু তাদের হাকিকত সম্পর্কে জানে না; তার উপর আমরা কোনো হুকুম লাগাব না। তবে আমরা তাকে ভুলকারী হিসেবে গণ্য করব। তার উপর আবশ্যক হলো—আবার দৃষ্টি ফেরানো, যাতে করে সে সঙ্গীত ও অভিনয় করে এবং অর্থ জমা করার জন্য (স্বীয়) অবসরকে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনকে নষ্ট না করে।" [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), তুহফাতুল মুজীব 'আলা আসইলাতিল হাদ্বিরি ওয়াল গারীব; পৃষ্ঠা: ৯৬; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]

- .

- **১৫শ বক্তব্য:**

- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

- الـ بدع من عـندهم ما رغم الـ سنة، أهل من مانـهجه عـلـى سار وممن والـ تـ بـ يلغ كالإخوان الـمعاصرة الإ سلامـ ية الـجماعات تـ عد هل :الـ سؤال
منها؟ والـخروج الـ سنة أهل لـجماعة الـجماعة أو الـ فـ ئة لـدخول الـ ضابـ ط هـو وما والـ سنة، الـ كـ تاب عن والـ بعد

- وفـ يهم الـ سلـ في، فـ فـ يهم خـلـ يط، الـطائـ فـ تـ ين هاتـ ين فـ إن الأفـ راد فـ أما الأفـ راد، عـلـى لا الـمناهج عـلـى نـ تكـلم :الـجواب
الإخوان فـ منهج مناهجهم، عـلـى نـ تكـلم لـ كن الـ فـ تنة»، من الـمخرج» فـ ي هذا قـ سمنا كـما الـمادي، وفـ يهم الـ شـ يعي، وفـ يهم الـ صوفـ ي،
الـمـسلمـ ين، بـ دعي فـ آثـ اره تـ دل عـلـى أنه بـ دعي.

- ضال، رافـ ضي الـخمـ يني : يـ قولـون هم فـ إذا أمره افـ تـضح فـ لما الـخمـ يني، وعاش لـخمـ يني، يـ صـ فقون كـانـوا أيـام فـ قـ بل
صدام»» هذا وبـ عد بـ الـ فعل، أمريـ كـي بـ الـ قول، إ سلامي أمريـ كـي، فـ كـر وهـو الـحق، ضـ ياء وعاش ق»الـحـ لـ-« ضـ ياء يـ صـ فقون أيـام وبـ عد
صدمه الله بـ الـ بلاء، خرجوا عام كـالأذ بـة الـ سائـ يظاهرون »صدام« لـ-.

- الرؤساء، يمدحون وهم لهم، يستمعون الذين وأوقات أوقاتهم، على آسف وأنا السودان، صاحب البشير» عمر» في الخطب ثم لدعوتهم مناوئاً يرونه من ويذمون معهم، يتعاطف أنه يظنون من يمدحون الرؤساء، ويذمون.
- لشركيات إنكار ولا المنكر، عن نهي ولا بمعروف، أمر فلا التبليغ جماعة أما.
- لا سنياً يكون أو المنهج، يعرف لا سنياً يكون فربما منهم، فرد كل على الشخص يحكم أن يستطيع فلا خليط، فهم بهذا معذوراً فيكون التبليغ، جماعة منهج ولا المسلمين الإخوان منهج يعرف.
- السنة أهل من فليس بمنهجهم ملتزماً كان ومن السنة، أهل من يعد لا فمنهجهم.
-

প্রশ্ন: “আধুনিক ইসলামী দলসমূহ যেমন: মুসলিম ব্রাদারহুড, তাবলীগ জামা‘আত এবং যারা তাদের মানহাজ অনুসরণ করে—তাদেরকে কি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে, অথচ তাদের অনেক বিদ‘আত রয়েছে এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দূরে অবস্থান করার মতো বিষয় রয়েছে? আর কোনো দল বা জামা‘আতের আহলুস সুন্নাহ’য় প্রবেশ করার বা তা থেকে বের হয়ে যাওয়ার মানদণ্ড কী?”

-

উত্তর: “আমরা মানহাজের ব্যাপারে কথা বলব, ব্যক্তিদের তথা সদস্যদের ব্যাপারে নয়। কেননা এই দুই দলের সদস্যরা সংমিশ্রিত। তাদের মধ্যে সালাফী আছে, সূফী আছে, শী‘আ আছে, বস্তুবাদী আছে। যেমনটি আমরা ‘আল-মাখরাজ মিনাল ফিতনাহ’ বইয়ে ভাগ করেছি। কিন্তু আমরা তাদের মানহাজের ব্যাপারে কথা বলব। মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ বিদ‘আতী মানহাজ। তাদের কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, তাদের মানহাজ বিদ‘আতী।

-

কিছুদিন আগে তারা খোমেনীর জন্য হাততালি দিত এবং খোমেনীর সাথে চলাফেরা করত। তারপর যখন খোমেনীর বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল, তখন তারা বলতে লাগল, খোমেনী পথভ্রষ্ট রাফিদ্বী। কিছুদিন পর তারা জিয়াউল হকের জন্য হাততালি দিতে লাগল এবং জিয়াউল হকের সাথে মেলামেশা করতে লাগল। অথচ সে একজন আমেরিকান চিন্তাবিদ। সে কথাবার্তায় ইসলামিস্ট, কিন্তু কাজকর্মে আমেরিকান। তারপর হলো সাদ্দাম, সাদামাহুল্লাহু বিল বালা (আল্লাহ ওকে দুর্যোগ দিয়ে ধ্বংস করুন); তারা ছেড়ে দেওয়া চতুষ্পদ জন্তুর মতো বের হয়ে সাদ্দামের জন্য বিক্ষোভ-আন্দোলন করতে লাগল।

-

তারপর সুদানের ‘উমার বাশীরের ব্যাপারে খুত্বাহ প্রদান; আমি তাদের সময়ের ব্যাপারে বিষণ্ন এবং যারা তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে তাদের সময়ের ব্যাপারে বিষণ্ন। তারা বিভিন্ন নেতার প্রশংসা করে, আবার অনেক নেতার নিন্দা করে। তারা যাকে তাদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল বলে মনে করে, তারা তার প্রশংসা করে। পক্ষান্তরে তারা যাকে তাদের দা‘ওয়াতের বিরোধী বলে মনে করে, তারা তার নিন্দা করে।

-

- আর তাবলীগ জামা‘আত; তাদের কোনো সৎকাজের আদেশ নেই, অসৎকাজের নিষেধ নেই এবং শির্কী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা নেই। তারাও সংমিশ্রিত। তাদের প্রত্যেক সদস্যের ব্যাপারে আমরা হুকুম লাগাতে পারি না। কখনো কখনো এমন সুন্নী থাকে, যে মানহাজ সম্পর্কে জানে না অথবা এমন সুন্নী থাকে, যে তাবলীগ জামা‘আতের মানহাজ সম্পর্কে জানে না, তখন সে এ ব্যাপারে ওজরগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। তাদের মানহাজ আহলুস সুন্নাহ’র মানহাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি তাদের মানহাজ আঁকড়ে ধরবে, সে আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত নয়।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), ক্বাম‘উল মু‘আনিদ ওয়া যাজরুল হাক্বিদিল হাসিদ; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৩৮৮-৩৮৯; দারুল হাদীস, দাম্মাজ কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

- .
- ১৬শ বক্তব্য:
-
- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—
- والنصارى؟ اليهود منهج أم المسلمين الإخوان منهج الدعوة وعلى الإسلامية الأمة على فسادا أشد أيهما :السؤال
- ولكن مبتدع منهج المسلمين الإخوان فمنهج والنصارى، واليهود المسلمين الإخوان منهج بين يقارن لا أمر هذا :الجواب محبون صالحون أفراد التراث إحياء جمعية في يوجد أنه كما خير، على أنهم ويظنون للخير ومحبون صالحون أفراد فيهم يوجد يوم كل بلادنا على يزحفون وهم والمسلمين للإسلام عداوة أشد هم من بين وذاك ذا بين يقارن فلا .خير على أنهم ويظنون للخير ويستغلون النصرانية في الدخول على المسلمين يقهرون وهم اليهودية وإلى النصرانية إلى يدعون أو ينشرون وهم وقت، وكل فقر في المسلمين في إفريقيا وفي كثير من البلاد الإسلامية.

- لا ف هذا بـ أولـ ئك يـ قارنـوا أن أما مـ بـ تدع، ومنهج ضلالـي منهج منهجهم أن الـمـسـلـمـ ين الإخوان حـ سب وذاك، ذا بـ ين يـ قارن ف لا الله نا﴿ :الـ عدالـة نـ لازم كـ تـ بنا فـ ي فـ إنـ نا الله وبـ حمد أعمى، تـ عـ صـ بـ ا مـ تعـصـب الـ بـ صـ يرة أعمى شخص إلا بـ ينهم يـ قارن ولا يـ كون، لـ لـ تـ قوى﴾ أقرب هو اعدلوا تـ عدلـوا ألا عـ لـى قـ وم شنآن يـ جرمـنـكم الو﴿ فـ اعدلـوا﴾، قـ لـ تم اذاو﴿ :ويـ قول سان﴾،والإحـ بـ الـ عدل يـ أمر.
- بـ أولـ ئك هؤلاءـ نـ قارن فـ لا الـ حزبـ ية، من عـ لـ يه هم ما يـ تركون الـ تراث إحـ ياء جمعـ ية أصحاب والأخوة الـمـسـلـمـ ين الإخوان أن ونود أو الـ حكمة بـ جمعـ ية ولا الـ تراث إحـ ياء بـ جمعـ ية ولا الـمـسـلـمـ ين بـ الإخوان لـ تحقـ ي ألا أخ كل نـ نـ صـح لـ كـ ننا عدالـة، عـ ندهم الـ سـ نة أهل فـ إن وتـ عالـى سـ بحانـه الله إلا عددهم يـ عـ لم لا خـ لـق الـ نـ صـ يحة قـ بل وقـ د الإحـ سان.
-

- প্রশ্ন: “মুসলিম উম্মাহ এবং (সালাফী) দা‘ওয়াতের জন্য কোনটি বেশি ধ্বংসাত্মক, মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ, নাকি ইহুদি-খ্রিষ্টানের মানহাজ?”
-

- উত্তর: “এটা তুলনাযোগ্য বিষয় নয়। মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানের মানহাজের মধ্যে তুলনা করা যায় না। মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ হলো বিদ‘আতী মানহাজ। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক ভালো ব্যক্তি এবং কল্যাণের অভিলাষী আছে, যারা মনে করে যে, তারা কল্যাণের উপর রয়েছে। যেমনভাবে জমঈয়তে ইহইয়াউত তুরাসে অনেক ভালো ব্যক্তি এবং কল্যাণের অভিলাষী আছে, যারা মনে করে যে, তারা কল্যাণের উপর রয়েছে। সুতরাং এদের সাথে ওদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) তুলনা করা যায় না। তাদের সাথে তুলনা করা যায় না, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষ পোষণ করে। তারা প্রতিটা দিন এবং প্রতিটা সময় আমাদের দেশের উপর মার্চ করছে। তারা খ্রিষ্টধর্ম এবং ইহুদিবাদের দিকে আহ্বান করছে। মুসলিমদেরকে জোর করে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। আফ্রিকায় এবং অসংখ্য মুসলিম দেশের দরিদ্রতাকে তারা নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে।
-

সুতরাং এদের সাথে ওদের তুলনা চলে না। তবে মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ পথভ্রষ্ট বিদ‘আতী মানহাজ। কিন্তু এদের ওদের সাথে তুলনা করা যায় না। কোনো গোঁড়া অন্ধ ছাড়া কেউ তাদের মধ্যে তুলনা করতে পারে না। আল-হামদুলিল্লাহ, আমরা কিতাবে উল্লিখিত ন্যায়পরায়ণতা অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ ও সদাচার করার আদেশ দেন।” (সূরাহ নাহল: ৯০) তিনি আরও বলেছেন, “আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ করো।” (সূরাহ আন‘আম: ১২৫) তিনি আরও বলেছেন, “কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাক্বওয়ার নিকটতর।” (সূরাহ মাইদাহ: ৮)

-

আমরা আশা করছি, মুসলিম ব্রাদারহুড এবং জমঈয়তে ইহইয়াউত তুরাসের ভাইয়েরা যে হিযবিয়্যাহ’র (দলবাজি) উপর আছে, তারা তা বর্জন করবে। তবে আমরা তাদেরকে ওদের সাথে তুলনা করব না। কেননা আহলুস সুন্নাহ’র ন্যায়পরায়ণতা আছে। কিন্তু আমরা সকল ভাইকে নসিহত করছি, তারা যেন মুসলিম ব্রাদারহুড, জমঈয়তে ইহইয়াউত তুরাস, জমঈয়তে হিকমাহ এবং জমঈয়তে ইহসানে না ঢুকে। যদিও নসিহতের আগেই অনেকে ঢুকে পড়েছে, যাদের সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), তুহফাতুল মুজীব ‘আলা আসইলাতিল হাদ্বিরি ওয়াল গারীব; পৃষ্ঠা: ১৭৬-১৭৮; দারুল আসার, সানা (ইয়েমেন) কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)]

- .
- ১৭শ বক্তব্য:
- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—
-

بـ اطل؟ أم صـ حـ يح هذا فـ هل إلـ يها يـ دعو معـ ينة جماعة إلـ ى يـ نـ ضم أن لـ لمـ سـ لم بـ د لا : شخص قـ ال :ؤالالـ س

- جماعة عن مـ سـ لم شذ فـ إذا .«النَّارِ إِلَى شَذَّ شَذَّ مَنْ» :يـ قول ﷺ الـ ر سول لأن الـ مـ سـ لـ مـ ين، جماعة إلـ ى يـ نـ ضم أن يـ نـ بغي :الـ جواب الـ نار إلـ ى فـ هو الـ مـ سـ لـ مـ ين.
- ۞ هَنَّمَجَ وَنُصْلِهِ تَوَلَّىٰ مَا نُوَلِّهِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ غَيْرَ وَيَتَّبِعْ الْهُدَىٰ لَهُ تَبَيَّنَ مَا بَعْدِ مِنْ الرَّسُولَ يُشَاقِقِ وَمَنْ﴿ :يـ مالـ كر كـ تابـ ه فـ ي يـ قول الـ عزة ورب وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [الـ نـ ساء : ١١٥].
- فـ ي وقـ ع ومن إلـ يها، يـ نـ ضم أن يـ جوز لا مـ بـ تدعة جماعات فـ هذه غـ يرهم إلـ ى أو والإخوان الـ تـ بـ لـ يغ جماعة إلـ ى يـ نـ ضم أن أما غَيْرَهَا فَرَأَى يَمِينٍ عَلَى حَلَفَ مَنْ» :يـ قول ﷺ الـ ر سول لأن يـ كـ فر؛ أن فـ عـ لـ يه قـ سم عـ لـى ا شـ تملت كـ انـت إذا يـ تركها أن بـ أس فـ لا الـ بـ يعة؛ خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ« رواه مـ سـ لم.

- প্রশ্ন: “এক ব্যক্তি বলেছে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট একটি দলে যোগ দিতে হবে, যে দলের দিকে সে লোকদের আহ্বান করবে। এই কথা কি সঠিক, নাকি বাতিল?”

- উত্তর: “জামা‘আতুল মুসলিমীনে যোগদান করা বাঞ্ছনীয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, “যে লোক (জামা‘আত থেকে) আলাদা হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে।” (তিরমিযী, হা/ ২১৬৭; সনদ: দুর্বল) যখন একজন মুসলিম জামা‘আতুল মুসলিমীন [জামা‘আতুল মুসলিমীনের ব্যাখ্যা শাইখের ফাতওয়ায় গত হয়েছে – সংকলক] থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন সে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়। মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানিত কিতাবে বলেছেন, “আর যে সত্যপথ প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু’মিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর কতইনা মন্দ সে আবাস!” (সূরাহ নিসা: ১১৫)

- পক্ষান্তরে তাবলীগ, ব্রাদারহুড ও অন্যান্য দলে যোগদান করা; এগুলো বিদ‘আতী দল। সুতরাং এসব দলে যোগ দেওয়া জায়েজ নয়। যদি কেউ দলের নিকট বাই‘আত করে থাকে, তবুও দল পরিত্যাগ করায় কোনো সমস্যা নেই। আর বাই‘আতে যদি কসম শামিল থাকে, তাহলে তাকে কসমের কাফফারাহ আদায় করতে হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ (কসম) করে, পরে অন্যটিকে তা থেকে উত্তম মনে করে, সে যেন তা করে ফেলে এবং নিজের কসমের কাফফারাহ দেয়।” (সাহীহ মুসলিম, হা/১৬৫০; ‘কসম’ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ- ৩)” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), গারাতুল আশরিত্বাহ ‘আলা আহলিল জাহলি ওয়াস সাফসাত্বাহ; খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ২২০-২২১; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

- ·
- ১৮শ বক্তব্য:
- ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

- السؤال: هل يجب تحذير الشباب الذين لا ينتمون إلى هذه الجماعات من هؤلاء الشباب الذين ينتمون إليها؟

- الجواب: يجب التحذير من دعوة الإخوان المفلسين ومن جماعة التبليغ، لكن الشباب الذين يظنون أن جماعة التبليغ هم على هدى فتدعوهم إن استطعت حتى تعلمهم، أن تتغافل عن هذا الأمر لتتغافل حتى يعلموا ويتعلموا وهم سيتركون من أنفسهم، وهكذا الشباب الذين لا يعرفون ما الإخوان المفلسون عليه كذلك أيضًا، فإن استطعت أن تعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أمر حسن، إذا علموا أنهم أنك لست مخلصاً معهم سيسحبون شبابهم من عندك، وهذا حاصل قد قاله سعيد حوى في بعض كتبه: قال العلماء الذين يصطدمون معنا في دعوتنا ينبغي أن نسحب الشباب من بين أيديهم حتى لا يشعر العالم إلا وهو وحيد.

- سعيد حوى المسكين الذي أضاع عمره في خدمة دعوة الإخوان المفلسين ومات وماتت كتبه. وقد خلف سعيد حوى في خدمة دعوة الإخوان المفلسين صلاح الصاوي، فيا الصاوي احصل ضيع الصاوي سيضيع عمرك كما ضاع عمر سعيد حوى وتنتهي وتختفي بين الحنادل فإني حوى سعيد خليفة الآن فهو انتكس ثم صالحاً رجلاً كان الذي الصاوي صلاح بدينك، تمسكت ولا شباب على حصلت المستعان والله. حوى بسعيد يعتبر أن أنصحه.

- প্রশ্ন: “যেসব যুবক এই দলসমূহে যোগ দেয়নি, তাদেরকে কি সেসব যুবকদের থেকে সতর্ক করা ওয়াজিব, যারা এসব দলে যোগ দিয়েছে?”

- উত্তর: “ইখওয়ানুল মুফলিসূন এবং তাবলীগ জামা‘আতের দা‘ওয়াত থেকে সতর্ক করা ওয়াজিব। কিন্তু যেসব যুবক মনে করে, তাবলীগ জামা‘আত হিদায়াতের উপর রয়েছে, তাদেরকে তুমি দা‘ওয়াত দিবে এবং জানাবে। তুমি যদি এই বিষয়ে মনোযোগ না দিতে সক্ষম হও, তাহলে মনোযোগ দিও না। যাতে করে তারা জানতে ও শিখতে পারে। তারা অচিরেই নিজেদের থেকেই এই দল ত্যাগ করবে। অনুরূপভাবে যেসব যুবক জানে না যে, ইখওয়ানুল মুফলিসূন কোন মতাদর্শের উপর রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও একই পন্থা। তুমি যদি তাদেরকে আল্লাহ’র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ শিক্ষা দিতে সক্ষম হও, তাহলে তা খুবই ভালো। তবে তারা যদি জানতে পারে যে, তুমি তাদের সাথে আন্তরিক নও, তাহলে তারা তোমার নিকট থেকে তাদের যুবকদের প্রত্যাহার করবে।

- এটাই সারকথা।

- সা’ঈদ হাওয়া তার এক গ্রন্থে বলেছে, “যেসব ‘আলিম আমাদের দা‘ওয়াতের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের সামনে থেকে যুবকদেরকে প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়। যাতে করে ওই ‘আলিম উপলব্ধি করতে পারে যে, সে একাকী পথ চলছে!” সা’ঈদ হাওয়া নামক মিসকীন ইখওয়ানুল মুফলিসূনের খেদমতে

তার জীবনকে ধ্বংস করেছে। সে মরেছে, তার কিতাবগুলোও মরে গেছে। তবে সা‘ঈদ হাওয়া ইখওয়ানুল মুফলিসূনের খেদমতে সালাহ আস-সাউয়ীকে স্থলাভিষিক্ত করেছে।

•

হে সালাহ আস-সাউয়ী, সা‘ঈদ হাওয়া’র জীবন যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, তোমার জীবনও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং গোপন আকাঙ্ক্ষা সাথে নিয়েই তোমার জীবনের ইতি ঘটবে। তুমি না অর্জন করতে পারবে যুবকদের, আর না আঁকড়ে ধরতে পারবে তোমার দ্বীন। সালাহ আস-সাউয়ী ভালো লোক ছিল। পরবর্তীতে তার অধঃপতন ঘটেছে। বর্তমানে সে সা‘ঈদ হাওয়া’র স্থলাভিষিক্ত। আমি তাকে নসিহত করছি, সে যেন সা‘ঈদ হাওয়া’র পতন থেকে শিক্ষা নেয়। আল্লাহ সহায় হোন।” [ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ), গারাতুল আশরিত্বাহ ‘আলা আহলিল জাহলি ওয়াস সাফসাত্বাহ; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৯০; দারুল হারামাইন, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

• .

• ১৯শ বক্তব্য:

•

ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুডের রিফিউটশনে লেখা একটি বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। বইটির নাম—রিসালাতুন উখুউয়িয়্যাহ: লিমাযা তারাকতু দা‘ওয়াতাল ইখওয়ানিল মুসলিমীন ওয়াত্তাবা‘তুল মানহাজাস সালাফী (ভ্রাতৃত্ববন্ধনের চিঠি: যে কারণে আমি মুসলিম ব্রাদারহুড ছাড়লাম এবং সালাফী মানহাজ গ্রহণ করলাম)। বইটির ভূমিকায় ইমাম মুক্ববিল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

•

أم ثالها ال فوائ د عظ يمة م ف يدة ف وجدت ها أخوي ة»» ر سال ة« ال حا شدي، ق ائ د ب ن ع بده ب ن ف يصل ال فاضل أخ ي نا ر سال ة ع لى اط لعت ف قد ح فظه جاب ف ا ست ب ها ال ن فع ل يعم ط بعها منه وط ل بت ح ب يشان عمر ب ن سع يد ال فاضل أخ ي نا ع لى ف عر ض تها مو ضوعها، ف ي ق ل يل الله .

• خ ير ومن جهاد لأعظم ال بدع أ صحاب ع لى ال رد وإن ال دي ن، عن ل لذب ال س ير لموا صدلة فيصلاً أخ ت نا ي وف ق أن الله ف ع سى الله إل ى ب ها ي تقرب ال تي القرَب .

• س ت تضح ف إنها ال بدع ومحارب ة ال سنة إل ى ال دعوة من ي تأملون ال ذي ن المرج ف ين إرجاف ف يصل أخ ت نا ي ا يهولنَّك و لا ال عالم ين رب الله وال حمد .غدٍ ب عد أو غداً أو ال يوم ل حق ي قةا.

•

“আমাদের সম্মানিত ভাই ফাইসাল বিন ‘আবদুহ বিন ক্বাইদ আল-হাশিদীর লেখা চিঠি “রিসালাতুন উখুউয়িয়্যাহ (ভ্রাতৃত্ববন্ধনের চিঠি)” পড়েছি। আমি চিঠিটিকে খুবই উপকারী এবং ফায়দাসমৃদ্ধ হিসেবে পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এরকম লেখার নজির বড়োই অপ্রতুল। আমি চিঠিটি আমাদের সম্মানিত ভাই সা‘ঈদ বিন ‘উমার হুবাইশানের কাছে উপস্থাপন করেছি এবং তাঁর কাছে কামনা করেছি, তিনি যেন চিঠিটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করেন, যাতে করে ব্যাপকভাবে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। তিনি আমার প্রত্যাশায় সাড়া দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন।

•

• আশা করা যায়, আল্লাহ আমাদের ভাই ফাইসালকে দ্বীনের ডিফেন্সে কাজ করার পথে সংযুক্ত থাকার তাওফীক্ব দিবেন। নিশ্চয় বিদ‘আতীদের রিফিউট করা সবচেয়ে বড় জিহাদ এবং সর্বোৎকৃষ্ট নৈকট্য, যার মাধ্যমে আল্লাহ’র নিকটবর্তী হওয়া যায়।

• হে আমাদের ভাই ফাইসাল, রটনাকারীদের গুজব ও রটনা যেন আপনাকে ভীতসন্ত্রস্ত না করে, যেই রটনাকারীরা সুন্নাহ’র দিকে দা‘ওয়াত দিলে এবং বিদ‘আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে কষ্ট পায়। নিশ্চয় প্রকৃত বিষয় অচিরেই আরও স্পষ্ট হবে—আজ, বা কাল, বা পরশু। যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ’র জন্য।” [ফাইসাল বিন ‘আবদুহ বিন ক্বাইদ আল-হাশিদী, রিসালাতুন উখুউয়িয়্যাহ: লিমাযা তারাকতু দা‘ওয়াতাল ইখওয়ানিল মুসলিমীন ওয়াত্তাবা‘তুল মানহাজাস সালাফী; পৃষ্ঠা: ৫; দারুল আসার, সানা কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

• .

• ২০শ বক্তব্য:

•

ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম ব্রাদারহুডের রিফিউটেশনে লেখা আরেকটি বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। বইয়ের নাম—হিওয়ারুন হাদী মা‘আ ইখওয়ানী (একজন ইখওয়ানীর সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনা)। তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) ভূমিকায় লিখেছেন,

•

لا واف ية كاف ية حجمها صغر ع لى ف وجدت ها إخواني»» مع هادئ حوار« ال شحي محمد ب ن أحمد الله ف ي أخ ي نا ر سال ة ع لى اط لعت ف قد المطولات من غ يرها إل ى ال منصف ي ح تاج.

- هو الرسالة تلك كتابة على له الباعث أن على يدل فالعنوان إخوانه، مع الهادئ حواره في الله حفظه أحمد الأخ وفق ولقد يفرق هذا إن يقولون فتارة ،بالسيّء الحسن الأسلوب هذا يقابل الآخر الطرف ولكن والضياع الزيغ من إخوانه على الإشفاق لهم المخالف يرمون وتارة يفرّق ولا يجمّع الصالح السلف فهم على والسنة الكتاب إلى الدعوة أن لعلموا أنصفوا ولو الأمة صفوف لكتاب المخالفة هو الشذوذ أن فيه وأبان للشذوذ فصلا الأحكام حكامإكتابه في الله رحمه حزم بن محمد أبو ولقد بالشذوذ والتعديل الجرح على به يعتدّ من أجمع قد أنه لعلموا أنصفوا ولو العلماء، يسب هذا بأن الناس على يلبّسون وتارة والسنة،.
- أَمْوَالَ لَيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرًا إِنَّ آمَنُوا ينَالَّذِ أَيُّهَا يَا﴿ وتعالى سبحانه الله قال والسنة الكتاب من الأدلة بعض وإليك ﴾مَكَانًا شَرٌّ أَنْتُمْ﴿ :لإخوته السلام عليه يوسف وقول ﴾لَغَوِي إِنَّكَ﴿ :لصاحبه يقول السلام عليه وموسى .﴾اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ.
- عليه متفق .«أَنْتَ أَفَتَّانٌ مُعَاذُ يَا» : ﷺ وقوله .مسلم رواه .سَجَعَ الَّذِي سَجْعِهِ أَجْلِ مِنْ «الْكُهَّانِ إِخْوَانِ مِنْ هَذَا إِنَّمَا» : ﷺ قوله نةالس ومن قد كثيرة ذلك على والأدلة .عنه الله يرض ذرّ أبي حديث من عليه متفق «جَاهِلِيَّةٌ فِيكَ امْرُؤٌ إِنَّكَ» : ذرّ لأبي ﷺ وقوله .جابر حديث من بمصر الحزبية من الشباب واشمأز الحق مريد لكل الحقيقة اتضحت فقد الله أحمد وإني .الفتنة» من المخرج» في بعضها ذكرت خيراً إذ قاءهم في سبباً كان من الله فجزى ورفضوها الإسلامية البلاد من وغيرها والسودان ونجد الحرمين وأرض واليمن.
- أفضل من يعتبر فإنه البدع أهل أحوال لبيان الميسر لمواصلة يوفقه وأن خيراً الشحي أحمد أخانا يجزي أن أسأل والله العالمين رب لله والحمد القربات،.
-

- "আমি আমাদের দ্বীনী ভাই আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আশ-শিহহী প্রণীত "হিওয়ারুন হাদী মা'আ ইখওয়ানী"– শীর্ষক পুস্তিকাটি পড়েছি। ছোটো আকারের বই হিসেবে আমি এটাকে পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট হিসেবে পেয়েছি। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অন্য কোনো লম্বা আলোচনাসমৃদ্ধ বই পড়ার প্রয়োজন হবে না।

-

নিশ্চয় ভাই আহমাদ (হাফিযাহুল্লাহ) কে তাঁর ভাইদের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনা করার তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে। বইয়ের শিরোনাম প্রমাণ করে যে, তাঁর ভাইয়েরা বিপথগামী ও ধ্বংস হয়ে যাবে—এমন আশঙ্কাই তাঁকে এই পুস্তিকাটি লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু অন্যপক্ষের লোকেরা এই সুন্দর পদ্ধতিকে খারাপের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেয়। কখনো তারা বলে, এটা উম্মাহ'র ঐক্যকে বিভক্ত করছে। তারা যদি ইনসাফ করত, তাহলে তারা জানতে পারত যে, ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের বুঝ অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাহ'র দিকে দা'ওয়াত প্রদান লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভক্ত করে না। কখনো তারা তাদের বিরোধীকে বিরল হওয়ার অপবাদ দেয়। অথচ আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর লেখা "ইহকামুল আহকাম" গ্রন্থে বিরল হওয়ার ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন এবং সেখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কিতাব ও সুন্নাহ'র বিরোধিতাই প্রকৃত বিরলতা (শুযূয)। কখনো তারা লোকদেরকে এই বলে সংশয়ে ফেলে দেয় যে, এই ব্যক্তি 'আলিমদের গালি দেয়। তারা যদি ইনসাফ করত, তাহলে জানতে পারত যে, মান্যবর 'আলিমগণ জারাহ ও তা'দীলের উপর একমত পোষণ করেছেন।

-

তোমার কাছে কিতাব ও সুন্নাহ'র কিছু দলিল পেশ করছি। মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর আল্লাহ'র পথে বাধা দেয়।" (সূরাহ তাওবাহ: ৩৪) মূসা ('আলাইহিস সালাম) তাঁর গোত্রের লোককে বলেছিলেন, "নিশ্চয় তুমি তো একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।" (সূরাহ ক্বাসাস: ১৮) ইউসুফ ('আলাইহিস সালাম) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, "তোমাদের অবস্থান তো নিকৃষ্টতর।" (সূরাহ ইউসুফ: ৭৭)

-

- সুন্নাহ'র দলিল: এক ব্যক্তি ছন্দযুক্ত বাক্য বলার কারণে নাবী ﷺ বললেন, "এ যেন গণকদের ভাই।" (সাহীহ মুসলিম, হা/১৬৮২; 'ক্বাসামাহ' অধ্যায়; পরিচ্ছেদ- ১১) নাবী ﷺ বলেছেন, "হে মু'আয, তুমি কি ফিতনাহ সৃষ্টিকারী?!" (সাহীহ বুখারী, হা/৭০৫; সাহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫) নাবী ﷺ আবূ যারকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "নিশ্চয় তুমি এমন লোক, যার মধ্যে জাহিলী স্বভাব আছে।" (সাহীহ বুখারী, হা/30; সাহীহ মুসলিম, হা/১৬৬১) এ ব্যাপারে আরও অনেক দলিল আছে, যার কিছু আমি "আল-মাখরাজ মিনাল ফিতনাহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

-

আমি আল্লাহ'র প্রশংসা করছি। প্রত্যেক সত্যান্বেষী ব্যক্তির কাছে প্রকৃত বিষয় উদ্ভাসিত হয়েছে। মিশর, ইয়েমেন, মক্কা-মদিনা, নজদ, সুদান এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে যুবকরা হিযবিয়্যাহকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। যে ব্যক্তিই যুবকদের এমন নিষ্কৃতির কারণ হয়েছেন, আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

-

আমি আল্লাহ'র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের ভাই আহমাদ আশ-শিহহীকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং তাঁকে বিদ'আতীদের হালহকিকত

বর্ণনা করার পথে সংযুক্ত থাকার তাওফীক্ব দান করেন। কেননা বিদ‘আতীদের হালহকিকত বর্ণনা করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্যপূর্ণ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ’র জন্য।” [আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আশ-শিহহী, হিওয়ারুন হাদী মা‘আ ইখওয়ানী; পৃষ্ঠা: ৩-৫; মাকতাবাতুল ফুরক্বান, সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (৩য় প্রকাশ)]

•

[২৫শ অধ্যায় এই পর্বেই সমাপ্ত]

• অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা

• পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari(সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

১৫শ পর্ব | ২৬শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ২৭শ অধ্যায়: ইমাম ‘আব্দুল্লাহ আল-গুদাইয়্যান (রাহিমাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) 3 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন

• এই পর্বে থাকছে ইমাম মুহাম্মাদ ফাক্বী এবং ইমাম গুদাইয়্যান (রাহিমাহুমাল্লাহ)’র ফাতাওয়া

• ▌২৬শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ)

• ·শাইখ পরিচিতি:

• ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক্ব ও ফাক্বীহ ছিলেন। তিনি ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের বুহাইরাহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পড়াশুনা মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। আল্লাহ’র ইচ্ছায় তিনি তাওহীদের দিশা পান একজন আহলেহাদীস চাষির মাধ্যমে। তিনি মিশরে ‘আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে মিশরে সালাফী দা‘ওয়াত প্রচার করেন। তিনি ত্রিশটিরও বেশি কিতাব তাহক্বীক্ব করেছেন এবং অনেক কিতাবে টীকা প্রণয়ন করেছেন।

• বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ শাইখুল ইসলাম ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] ইমাম ফাক্বীর টীকা সংবলিত ফাতহুল মাজীদের ভূমিকায় বলেছেন, “আমি এই টীকাগুলো দেখেছি, যেগুলো প্রণয়ন করেছেন আল-উস্তায আল-‘আল্লামাহ আশ-শাইখ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী। তাঁর লিখন প্রচুর ফায়দাবিশিষ্ট, তাঁর লেখা বেশ ভালো এবং ফায়দাসমৃদ্ধ।” [ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, পৃষ্ঠা: ১১; দারুল গাদ্দিল জাদীদ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৭ হিজরী/২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ]

• ইমাম ফাক্বী’র ছাত্র প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪১৮ হি.] বলেছেন, “আমি যখন তাঁকে মক্কায় ‘আলী গেইটের নিকটে দারস দিতে দেখলাম, তখন আমি বললাম, ইনিই তো আমার কাংক্ষিত ব্যক্তি! হারামে তাঁর বৈঠকই আমার প্রথম বৈঠক ছিল। আর এটা ১৩৬৭ হিজরী সনের কথা।” [sahab.net]

• আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ‘আব্দুর রাহমান আল-ওয়াকীল (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৩৯০ হি./১৯৭১ খ্রি.] বলেছেন, “মুসলিম বিশ্বে তাওহীদের ইমাম আমাদের পিতা আশ-শাইখ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী ৪০ বছরেরও অধিক সময় ধরে আল্লাহ’র রাস্তায় মুজাহিদ হিসেবে রয়েছেন।” [sahab.net]

• তিনি ১৩৭৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ এই নির্ভীক সিপাহসালারকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাঁকে সর্বোচ্চ জান্নাতে স্থান দান করুন। আমীন। সংগৃহীত: fb.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)।

• ·

- ইমাম ফাক্কী’র বক্তব্য:

- প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ ‘আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ’-র প্রতিষ্ঠাতা আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৩৭৮ হি./১৯৫৯ খ্রি.] ১৩৬৫ হিজরীতে “মুসলিম ব্রাদারহুড তথা ইজিপশিয়ান ব্রাদারহুড: অতীত ও বর্তমান” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। যে প্রবন্ধটি তৎকালীন আনসারুস সুন্নাহ’র মুখপাত্র ‘মাজাল্লাতুল হুদা আন-নাবাউয়ী’ ম্যাগাজিনের ৫ম সংখ্যায় (জুমাদাল উলা, ১৩৬৫ হিজরী) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে হাসান আল-বান্না কর্তৃক স্বীয় দল ব্রাদারহুডকে বিজয়ী করার জন্য খ্রিষ্টানদের সাথে তাঁর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং খ্রিষ্টানদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শনের বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটির একাংশের আরবি টেক্সট অনুবাদ-সহ পেশ করা হল।

- ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

- ظاهرها ورواحًا غدوًا ،صياحًا الدن يا بها يملأون بالأمس كانوا الـ تي م بادئهم تـ لك :د سـ تورنا الـ قرآن-زعـ يمنا الر سول-غاي تـ نا الله
هذه تـ ناهض ثـ لاث تتـ طورا إلى الـ يوم الـم بادئ هذه ا سـ تحالت كـ يف فـ انظر تـ خـ فيه، وما بـ الـ قلوب أعلم و الله فـ يه، شـ بهة لا حق
بـ نصه نـ ثـ بته ١٩٤٦ إبـ ريـ ل ٥ الـ جمعة يـ وم الـ صادر عددها فـ ي ونـ شر الـمـ صور لمجلة الـ عام الـمر شد تـ صريـ ح :أولاها :تمامًا الـم بادئ
تـ رجعون﴾ إلـ يه وأنه وقـ لـ به الـمرء بـ ين يـ حول الله أن اوملعاو﴿ :وجل عز لـ قوله مصداقًا لـ يكون

- المسلمين الإخوان جماعة فـ ي املونع أعضاء...و فـ انوس لويس والـ شيخ غالي بـ ك مريـ ت!

- فـ ي عضوًا بـ اعـ تـ باره الـ شيوخ لمجلس تـ ر شيحه فـ ي فـ انوس لويس الأ سـ تاذ يـ ساعدون الـمسلمين الإخوان أن علمنا قد كـ نا
يـ قول فـ كـ تب لـ لإخوان الـ عام الـمر شد الـ بنا حـ سن الأ سـ تاذ فـ ضـ يلة إلى ذلك فـ ي فـ رجعنا !الـ جماعة:

- معهم -عاملين أعضاء- :الأ صدقاء هؤلاء يـ عـ تبرون والإخوان الـمسلمين، غـ ير من كـ ثـ يرون أصدقاء الـمسلمين الإخوان لـ هـ يـ ئة
وأفـ كارهم بـ آرائهم لـ لإفـ ادة الـمجال لهم ويـ فسحون مؤهلاتهم مع تـ تـ فق الـ تي الاجـ تماعية الـ شؤون كل فـ ي.

- إذا مبالغًا كونأ لن بـ ل فعليًّا اشتراكًا بـ الـ غربـ ية الإخوان لمؤتمر الـ تحضير فـ ي مـ يخائـ يل نـ صـ يف الأ سـ تاذ (الأخ) اشترك وقد
الـمؤتمر أعد الـ ذي هو أنه قـ لت.

- دعاية من بـ هـ يـ قوم وما الـمسلمين، الإخوان مؤتمرات فـ ي بـ كالجولات فـ انوس لويس الـمحترم الـ شيخ (لـ لأخ) ما أنس ولا
مصر أنحاء فـ ي لـ لجمعية.

- الآراء بـ تـ بادل الأدبـ ية تـ هومساعدا الـ دار، شراء فـ ي تـ برعه تـ نس ولا الإخوان، أعمال فـ ي غالـ يـ يساهم بـ ك مريـ ت (الأخ) أن كما
الاجـ تماعية الـمشروعات فـ ي معنا يـ تعاون كما الاقـ تصادية لجنـ تنا فـ ي عضو أنه عن فضلاً الاجـ تماعية الإ صلاحات حول والأفـ كار
الـ نافـ عة.

- الـ وطنـ يين مع الـ تعاون وبـ ين بـ يننا يـ حول ما أبدًا نـ جد لا فـ إنـ نا الـ حصر، لا الـمـ ثال سـ بـ يل على الأ سماء هذه ذكرت ولـ قد
فـ ي أما الـمسيحـ يين، إخواننا من جوالاً ثـ لاثـ ين من أكـ ثر الإخوان جوالة فـ ي هذا ويـ تجلى -مسلمين أو كانوا مسيحـ يين- ملـ ينالـ عا
الإخوان يـ نشر ويـ وم الـمصريـ ين، من الأكـ فاء إلا يـ ر شحون لا وهم أولاً الإخوان مر شحي مساعدة عـ ندنا الـ عامة فـ الـ قاعدة الانـ تخابـ ات
الـ ذين الـمسيحـ يين أسماءإخوانـ نا الـ قوائـ م هذه ضمن و سـ يجدون الـ عامة، الـمصلحة إلا نـ عرف لا أنـ نا عالـجمي سـ يجد لـ لانـ تخابـ ات قوائمهم
الـ جمعية فـ ي معنا يـ شتركون.

- حزبـ ي ديـ نـ يأو آخر اعـ تـ بار إلى نـ ظر الـ عامةبـ غـ ير الـمصلحة خدمة على وأقدرهم الـمر شحين أ صلح نـ ساعد الإخوان مر شحي وبـ عد
اهـ .والـمصريـ ين مصر مصلحة إلا

- على قـ بطي اقـ تراح وهو ١٩٤٦ إبـ ريـ ل ٥ الـ جمعة يـ وم كذلك الـ صادر عددها فـ ي ساعة آخر مجلة نـ شرتـ ه ما الـ تطورات هذه وثـ انـ ي
من كـ ثـ يريـ تمكن حـ تى (الـمصريـ ين الإخوان) الـمسلمين الإخوان يـ سمى أن -الـمسلمين لـ لإخوان الـ عام الـمر شد- الـ بنا حـ سن الأ سـ تاذ
بـ بعـ يد فعلاً تـ نـ فذ أن بـ عد اسمًا فـ يه نـ فذ الـ ذي الـ وقـ ت وما شك، ولا الأول، الـ تطور لـ يدو هو الاقـ تراح وهذا إلـ يهم، الانـ ضمام من الأقـ باط.

- اعـ تر ضهم فـ إذا لهم أخًا يـ كون أن -ديـ نه كان أيـ ا- إنـ سان كل مـ يسور فـ ي أ صـ بح أن بـ عد الـمسلمين لـ لإخوان بـ قـ يت صـ بغة وأي
إبـ فكرتـ هم بـ الـمؤمنـ ين الـمؤمنـ ين أوَّلوا إخوة﴾، الـمؤمنون امنا﴿ تـ عالى قولـ ه!

- لا آمنوا الـ ذيـ ن أيها اي﴿ تـ عالى كـ قوله أولـ ياء الـمؤمنـ ين غـ ير اتـ خاذ من الـ تحذيـ ر فـ ي وردت الـ تي الـمحكمة الـ نصوص أماو
بـ هـ يـ سـ تخدمها تأويلاً لها يـ عدم لا الـمر شد الأ سـ تاذ فلعلّ منهم﴾، فـ إنـ ه منكم يـ تولهم ومن الـمؤمنـ ين دون من أولـ ياء والـ نصارى الـ يهود تـ تخذوا
عـ لـ يم علم ذي كل وفـ وق الـ عارضة، وقـ وة الـ حـ يلة سـ عة من أوتـ يه بـ ما لـ صالحه.

- مـ نـ شئ الـ فاطمي الله لـ ديـ ن الـمعز بـ اسم روايـ ة تـ مـ ثـ يل عن الإخوان مجلة نـ شرتـ ه الـ ذي الإعلان ذلك فـ هو الـ ثالث الـ تطور أما
كرة،الـ فـ تـ صور الـ تي الـمسرحـ ية -الـ عام الـمر شد شـ قـ يق- الـ ساعاتـ ي الـ رحمن عـ بد الأ سـ تاذ تـ ألـ يف الأزهر، الـ جامع وبـ انـ ي الـ قاهرة،
الـ قادر عـ بد أحمد وألحان مـ نـ ير، إخراج ،١٩٤٦ سـ نة مايـ و أول الأربـ عاء يـ وم الأوبـ را مسرح على تـ مـ ثـ ل الـ ديـ ن جلال الـ فن روعة إلى وتـ جمع.

- “আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য, রাসূল আমাদের নেতা, ক্বুরআন আমাদের সংবিধান—এগুলো তাদের মূলনীতি। গতকালও তারা সকাল-সন্ধ্যায় এই মূলনীতিগুলো চিৎকার করে বলে দুনিয়া ভরপুর করে তুলছিল। এগুলোর বাহ্যিক দিক হক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্তর ও তার লুকায়িত বিষয়

সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু দেখুন, কীভাবে এই মূলনীতিগুলো আজ তিনটি বিবর্তনে রূপান্তরিত হলো, যে বিবর্তনগুলো বিলকুল এই মূলনীতিগুলোর বিরোধী।

- প্রথম বিবর্তন: তাদের প্রধান নেতা ‘আল-মুসাওয়িয়ির’ পত্রিকায় স্পষ্টভাবে একটি কথা ব্যক্ত করেছেন। পত্রিকার সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শুক্রবার। আমরা এই বিষয়টি তাঁর (প্রধান নেতা) বলা কথার মাধ্যমেই প্রমাণ করব, যাতে করে এটা মহান আল্লাহ’র এই বাণীর সত্যায়ন হয়—“জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।” (সূরাহ আনফাল: ২৪) প্রধান নেতা বলেছেন,

- “মেরিট বেক গ্যালি, সিনেট-সদস্য লুইস ফানুস এবং...মুসলিম ব্রাদারহুডের কর্মরত সদস্য!”

- আমরা জেনেছি যে, অধ্যাপক লুইস ফানুস মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য হওয়ার কারণে সিনেট কমিটিতে তাঁর মনোয়নের ক্ষেত্রে ব্রাদারহুড তাঁকে সাহায্য করেছে! এ ব্যাপারে আমরা ব্রাদারহুডের প্রধান নেতা সম্মানিত অধ্যাপক হাসান আল-বান্না’র দিকে ফিরে যাই। তিনি লিখেছেন, “মুসলিম ব্রাদারহুডের অনেক অমুসলিম বন্ধু রয়েছে। ব্রাদারহুড সেই বন্ধুদেরকে তাদের উপযুক্ততার সাথে মিলে এমন যাবতীয় সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্রাদারহুডের কর্মী ও সদস্য গণ্য করে এবং তাদের মনন ও দর্শন থেকে ফায়দা গ্রহণের জন্য নিজেদের পরিধিকে প্রশস্ত করে।

- পশ্চিম ইউরোপে ব্রাদারহুডের কনফারেন্সে অধ্যাপক নাসিফ মিখাইল ভাই অংশগ্রহণ করেছেন। বরং আমি যদি বলি, তিনিই কনফারেন্সের আয়োজন করেছেন, তাহলে এতটুকু বাড়াবাড়ি হবে না।

- আর মুহতারাম সিনেট-সদস্য ভাই লুইস ফানুস বেক মুসলিম ব্রাদারহুডের কনফারেন্সগুলোতে যেভাবে ভ্রমণ করেছেন এবং মিশরের আনাচে-কানাচে সংগঠনের প্রচার করেছেন তা আমি কখনো ভুলব না।

- অনুরূপভাবে ভাই মেরিট বেক গ্যালি ব্রাদারহুডের কর্মকাণ্ডে অবদান রেখেছেন। বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে তাঁর অনুদান এবং সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তা ও দর্শনের পারস্পরিক বিনিময়ে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক সহযোগিতা ভুলার মতো নয়। অধিকন্তু তিনি আমাদের অর্থনীতি বিভাগের সদস্য। এছাড়াও তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক সামাজিক কাজে সহযোগিতা করেছেন।

- আমি এই নামগুলো উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলাম মাত্র, সকল নাম নয়। কেননা আমরা আমাদের মধ্যে এবং নাগরিক কর্মীদের সাথে –চাই তারা খ্রিষ্টান হোক বা মুসলিম হোক– পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে কী অতিবাহিত হচ্ছে তা খুঁজে বেড়াই না। আর এটা ব্রাদারহুডের স্কাউটদের ক্ষেত্রে বেশি স্পষ্ট হয়। আমাদের খ্রিষ্টানী ভাইদের মধ্য থেকে ত্রিশেরও অধিক স্কাউট রয়েছে ব্রাদারহুডের।

- নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের সার্বজনিক নীতি রয়েছে, আর তা হলো—সর্বাগ্রে ব্রাদারহুডের প্রার্থীদের সহযোগিতা করা। মিশরীয়দের মধ্যে যারা যোগ্য, তারা কেবল তাদেরকেই মনোনীত করে। আজকে ব্রাদারহুড তাদের নির্বাচনী ফর্দ প্রকাশ করেছে। সবাই দেখতে পাবে যে, আমরা শুধু সার্বজনিক কল্যাণই বিবেচনা করি। তারা এই ফর্দগুলোতে আমাদের খ্রিষ্টানী ভাইদের নামও দেখতে পাবে, যে ভাইয়েরা আমাদের সাথে সংগঠনে কাজ করেন।

- ব্রাদারহুডের প্রার্থী মনোয়নের পর সার্বজনিক কল্যাণের নিমিত্তে কোনো ধর্মীয় বা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর না দিয়ে, স্রেফ মিশর ও মিশরবাসীদের কল্যাণের জন্য আমরা সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থীকে সাহায্য করব।...” হাসান আল-বান্না’র কথা এখানে সমাপ্ত।

- দ্বিতীয় বিবর্তন: এটা ‘আখিরু সা‘আহ’ নামক পত্রিকা প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শুক্রবার। বিষয়টি হলো—মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রধান নেতা অধ্যাপক হাসান আল-বান্না’র কাছে মিশরীয় খ্রিষ্টানদের এই প্রস্তাব উত্থাপন করা যে, তিনি যেন মুসলিম ব্রাদারহুডের নাম ‘ইজিপশিয়ান ব্রাদারহুড’ রাখেন। যাতে করে অসংখ্য মিশরীয় খ্রিষ্টান এতে যোগদান করতে পারে। নিঃসন্দেহে এই প্রস্তাব প্রথম বিবর্তনের ফসল। সেই দিন খুব দূরে নয়, যেদিন কর্মে বাস্তবায়ন করার পর তা নামেও বাস্তবায়ন করা হবে।

- প্রত্যেক মানুষের জন্য –সে যে ধর্মেরই হোক না কেন– সহজসাধ্য করে সেই মানুষ মুসলিম ব্রাদারহুডের ভাইয়ে পরিণত হবার পর তাদের আর কী বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকল? যখন মহান আল্লাহ’র এই বাণীটি তাদের বিরোধী হলো, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয় মু’মিনরা পরস্পর ভাই ভাই” (সূরাহ হুজুরাত: ১০), তখন তারা আয়াতে উল্লিখিত মু’মিন (বিশ্বাসী) শব্দের অপব্যাখ্যা করে বলল, তারাও (খ্রিষ্টানরা) তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী তথা মু’মিন!

- অথচ অমুসলিমদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে সতর্ক থাকার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন দলিল বর্ণিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, “হে মু’মিনগণ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চিতভাবে তাদেরই একজন।” (সূরাহ মাইদাহ: ৫১) হয়তো নেতা সাহেব তাঁর চাতুরির প্রাচুর্যতা এবং ভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপনের ক্ষমতার মাধ্যমে এই আয়াতটিরও অপব্যাখ্যা করে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা থেকে পিছপা হবেন না। আর সকল জ্ঞানীর উপরেই রয়েছেন সর্বজ্ঞ।

- তৃতীয় বিবর্তন: ‘আল-ইখওয়ান’ ম্যাগাজিন একটি ঘোষণা প্রচার করেছে যে, কায়রোর কারিগর এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল-মু‘ইয লিদীনিল্লাহ আল-ফাত্বিমীর নামে হাসান আল-বান্না’র সহোদর অধ্যাপক ‘আব্দুর রহমান আস-সা‘আতীর লেখা উপন্যাসকে নাটক হিসেবে অভিনয় করা হবে। যে নাটক চিন্তা ও দর্শনকে চিত্রায়িত করবে এবং ১লা মে, ১৯৪৬ ইং তারিখ বুধাবার ‘আল-আওবিরা’ নাট্যমঞ্চে শিল্পের বিস্ময় জালালুদ্দীন এতে অভিনয় করবে। প্রযোজনায় মুনীর এবং সুরসংযোজনে আহমাদ ‘আব্দুল ক্বাদির।...” [আল-হুদা আন-নাবাউয়ী ম্যাগাজিন, ৫ম সংখ্যা;

গৃহীত: শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা খালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন ‘উসমান আল-মিসরী (হাফিযাহুল্লাহ) প্রণীত “ফাতাওয়া নাদিরাহ লি সালাসাতিম মিন কিবারি ‘উলামাই মিসর ফী শা’নি হাসানিল বান্না ওয়া হিযবিল ইখওয়ানিল মুসলিমীন”– শীর্ষক প্রবন্ধ; প্রবন্ধের লিংক: www.sahab.net/forums/index.php....]

- .

- ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী’র সাথে ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-বান্না’র ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের বিবরণ:

- শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা খালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন ‘উসমান আল-মিসরী (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর লেখা “ফাতাওয়া নাদিরাহ লি সালাসাতিম মিন কিবারি ‘উলামা-ই মিসর ফী শা’নি হাসানিল বান্না ওয়া হিযবিল ইখওয়ানিল মুসলিমীন (হাসান আল-বান্না এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে মিশরের তিনজন কিবার ‘উলামার দুর্লভ ফাতাওয়া)” প্রবন্ধে বলেছেন,

- روى الشيخان الشقيقان: محمد وحسن ابنا عبد الوهاب –حفظهما الله– قصة لقاء الشيخ محمد حامد الفقي –مؤسس جماعة أنصار السنة– بحسن البنا –مؤسس حزب الإخوان–، وقد سمعت القصة منهما كليهما مباشرة، وأسوق هنا رواية الشيخ حسن كما سجَّلها في تقديمه لكتابي: التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح.

- “দুই সহোদর শাইখ মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব এবং শাইখ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী’র সাথে ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-বান্না’র সাক্ষাৎকারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমি ঘটনাটি সরাসরি দুজনের নিকট থেকেই শুনেছি। আমি এখানে শাইখ হাসানের বর্ণনাটি উল্লেখ করছি। যে বর্ণনা তিনি আমার লেখা “আত-তাফজীরাত ওয়াল আ‘মালুল ইরহাবিয়্যাতু ওয়াল মুযাহারাত মিন মানহাজিল খাওয়ারিজি ওয়াল বুগাত ওয়া লাইসাত মিন মানহাজিস সালাফিস সালিহ (বোমাবাজি, সন্ত্রাসবাদ এবং বিক্ষোভ-আন্দোলন খারিজী ও বিদ্রোহীদের মানহাজ, ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের মানহাজ নয়)” গ্রন্থে তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।” [প্রাগুক্ত]

- .

- আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৯২৫ খ্রি.] বলেছেন,

- وقد حدث لقاء تاريخي بين الشيخ محمد حامد الفقي –مؤسس جَماعة أنصار السنة المحمدية– وحسن البنا يظهر لنا حقيقة منهج الإخوان، لَما زار حسن البنا الشيخ حامد الفقي في مقر جماعة أنصار السنة المحمدية الكائن في حارة الشدمالي بعابدين رقم (10)، منذ ما يقرب من ستين سنة، وعرض حسن البنا على الشيخ حامد التعاون معه على الدعوة إلى الله، فسأله الشيخ حامد: على أي أساس وعلى أي منهج نتعاون؟ فأجاب البنا: ندعو الناس إلى الإسلام، فقال الشيخ حامد: الكُلُّ يدَّعي الدعوة للإسلام، ولكن نحن أُمرنا أن ندعو إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة المبنية على التوحيد الخالص والبراءة من الشرك، والتي دعا إليها الرسل جميعًا، عليهم السلام، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال البنا: نجمع الناس أولاً على الإسلام ثم ندعوهم إلى التوحيد، فقال الشيخ حامد: بل ندعوهم إلى التوحيد أولاً كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته بمكة، فرد البنا: لو دعونا الناس إلى التوحيد لانفض الناس عنا، فقال الشيخ حامد: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.

- لم يتفقا، وافترقا الآخر أحدهما يوافق على هذا، وهذه الحوى في اللقاء كما سمعتها من أكثر من واحد من إخواني من أنصار السنة الثقات من حدوا من أكثر عن ثابت في الخبر الغريب؛ أحمد والأستاذ محمد، الشيخ شقيقي رأسهم وعلى القُدامى.

- “আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ’র প্রতিষ্ঠাতা শাইখ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী এবং হাসান আল-বান্না’র মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়, যা আমাদের কাছে ব্রাদারহুডের মানহাজের প্রকৃতত্ব স্পষ্ট করবে। ঘটনাটি হলো—হাসান আল-বান্না প্রায় ৬০ বছর আগে ‘আবেদীন-১০’ এর হার্রাতুদ দিমালিশাহ’য় অবস্থিত আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ’র সদরদপ্তরে শাইখ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী’র সাথে সাক্ষাৎ করেন। হাসান আল-বান্না শাইখ হামিদের কাছে তাঁর সাথে আল্লাহ’র দিকে দা‘ওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রস্তাব পেশ করেন। শাইখ হামিদ বলেন, “কোন বুনিয়াদ ও মানহাজের ভিত্তিতে আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করব?” বান্না জবাব দেন, “আমরা মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব।”

- শাইখ হামিদ বলেন, “সবাই ইসলামের দিকে আহ্বানের দাবি করে। কিন্তু আমরা তো একনিষ্ঠ তাওহীদ ও শির্ক থেকে বিচ্ছিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ ইসলামী ‘আক্বীদাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করতে আদিষ্ট হয়েছি। যেই বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন সমস্ত রাসূল (‘আলাইহিমুস সালাম)। আর তাঁদের শীর্ষে ছিলেন সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ।” তখন বান্না বলেন, “সবাই যে ইসলামকে চিনে আমরা তার উপর মানুষকে একত্রিত করব, তারপর তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করব।”

- শাইখ হামিদ বললেন, “বরং আমরা তাদেরকে সর্বাগ্রে তাওহীদের দিকে আহ্বান করব, যেমনটি নাবী ﷺ মক্কায় তাঁর দা‘ওয়াতের প্রারম্ভে করেছিলেন।” বান্না জবাব দেন, “আমরা যদি মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করি, তাহলে মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।” তখন শাইখ হামিদ বলেন, “তাদেরকে হিদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব আপনার নয়, বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সুপথপ্রদর্শন করেন।”

- তাদের দুজনের কেউই অপরজনের সাথে একমত হতে পারেননি এবং এর উপরই তারা আলাদা হয়ে যান। এটাই এই সাক্ষাৎকারের সারমর্ম, যা আমি তৎকালীন আনসারুস সুন্নাহ’র একাধিক ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি। আর তাঁদের শীর্ষে ছিলেন আমার সহোদর শাইখ মুহাম্মাদ ও অধ্যাপক আহমাদ আল-গারীব। এই সংবাদ একাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।” [শাইখ আবূ ‘আব্দিল আ‘লা খালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন ‘উসমান আল-মিসরী (হাফিযাহুল্লাহ), আত-তাফজীরাত ওয়াল আ‘মালুল ইরহাবিয়্যাতু ওয়াল মুযাহারাত মিন মানহাজিল খাওয়ারিজি ওয়াল বুগাত ওয়া লাইসাত মিন মানহাজিস সালাফিস সালিহ; পৃষ্ঠা: ১২; সন ও প্রকাশনার নামবিহীন সফট কপি; গ্রন্থটি সম্পাদনা করে তাতে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ হাসান বিন ‘আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (হাফিযাহুল্লাহ)]
- .
- প্রিয় পাঠক, এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। কিছু বিবেকহীন মানুষ লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে এমন মূর্খতাসুলভ কথা বলে, যা শুনলে তাদের ‘ইলম ও ‘আক্বলের দৈনতাই প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়। তারা ওই ব্যক্তিদেরকে ‘মাদখালী’ বলে গালি দেয়, যারা মুসলিম ব্রাদারহুডের ‘আক্বীদাহ ও মানহাজগত ভুল তুলে ধরেন। তারা বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস জারাহ ও তা‘দীলের ঝাণ্ডাবাহী মুজাহিদ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ আল-ফাক্বীহুন নাক্বিদ ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ)’র দিকে নিসবত করে সালাফীদেরকে ‘মাদখালী’ বলে গালি দেয়। এই বেহায়া লোকগুলো ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াকে মানুষের কাছে শাইখ রাবী‘ আল-মাদখালী’র ব্যক্তিগত মানহাজ হিসেবে দেখায় এবং শাইখকে গালি দিয়ে বলে যে, ড. রাবী‘ আল-মাদখালী হলো ‘মাদখালী’ ফের্কার জনক!
- অথচ আপনি দেখেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) কত হিজরীতে ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি আবারও বলছি, ইমাম ফাক্বী ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছেন সেটা প্রকাশিত হয়েছে ১৩৬৫ হিজরীর জুমাদাল উলা’য়। আর শাইখ রাবী‘ জন্মগ্রহণ করেছেন ১৩৫১ হিজরীর শেষে। অর্থাৎ, ইমাম ফাক্বী যখন ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তখন শাইখ রাবী‘ ১৪ বছরের বালক। তাহলে কীভাবে বলা যায় যে, ইমাম ফাক্বী’র মতো এত বড় বিদ্বান ১৪ বছর বয়সী বালকের তথাকথিত ‘মাদখালী’ মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন?!
- বিদ‘আতীদের চাতুরি কতইনা নিকৃষ্ট, কতইনা জঘন্য! আল্লাহ’র কাছে এমন চাতুরি, প্রতারণা ও মিথ্যা রটনা থেকে পানাহ চাই। তবে আফসোস লাগে তখন, যখন দেখি আহলেহাদীস ঘরের সন্তানরাও বিদ‘আতীদের সুরে সুর মিলিয়ে সালাফীদেরকে ‘মাদখালী’ বলে গালি দিচ্ছে। আল্লাহ এই বিপথগামী যুবাদের হিদায়াত দান করুন। আমীন।
- .
- ২৭শ অধ্যায়: ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্দুর রহমান আল-গুদাইয়্যান (রাহিমাহুল্লাহ)
- .
- শাইখ পরিচিতি:
- ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্দুর রহমান বিন ‘আব্দুর রাযযাক্ব বিন ক্বাসিম আলে গুদাইয়্যান (রাহিমাহুল্লাহ) একজন প্রখ্যাত ফাক্বীহ ছিলেন। তিনি ১৩৪৫ হিজরী মোতাবেক ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের যুলফা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের কাছ থেকে ‘ইলম হাসিল করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষক হলেন—ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী, ‘আল্লামাহ ‘আব্দুর রাহমান আল-আফরীক্বী (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তিনি শারী‘আহ কলেজের শিক্ষক এবং সৌদি আরবের ‘ইলমী গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটির (সৌদি ফাতাওয়া বোর্ড) সদস্য ছিলেন।
- ইমাম আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.] বলেছেন, “যেসব সালাফী ‘আলিমের দারস শোনা বাঞ্ছনীয়, তাঁরা হলেন—শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায, শাইখ সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান, শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্দুর রহমান আল-গুদাইয়্যান প্রমুখ।” [sahab.net]
- বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) শাইখ গুদাইয়্যানের মৃত্যুর পর বলেন, “যেন একটি পর্বত ধসে পড়ল!” এছাড়াও তিনি শাইখকে “আল-ইমাম” বলে সম্বোধন করেন। [sahab.net]
- তিনি ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: fb.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)।
- .
- ইমাম গুদাইয়্যানের বক্তব্য:
- বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত ফাক্বীহ সৌদি ফাতাওয়া বোর্ডের সাবেক সদস্য আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্দুর রাহমান আল-গুদাইয়্যান (রাহিমাহুল্লাহ) [১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.] বলেছেন,

- فـ ـعـنـدنـا بـ ـلـدهـم فـ ـي موجودًا كان ما يـ ـؤ ـسـسـون ـنـاس وكل الـ ـخـارج من ـنـاس عـ ـلـ ـيـ ـنـا وفـ ـد ـلـ ـكن جماعات، ا ـسم ـد ـعرف كـ ـانـ ـت هـذه الـ ـبلاد الـ ـناس أن يـ ـريـ ـد جماعة لـ ـه يـ ـرأس واحد كـل كـ ـثـ ـيرة جماعات وفـ ـي الـ ـتـ ـبـ ـلـ ـيغ، جماعة مثلًا وعـ ـنـدنـا الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـمـ ـين، الإخوان بـ ـجماعة يـ ـسموهم ما مثلًا ضلالة، عـ ـلـى الأخرى الـ ـجماعات وأن الـ ـحق، عـ ـلـى الـ ـتـ ـي هـي جماعـ ـتـه أن ويـ ـعـ ـتـقـد جماعـ ـتـه، غـ ـير إتـ ـباع ويـ ـمـنـع يـ ـحرم الـ ـجماعة، هـذه يـ ـتـ ـبـعون وسـ ـبـعـ ـين ثـ ـلاث عـ ـلـى سـ ـتـ ـفـ ـترق الأمة هـذه وأن الأمم، افـ ـتراق بـ ـين ﷺ الـ ـرسـول أن لـ ـكم ذكـرت كما واحد، الـ ـحق الـ ـدنـ ـيا، فـ ـي حق فـ ـي فـ ـكم وأصـ ـحابـ ـي» الـ ـيوم عـ ـلـ ـيه أنـ ـا ما مـ ـثـل عـ ـلـى كـان من» : ﷺ قـال الله ؟ ر ـسول يـ ـا هـي من :قـالـوا واحدة إلا الـ ـنار فـ ـي كـلـهـا فـ ـرقـة.
- وهكذا لـهم، الـولاء ويـ ـريـ ـدون بـ ـيـعة يـ ـعـلـمون الـ ـجماعات هـذه من جماعة وكل رئـ ـيس، لـها ويـ ـكون نظامًا لـها تـ ـضـع جماعة فـ ـكل الـ ـناس فـ ـيـ ـفرقـون.
- من هـذا لـ ـيس لا، الـ ـديـ ـن؟ من هـذا فـ ـهل عداوة، الأخرى الـ ـفرقة وبـ ـين بـ ـيـنها تـ ـنـشأ فـ ـرقة وكل فرقًا يـ ـتـ ـفرقـون أهلها أن واحد الـ ـبـلد أمة خـ ـير كـ ـنـ ـتم» :قـال لا، ،أقسامًا كـ ـنـ ـتم :قـال ما أمة» خـ ـير كـ ـنـ ـتم» :يـ ـقـول وعلا جل الله واحدة، والأمة واحد والـ ـحق واحد الـ ـديـ ـن لأن الـ ـديـ ـن؛ تـ ـسـ ـتـ ـقطب لأنـ ـها سـ ـيـ ـئة؛ حركـات الـ ـبـ ـلد، فـ ـي حركـات وعملت جاءتـ ـنـا هـذه الـ ـجماعات أن الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقة فـ ـي [عمران آل: ١١٠] لـ ـلـ ـناس» أخرجت الـ ـشـ ـباب وبـ ـخاصة.
- “এই দেশ বিভিন্ন দলের নাম জানত না। কিন্তু বাহির থেকে আমাদের কাছে কিছু লোক আসল। আর সবাই তাদের দেশে যা রয়েছে তা এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে লাগল। যেমন আমাদের এখানে রয়েছে মুসলিম ব্রাদারহুড, তাবলীগ জামা‘আত প্রভৃতি। যারা দলের নেতৃত্ব দেয়, তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, মানুষ (তার) এই দলের অনুসরণ করুক। সে তার দল ব্যতীত অন্য যে কোনো দলের অনুসরণ করা হারাম ঘোষণা করে এবং নিষেধ করে। সে বিশ্বাস করে যে, তার দলই হকের উপর রয়েছে, আর অন্যান্য দল ভ্রষ্টতার উপর রয়েছে। তাহলে দুনিয়াতে কতগুলো হক রয়েছে? হক একটাই।
- যেমন আমি তোমাদের কাছে বললাম যে, রাসূল ﷺ উম্মাহ’র বিভক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, কেবল একটি দল ব্যতীত প্রত্যেকটি দল জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহ’র রাসূল, সেই দলটি কোনটি?’ তিনি ﷺ বললেন, “আজকের দিনে আমি ও আমার সাহাবীরা যে মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে মতাদর্শের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে (তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।” (তিরমিযী, হা/২৬৪১; সনদ: সাহীহ)
- প্রত্যেক দলের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে, দলের প্রধান আছে। এই দলগুলোর প্রত্যেকটিই বাই‘আত করে এবং তাদের জন্য মিত্রতা (ওয়ালা) পোষণ করে। আর এভাবে তারা মানুষকে বিভক্ত করে।
- দেশ একটি। অথচ দেশবাসী বিভিন্ন দলে বিভক্ত। আর প্রত্যেকটি দল তার ও অন্যের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে। এটা কি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত? না, এটা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা দ্বীন একটি, হক একটি, আর উম্মাহও একটি। মহান আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মাহ”। তিনি বলেননি, তোমরা আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত। তিনি বলেছেন, “তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মাহ, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে।” (সূরাহ আলে ‘ইমরান: ১১০)
- প্রকৃতপক্ষে এই দলগুলো আমাদের নিকট এসেছে এবং দেশে সংগঠন তৈরি করেছে, নিকৃষ্ট সংগঠন। কেননা এরা লোকদেরকে একত্রিত করে, বিশেষ করে যুবকদেরকে।” [দ্র.: আবুল হাসান ‘আলী বিন আহমাদ আর-রাযিহী, আর-রিসালাতুস সুগরা ইলা আখী আল-মুনতাযিম ফী জামা‘আতিল ইখওয়ানিল মুসলিমীন; পৃষ্ঠা: ৮০; দারু ‘উমার ইবনিল খাত্ত্বাব, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি. (১ম প্রকাশ); ইউটিউব লিংক: https://m.youtube.com/watch?v=TLbjBxb8HTA(অডিয়ো ক্লিপ)]
- .
- অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)
- ১৫শ পর্ব | ২৬শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ২৭শ অধ্যায়: ইমাম ‘আব্দুল্লাহ আল-গুদাইয়ান (রাহিমাহুল্লাহ)

২৮শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ আমান বিন ‘আলী আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) 3 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

·শাইখ পরিচিতি:

- ইমাম মুহাম্মাদ আমান বিন 'আলী আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 'আলিম ছিলেন। তিনি ১৩৪৯ হিজরীতে ইথিওপিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো 'আলিমের সান্নিধ্যে থেকে 'ইলম অর্জন করেছেন। তাঁর অন্যতম কয়েকজন শিক্ষক হলেন—ইমাম ইবনু বায, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম 'আব্দুর রহমান আল-আফরীক্বী, ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারী, ইমাম মুহাম্মাদ খালীল হাররাস প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তিনি কর্মজীবনে মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস অনুষদের ডিন এবং 'আক্বীদাহ শাখার প্রধান ছিলেন। তাঁর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন—ইমাম রাবী' আল-মাদখালী, 'আল্লামাহ যাইদ আল-মাদখালী, 'আল্লামাহ 'আলী বিন নাসির আল-ফাক্বীহী, 'আল্লামাহ বাকার আবূ যাইদ, 'আল্লামাহ সালিহ বিন সা'দ আস-সুহাইমী, 'আল্লামাহ ফালাহ বিন ইসমা'ঈল আল-মুনদাকার প্রমুখ।

- ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] শাইখ জামী সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি আমার কাছে 'ইলম, ফজল, ভালো 'আক্বীদাহ, আল্লাহ'র দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে উদ্যমতা এবং বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে সতর্কীকরণের মাধ্যমে সুপরিচিত। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং স্বীয় প্রশস্ত জান্নাতে তাঁর আবাস নির্ধারণ করুন।" [ইমাম জামী (রাহিমাহুল্লাহ), আল-'আক্বীদাতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়া তারীখুহা; পৃষ্ঠা: ৮; দারুল মিনহাজ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.]

- ইমাম মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল ওয়াহহাব বিন মারযূক্ব আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.] শাইখ জামী সম্পর্কে বলেছেন, "নিশ্চয় তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) কল্যাণের উপর ছিলেন, যা আমরা পছন্দ করতাম। তথা সচ্চরিত্রতা, বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ এবং উত্তম ঘনিষ্ঠতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।" [প্রাগুক্ত]

- ইমাম 'উমার বিন মুহাম্মাদ ফাল্লাতাহ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪১৯ হি.] বলেছেন, "মোটকথা, তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন সত্যভাষী এবং প্রবলভাবে আহলুস সুন্নাহ'র আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত।" [প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৯]

- ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] বলেছেন, "নিশ্চয় শিক্ষিত এবং বিভিন্ন সর্বোচ্চ সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি অনেক রয়েছে। কিন্তু তাদের খুব কম ব্যক্তিই স্বীয় 'ইলম থেকে ফায়দা গ্রহণ করে এবং তাঁর থেকেও ফায়দা গ্রহণ করা হয়। শাইখ মুহাম্মাদ আমান আল-জামী সেই স্বল্পসংখ্যক বিরল 'আলিমের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা তাঁদের 'ইলম ও প্রচেষ্টাকে মুসলিমদের কল্যাণের জন্য এবং জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ'র দিকে আহ্বানের মাধ্যমে তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ব্যয় করেছেন।" [প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১০]

- ইমাম রাবী' আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] বলেছেন, "তাঁরা সুন্নাহ'র 'আলিমদের মধ্যকার নক্ষত্র। তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হলেন শাইখ আলবানী, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-'উসাইমীন, শাইখ সালিহ আল-ফাওযান, শাইখ মুহাম্মাদ আমান।" [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]

- ইমাম রাবী' আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, "শাইখ মুহাম্মাদ আমানকে আমি একজন মু'মিন, তাওহীদবাদী, সালাফী, দ্বীনের ফাক্বীহ এবং 'আক্বীদাহশাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বান হিসেবে জানি। 'আক্বীদাহ উপস্থাপনে তাঁর চেয়ে ভালো আমি আর কাউকে দেখিনি।" [প্রাগুক্ত]

- ইমাম 'আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খ্রি.] বলেছেন, "আমি তাঁর ব্যাপারে জানি যে, তাঁর ভালো 'আক্বীদাহ এবং

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এছাড়াও সালাফদের আদর্শ অনুযায়ী ‘আক্বীদাহ বর্ণনা করা এবং বিদ‘আত থেকে সতর্ক করার ক্ষেত্রে তাঁর যত্ন ও আগ্রহ রয়েছে। আর এগুলো রয়েছে তাঁর দারস, লেকচারস এবং লিখনে। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে অশেষ সাওয়াব দান করুন।” [আল-‘আক্বীদাতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়া তারীখুহা; পৃষ্ঠা: ১০]

•

• এই মহান ‘আলিম ১৪১৬ হিজরী সনে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমীন। সংগৃহীত: আল-‘আক্বীদাতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়া তারীখুহা; পৃষ্ঠা: ৫-২২।

• ·১ম বক্তব্য:

• বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ আমান বিন ‘আলী আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪১৬ হি.] বলেছেন,

•

واخ تـ بار، امـ تحان عـلـ يكم، عرـ ضت فـ تن كـ لها عـلـ يهم يـ عطف ومن الـ تحريـ ر وحزب سروريـ ونوال الـمـ سلمون والإخوان الـ تـ بـلـ يغ جماعة إلـ ى الـ خط من خرج ومن الـ طريـ ق بـ نـ يات إلـ ى الـ خط من تـ خرجكم أن تـ ريـ د هذه والـ جماعات الـ خط، عـلـى أنـ تم والإخـ تـ بار، الإمـ تحان أمام أنـ تم ضاع الـ طريـ ق بـ نـ يات.

•

“তাবলীগ জামা‘আত, মুসলিম ব্রাদারহুড, সুরূরিয়্যাহ, হিযবুত তাহরীর এবং অনুরূপ দলগুলোর সবই ফিতনাহ, যা তোমাদের উপর আরোপিত হয়েছে। এগুলো পরীক্ষা। তোমরা পরীক্ষার সম্মুখে রয়েছ। তোমরা সঠিক রেখার (সোজা রাস্তার) উপর রয়েছে। আর এই দলগুলো তোমাদেরকে সোজা রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে শাখা রাস্তাগুলোতে নিয়ে যেতে চায়। যে ব্যক্তিই সোজা রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে শাখা রাস্তাগুলোতে যায়, সেই পথভ্রষ্ট হয়।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/2658]

• ·২য় বক্তব্য:

• ইমাম মুহাম্মাদ আমান বিন ‘আলী আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,

• الإخوان ،تمامًا هذا افـ هموا الأ شعريـ ة، الـ عـ قـ يدة غـ ير عـ قـ يدة الـمـ سلـمـ ين لـ لإخوان لـ يس الـمـ سلـمـ ين، الإخوان عـ قـ يدة عن يـ سأل سائـ ل ولا الـ حكم، كرـ سي إلـ ى لـ لوـ صول يـ سعون الـمـ باحة، وغـ ير الـمـ باحة لـهم الـمـ تاهات الـو سائـ ل بـ جمـ يع يـ سعى طموح، سـ يا سي حزب الـمـ سلمون هي الأ شعريـ ة، الـ عـ قـ يدة هي الأقـ طار، من كـ ثـ ير فـ ي الـمـ سلـمـ ين عوام عـ ند الـ تي الـ عامة، الـ عـ قـ يدة يـه عـ قـ يدتـ هم الـ عـ قـ يدة، بـ درا سة لـهم إهـ تمام فـ كرـ لـهم ولـ كن جديـ دة، عـ قـ يدة لـهم لـ يس كـ تب، ما بـ عض فـ ي الله رحمه الـ بـ نا حـ سن الـ شـ يخ ذلـك بـ ين وقـ د الـمـ سلـمـ ين، الإخوان عـ قـ يدة والـ عـلم الـ صحـ يح بـ الإيـ مان إلا يـ تم لا الإمارة وطـلب ارة،الإمـ طـلب هذه لأن يـ وفـ قوا، لـم ولـ كنهم لـ تحـ قـ يقه يـ سعون طموح، سـ يا سي والمظاهرات الـ ناس بـ ين والـ تـ فريـ ق الـ فـ تن بـ محاولـة وأما الـ ديـ ن، فـ ي الإمامة تـ حـ صل بـ هذا الله ، سـ بـ يل فـ ي الأذى عـلى والـ صـ بر الـ نافـ ع أبدًا الـ طريـ قة بـ هذه الإمامة إلـ ى الـو صول يـ مكن لا جديـ دة وبـ أ سالـ يب وبـ الأنـ ا شـ يد.

•

“একজন প্রশ্নকারী মুসলিম ব্রাদারহুডের ‘আক্বীদাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আশ‘আরী ‘আক্বীদাহ ব্যতীত মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্য কোনো ‘আক্বীদাহ নেই। তোমরা এটা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করো। মুসলিম ব্রাদারহুড একটি উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক দল। তারা বৈধ-অবৈধ সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজেদের জন্য জায়গা নির্ধারণের চেষ্টা করে। তারা শামনক্ষমতায় পৌঁছার জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে। ‘আক্বীদাহ অধ্যয়নের ব্যাপারে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। তাদের ‘আক্বীদাহ হলো ব্যাপক ‘আক্বীদাহ, যে ‘আক্বীদাহ পোষণ করে অসংখ্য এলাকার মুসলিম জনসাধারণ। আর তা হলো আশ‘আরী ‘আক্বীদাহ। এটাই মুসলিম ব্রাদারহুডের ‘আক্বীদাহ। শাইখ হাসান আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) এটা তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

•

তাদের কোনো নতুন ‘আক্বীদাহ নেই। কিন্তু তাদের উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক মতবাদ আছে। তারা এই মতবাদ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, কিন্তু তাদেরকে সেই তাওফীক্ব দেওয়া হয়নি। কেননা এটা ক্ষমতার অন্বেষণ। আর ক্ষমতা অন্বেষণ কখনো বিশুদ্ধ ঈমান, উপকারী জ্ঞান এবং আল্লাহ’র পথে কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ ছাড়া পূর্ণতা পায় না। এভাবেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অর্জিত হবে। পক্ষান্তরে ফিতনাহ সৃষ্টি করা, মানুষের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করা, বিক্ষোভ-আন্দোলন, নাশীদ (সঙ্গীত) এবং বিভিন্ন নব্য পদ্ধতির মাধ্যমে নেতৃত্বে পৌঁছার প্রচেষ্টার ব্যাপারে বলতে হয়, এই পন্থায় কখনো নেতৃত্বে পৌঁছা যাবে না।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/2482]

• ·৩য় বক্তব্য:

• ইমাম মুহাম্মাদ আমান বিন ‘আলী আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়া—

• من أكـ ثرـ لها الإخوان دعوة وأنَّ قـ يامها، منذ فـ شلت الـ تي الـ دعوات ضمن الـمـ سلـمـ ين الإخوان دعوة ذكرت :الـ سائـ ل يـ قول :الـ سؤال عـلم، طالـب مع الـمجـلة رئـ يس مع ءلـ قا أجري ،(الـمجـ تمع مجـلة مع لـ قاء) :بـ عـ نوان أـ شرطة إلـ ى ا سـ تمعت ولكنِّي فـ ا شـلة، وهي قـ رن نـ صف

دعوة عن سئل الذي هذا مع ي ناقش الذي العلم طالب وقال .المسلمين الإخوان دعوة عن السؤال المقابلة في أو التحقيق في في جاء أخرجهم أنَّه سوى المسلم الشباب على الفضل من- الله رحمه-البنَّا حسن للشيخ يكن لم لو...) :مؤسِّسها وعن الإخوان دعوة عن قال الإخوان، لكفاه هذا إلَّا الفضل من يكن لم لو ،-الإسلام دعوة وهي ألا-واحدة دعوة على وجمَّعهم وكتَّلهم كالمقاهي، ذلك ونحو والسينما الملاهي دور من المجتمع لمجلَّة كبير علم طالب به صرَّح ما هذا .(...وشرفًا فضلًا

- الآن ذكر ما خلاف منه أعرفه الذي ،-العمل في ومزاملين متجاورين- نالازم من فترة معه عشت الشخص وهذا :الجواب من كل يذكره يذكر لا شيء هذا السينما دور ومن المقاهي من التائهين الشباب أخرج إنَّه صحيح ،البنَّا حسن دعوة يعلم فكلُّنا هو، نتركه يعرف.
- معهم؟ فعل ماذا الأماكن تلك من أخرجهم أن بعد لكن
- الصوفية؟ الطرق على فتفرَّقوا فجمَّعهم نقلهم أم الأنبياء؟ وبدعوة بأسلوب دعاهم هل
- طريقة-طريقة له نفسه الشيخ وكان للإسلام، الصحيح المفهوم إلى ينقلهم لم جاهلية، إلى جاهلية من نقلهم كأنَّهم أخرى طرق أو طريقته اعتنقوا إمَّا السينما دور من نقلهم الذين هؤلاء ،-صوفية
- لضريح بالأضرحة الطواف من الناس أخرج وهل بلده؟ في علنًا الله غير عبادة على قضت البنَّا حسن الشيخ عوتد وهل الله ؟ حكم إلى الديمقراطي الحكم من الناس أخرج وهل البدوي؟ وزينب الحسين
- لحركات المنافسة والحركات سياسيال التجمُّع أمَّا صحيحة، الإسلامية الدعوة تكون هكذا جاءت الدعوة كانت لو الشرع، هو هذا ليست مزركشة سياسية حركة آخر، شيء الإسلام الكتاب هذا داخل في وليس الإسلام الغلاف على ويكتب الأخرى، والأحزاب الأخرى الإسلام إلى دعوة هذه.
- إلى ترده نفسه عن يحدِّث نفسه هو ضريح إلى ضريح من تجوُّله من نفسه عن به تحدَّث وما مذكِّرته درس علم طالب كل يعلم الأضرحة بعض.
- الرَقصُ كُلِهِمِ البَيتِ أَهلِ فَشيمَةُ ~ ضارِبًا بِالدُفِّ البَيتِ رَبُّ كانَ إِذا
- ودعوتهم بها يطوف من ومحاربة الأضرحة مقاطعة إلى للإسلام الشرعي المفهوم ومعرفة العلم من يصل لم نفسه هو كان إذا الملاهي؟ بأفهام فعل ماذا .العوام يفعل كما يفعل ونفسه بل وإرشادهم،
- هذا على محاضراتي بعض في ردولي الإفريقية، القارة في الإسلام أدخلوا الذين هم أنَّهم الصوفية تدَّعي ما يذكِّرني هذا الجمادات عبادة من جوهأخر البشر، عبادة إلى والحجار الأشجار عبادة من الأفارقة من الوثنيين بعض نقلوا إنَّهم :الجواب .السؤال الله إلَّا تكون لا العبادة لأن ،ملكًا أو جنِّيًا أو إنسانًا أو شجرًا أو حجرًا المعبود يكون أن بين فرق لا الطرق، مشايخ عبادة إلى .

-

প্রশ্ন: "প্রশ্নকারী বলছেন, আপনি বলেছেন, মুসলিম ব্রাদারহুডের দা'ওয়াত সেসমস্ত দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো তাদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ব্যর্থ হয়েছে। ব্রাদারহুডের দা'ওয়াত অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ব্যর্থ হিসেবে রয়েছে। কিন্তু আমি "আল-মুজতামা' ম্যাগাজিনের সাথে সাক্ষাৎকার" শিরোনামে কিছু অডিয়ো ক্লিপস শুনেছি। সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছে ম্যাগাজিনের প্রধান এবং একজন ত্বালিবুল 'ইলমের মধ্যে। সাক্ষাৎকারে মুসলিম ব্রাদারহুডের দা'ওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। তখন ওই ত্বালিবুল 'ইলম, যিনি ব্রাদারহুডের দা'ওয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা ব্যক্তিটির সাথে কথা বলছিলেন, তিনি ব্রাদারহুডের দা'ওয়াত এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "...শাইখ হাসান আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ)'র যদি আর কোনো ভালো গুণ না থাকত, শুধু এটা ছাড়া যে, তিনি মুসলিম যুবকদেরকে বিনোদনকেন্দ্র এবং সিনেমা থেকে বের করে একটি দা'ওয়াতের আওতায় একত্রিত করেছেন –আর এই দা'ওয়াত হলো ইসলামের দা'ওয়াত– তবে এই একটি গুণই তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের জন্য যথেষ্ট হতো।..." আল-মুজতামা' ম্যাগাজিনকে এই সিনিয়র ত্বালিবুল 'ইলম এটা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।

-

উত্তর: "এই ব্যক্তির সাথে আমি কিছুদিন একসাথে সহকর্মী হিসেবে ছিলাম। এখন যে কথা উল্লিখিত হলো, আমি তাঁর সম্পর্কে এর বিপরীতটা জানতাম। আমরা এখন তাকে পরিত্যাগ করব। আমরা প্রত্যেকেই হাসান আল-বান্না'র দা'ওয়াত সম্পর্কে জানি। এই কথা ঠিক যে, তিনি বিপথগামী যুবকদেরকে ক্যাফে এবং সিনেমাহল থেকে বের করে এনেছেন। এই বিষয়ের বিরোধিতা করা যায় না। যারা জানে, তাদের প্রত্যেকেই এই বিষয় উল্লেখ করেন। কিন্তু এসব জায়গা থেকে যুবকদেরকে বের করার পর তিনি তাদের সাথে কী করেছেন?

-

তিনি কি নাবীদের দা'ওয়াতী নীতি অনুযায়ী তাদেরকে আহ্বান করেছেন? নাকি তিনি তাদেরকে স্রেফ স্থানান্তর এবং জমা করেছেন, আর তারা সূফী তরিকায় বিভক্ত হয়ে গেছে? যেন তিনি তাদেরকে এক জাহিলিয়াত থেকে আরেক জাহিলিয়াতে স্থানান্তর করেছেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের সঠিক বুঝের দিকে স্থানান্তর করেননি। আর শাইখের নিজেরই তো একটি তরিকা আছে, সূফী তরিকা! যাদেরকে তিনি সিনেমাহল থেকে বের করে এনেছেন, তারা হয় তাঁর তরিকা আঁকড়ে ধরেছে, আর না হয় অন্যান্য তরিকা আঁকড়ে ধরেছে।

•

শাইখ হাসান আল-বান্না’র দা‘ওয়াত কি তাঁর শহরে গাইরুল্লাহ’র ইবাদত করার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রায় দিয়েছে? তিনি কি মানুষকে মাজারে প্রদক্ষিণ করা থেকে বের করেছেন? হুসাইন, যাইনাব, বাদাউয়ী—এদের মাজার থেকে বের করেছেন? তিনি কি মানুষকে গণতান্ত্রিক বিধান থেকে বের করে আল্লাহ’র বিধানের দিকে নিয়ে এসেছেন? এটাই শরিয়ত। দা‘ওয়াত যদি এভাবে হতো, তাহলে তা বিশুদ্ধ ইসলামী দা‘ওয়াত হতো। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন জামা‘আতের প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দোলন ও অন্যান্য দলসমূহ (বইয়ের) প্রচ্ছদের উপর লিখে ‘আল-ইসলাম’। যদিও বইয়ের অভ্যন্তরে তা নেই, বরং এই ইসলাম অন্য কিছু! এটা সুসজ্জিত রাজনৈতিক আন্দোলন, এটা ইসলামের দিকে আহ্বান করার দা‘ওয়াত নয়।

•

• প্রত্যেক ত্বালিবুল ‘ইলম, যে তাঁর পাঠ পড়েছে, সে এক মাজার থেকে আরেক মাজারে নিজের ভ্রমণ সম্পর্কে যা বলে—সে সম্পর্কে জানে। সে নিজেই তার বিভিন্ন মাজার ভ্রমণ করার ব্যাপারে কথা বলে।

•

কথায় আছে, “গৃহকর্তা নিজেই যদি ঢোল বাজায়, তাহলে বাড়ির লোকদের অবস্থা তো ড্যান্স দেওয়ার মতোই হবে!”

•

ত্বালিবুল ‘ইলমই যদি ইসলামের বিশুদ্ধ মর্মার্থের জ্ঞান থেকে মাজারকে বর্জন করা, মাজারে যারা প্রদক্ষিণ করে তাদের বিরোধিতা করা এবং তাদেরকে দা‘ওয়াত দেওয়ার স্তরে পৌঁছতে না পারে, বরং সে নিজেই ‘আম্মী (লেইম্যান) ব্যক্তিদের মতো কাজ করে, তাহলে সে বিনোদনকারীদের নিয়ে কী করবে?! এটা আমাকে সূফীদের একটা দাবির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তারা বলে যে, কেবল তারাই আফ্রিকা মহাদেশে ইসলাম প্রবেশ করিয়েছে। আমার এক লেকচারে এই সংশয়ের জবাব আছে।

•

জবাব হলো: তারা আফ্রিকার পৌত্তলিকদেরকে গাছ ও পাথর পূজা থেকে বের করে মানুষ পূজার দিকে স্থানান্তরিত করেছে। তারা তাদেরকে জড়পদার্থের পূজা থেকে বের করে বিভিন্ন তরিকার শাইখদের (পীরদের) পূজা করার দিকে নিয়ে গেছে। মা‘বূদ তথা উপাস্য—পাথর, গাছ, মানুষ, জিন, বা ফেরেশতা হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা ইবাদত হতে হবে কেবল আল্লাহ’র।” [দ্র.: www.ajurry(এখানে একটি ডট বসিয়ে লিংকটি ব্যবহার করুন)com/vb/showthread.php?t=29095 (টেক্সট-সহ অডিয়ো ক্লিপ)]

• .

• ৪র্থ বক্তব্য:

•

ইমাম মুহাম্মাদ আমান আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

• وديـ نك ربـ ك نـحو نـ فسك فـ ي تـ عـ تقده ما والـ عـ قـ يدة الـطريـ ق الـمـنهج الـمـنهج؟ وبـ ين الـ عـ قـ يدة بـ ين الـ فرق ما :يـ سأل آخر سأل ها بـ ينهما، فـ رق لا الـ عـ قـ يدة، تـ لك عـ لـ يه الـ تي والـطريـ ق الـ عـ قـ يدة، إلـى الـطريـ ق الـ عـ قـ يدة فـ ي والـجماعة الـ سنة أهل مـنهج ونـ بـ يك، لـها معـنى لا فـ لـ سـ فة الإخوان مـنهجي لـ عـ قـ يدةا سـ لـ في فلانًا بـ أن والـ قول مـ تلازمان،.

• “আরেকজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছেন, ‘আক্বীদাহ এবং মানহাজের পার্থক্য কী? মানহাজ হলো রাস্তা। আর আপনি আপনার অন্তরে আপনার প্রভু, আপনার দ্বীন এবং নাবীর ব্যাপারে যে বিশ্বাস পোষণ করেন সে বিশ্বাসই হলো ‘আক্বীদাহ। ‘আক্বীদাহর ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মানহাজ—মানে হলো ‘আক্বীদাহর রাস্তা। সেই রাস্তা, যার উপর সেই ‘আক্বীদাহ রয়েছে। এই দু’য়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই দুটি বিষয়ের একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর একথা বলা যে, “অমুক ব্যক্তি ‘আক্বীদাহয় সালাফী, আর মানহাজে ইখওয়ানী”– এটা এমন একটা দর্শন, যার কোনো অর্থ নেই।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/953]

• .

• ৫ম বক্তব্য:

• ইমাম মুহাম্মাদ আমান বিন ‘আলী আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,

• الـ سـ لـ فـ يـ ين جماعـ ته فـ ي حـ شد لأنـ ه وغـ لـ بهم، لـه الـمعاصرة الـ سـ يا سـ ية لـ لأحزاب امنافسً الـ بـ نا حـ سن أنـ شأه سـ يا سي حزب سـ يا سي حزب الـ وقـ ت، ذلـ ك فـ ي والـ قائـ مة الـ حزبـ ية لـ لأحزاب منافٍ لأنـ ه الآخريـ ن، لـ يذنـ ب الـ طوائـ ف وجمـ يع والـ صوفـ ية والـ خـ لـ فـ يـ ين الإ سلام بـ إ سم غـ لف طموح.

•

“হাসান আল-বান্না তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেছেন। যেহেতু

তিনি অন্যদেরকে পরাভূত করার জন্য তার দলে সালাফী, খালাফী, সূফী এবং সমস্ত দলকে সমবেত করেছেন। কেননা তিনি সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর দল একটি উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক দল, যার ওপর ইসলামের চাদর পরানো হয়েছে।”

[দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/4269.]

- .
- ৬ষ্ঠ বক্তব্য:
- ইমাম মুহাম্মাদ আমান বিন ‘আলী আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- جَبْهَةَ بِلُونَفِيَّةَ فَيُبَارِكُونَ يُهَنِّئُونَ فَذَهَبُوا - الْبَلَدَ هَذَا اسْتَثْنَيْنَا إِذَا - بَلَدٍ كُلِّ مِنْ سَافَرُوا الْإِخْوَانِ؟ قَادَةُ فَعَلَ مَاذَا دَوْلَةٌ لَهَا وَقَامَتْ الرَّافِضَةُ ظَهَرَتِ عِنْدَمَا تَخْرِيبَ اولُونَيُدَ كَانُوا عِنْدَمَا الْخُمَيْنِيِّينَ مَعَ كَانُوا الْإِخْوَانَ إِنَّ :أَيْ بَلَدِهِ فِي خُمَيْنِيًّا يَكُونُ مِنْكُمْ وَاحِدٍ كُلُّ ،بِنَخُمَيْنِيِّ كُونُوا :تَوْصِيَةً فَيَأْخُذُونَ الرَّفْضِ وَرَأْسَ الرَّفْضِ مَعَ هُمْلَ أُخِذَتْ الَّتِي الصُّوَرِ فِي ذَلِكَ وَأُثْبِتَ وَحُلَفَاءَهُمْ أَصْدِقَاءَهُمْ الْإِخْوَانُ كَانَ الْحَرَامِ اللهِ بَيْتِ حُجَّاجِ إِلَى وَالْإِسَاءَةَ الْحَرَمَيْنِ سُكَّانِ عَلَى وَالِاعْتِدَاءَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الزَّمَنِ مِنَ فَتْرَةً الرَّجُلِ مَعَ وَعَاشُوا عَلَيْهِمْ لُواوَصَ شُهَدَاءَ سَمَّوْهُمْ الرَّوَافِضِ قَتْلَى ،شُهَدَاءَ وَسَمَّوْهُمْ قَتْلَاهُمْ عَلَى صَلُّوا وَعِنْدَمَا الرَّجُلِ.
- الْمُجَاهِدِ الْأَيُّوبِيِّ بِنَالدِّ بِصَلَاحِ وَلَقَّبُوهُ صَدَّامٍ عَتَبَةِ عَلَى وَعَكَفُوا بَغْدَادَ إِلَى وَانْتَقَلُوا طَهْرَانَ بِصَاحِبِ وَكَفَرُوا بَغْدَادَ صَاحِبُ وَظَهَرَ كَعَادَتِهَا السِّيَاسَةُ وَتَقَلَّبَتِ لِلْقُدْسِ وَفَتْحًا إِصْلَاحًا ذَلِكَ سَمَّوْا وَالسُّعُودِيَّةِ الْخَلِيجِ دُوَلِ تَدْمِيرِ عَلَى وَعَزْمَهُ لِلْكُوَيْتِ تَدْمِيرَهُ وَسَمَّوْا الْكَبِيرِ الْمُصْلِحِ الْكَبِيرِ.
- “যখন রাফিদ্বী শী‘আদের উদ্ভব ঘটল এবং তাদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন ব্রাদারহুডের নেতারা কী করল? এই দেশ বাদে সকল দেশ থেকে তারা সফর করল। তারা সেখানে গেল, তাদেরকে মুবারকবাদ জানাল, রাফিদ্বী শী‘আর কপাল ও মাথায় চুমা দিল। তারপর তারা একটি উপদেশ গ্রহণ করল—‘তোমরা সবাই খোমেনী হও, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ দেশে একেকজন খোমেনী হয়!’ অর্থাৎ, ব্রাদারহুড খোমেনীদের সাথে ছিল, যখন খোমেনীরা মাসজিদুল হারামের ধ্বংস সাধন করা, দুই হারামের অধিবাসীদের উপর চড়াও হওয়া এবং বাইতুল্লাহ’র হাজ্বীদের সাথে দুর্ব্যবহার করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।
-
- তখন ব্রাদারহুড তাদের বন্ধু ছিল। এর প্রমাণ রয়েছে ওই সমস্ত ফটোতে, যে ফটোগুলো তোলা হয়েছে ওই লোকের (খোমেনীর) সাথে এবং যখন তারা তাদের নিহত ব্যক্তিদের জানাযাহ’র সালাত পড়ছিল, আর তাদেরকে ‘শহীদ’ বলে আখ্যা দিচ্ছিল। তারা রাফিদ্বী শী‘আদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল, তাদেরকে ‘শহীদ’ আখ্যা দিয়েছে এবং তাদের জানাযাহ’র সালাত পড়েছে। তারা তাদের সাথে কিছুকাল ছিল।
-

তারপর রাজনীতি তার রীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হলো এবং বাগদাদবাসীর (সাদ্দাম) অভ্যুদয় ঘটল। তারা তখন তেহরানবাসীকে (খোমেনী) কাফির বলল এবং বাগদাদে স্থানান্তরিত হলো। তারা সাদ্দামের ভূমিতে অবস্থান করল এবং তাকে ‘সালাহুদ্দীন আল-আউয়্যূবী’, ‘বড়ো মুজাহিদ’, ‘বড়ো সংস্কারক’ প্রভৃতি উপাধী দিল। আর সাদ্দাম কর্তৃক কুয়েতকে ধ্বংস করার এবং উপসাগরীয় দেশসমূহ ও সৌদি আরবকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তারা ‘সংস্কার’ এবং ‘বাইতুল মাক্বদিসের বিজয়’ বলে ঘোষণা দিল!” [দ্র.: www.ajurry(এখানে একটি ডট বসিয়ে লিংকটি ব্যবহার করুন)com/vb/showthread.php?t=41436]

-

·৭ম বক্তব্য:

-

ইমাম মুহাম্মাদ আমান আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,

-

هذه ذكرُ ،كُتُبٌ له أعلم لا علمية كُتُبٌ أما ياسية،الس حركته وعن سياسته عن تتحدَّثُ التي الرسائل إلا كُتُباً البنا حسن من أعرف لا أنَّا لأحزاب منافساً نشأ سياسي حزبٌ هذا لأن الأخرى؛ للأحزاب ومنافسته للناس، وتجميعه وسياسته حركته عن تتحدثُ التي الرسائل لِيُنافس صفِّهِ إلى والسلفية والأشعرية الصوفية يكسب أن البنا حسن حاول ذكاءه من لذلك مصر، في قائمةً كانت التي السياسية المتناقضات حزبه في يجمع أن حاول لذلك وأمثالهم، والعلمانيين القوميين من الأخرى السياسية الأحزاب فيهم.

-

“আমি হাসান আল-বান্না থেকে তাঁর চিঠিপত্র ছাড়া বইপুস্তকের ব্যাপারে জানিনা, যে চিঠিগুলো তাঁর রাজনীতি এবং তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে ‘ইলমী বইপুস্তক; আমি জানিনা যে তাঁর এমন বইপুস্তক আছে। শুধু চিঠিপত্র ছাড়া, যেগুলো তাঁর দল, রাজনীতি, লোকদেরকে একত্রীকরণ এবং তাঁর সাথে অন্যান্য দলের বিরোধিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে। কেননা এটি একটি রাজনৈতিক দল, যা মিশরের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একারণে তাঁর চতুরতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তিনি (হাসান আল-বান্না) অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তথা ন্যাশনালিস্ট,

সেক্যুলার প্রমুখের বিরোধিতা করার জন্য সূফী, আশ‘আরী এবং সালাফীদেরকে তার দলে নিয়ে আসেন। তিনি তার দলে পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয় জমা করেন।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/954 (টেক্সট-সহ অডিয়ো ক্লিপ)]

- ·
- ৮ম বক্তব্য:
- ইমাম মুহাম্মাদ আমান বিন ‘আলী আল-জামী (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
- لهي نشأ أن العزيز ع بد الملك من طلب الـ بنا حسن إن -قـ يل- العزيز ع بد الملك عهد في الله رحمه الـ بنا حسن حج عندما ما مسلمون، وكـ لهم جماعة كـ لهم جماعة تك؟ تـ ضع أين واحدة، جماعة وكـ لهم مسلمون كـ لهم [واضح غير كلام] :قال المملكة، في هنا جماعته منّ الذي المجـ تمع هذا في جماعة لوجود أبدًا معنى لا أقول أنا الملـ يك، بـجوا لذلك، معنى لا مسلمة، جماعة في المسلمين الإخوان معنى الله عليه بالوحدة توحيد والـ ،معًا احمدوا كم رب على الوحدة، نعمة الـ عظيمة.
- “কথিত আছে, যখন হাসান আল-বান্না (রাহিমাহুল্লাহ) বাদশাহ ‘আব্দুল ‘আযীযের যুগে হাজ্ব করতে আসেন, তখন তিনি বাদশাহ ‘আব্দুল ‘আযীযের নিকট সৌদি আরবে তাঁর জামা‘আত (দল) প্রতিষ্ঠা করার আবেদন করেন। বাদশাহ বলেন, ‘তারা সবাই মুসলিম, তারা সবাই একটাই দল। আপনি আপনার দলকে কোথায় রাখবেন? তারা সবাই একটাই দল, তারা সবাই মুসলিম। সুতরাং একটি মুসলিম জামা‘আতের মধ্যে মুসলিম ব্রাদারহুডের অর্থ কী? এর কোনো অর্থ নেই।’ এটা বাদশাহর উত্তর। আমিও বলছি, এর কোনো অর্থ নেই। যেহেতু এই সমাজে একটি জামা‘আত রয়েছে, যেই সমাজের উপর আল্লাহ একতা এবং তাওহীদ দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। তোমরা এই একতার জন্য তোমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করো। একতা অনেক বড়ো একটি অনুগ্রহ।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/2680]
-

·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা

- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

২৯শ অধ্যায়: ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [১ম কিস্তি]

সহীহ-আকিদা(RIGP) 4 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

·শাইখ পরিচিতি:

- ইমাম সালিহ বিন ফাওযান বিন ‘আব্দুল্লাহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ। তিনি ১৩৫৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্বাসীম বিভাগের আশ-শিমাসিয়্যাহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো ‘আলিমের সান্নিধ্যে ‘ইলম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, ইমাম ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)।
-

তিনি রিয়াদস্থ শারী‘আহ কলেজ থেকে ফিক্বহ শাস্ত্রে অনার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তিনি একাধারে সৌদি আরবের ‘ইলমী গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটির (সৌদি ফাতাওয়া বোর্ড) সদস্য, সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের সদস্য এবং মক্কা মুকাররামাহ’য় রাবেতায়ে আলাম আল-ইসলামীর ফিক্বহ একাডেমির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। [ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ দার্ব, খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৬-৮; সংগৃহীত: alifta.net]

-

তাঁর ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] বলেছেন, “শাইখ সালিহ আল-

ফাওযান এবং শাইখ সালিহ বিন গুসূন ভালো ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তারা উত্তম ‘আক্বীদাহ পোষণকারীদের, মর্যাদাবান ব্যক্তিদের এবং দ্বীনের ফাক্বীহদের অন্তর্ভুক্ত।” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=dqrn8E_Jmlw (অডিয়ো ক্লিপ)]

•

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)’র নিকট থেকে ফাতওয়া নেওয়ার নসিহত করেছেন। অনুরূপভাবে বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও উসূলবিদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.] তাঁর মৃত্যুর পর শাইখ সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)’র নিকট থেকে ফাতওয়া নেওয়ার নসিহত করেছেন। এমনকি ইমাম ইবনু ‘উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “শাইখ সালিহ আল-ফাওযানের ফাতওয়ায় অন্তর প্রশান্ত হয়।” [bayenahsalaf.com]

•

ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও মুজাদ্দিদ ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.] কে প্রশ্ন করা হয়েছে, “শাইখ সালিহ আল-ফাওযান এবং শাইখ রাবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?” তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তরে বলেছেন, “গ্রন্থগুলো ভালো এবং উপকারী। আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। হিযবীদের (দলবাজদের) বিরুদ্ধে তাঁদের ভালো অবস্থান রয়েছে। এজন্য তাঁরা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। অবশ্যই আমরা এমন কিছু বিষয় জেনেছি, যে ব্যাপারে আমরা অজ্ঞ ছিলাম। আর তা (জেনেছি) আমাদের ভাই শাইখ রাবী‘র বইয়ের মাধ্যমে। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই দুজন লেখক সৌদি আরবের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্তর্ভুক্ত।” [muqbel.net]

•

• বর্তমান যুগে জারাহ ওয়াত তা‘দীলের ঝাণ্ডাবাহী মুজাহিদ আল-মুহাদ্দিসুল ফাক্বীহ ইমাম রাবী‘ বিন হাদী বিন ‘উমাইর আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] শাইখ ফাওযান এবং শাইখ লুহাইদান সম্পর্কে বলেছেন, “আমি তাঁদের দুজনের পূর্বেই মারা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি। আল্লাহ’র কসম! যদি আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হতো, তাহলে আমি তাঁদের দুজনের পূর্বে (আমার) মরণকে বাছাই করতাম। আমি জানিনা, তাঁরা যদি মারা যান, তাহলে দুনিয়া কীভাবে চলবে!” এই কথা বলার পর শাইখ রাবী‘ কাঁদতে শুরু করেন। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন। [sahab.net]

•

ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, “তাঁরা সুন্নাহ’র ‘আলিমদের মধ্যকার নক্ষত্র। তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হলেন শাইখ আলবানী, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন, শাইখ সালিহ আল-ফাওযান, শাইখ মুহাম্মাদ আমান।” [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]

•

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম ‘আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খ্রি.] শাইখ সালিহ আল-ফাওযানকে “মুহাক্বক্বিক্ব ‘আলিম” বলেছেন। [sahab.net]

•

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ ইমাম ‘উবাইদ আল-জাবিরী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৭ হি.] শাইখ ফাওযান এবং শাইখ লুহাইদান সম্পর্কে বলেছেন, “আর বর্তমানে জীবিত ‘আলিমদের মধ্যে আমি দুইজনের ব্যাপারে উল্লেখ করব, যদিও আরও অনেকেই রয়েছেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি উদাহরণ দেয়া। (আর তাঁরা হলেন) শাইখ সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান এবং শাইখ সালিহ আল-লুহাইদান। আল্লাহ’র কসম! আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করি, যারা তাঁদের (শাইখ ফাওযান এবং শাইখ লুহাইদান) জন্য ভালোবাসা দেখায় না।

•

পক্ষান্তরে যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করে, আমরাও তাদেরকে ঘৃণা করি, আমরা তাঁদেরকে (শাইখ ফাওযান এবং শাইখ লুহাইদান) ‘ইলম, (সঠিক) বুঝ এবং নিজেদের দা‘ওয়াতের কাজে হিকমাহ’র ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত মনে করি, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। সুতরাং যে তাঁদেরকে ঘৃণা করে আমরাও তাকে ঘৃণা করি এবং যে তাঁদেরকে ভালোবাসে আমরা তাকে কাছে টেনে নিই। আর সে যদি এর বিপরীত কিছু প্রদর্শন করে তাহলে আমরা তাকে ঘৃণা করি এবং দূরে ঠেলে দিই, আমরা তাকে বর্জন করি এবং তাকে তার মতের ওপর ছেড়ে দিই। এবং আমরা বলি, তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত না আর আমরাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত না, সুতরাং তুমি আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে নাও।” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=wglwBjHRwk4 (অডিয়ো ক্লিপ)]

•

এই মহান ‘আলিমের অমূল্য খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আমীন।

•

·১ম বক্তব্য:

•

সৌদি আরবের ফাতাওয়া প্রদানকারী স্থায়ী কমিটি এবং সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের প্রবীণ সদস্য বর্তমান যুগে সালাফদের অবশিষ্টাংশ যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] প্রদত্ত ফাতওয়া—

•

عامة؟ المسلمين وبلاد خاصة بلادنا في وغيرها المسلمين الإخوان كالتبليغ الفرق هذه مثل وجود حكم ما :السؤال

• يوالي والسنة الكتاب منهج على تسير وبواديها حاضرتها وكل أفرادها كل واحدة جماعة -الحمد ولله- بلادنا :الجواب وتجعل تفرقنا، أو بنا تنحرف أن تريد لأنها لها؛ نتقبل لا أن فيجب الوافدة الجماعات هذه أما .بعضًا بعضهم ويحب ،بعضًا بعضهم وهذا وهذا إخواني، هذا وتبليغي، هذا.

• প্রশ্ন: “মুসলিম বিশ্বে বিশেষত আমাদের দেশে তাবলীগ জামা‘আত, মুসলিম ব্রাদারহুড ও অন্যান্য দলের অস্তিত্বের বিধান কী?”

•

উত্তর: “আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের দেশ মূলত একটাই দল। এর সকল নগর, অঞ্চল ও জনগণ কুরআন-সুন্নাহ’র মানহাজ অনুযায়ী চলে। তারা একে অপরের সাথে মিত্রতা পোষণ করে, একে অপরকে ভালোবাসে। পক্ষান্তরে এই আগন্তুক দলগুলো গ্রহণ না করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। কেননা এগুলো আমাদেরকে বিপথগামী করতে চায়, আমাদের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়। এরা ওকে তাবলীগী বানাতে চায়, আর ওকে ইখওয়ানী (ব্রাদারহুডের সমর্থক) বানাতে চায়, ওকে এটা, আর ওকে ওটা বানাতে চায়।” [ইমাম সালিহ আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ), আল-আজউয়িবাতুল মুফীদাহ ‘আন আসইলাতি মানাহিজিল জাদীদাহ; পৃষ্ঠা: ২৩৩; দারুল মিনহাজ, কায়রো কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৪ হিজরী (৩য় প্রকাশ)]

• .

• ২য় বক্তব্য:

•

ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

•

السلفية؟ في داخلون وغيرها والتبليغ المسلمين الإخوان جماعة بأن تقولون أنكم صحيح هل إليكم الله أحسن يقول :السؤال

• سلفيون، فهم السلف منهج على كانوا فإذا السلف، منهج على كان من إلا السلفية في يدخل ما وافتراء كذب هذا :الجواب أما إذا كانوا مخالفين لمنهج السلف فليسوا سلفيين.

• تركنا ما الرسول وأصحابي، اليوم عليه أنا ما مثل على كان من :الناجية الفرقة في قال وسلم عليه الله صلى الرسول نعم لفي،السغير من السلفي هو من بين، بيان بدون.

• প্রশ্ন: “আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এটা কি সঠিক যে, আপনি বলেছেন—‘মুসলিম ব্রাদারহুড, তাবলীগ এবং অন্যান্য দল সালাফিয়্যাহ’র অন্তর্ভুক্ত’?”

•

উত্তর: “এটা মিথ্যা এবং অপবাদ। যারা সালাফদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তারা ব্যতীত আর কেউ সালাফিয়্যাহ’র অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা যদি সালাফদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তারা সালাফী। পক্ষান্তরে তারা যদি সালাফদের মানহাজের বিরোধী হয়, তাহলে তারা সালাফী নয়।

• রাসূল ﷺ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের ব্যাপারে বলেছেন, “আজকের দিনে আমি ও আমার সাহাবীরা যে মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে মতাদর্শের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে (তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।” (তিরমিযী, হা/২৬৪১; সনদ: সাহীহ) রাসূল ﷺ আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা না করে ছেড়ে দেননি। কে সালাফী, আর কে সালাফী নয়—তা তিনি বর্ণনা করেছেন। না‘আম।”
[দ্র.: www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=135231 (টেক্সট-সহ অডিয়ো ক্লিপ)]

•

·৩য় বক্তব্য:

•

ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

•

والجماعة؛ السنة أهل من وأنهم المسلمين الإخوان جماعة حول لكم فتوى الإنترنت مواقع في انتشر :إليكم الله أحسن يقول :السؤال فهل هذا صحيح؟

- الإخوان منهج من أتـ برأ أن وقـ لت ، حـ ينه فـ ي هذا على رددت أنا إلا علـ يهم، الـ لي يـ قـ بلون ما لـ كن هذا؛ على رددت أنا :الجواب
المسلمين ، يـنت وبـ منهجهم فـي فس الرد نـ ، لكن ما نشرون يـ الـ لي عليهم، نعم.

-

প্রশ্ন: “আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। ইন্টারনেটের বেশকিছু ওয়েবসাইটে মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে আপনার একটি ফাতওয়া ছড়িয়ে পড়েছে যে, তারা (ব্রাদারহুড) আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত। এটা কি সঠিক?”

- উত্তর: “আমি এর রদ (রিফিউট) করেছি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বলা বক্তব্যটি তারা গ্রহণ করছে না। নতুবা আমি তো তাদেরকে তখনই রদ করেছি এবং বলেছি যে, আমি মুসলিম ব্রাদারহুডের মানহাজ থেকে মুক্ত। রদের মধ্যে আমি তাদের মানহাজ বর্ণনা করেছি। কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে বলা বক্তব্য প্রচার করে না। না‘আম।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/305 (টেক্সট-সহ অডিয়ো ক্লিপ)]

- ·৪র্থ বক্তব্য:

-

ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) যে রদটির কথা উপরিউক্ত ফাতওয়ায় বললেন, সেটা তিনি ১৪৩৩ হিজরী সনের ২৬শে জুমাদাল উলা তারিখে লিখেছেন। ইমাম ফাওযানের ছাত্র শাইখ জামাল বিন ফুরাইহান আল-হারিসী (হাফিযাহুল্লাহ) ইমাম ফাওযানের স্বাক্ষরিত রদটি তাঁর আর্টিকেলে উল্লেখ করেছেন। রদটি নিম্নরূপ—

- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
- ولا العقيدة تصحيح إلى بالدعوة يهتمون ولا الحكم إلى التوصل يريدون حزبيون أنهم المسلمين الإخوان في رأيي
فيهم رأيي من يغير لا ساذل سبق فهو عني المسجل الشفهي الكلام في جاء وما. والبدعي السني بين أتباعهم في يفرقون
شيئا.

-

- “যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ’র জন্য। দয়া ও শান্তি অবতীর্ণ হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীবর্গের উপর।

-

মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে আমার অভিমত হলো তারা হিযবী (দলবাজ)। তারা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চায়। ‘আক্বীদাহ বিশুদ্ধকরণের দিকে দা‘ওয়াত দেওয়ার প্রতি তারা কোনো গুরুত্ব দেয় না। তাদের অনুসারীদের মধ্যে তারা সুন্নী ও বিদ‘আতীর পার্থক্য করে না। আর আমার পক্ষ থেকে যে রেকর্ড করা কথা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো জবানের বিচ্যুতি (স্লিপ অফ দ্য টাং)। আমি তাদের ব্যাপারে যে মত পোষণ করি—এটা তা পরিবর্তন করে দেয় না।” [দ্র.: www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=128726.]

-

ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)’র স্বাক্ষরিত রদের প্রামাণ্য চিত্র—

- http://archive.org/download/shekh_alfawzan_fawaed/Alfawzan_tabra3_men_ikhwan_2.jpg
- ·৫ম বক্তব্য:
- ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

-

السائل: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في سؤاله قال فسم أقسم بالله بأنك يتشكك لأ إلى ربي يوم القيامة سائل هذا الفضيلة أغلظ علينا في
لكتمك لي، أرجوا منك كرما تأمرا وأن تلقي هذا السؤال على الشيخ، يرتي لحدة الزائدة فيها.

- الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله سمعنا يخير، نعم.
- السائل: تأذف سدنا يا شيخ.
- الشيخ: نعم.
- السائل: قال فأرجوا وأرجوا وأن طرحه تأرجوا أرجوا وأن طرحه ت.
- الشيخ: إيه، هذا خير إن شاء الله ، إن كان نحن نعلم الجواب أجبنا وإلا قلنا الله أعلم.

- ضال ين ال سويدان وطارق قطب و سيد والإخوان نم بتدعي ال تبليغ جماعة وإن سلفي، إنه ي قول مدرس عندنا ي قول :ال سائل زادت ف قد شيخنا يا ذلك لي و ضح ال تبليغ؟ جماعة هم ومن ال سلفيون؟ هم ومن الإخوان؟ هم من :ي قول الإخوان، من وهم مبتدعين، صحيح؟ كلامه فهل علمائنا، وفي ال صالحين زملائي وفي ي ديني في وت شككت حيرتي

- جماعة هم من ت بين كتب وف يه منهجهم، هو وما المسلمون الإخوان هم من ت بين مؤلفة كتب ف يه أخي، يا كتب ف يه :ال شيخ وت عرف منهجهم، هو وما ال تبليغ جماعة هم من ت عرف ت عالى، الله شاء إن ت عرفهم واقرأها الأ سواق من اطلبها منهجهم، هو وما ال تبليغ منهجهم هو وما المسلمون الإخوان هم من .

- منهجهم على سلفي»،« له ي قال ال صالح ال سلف منهج على كان من ال صالح، ال سلف منهج على كان من فهم ال سلفيون وأما ال سلفي هو هذا حقيقة، منهجهم على وإنما أوادعاء، ف قط بالإن تساب هو ما حقيقة.

- نالدي ل تقي وكتاب ال باكستاني، الداعية الله رحمه أسلم لمحمد ككتاب ال تبليغيين عن كتب ف يه معينة، كتب ف يه كتابات عنهم مكتوب ومنهجهم، ال تبليغ جماعة عن الله رحمه ال تويجري الله عبد بن حمود لل شيخ وكتاب المغربي، الهلالي.

- عليه، هم وما ومنهجهم دعوتهم ت عرف كتبهم من اقرأهم، كتبهم منها منهجهم بينت كتابات عنهم أيضا المسلمون والإخوان أيضاً عليهم ردوا والذين منهجه، وبين هذا كتب الي هذا الطريق في معالم وخصوصا قطب سيد وكتب - مذكراته - ال بنا ككتب كثيرة وهي عليهم ردت ال تي الكتب من عندهم ال تي الأغلاط ويش تعرف.

-

প্রশ্নকর্তা: “ইয়োর এক্সিলেন্সি, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এই প্রশ্নকর্তা তাঁর প্রশ্নের ব্যাপারে আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহ’র শপথ করে বলছি। আমি অবশ্যই আমার প্রভুর নিকট কেয়ামতের দিন আমার কাছে আপনার ‘ইলম গোপন করার ব্যাপারে অভিযোগ করব। আমি আপনার কাছে এই উদারতা কামনা করছি যে, আমার প্রবল পেরেশানি ও বিমূঢ়তার জন্য আপনি এই প্রশ্ন শাইখের কাছে উপস্থাপন করবেন।”

-

শাইখ: “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে শুনছেন। না‘আম।”

- প্রশ্নকর্তা: “শাইখ, আমরা তাহলে শুরু করছি।”
- শাইখ: “হ্যাঁ।”
-

- প্রশ্নকর্তা: “তিনি (মূল প্রশ্নকারী) বলেছেন, আমি আশা করছি, আমি আশা করছি এবং আমি আশা করছি যে, আপনি প্রশ্নটি করবেন। আমি আশা করছি এবং আমি আশা করছি যে, আপনি প্রশ্নটি করবেন।”
- শাইখ: “হুম, এটা কল্যাণকর হবে, ইনশাআল্লাহ। আমরা যদি প্রশ্নের উত্তর জানি, তাহলে জবাব দিব। নতুবা আমরা বলব, আল্লাহু আ‘লাম (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)।”
-

প্রশ্নকর্তা: “তিনি (মূল প্রশ্নকারী) বলেছেন, আমাদের একজন শিক্ষক আছেন। যিনি বলেন যে, তিনি সালাফী। তিনি বলেন, তাবলীগ জামা‘আত বিদ‘আতী। ব্রাদারহুড, সাইয়্যিদ কুত্বুব, ত্বারিক্ব আস-সুওয়াইদান পথভ্রষ্ট বিদ‘আতী, তারা (উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ) ব্রাদারহুডের অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্নকারী বলছেন, ব্রাদারহুড কারা? সালাফী কারা? তাবলীগ জামা‘আত কারা? হে আমাদের শাইখ, আমার কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন। আমার পেরেশানি বেড়ে গেছে। আমি আমার দ্বীনের ব্যাপারে এবং আমার সৎ সঙ্গীবর্গ ও আমাদের ‘আলিমদের ব্যাপারে সংশয়ে পতিত হয়েছি। তাঁর (শিক্ষকের) কথা কি সঠিক?”

-

শাইখ: “হে আমার ভাই, এ ব্যাপারে বইপুস্তক রয়েছে। এ ব্যাপারে বেশকিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা স্পষ্ট করে দেয়—কারা মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাদের মানহাজ কী। আবার বেশকিছু গ্রন্থ রয়েছে, যা স্পষ্ট করে দেয়—কারা তাবলীগ জামা‘আত এবং তাদের মানহাজ কী। তুমি বাজার থেকে গ্রন্থগুলো ক্রয় করো এবং সেগুলো অধ্যয়ন করো। তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। তুমি জানতে পারবে, কারা তাবলীগ জামা‘আত এবং তাদের মানহাজ কী। জানতে পারবে, কারা মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তাদের মানহাজ কী।

-

পক্ষান্তরে যারা ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের মানহাজের উপর থাকে, তারাই সালাফী। যে ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের মানহাজের উপর থাকে, তাকে ‘সালাফী’ বলা হয়। যে সত্যিকারার্থেই তাঁদের মানহাজের উপর থাকে, স্রেফ তাঁদের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করে না বা দাবি করে না। বরং সত্যিকারার্থেই তাঁদের মানহাজের উপর থাকে। এই ব্যক্তি হলো সালাফী।

•

এই বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট গ্রন্থ রয়েছে। তাবলীগীদের সম্পর্কে গ্রন্থ রয়েছে। যেমন: পাকিস্তানের দা‘ঈ মুহাম্মাদ আসলাম (রাহিমাহুল্লাহ)’র গ্রন্থ, তাক্বিউদ্দীন হিলালী আল-মাগরীবী প্রণীত গ্রন্থ, তাবলীগ জামা‘আত ও তাদের মানহাজের ব্যাপারে শাইখ হামূদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজীরী (রাহিমাহুল্লাহ) রচিত গ্রন্থ। তাবলীগীদের ব্যাপারে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

•

মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারেও অনেক গ্রন্থ রয়েছে, যা তাদের মানহাজ স্পষ্ট করে দেয়। তন্মধ্যে রয়েছে তাদের নিজেদের রচিত গ্রন্থাবলি। তুমি তাদের গ্রন্থ পড়লে তাদের দা‘ওয়াত, মানহাজ এবং আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবে। যেমন: হাসান আল-বান্না’র গ্রন্থসমূহ, সাইয়্যিদ ক্বুতুবের গ্রন্থসমূহ। বিশেষ করে মা‘আলিমু ফিত্ব ত্বারীক্ব। এটা সে (ক্বুতুব) লিখেছে এবং তার মানহাজ স্পষ্ট করে দিয়েছে। আর যাঁরা তাদেরকে রদ করেছেন, তাঁদের লিখন পড়েও তুমি তাদের মানহাজ সম্পর্কে জানতে পারবে। তুমি তাদেরকে খণ্ডন করে লেখা কিতাবসমূহ থেকে তাদের (ব্রাদারহুড) ভুলগুলো জানতে পারবে। আর এরকম বই অনেক রয়েছে।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/228.]

- [অত্র অধ্যায় আগামী পর্বে সমাপ্য, ইনশাআল্লাহ।]
- অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা
- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

২৯শ অধ্যায়: ইমাম সালিহ বিন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান (হাফিযাহুল্লাহ) [২য় কিস্তি]

সহীহ-আকিদা(RIGP) 7 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন কস্টিপাথরে ব্রদারহুড,ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ব্যাপারে https://rasikulindia.blogspot.com/

২৯শ অধ্যায়: ইমাম সালিহ বিন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান (হাফিযাহুল্লাহ) [২য় কিস্তি]

✓ ৬ষ্ঠ বক্তব্য:

ইমাম সালিহ বিন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন,

وال شبهات وال تخليل بـ ال تشكيك يـ قاوموها أن وحاولوا يـ نجحوا، فـ لم بـ ال قوة عليها يـ قضوا أن ةالدعو هذه أعداء حاول فـ قد وإقبالًا وقبولًا ووضوحًا تألقًا إلا زادها فما المنذ فرة بـ الأو صاف وو صد فها.

مخ تلفة ماءبـ أس تـ تسمى جماعات أيدي على الدعوة بـ إسم بـ لادنا إلى مشبوهة غريبة أفكار وفود من الآن نعاين شه ما ذلك آخر ومن محلها وتحل الـ توحيد دعوة تزيح أن وهو واحد وهدفها وكذا، كذا، وجماعة الـ تبليغ وجماعة المسلمين، الإخوان مثل.

https://rasikulindia.blogspot.com/ এইখানে শুধু-বিশুদ্ধ বইয়ের সমাহার

(PDF ^ অনালাইনে পড়তে পারবেন,& ডাউনলোড করতে পারবেন।) একমাত্র সহীহ-বইয়ের প্রাপ্তি-স্থান-ওয়েবসাইট।

- ✓ “এই (সালাফী) দা‘ওয়াতের শত্রুরা দা‘ওয়াতকে ধ্বংস করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু তারা সফল হয়নি। সন্দেহ, সংশয় ও বিকৃতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে এবং এই দা‘ওয়াতকে বিরাগজনক বিশেষণ দেওয়ার মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। আর এসবের মাধ্যমে কেবল (দা‘ওয়াতের) উজ্জ্বলতা, স্পষ্টতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং অগ্রগমনই বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ আর এসবের শেষে আমরা বর্তমানে যে বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছি, তা হলো—বিভিন্ন নামের দল বা জামা‘আতের হাত ধরে দা‘ওয়াতের নাম দিয়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন সংশয়পূর্ণ বহিরাগত মতবাদের আগমন। যেমন: মুসলিম ব্রাদারহুড, তাবলীগ জামা‘আত এবং অমুক-তমুক জামা‘আত। এসব দলের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো—তাওহীদের দা‘ওয়াতকে অপসারণ করে সেই (সালাফী দা‘ওয়াতের) জায়গা দখল করা।” [হাক্বীক্বাতুদ দা‘ওয়াতি ইলাল্লাহ; ‘ভূমিকা’ দ্রষ্টব্য; পৃষ্ঠা: ৩-৪; গৃহীত: ফাইসাল বিন ‘আবদুহ বিন ক্বাইদ আল-হাশিদী, রিসালাতুন উখুউয়িয়্যাহ: লিমাযা তারাকতু দা‘ওয়াতাল ইখওয়ানিল মুসলিমীন ওয়াত্তাবা‘তুল মানহাজাস সালাফী; পৃষ্ঠা: ৬৪; দারুল আসার, সানা কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. (১ম প্রকাশ)]

·৭ম বক্তব্য:

- ✓ ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

ال جماعة؟ عن وال خروج ال تـ فرق من هي هل الإخوان جماعة كـ بـ يعة وال جماعات لـ لـ فرق الـ بـ يعة أخذ حـكم ما الـ سائـ ل يـ قول :ال سؤال
تـ ؤخذ وإنما جماعة لأمـ ير أو جماعة لـ رئـ يس تـ ؤخذ لا الـ مـ سـ لـ مـ ين أمر لـ ولـ ي إلا تـ ؤخذ ما الـ مـ سـ لـ مـ ين أمر لـ ولـ ي تـ ؤخذ الـ بـ يعة :ال جواب
نـ عم الـ عام، الـ مـ سـ لـ مـ ين أمر لـ ولـ ي.

- ✓ প্রশ্ন: “প্রশ্নকারী বলছেন, ব্রাদারহুডের কাছে বাই‘আত নেওয়ার মতো বিভিন্ন দল ও জামা‘আতের নিকট বাই‘আত গ্রহণ করার বিধান কী? এটা কি (উম্মাহ) বিভক্তি এবং জামা‘আত (জামা‘আতুল মুসলিমীন) থেকে বের হয়ে যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত?”
- ✓ উত্তর: “মুসলিমদের শাসকের নিকট বাই‘আত গ্রহণ করতে হবে। মুসলিমদের শাসকের ব্যতীত অন্য কারও কাছে বাই‘আত নেওয়া যাবে না। কোনো দলের প্রধান বা কোনো দলের আমীরের নিকট বাই‘আত নেওয়া যাবে না। বরং বাই‘আত কেবল মুসলিমদের সার্বজনিক শাসকের কাছে নিতে হবে। না‘আম।” [দ্র.: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14223.]

·৮ম বক্তব্য:

- ✓ ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

الـ تـكـ فـ ير؟ خطر تـ و ضـ يح الـ شـ يخ معالـ ي مِنْ وأرجو الـ تـ بـ لـ يغ، وجماعة الإخوان كـ جماعة المُنحَرِفَة بـ الـ جماعات الالـ تحاق حُكم ما :ال سؤال
والفِتَن؟ النوازِل مِنَ الـ مـ سـ لم موقِف وما
عـ لـ يه ما لـ زوم يـ عـ ني الـ جماعة ولـ زوم ،الصالِحُ السَّلَفُ عـ لـ يه كـ ان ما عـ لـ ى والـ جماعة السُّنة أهل جماعة :واحدة جماعة إلا عـ ندنـ ا ما :ال جواب
والـ جماعة الـ سـ نة أهل مذهب فـ هذا ،عامّ إمامٍ طاعةِ تـ حت الـ دخول أي إمامهم، عـ لـ يه وما الـ مـ سـ لمون.
عظـ يمة مـ فـ اسـ د بـ ـه يحصـُلُ فـ إنـ ه الـ جماعات، وتعدُّد والاخـ تلاف التَفَرُّق خِلاف ذلـ ك؛ فـ ي الـ عدل ويـ تحـ قق بـ ذلـ ك الأمن ويتحَقَّقُ.
لَهُمْ أُوْلَئِكَوَ الْبَيِّنَاتُ جَاءَهُمْ مَا بَعْدِ مِنْ وَاخْتَلَفُوا تَفَرَّقُوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا وَلا﴿ :-تـ عالـ ى-وقـ ال ،﴾تَفَرَّقُوا وَلا جَمِيعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُواوَ﴿ :قـ ال -وعلا جلّ- الله
مَعَ اللهِ يَدَ فَإِنَّ ،بِالجَمَاعَةِ وَعَلَيكُمْ» :قـ ال -و سـ لم عـ لـ يه اللهُ صـ لـ ى-النبيُّ فـ،والاخـ تلا الفُرقَةِ عن ونـ هانـ ا بـ الاجـ تماع، أمَرَنا اللهُ ،﴾عَظِيمٌ عَذَابٌ
الخُلَفَاءِ وسُنَّةِ بِسُنَّتِي لَيْكُمفَعَ ،كَثِيرًا اختِلافًا فَسَيَرى مِنْكُمْ يَعِشْ مَنْ فَإِنَّهُ ،عَبْدٌ عَلَيكُمْ تَأَمَّرَ وإنْ ،والطَّاعةِ والسَّمعِ ،اللهِ بِتَقْوَى أُوصِيكُمْ» :وقـ ال ،«الجَمَاعَةِ
يف ضلالةٍ وكُلَّ ،ضَلالةٍ بِدْعَةٍ وكُلَّ ،بِدْعَةٍ مُحْدَثَةٍ كُلَّ فَإِنَّ ،الأُمُور وَمُحْدثَاتِ وإيَّاكُمْ ،بِالنَّوَاجِذِ عَلَيها وَعَضُّوا بِهَا تَمَسَّكُوا ،بَعْدِي مِنْ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ
النَّارِ«.
قـالـ حـ قو وإيـ صال الأمن توفُّر بـ ـه ويحصُل رحمة، فإنَّهُ الاجـ تماع أمَّا الـ دماء، وسَفك والخِصام النِّزاع تُسَبِّب والفُرْقَةُ ،عذابٌ والفُرْقَةُ ،رحمةٌ فالاجتماعُ
الأمن فـ ي هذا الأرض؛ وعِمارة ،أهلِها إلـ ى.
نَعْبُدَ أَنْ وَبَنِيَّ وَاجْنُبْنِي آمِناً الْبَلَدَ هَذَا اجْعَلْ رَبِّ﴿ ،﴾الثَّمَرَاتِ مِنْ أَهْلَهُ وَارْزُقْ آمِناً بَلَداً هَذَا جْعَلْا رَبِّ﴿ :بالأمنِ دعا ما أول -الـ سلام عـ لـ يه-إبـ راهـ يم ولـ هذا
الأَصْنَامَ﴾، واللهُ-جلّ وعلا- يـ قول :﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.
فالأمنُ لابُدَّ مِنهُ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ الآيـ ة.

- ✓ প্রশ্ন: “পথভ্রষ্ট দলসমূহে যোগদান করার বিধান কী, যেমন: ব্রাদারহুড এবং তাবলীগ জামা‘আত? আমি সম্মানিত শাইখের কাছে কাফির বলার ভয়াবহতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনাও আশা করছি। আর এসব দুর্যোগ ও ফিতনাহ’য় মুসলিমের অবস্থান কী?”

✓ উত্তর: “আমাদের কেবল একটি জামা‘আতই রয়েছে। আর তা হলো—আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত, যার উপর ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ। আর জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার অর্থ মুসলিমগণ এবং তাঁদের ইমাম যার উপর রয়েছেন, তা আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ, সার্বজনিক ইমামের আনুগত্যের আওতায় আসা। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আদর্শ। এর মাধ্যমে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় এবং এতেই ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবায়িত হয়; বিভক্তি, মতদ্বৈধতা এবং দলসমূহের আধিক্যের বিপরীতে। কারণ এসবের মাধ্যমে কেবল ভয়াবহ অনিষ্টই অর্জিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা সকলে আল্লাহ’র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।” (সূরাহ আলে ‘ইমরান: ১০৩) তিনি আরও বলেছেন, “আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর শাস্তি।” (সূরাহ আলে ‘ইমরান: ১০৫) আল্লাহ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আদেশ করেছেন এবং দলাদলি ও মতবিরোধ করতে নিষেধ করেছেন।

✓ নাবী ﷺ বলেছেন, “তোমরা জামা‘আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করো। নিশ্চয় জামাআতের উপর আল্লাহ’র হাত (অনুগ্রহ) প্রসারিত।” (তিরমিযী, হা/২১৬৫-২১৬৬; সনদ: সাহীহ) তিনি ﷺ আরও বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নবআবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নবআবিষ্কার হলো বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আত হলো ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবার কারণ।” (আবূ দাউদ, হা/৪১০৭; নাসাঈ, হা/১৫৭৮; সনদ: সাহীহ; শেষের বাক্যটি স্রেফ নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত – অনুবাদক)

✓ ঐক্যবদ্ধ থাকা রহমত, আর দলাদলি হলো আযাব। দলাদলি ঝগড়াবিবাদ, বাগবিতণ্ডা এবং রক্তপাতের কারণ। পক্ষান্তরে একতা হলো রহমত। এর মাধ্যমে অর্জিত হয় পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, হকদারের কাছে হক পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং জমিনকে আবাদকরণের ব্যবস্থা। একারণে ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রথম নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “হে আমার রব, আপনি এই শহরকে (মক্কা) নিরাপদ নগরী বানান এবং এর অধিবাসীদেরকে ফলমুলের রিজিক দিন।” (সূরাহ বাক্বারাহ: ১২৬) “হে আমার রব, আপনি এই শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন’।” (সূরাহ ইবরাহীম: ৩৫)
মহান আল্লাহ বলেছেন, “অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদত করে। যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন, আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।” (সূরাহ ক্বুরাইশ: ৩-৪) অবশ্যই নিরাপত্তা থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন, “তারা কি দেখে না যে, আমি ‘হারাম’ কে নিরাপদ বানিয়েছি, অথচ তাদের আশপাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেয়া হয়? তাহলে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ’র অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?” (সূরাহ ‘আনকাবূত: ৬৭)” [দ্র.: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/16250.]

✓ ·৯ম বক্তব্য:
ইমাম সালিহ বিন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—
السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل جماعة التبليغ والإخوان المسلمين من الفرق الضالة؟
الجواب: كل من خالف ما عليه الرسول ﷺ وأصحابه فهو من الفرق الضالة، لكن قد يكون ضلاله ضلالاً مبيناً وقد يكون ضلاله دون ذلك، [كلام غير واضح] وإلا كل من خالف منهج الرسول ﷺ وما عليه الرسول وأصحابه في العقيدة إنه يكون من الفرق الضالة، قد يكون ضلاله حسب ما هو عليه من المخالفات، نعم.

✓ প্রশ্ন: “ইয়া সাহিবাল ফাদ্বীলাহ (হে সম্মাননীয়), আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এই প্রশ্নকারী বলছেন, তাবলীগ জামা‘আত এবং মুসলিম ব্রাদারহুড কি পথভ্রষ্ট দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত?”
উত্তর: “যে ব্যক্তিই রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ যে আদর্শের উপর ছিলেন, সে আদর্শের বিরোধিতা করে, সেই পথভ্রষ্ট দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার ভ্রষ্টতা কখনো কখনো সুস্পষ্ট হয়, আবার কখনো কখনো অস্পষ্ট হয়। নতুবা যে ব্যক্তিই রাসূল ﷺ এর মানহাজের বিরোধিতা করে এবং রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ ‘আক্বীদাহর ক্ষেত্রে যে আদর্শের উপর ছিলেন, সে আদর্শের বিরোধিতা করবে, সেই পথভ্রষ্ট দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে তার ভ্রষ্টতা তার বিরোধিতার পরিমাণ অনুযায়ী কমবেশি হতে পারে। না‘আম।” [দ্র.: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/5051.]

১০ম বক্তব্য:

✓ ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

وجزاكم ع نه، أو ع نهم أبـ لغ أن لـ ي يـ سـ تحب هل أف راده، من ف ردا أو الـ محظور الإخوان وحزب خلايـ ا من سرية خـ لـ ية عرف ت إذا :الـ سؤال
الله خـ يرا.

وكـ يد الأ شرار شرّ كفّ لأجل ع نهم، يـ بـ لغ أن شـ يـ ئا ع نهم عـ لم من عـ لى يـ جب هؤلاء مـ ثل عن الـ تـ بـ لـ يغ مطـ لوب كان ذا إ نـ عم، :الـ جواب
[٢ :الـ مائدة] ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ :وعلا جل الله قـ ال والـ تـ قوى، الـ بر عـ لى الـ تعاون من هذا الـ فجار،
الـ مـ سـ لـ ين عن شره كفّ فـ ي يـ سعى أن فـ يجب ع نه، الـ سكوت يـ جوز لا ضـ الـ ة أفكاراً أو مـ تطرفـ ة أفكاراً يـ نـ شر شخصاً أن عرف فـ إذا
بـ أي وسـ يـ لة، نـ عم.

✓ প্রশ্ন: "আমি যখন নিষিদ্ধ দল ব্রাদারহুডের কোনো গুপ্তসংঘ বা তাদের কোনো সদস্যকে চিনতে পারব, তখন কি ওই সংঘ বা সদস্যের ব্যাপারে (কর্তৃপক্ষের কাছে) খবর পৌঁছানো আমার জন্য বাঞ্ছনীয়? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।"

উত্তর: "হ্যাঁ। এইরকম ব্যক্তিদের ব্যাপারে সংবাদ তলব করা হলে, যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে কিছু জানে, তার জন্য তাদের ব্যাপারে সংবাদ পৌঁছানো ওয়াজিব। যাতে করে অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট এবং পাপাচারীদের চক্রান্ত প্রতিরোধ করা যায়। এটা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন, "সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা কোরো না।" (সূরাহ মা'ইদাহ: ২) যদি জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তি উগ্রবাদী মতাদর্শ বা পথভ্রষ্ট মতাদর্শ প্রচার করছে, তাহলে তার ব্যাপারে চুপ থাকা জায়েজ নয়। যে কোনো প্রকারে মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাঁর অনিষ্টকে প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা ওয়াজিব। না'আম।" [দ্র.: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/17730.]

✓ ·১১শ বক্তব্য:

ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত আরেকটি ফাতওয়া—

عـ لى الله وفـ قه الـ عزيـ ز عـ بد بـ ن سـ لمان بـ ن محمد الأمـ ير الأمـ ين الـ عهد ولـ ي سمو مـ قدمـ تهم وفـ ي الله حـ فظهم أمرنـ ا ولاة أكد :الـ سؤال
الـ سـ نة لأهل الـ منهج الـ مخالـ فة والـ جماعات الـ تـ نظـ يمات الأحزاب من وغـ يرها الـ قاعدة وتـ نظـ يم وداعش الإخوان جماعة تـ نظـ يم خطورة
الـ عـ لم طلاب وخـ صوصـ ا جمـ يعا واجـ بـ نا فـ ما الـ زمن، هذا فـ ي وخـ صوصـ ا والـ مـ سـ لـ ين الإ سلام صورة لـ تـ شويـ ه سـ بب وأنـ ها والـ جماعة،
والـ تـ نظـ يمات؟ الأحزاب هذه تـ جاه

الـ مـ سـ لـ ين ولأئـ مة ولـ رسولـ ه، ولـ كـ تابـ ه لله :قـ ال الله؟ رسول يـ ا لـ من :قـ لـ نا الـ نـ صـ يحة، الـ دين : ﷺ قـ ال الـ نـ صـ يحة، الـ واجب :الـ جواب
وعامـ تهم. [مـ سـ لم رواه] الـ واجب الـ نـ صـ يحة، لـ وقـ ايـ ة الـ شرور هذه من لـ نـ صـ يحة ومن الأ شرار، وهؤلاء الـ ضلالات وهذه كـ يدهم يـ بـ ين أن الـ نـ صـ يحة ومن
بـ يـ ن ويـ دسّهم يـ حذرو منهم، نـ عم.

فـ ي أضرت الـ تـ ي والأحزاب الـ تـ نظـ يمات هذه وخـ صوصـ ا الـ مـ قامات هذه مـ ثـ ل فـ ي الـ والـ د سماحة الـ شراحة ووضوح من بدّ لا وأيـ ضا :الـ سائـ ل
الإ سلام.

عـ نه ويـ بـ لغ كفّه فـ ي يـ سعى أن عـ لـ يه يـ جب الـ مـ سـ لـ ين عـ لى خطر فـ يه مما منه وتـ أكد شيئاً عـ لم من يـ بـ ين بدّ لا شك، لا :الـ شـ يخ
ومن الـ مسؤولـ ي يـ همه ومن الأمر يـ همه ومن الـ ذيـ ن يـ عار ضون الأمور، يـ بـ لغهم يـ هذه بـ الأخطار الـ تـ ي الـ عـ لم عـ نها ما عـ لم، نـ عم.

✓ প্রশ্ন: "আমাদের শাসকবর্গ (আল্লাহ তাঁদেরকে হেফাজত করুন) –তাঁদের অগ্রভাগে রয়েছেন মহামান্য যুবরাজ আমীর মুহাম্মাদ বিন সালমান বিন 'আব্দুল 'আযীয (আল্লাহ তাঁকে সৎকর্মের তাওফীক্ব দিন)– ব্রাদারহুড, আইএস, আল-কায়েদা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ বিরোধী অপরাপর দল ও সংগঠনের ভয়াবহতার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এসব দল ইসলাম ও মুসলিমদের আদর্শকে বিকৃত করছে, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। এসব দল ও সংগঠনের ব্যাপারে আমাদের সবার, বিশেষ করে ত্বালিবুল 'ইলমদের কী করণীয় রয়েছে?"

উত্তর: "এক্ষেত্রে করণীয় হলো নসিহত করা। নাবী ﷺ বলেছেন, 'নসিহত করাই দ্বীন।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ'র রাসূল, 'কার জন্য নসিহত?' তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তার কিতাবের, তার রাসূলের, মুসলিম শাসকবর্গ এবং মুসলিম জনগণের জন্য।" (সাহীহ মুসলিম, হা/৫৫; 'ঈমান' অধ্যায়; পরিচ্ছেদ- ২৩) সুতরাং করণীয় হলো নসিহত করা; এসব অনিষ্টতা, ভ্রষ্টতা থেকে এবং ওই সকল অনিষ্টকারী ব্যক্তিদের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকার জন্য। অনিষ্টকারী ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বর্ণনা করা এবং তাদের থেকে মুসলিমদের সতর্ক করা নসিহতেরই অন্তর্ভুক্ত। না'আম।"

- প্রশ্নকর্তা: “সম্মানিত পিতা, এছাড়াও এসব বিষয়ে, বিশেষ করে ইসলামের ক্ষতিসাধনকারী এসব সংগঠন ও দলসমূহের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক?”
- শাইখ: “নিঃসন্দেহে। যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে জানে যে, এতে মুসলিমদের ক্ষতি রয়েছে, তার জন্য ওয়াজিব হলো—তা প্রতিরোধ করা, আর সে ব্যাপারে (সংশ্লিষ্ট বিভাগে) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে এবং যারা এসব বিষয় ফেস করেন, তাঁদের কাছে সংবাদ পৌঁছানো। এসব ক্ষতিকর বিষয়সমূহের ব্যাপারে সে যা জানে, তা তাঁদের কাছে পৌঁছাবে।” [দ্র.: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/17731.]

·১২শ বক্তব্য:

- কিছু লোক একটি মিথ্যা দাবি করে যে, ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রশংসা করেছেন! অথচ তাদের এই দাবির স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই। ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ)’র শ্রেষ্ঠ ছাত্র যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.] এই দাবি নাকচ করে দিয়েছেন এবং ব্রাদারহুডকে আহলুস সুন্নাহ বহির্ভুত দল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
- ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়াটি নিম্নরূপ—

والإخوان الـ تـ بـلـ يغ بـ جماعة ويـ نـصح يـ ثـني وهو تـ وفـ ي قـ د الله رحمه بـ از ابـ ن الـ شـ يخ سماحة إن يـ قول الـ دعاة بـ عض ظهر :الـ سؤال صحـ يح؟ الـ كلام هذا فـ هل الـ مـ سـلـ مـ ين،

أهل إلـ ى ويـ دعو والـ جماعة، الـ سـنة أهل عـ لى إلا يـ ثـني سمعـ ناه ما سـ نوات عـ شر من أكـ ثر جالسنٰه ونـحن صحـ يح، غـ ير الـ كلام هذا :الـ جواب شـ يخي عن أعرفـ ه الـ ذي هذا وغـ يرهم، الـ تـ بـلـغـ يـ ين من خطأه عن يـ تراجع أن الأخـرى الـ جماعات من أخطئ لـمن ويـ نـصح والـ جماعة الـ سـنة الـ شـ يخ ابـ ن بـ از رحمه ، الله نـ عم.

- প্রশ্ন: “একজন দা‘ঈর আবির্ভাব ঘটেছে, যে বলছে, সম্মানিত শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাবলীগ জামা‘আত এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রশংসারত অবস্থায় মারা গেছেন। এই কথা কি সঠিক?”
- উত্তর: “এই কথা সঠিক নয়। আমরা তাঁর সাথে দশ বছর উঠাবসা করেছি। আমরা কখনও শুনিনি যে, তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত ব্যতীত অন্য কারও প্রশংসা করেছেন। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের দিকে মানুষকে আহ্বান করতেন। অন্য দলের কেউ ভুল করলে তিনি তাকে সেই ভুল থেকে ফিরে আসার নসিহত করতেন; তাবলীগীদের এবং অন্যান্যদেরও (নসিহত করতেন)। আমার শাইখ আশ-শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ)’র ব্যাপারে আমি এটাই জানি। না‘আম।” [দ্র.: www.alfawzan.af.org.sa/en/node/14255.]
- ·১৩শ বক্তব্য:
- শাইখ ফাওয়্যায বিন ‘আলী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ)’র ইউটিউব চ্যানেলে মুসলিম ব্রাদারহুড প্রসঙ্গে ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)’র একটি অডিয়ো ক্লিপ আপলোড করা হয়েছে। যেখানে ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) কে মুসলিম ব্রাদারহুডের উৎপত্তি প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তিনি উত্তরে বলেছেন,
- ويـ فجرون الـ بـ يوت يـ نـسـ فون نـواكـا ما الـ خوارج الـ خوارج، يـ فعـ له ما تـ جاوزوا شرهم، زاد لـ كن خوارج، الـ طائـ فة هذه مـ نـ شأ أصل يـ هجمون كـانـوا ما ويـ فاتـ لون، الـ معارك فـ ي يـ برزون كـانـوا الـ خوارج الـ غـ يـلة، وهذه الأعمال هذه يـ عمـلون كـانـوا ما والـ مـ تاجر، الـ مـ ساكـن عـ لـ يهم زادوا لـ كن الـ خوارج، من مـ نـشأهم الـ خوارج، من أ شر فـ هم والأطـ فال، الـ نـ ساء ويـ رعوون الآمـ نـ ين، الـ ناس بـ يوت عـ لى.
- “এই দলের মূল উৎপত্তি হলো খারিজী সম্প্রদায়। কিন্তু এদের অনিষ্ট আরও বেশি। এরা খারিজীদের কর্মকাণ্ডকেও অতিক্রম করেছে। (প্রাচীন) খারিজীরা বাড়িঘর ধ্বংস করত না, মানুষের আবাসস্থল ও হাটে-বাজারে বোমা বিস্ফোরণ করত না। তারা এই ধরনের কর্মকাণ্ড এবং প্রতারণামূলক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করত না। (প্রাচীন) খারিজীরা যুদ্ধে বের হতো এবং যুদ্ধ করত। কিন্তু তারা নিরাপদ মানুষের বাড়িঘরে হামলা করত না, নারী ও শিশুদের ভীতসন্তস্ত্র করত না। এরা (প্রাচীন) খারিজীদের চেয়েও নিকৃষ্ট। খারিজীদের থেকেই এদের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এরা অনিষ্টসাধনে তাদেরকেও অতিক্রম করেছে।” [দ্র.: https://m.youtube.com/watch?v=uSpK9Z_-FyE.]

[২৯শ অধ্যায় এই পর্বেই সমাপ্ত।]

·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা

- পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে

৩০শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)

সহীহ-আকিদা(RIGP) 7 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

- নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন ▌৩০শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)https://rasikulindia.blogspot.com/ ইসলামিক বই

▌৩০শ অধ্যায়: ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)

- শাইখ পরিচিতি:

ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। সেই সাথে তিনি একজন প্রখ্যাত ফাক্বীহ, বিতার্কিক ও মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আলবেনিয়ার স্কোদার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে ক্বুরআন, তাজউয়ীদ, আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র এবং হানাফী ফিক্বহ অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি শাইখ সা‘ঈদ আল-বুরহানীর কাছে হানাফী ফিক্বহ এবং ভাষা ও অলংকারশাস্ত্রের কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেন।

তিনি হাদীস, ফিক্বহ ও ‘আক্বীদাহ বিষয়ে প্রায় তিন শতাধিক ছোটো-বড়ো গ্রন্থ রচনা করেছেন। ‘ইলমে হাদীসে তিনি যে মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। হাদীসশাস্ত্রের এই অতুলনীয় খেদমত করার কারণে ১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে কিং ফায়সাল অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

- ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] বলেছেন, “এই যুগে আসমানের নিচে মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মতো (প্রাজ্ঞ) মুহাদ্দিস আমি দেখিনি।” [মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শাইবানী, হায়াতুল আলবানী ওয়া আসারুহু ওয়া সানাউল ‘উলামাই ‘আলাইহ; খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ৬৫-৬৬]

ইমাম ইবনু ‘উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.] মুহাম্মাদ বিন নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে বলেছেন, “আমি শাইখের সাথে মিলিত হয়ে যা জেনেছি তা হচ্ছে, তিনি সুন্নাহ’র প্রতি আমল এবং বিদ‘আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী ছিলেন, চাই সে বিদ‘আত ‘আক্বীদাহর ক্ষেত্রে হোক কিংবা আমলের ক্ষেত্রে। আমি তাঁর লিখন পড়ে অবগত হয়েছি যে, তিনি বর্ণনা ও বুঝের দিক থেকে হাদীসশাস্ত্রে বিপুল পরিমাণ ‘ইলমের অধিকারী।” [প্রাগুক্ত; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৫৪৩]

- ইমাম মুক্ববিল আল-ওয়াদি‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.] বলেছেন, “শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (হাফিযাহুল্লাহ) ওই মুজাদ্দিদদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর এই বাণী যথার্থ হয়—“নিশ্চয় আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি একশ বছরের শিরোভাগে এমন লোকের আর্বিভাব ঘটাবেন, যিনি এই উম্মতের দ্বীনকে তার জন্য সঞ্জীবিত করবেন।” (আবূ দাউদ, হা/৪২৯১; সনদ: সাহীহ)” [প্রাগুক্ত; খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৫৫৫]

- ইমাম রাবী‘ আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ) [জন্ম: ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.] ইমাম আলবানী সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। বরং তিনি ‘ইলম, ফজল ও আখলাকে প্রথম শ্রেণির তিনজন ‘আলিমের একজন। তাঁরা হলেন—আল-‘আল্লামাহ আশ-শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।” [ইমাম রাবী‘ (হাফিযাহুল্লাহ), তাযকীরুন নাবিহীন; পৃষ্ঠা: ৩১৮; শাইখের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত সফট কপি]
- প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হামূদ আত-তুওয়াইজিরী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪১৩ হি.] বলেছেন, “বর্তমানে আল-আলবানী সুন্নাহ’র একটি নিদর্শন। তাঁর নিন্দা করার অর্থ সুন্নাহ’র নিন্দা করতে সাহায্য করা।” [আজুর্রি (ajurry) ডট কম]
- শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয হাদ্দাহ বলেছেন, “আশ-শাইখ আল-‘আল্লামাহ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৩৯৩ হি.], যাঁর যুগে তাফসীর ও ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর মতো জ্ঞান কেউ রাখতেন না, তিনি শাইখ আলবানীকে বিস্ময়কর রকমের সম্মান করতেন। এমনকি তিনি মাসজিদে নাবাউয়ীতে দারস দেওয়ার সময় যখন তাঁকে (আলবানীকে) পাশ দিয়ে যেতে দেখতেন, তখন তিনি তাঁর সম্মানার্থে দারস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁকে সালাম দিতেন।” [আল-আসালাহ ম্যাগাজিন; সংখ্যা: ২৩]

এই মহান মুহাদ্দিস ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। সংগৃহীত: আল-আলবানি ডট ইনফো ও আজুর্রি ডট কম।

- ·১ম বক্তব্য:

বিগত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ আল-মুজাদ্দিদ আল-ফাক্বীহুন নাক্বিদ ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.] বলেছেন,

- ليس صوابًا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة.

“একথা বলা ঠিক হবে না যে, মুসলিম ব্রাদারহুড আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা সুন্নাহ’র সাথে যুদ্ধ করছে।” [ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ), সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর; ৩৫৬ নং অডিয়ো ক্লিপ; আল-মাজাল্লাহ ম্যাগাজিন; ৮০৬ তম সংখ্যা; অডিয়ো লিংক: http://ar.alnahj.net/audio/839]

- ২য় বক্তব্য:

ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়া—

السؤال: هل صحيح مقولة: إنّ ضرر الاخوان المسلمين على الأمة أكثر من ضرر اليهود والنصارى؟

الجواب: نعم قد يكون ضررهم أكثر، ولكن لا نعاملهم معاملة اليهود والنصارى.

প্রশ্ন: “নিশ্চয় উম্মাহ’র উপর মুসলিম ব্রাদারহুডের ক্ষতি ইহুদি-খ্রিষ্টানের ক্ষতির চেয়েও বেশি—এই কথা কি সঠিক?”

- উত্তর: “হ্যাঁ। কখনো কখনো তাদের ক্ষতি ইহুদি-খ্রিষ্টানের চেয়েও বেশি হয়। কিন্তু আমরা তাদের সাথে ইহুদি-খ্রিষ্টানের মতো আচরণ করব না।”

[ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ), সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর; ৭৫২ নং অডিয়ো ক্লিপ (৩৩:১০ মিনিট থেকে); অডিয়ো লিংক: http://ar.alnahj.net/audio/2714 (শুধু এই ফাতওয়ার লিংক)]

·৩য় বক্তব্য:

ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

- الإخوان المسلمين قطعوا علاقتهم برسول الله ﷺ وربطوا علاقتهم بحسن البنا، وهذا ظاهر.

“মুসলিম ব্রাদারহুড আল্লাহ’র রাসূল ﷺ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং হাসান আল-বান্না’র সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এটা সুস্পষ্ট বিষয়।” [দ্র.: http://ar.alnahj.net/audio/2015 (১ সেকেন্ড থেকে ১৯ সেকেন্ড পর্যন্ত)]

৪র্থ বক্তব্য:

ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত ফাতওয়া—

- প্রশ্ন: “এটা বলা কতটুক সঠিক যে, অমুক ও অমুক ‘আক্বীদাহতে সালাফী কিন্তু ইখওয়ানের মানহাজের ওপর রয়েছে? তাহলে মানহাজ কি ‘আক্বীদাহর অন্তর্ভুক্ত না? এবং সালাফরা কি এমন শ্রেণিকরণের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন যে, (তাঁরা মনে করতেন) এমন কোনো লোক ছিল, যে ‘আক্বীদাহতে ছিল সালাফী কিন্তু মানহাজে সালাফী ছিল না?”

উত্তর: “এগুলো (‘আক্বীদাহ ও মানহাজ) আলাদা নয়, ইয়া আখী! এবং কারো পক্ষে সম্ভব নয় যে সে ইখওয়ানী-সালাফী হবে। তবে সে কিছু বিষয়ে

সালাফী হবে এবং কিছু বিষয়ে ইখওয়ানী হবে। আর রাসূল (ﷺ) এর সাহাবারা যার ওপরে ছিলেন তার ওপরে থেকে সালাফী হওয়ার কথা হলে, সেক্ষেত্রে এই দুটি একত্র করা অসম্ভব। আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন দু‘আত, বেশ, কিন্তু তারা কীসের দিকে দা‘ওয়াহ দেয়? অর্থাৎ আমরা যদি একজন ইখওয়ানী-সালাফীর ব্যাপারে কল্পনা করি, সে কি দাওয়াতিস-সালাফিয়্যাহ’র দিকে দা‘ওয়াহ দেয়? উত্তর হলো, “না।” অতএব, এই লোক সালাফী না। তবে এক ক্ষেত্রে সে ঐরকম কিন্তু আরেক ক্ষেত্রে সে ওই রকম না।” [দ্র.: https://goo.gl/uSFyEu; গৃহীত: https://tinyurl.com/y4xtjkqf (“সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে” ফেসবুক পেজের পোস্ট লিংক)]

·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা

পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

৩১শ অধ্যায়: সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ

সহীহ-আকিদা(RIGP) 7 days ago read online articles, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে, কস্টিপাথরে ব্রদারহুড

❖ ৩১শ অধ্যায়: সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ

·পরিষদ পরিচিতি:

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ (হাইআতু কিবারিল ‘উলামা আস-সা‘ঊদিয়্যাহ) একটি সরকারি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ণনাম হলো “আর-রিআসাতুল ‘আম্মাহ লিল বুহূসিল ‘ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (‘ইলমী গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদানের সাধারণ পরিষদ)”। ১৯৭১ সালে এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদেরই শাখা প্রতিষ্ঠান হলো “আল-লাজনাতুদ দাইমাহ লিল বুহূসিল ‘ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (‘ইলমী গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটি)”, যে প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশে ‘সৌদি ফাতাওয়া বোর্ড’ নামে পরিচিত। সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ মূলত ধর্মীয় গবেষণা, সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ফাতাওয়া প্রদানের মতো নেক কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকে। সাধারণত সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতী সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের প্রধান হয়ে থাকেন। সর্বপ্রথম এই পরিষদের প্রধান হয়েছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ)। তাঁর পরে এই পরিষদের প্রধান হন ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)। তাঁর পরে এই পরিষদের প্রধান হন বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ)। অনেক বড়ো বড়ো ‘উলামায়ে কেরাম এই পরিষদের সদস্য হিসেবে ছিলেন এবং এখনও আছেন

❖ এই পরিষদের সদস্য ছিলেন বা এখনও আছেন, এমন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ‘আলিম হলেন—ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, ইমাম ‘আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-‘উসাইমীন, ইমাম ‘আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়্যান, ইমাম সালিহ আল-ফাওযান, ইমাম সালিহ আল-লুহাইদান, ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল্লাহ আল-বাসসাম, ‘আল্লামাহ সালিহ বিন গুসূন, ‘আল্লামাহ ‘আব্দুল্লাহ বিন মানী‘, ‘আল্লামাহ সা‘দ আশ-শিসরী, ‘আল্লামাহ সুলাইমান আবা খাইল প্রমুখ। রাহিমাহুমুল্লাহু মিনহুম ওয়া হাফিযাহুমুল্লাহ। এই পরিষদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হলো– www.alifta.net। সংগৃহীত: উইকিপিডিয়া।

❖ ·১ম বক্তব্য:

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ (হাইআতু কিবারিল ‘উলামা) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, ব্রাদারহুডের সাথে আমাদের মতবিরোধ মানহাজের

ক্ষেত্রে, সাধারণ মাসআলাহ’র ক্ষেত্রে নয়। সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের প্রধান গ্র্যান্ড মুফতী আশ-শাইখুল ‘আল্লামাহ ইমাম ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ)’র [জন্ম: ১৩৬২ হি./১৯৪৩ খ্রি.] অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে “আল-মুফতী: ইখতিলাফুনা মা‘আল ইখওয়ান ফিল মানহাজ ওয়া লাইসাল উসূল” শিরোনামে একটি ছোট্ট আর্টিকেল রয়েছে, যেখানে ব্রাদারহুডের ব্যাপারে তাঁর এবং সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। আর্টিকেলটি নিম্নরূপ----

أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ أن القاعدة داعش والإخوان والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم، وخداعو الناس، ومن يدعو الشباب إلى انظام الذ معهم قد أخطأ وضل سواء السبيل.

من جهة أخرى قالت هيئة كبار العلماء على لسان أمينها العام: إن البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل.

وأوضحت الهيئة أن زعزعة الأمن، والجناية على الأنفس، والممتلكات العامة والخاصة تعتبر جريمة تستهدف الإفساد، وكل من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو موّل، أو غير ذلك من وسائل الدعم يستحق العقوبة الزاجرة الرادعة.

“সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতী এবং সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের প্রধান সম্মানিত শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ নিশ্চিত করেছেন যে, আইএস, আল-কায়েদা ও ব্রাদারহুড তাদের মতাদর্শ এবং বিদ‘আতী কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। যে ব্যক্তি আমাদের যুবকদেরকে তাদের দলে যোগদান করার দিকে আহ্বান করছে, সে ভুল করছে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

❖ অপরদিকে সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ তার সেক্রেটারি জেনারেলের জবানে বলেছে, “কিছু লোক মনে করে, ব্রাদারহুডের সাথে আমাদের বিরোধ কিছু নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ মাসআলাহ’র ক্ষেত্রে। এটি সঠিক নয়। বরং মাসআলাহ’র ক্ষেত্রে বিরোধ হওয়ার আগে তাদের সাথে আমাদের বিরোধ মানহাজের ক্ষেত্রে।”

❖ আর সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ স্পষ্ট করেছে যে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা এবং জান ও নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট মালের অনিষ্ট সাধন করা অপরাধ হিসেবে পরিগণিত, যে অপরাধ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করে। আর যারাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়, বা আত্মগোপন করে থাকে, অথবা অন্যায় কর্মে প্ররোচিত করে, বা এসবে অর্থ যোগান দেয়, অথবা অন্যান্য সমর্থন ও সহযোগিতার যোগান দেয়, তারাই ‘এসব কাজ থেকে নিবৃত্তিকারক শাস্তি’ পাওয়ার হকদার হয়।” [দ্র.: https://tinyurl.com/yaons74y (শাইখের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট– mufti.af.org.sa এর আর্টিকেল লিংক)]

·২য় বক্তব্য:

❖ সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদ তার সেক্রেটারি জেনারেলের জবানে স্পষ্টভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের সুন্নাহ বিরোধী মানহাজের কথা ব্যক্ত করেছে। সর্বোচ্চ ‘উলামা পরিষদের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে ২০১৭ সালের ১৯শে জুন তারিখে সেক্রেটারি জেনারেলের কথা টুইট করা হয়েছে। টুইটটির টেক্সট হুবহু তুলে দেওয়া হলো—

❖ جماعة الإخوان ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة؛ إن لم يكن في البدايات، ففي النهايات. # الأمين _ العام.

“মুসলিম ব্রাদারহুডের ‘আক্বীদাহ ও সুন্নাহ’র ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। তাদের মানহাজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা প্রথম দিকে এমন না থাকলেও, শেষের দিকে এমন হয়েছে। # সেক্রেটারি _ জেনারেল।”

[দ্র.: https://mobile.twitter.com/ssa_at/status/876755235749994496?lang=bn.]

❖ ·এই পর্বের মাধ্যমে শেষ হলো ‘কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড’ সিরিজ। ফালিল্লাহিল হামদ। প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এই ক্ষুদ্র দা‘ওয়াতী প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন এবং লৌকিকতার পঙ্কিলতা থেকে একে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আর যাঁরা এই সিরিজ লিখে, লেখককে উৎসাহ দিয়ে, সহযোগিতা করে এবং সিরিজের লেখাগুলো প্রচার করে সালাফী দা‘ওয়াতের একটি মহৎ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ মৃধা

❖ পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

❖ পরিশেষে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এই ক্ষুদ্র দা‘ওয়াতী প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন এবং লৌকিকতার পঙ্কিলতা থেকে একে উত্তমরূপে হেফাজত করুন। আর যাঁরা এই সিরিজ লিখে, লেখককে উৎসাহ দিয়ে, সহযোগিতা করে

'কষ্টিপাথরে ব্রাদারহুড'সিরিজের-সকল-পর্বের লিংক-(ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সম্পর্কে)

এবং সিরিজের লেখাগুলো প্রচার করে সালাফী দা'ওয়াতের একটি মহৎ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

·অনুবাদ ও সংকলনে: মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ মৃধা

পরিবেশনায়: www.facebook.com/SunniSalafiAthari (সালাফী: 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজে)

 সংরক্ষণ এবং পিডি-এফ সম্পাদনায়ঃ- রাসিকুল ইসলাম, (Admin- rasikulindia)

আপনি চাইলে -Whatapps-Facebook-Twitter-ব্লগ- আপনার বন্ধুদের Email Address সহ অন্য Social Networking- ওয়েবসাইটে শেয়ার করতে পারেন-মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন। "কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা" [সহীহ্ মুসলিম: ২৬৭৪]-:-admin by rasikul islam নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিটকরুন -এই ওয়েবসাইটে -https://sarolpoth.blogspot.com/(জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে runing update),<> -https://rasikulindia.blogspot.com(ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে, পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারবেন).

Admin by rasikulindia

://rasikulindia

(PDF ^ অনলাই

প্রাপ্তি-স্থান-ওয়েবসাই

মুর্শিদাবাদ(ভারত)